

আশা—প্রচারিয়া এই ‘মকতুব’ রতন
অলীদের দোওয়া পাব চির-চিরন্তন ।

গাওছে ছাম্দানী মহবুবে ছোব্হানী এমামে রব্বানী
হজরত মোজাদ্দেদে আল্ফেছানী (রাঃ)-এর

মকতুবাৎ শরীফ

(বঙ্গানুবাদ)

প্রথম খণ্ড - দ্বিতীয় ভাগ

অনুবাদক :

শাহ্ মোহাম্মদ মুতী আহমদ আফ্তাবী

শাহ্ ফকীর (রাজীঃ)

পরিবেশক :

আফ্তাবীয়া খান্কাহ্ শরীফ, সাভার, ঢাকা ।

প্রকাশক : আবুল বারাকাত শাহ্ মোঃ ফতুল্লাজ্জামান হুমায়ূন আহমদী
শাহ্ ফকীর

আফতাবীয়া খানকাহ্ শরীফ, আরিচা রোড, সাভার, ঢাকা।

প্রকাশ কাল : প্রথম প্রকাশ : ২০শে কার্তিক, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ।

দ্বিতীয় প্রকাশ : ১২ই শ্রাবণ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।

তৃতীয় প্রকাশ : ৭ই অগ্রহায়ণ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ

রবিবার, ২৪ জিলকদ ১৪২৯ হিজরী, ২৩শে নভেম্বর ২০০৮খ্রিঃ।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

মুদ্রণে : প্রিন্ট এক্স, ২৩০, ফকিরাপুল, ঢাকা।

প্রাপ্তিস্থান : * আফতাবীয়া খানকাহ্ শরীফ, সাভার, ঢাকা। ফোনঃ ৭৭১২৮৬৪
* বরকতীয়া খানকাহ্ শরীফ, আলম নগর, রংপুর।
* অধ্যাপক মোঃ আলতাফ হোসেন। ফোনঃ ৯১১৩৩০২
* মোজাদ্দিয়া কুতুবখানা, বায়তুল মোকাররম, ৬নং দোকান।
* হক লাইব্রেরী, বায়তুল মোকাররম, ১৮নং দোকান।
* ইসলামীয়া কুরআন মহল, বায়তুল মোকাররম, ২০নং দোকান।
* রশীদ বুক হাউস, ৬ প্যারীদাস রোড, ঢাকা।
* মোহাম্মদী কুতুব খানা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
অন্যান্য সকল প্রধান লাইব্রেরী।

হাদিয়া : দুইশত টাকা মাত্র।

দিলে কিন্তু কতিপয় জড়বস্তু মোরে—

অপার তারণ তরী পেলে চির তরে।

(অনুবাদক)

প্রকাশকের আরজ

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহুতায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত মহরুব (দঃ) ও প্রিয় বান্দাগণের প্রতি দরুদ ও ছালাম অবিরত ধারায় বর্ষিত হইতে থাকুক। আল্লাহু তায়ালার অশেষ শোকর গোজারী যে, আল্লাহুপাকের অফুরন্ত রহমতে ও পীরানে কেরামের অছিলায় বিশেষতঃ আমাদের পীর ও ওয়ালেদ কেবলা হজরত হাজী শাহ মোহাম্মদ মুতী আহমদ আফতাবী শাহ ফকীর (রাঃ)-এর মকবুল দোওয়া ও রুহানী তায়ীদের ফলে শেষ জমানার অদ্বিতীয় অলী-আল্লাহু হজরত এমামে রব্বানী মোজাদ্দের আলফেছানী (রাঃ)-এর পার্সী ও আরবী ভাষায় লিখিত “মকতুবাত শরীফের” প্রথম খণ্ড দ্বিতীয়ভাগ-এর তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইল।

খতমে নবুয়তের পর দ্বীন-ইসলামের সংস্কার সাধন তথা বিশুদ্ধ করণের দায়িত্ব মোজাদ্দের উপর ন্যস্ত আছে। এই মহামতি মোজাদ্দের বা দ্বীন ইসলাম সংস্কারকগণ কালের কালিমাসমূহ অপসারণ করিয়া পবিত্র ইসলামকে তাহার প্রাথমিক যুগের তুল্য বিশুদ্ধতা প্রদান করিয়া থাকেন। তরীকতপন্থী ও ছুফীবাদে বিশ্বাসী এবং ধর্মপ্রাণ মশহুর আলেমগণ এমামে রব্বানী হজরত শায়েখ আহমদ ফারুকী ছেরহিন্দী (রাঃ)-কে সর্বসম্মতভাবে হিজরী দ্বিতীয় সহস্রের শ্রেষ্ঠ মোজাদ্দের বা মোজাদ্দের আলফ হিসাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার প্রণীত মকতুবাত শরীফ নকশবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া তরীকার বিশদ আলোচনা ও সঠিক ব্যাখ্যা সম্বলিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে সর্বত্র গৃহীত ও সমাদৃত। এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি মূলতঃ উচ্চস্তরের ফার্সী ও আরবী ভাষায় হজরত মোজাদ্দের (রাঃ) ছাহেব কর্তৃক তাঁহার মুরিদানের নিকট লিখিত শরীয়ত, তরীকত, হকীকত ও মারেফত সম্বলিত প্রত্নাবলীর সংকলন। ইহাতে অবিকল হুজুর পাক (ছঃ)-এর ছাহাবীগণের তরীকা ও তাহার সঠিক ব্যাখ্যা বিধৃত হইয়াছে। সুতরাং আদি ও প্রকৃত ইসলামের পরিচয় প্রাপ্তি বর্তমান জামানায় এই গ্রন্থখানি পঠন ও তাহার বিষয়-বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধিকরণের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। উক্ত প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে ও উপলব্ধি করিতে হইলে ফানাফিল্লাহ-বাকাবিলাহ স্তরে উপনীত কামেল-মোকাম্মেল অলী-আল্লাহুগণ প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুধাবন ও তাঁহাদের রুহানী ফয়েজ প্রাপ্তি ব্যতীত গন্ত্যন্তর নাই।

হজরত মোজাদ্দের আলফেছানী (রাঃ)-এর ওফাত শরীফের প্রায় চারিশত বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর বাংলায় ইসলাম ও এল্‌মে মারেফত প্রচারক মনীষীগণের মধ্যে হজরত মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ আফতাবুজ্জমান (রাঃ) একজন অনন্যসাধারণ যুগপ্রসিদ্ধ অলী-আল্লাহ্ হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। সম্ভবতঃ ৩৫০ বৎসর পূর্বে সুদূর আরব দেশ হইতে হজরত ছিদ্দিকে আকবর (রাঃ)-এর বংশধরগণের মধ্য হইতে ইসলাম প্রচার মানষে আগত এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে দিনাজপুর জিলার পার্বতীপুর থানার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর গ্রামের ফকির পাড়ায় বাংলা ১২৭৮ সালের কার্তিক মাসের ৩০ তারিখে এক শুভক্ষণে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এই বুজুর্গের শারীরিক গঠন বা আকৃতি সম্পূর্ণ আরব বা ইংল্যান্ড দেশীয় ধরণের ছিল। তাঁহার দেহ অত্যন্ত উজ্জ্বল গৌর বর্ণের, শুভ্র, ঈষৎ লালিমা আভাযুক্ত ও নূরানী ছিল। তাঁহাকে দেখিয়া বাংলাদেশী বলিয়া কেহ মনে করিতে পারিত না। তাই পরবর্ত্তীকালে তিনি ধলাপীর কেব্‌লা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার একমাত্র কনিষ্ঠ ভগিনীও অনুরূপ আকৃতির ছিলেন। তাই নূরজাহান নামে তাঁহার নামকরণ করা হইয়াছিল। অদ্যাবধি তাঁহার বংশে অনুরূপ সুদর্শন আরবীয় আকৃতির সন্তানাদি বিদ্যমান আছে, যাহা তাঁহাদের আরব বংশ পরিচিতির প্রমাণ বহন করেন।

শৈশবে স্থানীয় পাঠশালায় তাঁহার শিক্ষাজীবন শুরু হয়। তৎপর তিনি রংপুর জিলা স্কুলে ভর্ত্তি হন। সেখান হইতে তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত প্রথম বিভাগে বৃত্তিসহ এন্ট্রাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুলশিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য কলিকাতা সেন্টজেনিয়ার্স কলেজে ভর্ত্তি হন এবং সুনামের সহিত বিদ্যার্জন করিতে থাকেন। এই মহান বুজুর্গ অতি শৈশব হইতেই ধর্ম্মানুরাগী এবং সাধু প্রকৃতির ছিলেন। তাই আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের জন্য উদগ্রীব হইয়া পড়েন এবং প্রথমতঃ পীরে কামেল হজরত আব্দুল মজিদ যশোরী (রাঃ)-এর নিকট বয়আত গ্রহণ করেন। তাঁহার ওফাত শরীফের পর কলিকাতায় কলেজে অধ্যয়ন কালে তদীয় পীর কেব্‌লা পাঞ্জাব নিবাসী সৈয়দ আলাইয়ার শাহ্ ছাহেবের অধঃস্তন পুরুষ— তৎকালীন ভারত বিখ্যাত পীরে কামেল এবং সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞ আলেম ছুলতানুল আউলিয়া হজরত আবু মোহাম্মদ বরকত আলী শাহ্ বজাওয়াড়ী (রাজিঃ)-এর দস্ত বয়আত গ্রহণ করেন এবং তাঁহার দরবারে একাধারে ১১ বৎসরকাল এল্‌মে তাছাউফ, হদিস, কোরআন, ফিকাহ, তফসীর, তথা সম্মানদায়কী এল্‌ম শিক্ষা লাভ

করেন। বিশেষতঃ মকতুবাতে এমামে রব্বানী মোজাদ্দের আল্‌ফেছানী (রাঃ)-এর উপর পূর্ণ জ্ঞান ও দক্ষতা হাসিল করেন। তরীকতের ছবকাদির চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হইয়া পূর্ণ কামালাত অর্জন করতঃ তাঁহার প্রধান খলিফা হিসাবে খেলাফত প্রাপ্ত হন। কলেজে শিক্ষাকালে তিনি অতিসাফল্যের সহিত ২য় বর্ষে উত্তীর্ণ হইবার পর আরবী, ফার্সি দীনী এল্‌ম শিক্ষার্জন মানষে তাঁহার পীর কেব্লার নির্দেশক্রমে কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং তৎকালীন মাদ্রাসা শিক্ষার চূড়ান্ত ডিগ্রী ‘জামাতে উলা’ পরীক্ষায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি অত্যন্ত ভদ্র, নম্র, মেধাবী ও প্রখর স্মরণশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। যে কোন কথা একবার তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তাহা কখনও বিস্মৃত হইতেন না। তাই তাঁহার শিক্ষকগণ তাঁহাকে শ্রুতিধর বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

সুদীর্ঘ শিক্ষা ও সাধনা জীবন পরিসমাপ্তির পর তিনি বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারত উপ-মহাদেশের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া দীন ইসলাম এবং এল্‌মে মারেফত ও তরীকত প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। আহ্লে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা অনুযায়ী ঈমান, এতেকাদ ও শরীয়ত কায়েম করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করিয়া যান। অবশেষে বাংলা ১৩৫২ সালের ২২শে চৈত্র তারিখে তিনি তাঁহার নিজ গ্রামের বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না এলাইহে রাজেউন)। তাঁহার ইন্তেকালে বাংলার আকাশ হইতে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের যেন চির অবসান ঘটিল। তাঁহাকে তদীয় নিজ গ্রাম—দিনাজপুর জেলার পার্শ্বতীপুর থানার অন্তর্গত উত্তর বিষ্ণুপুর গ্রামের ফকিরপাড়ায় সমাধিস্থ করা হয়। আজিও তাঁহার অসংখ্য গুণগ্রাহী আশেকান, মুরিদান প্রতি বৎসর ২২শে চৈত্র তারিখে তাঁহার সমাধি পার্শ্বে সমবেত হইয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া থাকেন।

তাঁহারই সুযোগ্য সন্তান যুগশ্রেষ্ঠ অলীয়ে কামেল হাদিয়ে জামান বহুভাষাবিদ ও বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হজরত মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ মুতী আহমদ আফতাবী পীর ছাহেব কেব্লা (রাঃ)। তিনি তাঁহার পীর ও ওয়ালেদ কেব্লার নিকট হইতে কোরআন, হাদিস, কিফাহ, তফসীর ইত্যাদি সর্ববিধ বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণ যোগ্যতা এবং তরীকত ও মারেফতে পূর্ণ কামালাত হাসিল করতঃ খেলাফত প্রাপ্ত হইয়া দীনী খেদমতে আজীবন নিয়োজিত ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি তাঁহার পিতা ও পীর কেব্লার নিকট আজীবনকাল মকতুবাত শরীফ বিষদভাবে পর্যালোচনা করতঃ

ইহার সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাহার ফলশ্রুতিতে এবং তদীয় ওয়ালেদ পীর কেব্‌লার রুহানী তাওয়াজ্জোহের বরকতে এই মহাপবিত্র গ্রন্থখানির যথাযথ বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত করিয়া মোজাদ্‌দেদসুলভ দীনী দায়িত্ব সুসম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যাহা বাংলা ভাষাভাষী ধর্মপ্রাণ মুসলিম জাতির জন্য একটি অমূল্য অবদান বটে। বাংলা ভাষায় অনূদিত মকতুবাৎ শরীফ মোট পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এই মকতুবাৎ শরীফ শরীয়ত ও তরীকতের উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় পরিপূর্ণ। তাই ইহা পূর্ণ মনোযোগের সহিত অধ্যয়নে সচেষ্ট হইবেন।

এই মহীয়ান গ্রন্থের অনুবাদক মদীয় ওয়ালেদ ও পীর কেব্‌লা হজরত হাজী শাহ্ মোহাম্মদ মুতী আহমদ আফতাবী (রাঃ) আজীবন কোরআন শরীফ, হাদীছ শরীফ, ফেকাহ্, তফহীর, মকতুবাৎ শরীফ ও অন্যান্য তরীকার কেতাবাদির সূক্ষ্ম আলোচনা ও প্রচার কার্যে অতিবাহিত করতঃ আমাদিগকে তাঁহার গুঢ় দায়িত্ব অর্পণ করিয়া বিগত ১১ই রজব ১৪১৭ হিজরী, মোতাবেক ২৩শে নভেম্বর ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দ ও ৭ই অগ্রহায়ণ ১৪০৩ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন। “ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন”। তাঁহাকে তদীয় পিতা ও পীর কেব্‌লা (রাঃ)-এর পাশেই সমাধিস্থ করা হয়।

সতর্কতার জন্য উল্লেখ্য যে, কতিপয় অর্থলোভী স্বার্থান্বেষী মহল আর্থিক স্বার্থসিদ্ধি মানষে আমাদের প্রকাশিত মকতুবাৎ শরীফের বঙ্গানুবাদ নকল বা জাল মকতুবাৎ শরীফ প্রকাশ প্রয়াস পাইতেছে। এ বিষয়ে সুধী পাঠকবৃন্দ সাবধান থাকিবেন বলিয়া আশা রাখি।

অবশেষে নিবেদন এই যে, এই মকতুবাৎ শরীফের ব্যাখ্যাস্বরূপ অনুবাদকের রচিত ‘মারেফতের পথে’ কিতাবখানার প্রথম খণ্ড ইতিমধ্যেই পাঠকবৃন্দের নিকট পৌঁছিয়া থাকিবে। এই পুস্তকটির অবশিষ্টাংশ প্রকাশনার অপেক্ষায় রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত আহ্লে ছুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশুদ্ধ আকায়েদ সম্মিলিত হজরত রছুলে আকরাম (ছঃ)-এর শান, ইজ্জত ও হুরমাত এবং তাঁহার পবিত্র রওজা শরীফ জিয়ারতের ফজিলত ইত্যাদি বিষয় অকাট্য দলিল প্রমাণাদিসহ আরবী ভাষায় শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের লিখিত ‘আজাল্লুল বারাহীন’ কিতাবখানার বাংলা প্রকাশনা অল্প কিছুদিনের মধ্যে ইন্‌শাআল্লাহ্ আপনাদের খেদমতে পৌঁছাইবার আশা রাখি।

হে দয়াময় প্রভু, আমাদেরকে সহজ, সরল ও সত্যপথে পরিচালিত কর, তোমার দাসত্বের প্রতি অটল থাকার শক্তি প্রদান কর এবং তোমার মজি ও এরাদা অনুযায়ী আমাদের জীবন সর্বাস্থীন সুন্দর কর। তোমার হাবীব (দঃ)-এর মহব্বত অর্জন ও তাঁহার আদর্শের পূর্ণ অনুসরণের তৌফিক দান কর। সমগ্র আশিয়া (আঃ)-গণ, আউলিয়ায়ে কেরাম, মাশায়েখ, দরবেশ, ছুফীসাধকগণের ইজ্জত, হুরমত, তাজীম ও সম্মান করার এবং তাঁহাদের স্নেহ ও অনুকম্পা অর্জনের সুযোগ প্রদান কর।

ইয়া আরহামুর রাহেমীন, এই মকতুবাত শরীফের আলোকে সমগ্র বিশ্বকে উদ্ভাসিত কর, মুসলিম কওমের ঈমান ও আকিদা বিশুদ্ধ ও সুদৃঢ় কর এবং ভ্রান্ত মতবাদ, বিষাক্ত চিন্তাধারা ও কলুষিত ধ্যানধারণা হইতে বিশেষ করিয়া বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলিম জনগোষ্ঠীকে হেফাজত কর। ওয়ামা তৌফিকী ইল্লা বিল্লাহ, ইয়া নেয়্মাল মাওলা ওয়ানেয়্মান্নাছীর।

আশাকরি আল্লাহ্ গফুরুর রহীম আমাদের যাবতীয় ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করতঃ পরবর্তীতে সকল পুস্তকাদি প্রকাশ ও প্রচার করার শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবেন। তৎসঙ্গে যাহারা এই মুদ্রণ কার্যে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করিয়াছেন, আল্লাহুতায়াল্লা তাঁহাদেরকে নিয়ত অনুযায়ী উৎকৃষ্ট পারিতোষিক প্রদান করুন। আমিন ॥

এই সংস্করণের যাবতীয় ছওয়াব মদীয় পীর কেবলা (রাঃ)-এর কোমল পদযুগলে অর্পন করিলাম। আশাকরি তদীয় চরণ যুগলে ইহা স্থান লাভ করিবে।

— প্রকাশক

আবুল বারাকাত শাহ মোহাম্মদ ফতুল্জ্জামান হুমায়ূন
আহমদী শাহ ফকির

প্রথম প্রকাশের মুখবন্ধ

বর্তমানকালে বিশ্বজগত নানা প্রকারের বাতিল মতবাদে বিষাক্তপ্রায় হইয়াছে। হইয়াছে। মানুষ আল্লাহ্‌ রাছুলের পথ ভুলিয়া যাওয়ার সম্মুখীন হইয়াছে। মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই যে আত্মার দেশে যাইতে হইবে, তাহা অধিকাংশ মানুষ বরং অধিকাংশ মুছলমানই বোধ হয় বিশ্বাস করে না। পরন্তু তাহারা মৃত্যুর কথাই ভুলিয়া গিয়াছে। অধিকাংশের মন হইতে বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহুতায়ালার ও তাঁহার প্রেরিত রছুল (ছঃ) গণের প্রেম বিদায়ের উপক্রান্ত হইয়াছে এবং অস্থায়ী পার্থিব প্রেমে ধন-সম্পদের মোহে যেন বিশ্ববাসী নিমজ্জিত হইয়াছে। পবিত্র ইছলাম ধর্ম চরম দুর্গতির সম্মুখীন।

সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নৈতিক চরিত্রের চরম অবনতি ঘটিয়া স্বাভাবিক জীবনযাত্রা জীবনযাত্রা ব্যাহত, সংকটাপন্ন করিয়া তুলিতেছে ; সততা বলিতে যেন কিছুই নাই ; সুতরাং সাধারণভাবে মানুষের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য হইয়াছে এবং জনসাধারণের অন্তরে ধর্মভাব জাগাইয়া তোলা—বিশেষ করিয়া আধ্যাত্মিক ভাবধারায় আত্মার উন্নতিসাধন সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

এতাবস্থায় আত্মিক উন্নতির ব্যবস্থা— ছুফীবাদ প্রচার ও উহার বিভিন্ন পুস্তকাদি প্রকাশ করা শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণের প্রতি অবশ্য কর্তব্য হইয়াছে ; যেহেতু আত্মিক উন্নতি ব্যতীত চরিত্র সংশোধন সম্ভবপর নহে এবং চরিত্র সংশোধন ব্যতীত সমাজের উন্নতির চিন্তা বৃথা। ইহা ব্যতীত সমাজের দায়িত্ব পালন ও আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভের পথ প্রশস্ত হওয়া দুরূহ।

ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, মানব চরিত্রের এই অবনতির মূল কারণ তাহার অন্তরে প্রকৃত সামাজিক মূল্য বোধের অভাব ও ধর্মের বিধানসমূহ প্রতিপালনের প্রতি ঔদাসীন্য ও পরকালের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস না থাকা। সুতরাং এই দায়িত্ব পালনের জন্য এবং মানবের চরিত্র সংশোধনার্থে ও পবিত্র ইছলাম ধর্ম প্রচার মানসে বরং আল্লাহ্-রছুল (ছঃ) কে সন্তুষ্ট করতঃ পরকালের উদ্ধার প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় ও জনসাধারণকে পার্থিব প্রেম তমসা হইতে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে ও নৈতিক চরিত্র সংশোধন ও উন্নতিকল্পে এই দ্বিতীয় হিজরী সহস্রের মোজাদ্দেদ বা সংস্কারক হজরত

এমামে রব্বানী মোজাদ্দের আলফেছানী (রাঃ)-এর আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য হইয়াছে; ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন উপায় পরিলক্ষিত হয় না—যাহার সহায়তায় চরিত্র সংশোধিত হইতে পারে।

অতএব তাঁহার লিখিত মকতুবাত শরীফ, যাহা ছুফীবাদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, তাহার বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করা অনিবার্য্য ভাবিয়া পাঁচ বৎসর পূর্বে যে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে তাহার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইলাম। যদিও বহু পূর্বে ইহার অনুবাদ সমাপ্ত হইয়াছে তথাপি অর্থাভাবে উহা প্রকাশ করিতে সক্ষম হই নাই।

উপস্থিত আমাদের খালেছ বন্ধু জনাব ছুফী সৈয়দ আহমদ চৌধুরী (অবসর প্রাপ্ত বিভাগীয় কমিশনার) সাহেবের উৎসাহে প্রথম খণ্ডের এই দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করা সম্ভব হইল। ইহাতে একশত একান্ন মকতুব হইতে দুইশত আটান্ন মকতুব পর্য্যন্ত আছে। অবশিষ্ট মকতুবগুলি আল্লাহ্ চাহে পর পর কয়েক খণ্ডে বাহির করার ইচ্ছা রাখি।

আল্লাহ্-পাকের দরবারে এ ফকীরের আশা যে, এই মকতুবাত শরীফ ও ইহার লেখকের বরকতে এবং হজরত মোহাম্মাদুর রছুল্লাহ্ (ছঃ) ও যাবতীয় পয়গাম্বর (আঃ)গণ ও সমগ্র অলী-আল্লাহ্, পীরানে কেলাম ও বোজর্গানে দীন (রাজিঃ) হুম—বিশেষতঃ হজরত মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ আফতাবুজ্জামান ছাহেব কেবলা, কলবী ও রুহী ফেদাহুও (রাজিঃ)-এর অছিলায় ইহার প্রচার ও পঠন বরঞ্চ স্বীয় গৃহে স্থাপন দ্বারা আধ্যাত্মিক ফয়েজ-বরকত লাভ করতঃ বিশ্ববাসী চরিত্র সংশোধনের সরল পথ ও শ্রেষ্ঠ উপায় এবং বিশিষ্ট অবলম্বন লাভ করিতে সক্ষম হইবে। আরও আশা করি যে, জনসাধারণ ও মোছলমান ভ্রাতৃবৃন্দ বিশেষতঃ তরীকা পন্থী বিশিষ্ট বন্ধুগণ ইহা প্রচার ও পাঠ করিতে অবহেলা করিবেন না। বরঞ্চ ইহাকে ইহ-পরকালের মুক্তি ও সৌভাগ্য লাভের অবলম্বন জানিয়া যথাসম্ভব ইহাতে মনোনিবেশ করিতে যত্নবান হইবেন এবং বহুল পরিমাণে ইহা ক্রয় করিয়া পরবর্তী খণ্ডগুলি প্রকাশ করার সুযোগ প্রদান ও পথ সুগম করিতে প্রয়াস পাইবেন। “ওয়া মা তৌফিকী ইল্লা বিল্লাহ্ আলায়হে তাওয়াক্কালতো ওয়া ইলায়হে উনীব”। (আল্লাহ্ ব্যতীত আমার কোনই সামর্থ্য নাই, তাঁহারই প্রতি নির্ভর করিলাম এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি)।

যে মহান মহাজনের আত্মিক বাহ্যিক-সর্বতঃ সহায়তায় এই মহীয়ান গ্রন্থের সঠিক অনুবাদ বাস্তবে রূপায়িত হইল এবং যাঁহার আত্মিক তাওয়াজ্জাহ ও দৃষ্টির ফলে এই অধম দাসের যাবতীয় মাকামাত পূর্ণতায় পরিণত হওয়ার পথ প্রশস্ত হইয়াছে ; যিনি স্বীয় অদৃশ্য ক্ষমতা বলে এ দাসকে যাবতীয় মাকাম ও উচ্চ মঞ্জিল সমূহ অতিক্রম করাইয়া সেই পবিত্র সমকক্ষ রহিত, অদ্বিতীয় মহান দরবারে উপনীত করাইতে সক্ষম হইয়াছেন এবং যাহার অবদানের প্রতিদান দিবার ও কৃতজ্ঞতা করার মত ক্ষমতা এ দাসের মধ্যে একেবারেই নাই, সেই মহান পীর কেবলা (রাঃ)-এর কোমল পদ যুগলে ইহার যাবতীয় প্রকারের ছওয়াব ও পুণ্য অর্পিত হইল ; আশা করি তাঁহার মহান অনুকম্পায় তদীয় যুগল চরণে ইহা স্থান লাভ করিবে ।

অনুকম্পা বশে যদি করহ গ্রহণ,
সম্মান পাইবে দাস ইথে অগণন ।
নিজস্ব কিছই নয় এসব আমার,
সবই দিয়াছ তুমি, ‘আমিও তোমার’ ।

খাদেমে কওম—

শাহ্ মোঃ মুতী আহমদ আফতাবী (রাজিঃ)
বরকতীয়া খানকা শরীফ
আলমনগর, রংপুর ।

দ্বিতীয় প্রকাশনার মুখবন্ধ

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহুতায়ালার জন্য যিনি বিশ্বজগতের স্রষ্টা। পবিত্র দরুদ ও ছালাম ঐ মহান মহাজনের প্রতি অর্পিত হউক যিনি রব্বুল আলামীন আল্লাহু তায়ালার অদ্বিতীয় প্রিয় ব্যক্তি; অতপর রুহানী জগতের উন্নতি এবং আত্মা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য আত্মিক পথের শ্রেষ্ঠ দিশারীমণ্ডলের অনুসরণ ও নির্দেশ পালন যে অনিবার্য তা বলাই বাহুল্য। শেষ যুগের আত্মিক জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম বা পথ প্রদর্শক ও দ্বিতীয় সহস্রের সংস্কারক ইমামে রব্বানী হজরত মোজাদ্দের আল্‌ফেছানী ছেরহেন্দী (রাঃ)-এর মকতুবাতে শরীফের বঙ্গানুবাদ প্রচুর ভাবে প্রচার করা আবশ্যিক। যদিও আল্লাহুতায়ালার অশেষ অনুকম্পায় সম্পূর্ণ মকতুবের বঙ্গানুবাদ হইয়াছে, তথাপি বহু বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হওয়ায় ইহা বহুলরূপে প্রচার করিতে সক্ষম হয়নি। এই ১ম খণ্ড দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় প্রকাশনা প্রায় বিশ (২০) বৎসর বিলম্ব হইয়া গেল। এই অনিচ্ছাকৃত শৈথিল্যের জন্য আল্লাহুতায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং দেশবাসীর নিকট বিশেষভাবে লজ্জিত আছি। আশা করি আল্লাহু গফুরুর রাহীম ইহা এবং পূর্বের এই দাসের যাবতীয় ভুলত্রুটি ক্ষমা করতঃ পরবর্তী সকল খণ্ড এবং এ নগণ্যের লিখিত যাবতীয় পুস্তকাদি প্রকাশের, প্রচারের শক্তি, সামর্থ্য ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবেন। তদসহ বঙ্গদেশবাসী শিক্ষিত সমাজ বিশেষতঃ মোমিন মুছলমান ভ্রাতৃবৃন্দ, বিশেষতঃ বন্ধু-বান্ধব, এ নগণ্যের আত্মীয় স্বজন এই প্রকাশনা কার্যে যথাসম্ভব সাহায্য করতঃ ইহ-পরকালে অফুরন্ত শান্তি ও অশেষ উন্নতি লাভ করিতে যত্নবান হইবেন বলিয়া আশা রাখি। পরন্তু এই পুস্তকখানি যাহাতে প্রত্যেক সাধু-সুধী ব্যক্তিগণের ঘরে ঘরে পৌঁছে তার প্রতি সকলেই যত্নবান হইবেন। আশা করি আল্লাহুতায়ালার আমার এই কামনা তাঁহার প্রিয়জনগণের ওছিলায় বিশেষতঃ মম পীর কেবলা (রাঃ)-এর তোফায়েলে পূর্ণ করিবেন। বাকী আল্লাহুর ইচ্ছা।

খাদেমে কওম

শাহ মোঃ মুতী আহমদ আফতাবী (রাঃ)

সূচীপত্র

মকতুব	বর্ণনা	পৃষ্ঠা
১৫১	জেকেরের (স্মরণের) বর্ণনা।	১
১৫২	রছুলের তাবেদারী অবিকল আল্লাহ্ তায়ালা অনুসরণ ও আবুল হাছান খেরকানী (রাজিঃ)-এর ঘটনা।	২
১৫৩	‘ফানা’র পূর্ণতা।	৪
১৫৪	ছয়েরে আফাকী ও ছয়েরে আনুফুছী	৫
১৫৫	মূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর্তব্য	৬
১৫৬	অলীর সংসর্গের গুরুত্ব	৭
১৫৭	নিজেকে শূন্য করিলেই পূর্ণ হইবে	৮
১৫৮	যোগ্যতানুযায়ী পূর্ণতা লাভ।	১০
১৫৯	শান্তনা প্রদান।	১১
১৬০	তিনদল—মাশায়েখ-এর অবস্থা	১৩
১৬১	ছুলুকের (আধ্যাত্মিক পথ অতিক্রম করা) উদ্দেশ্য প্রকৃত ঈমান লাভ করা।	১৯
১৬২	রমজান মাসের ও খজ্জুর দ্বারা এফতারের ফজিলত (উৎকর্ষ ও প্রাচুর্য্য।	২০
১৬৩	ইছলাম ও কুফর পরস্পর বিপরীত তদ্রূপ ইহকাল-পরকালও পরস্পরের বিপরিত।	২২
১৬৪	আল্লাহ্ তায়ালা ফয়েজ ও রহমত, ভাল-মন্দ সকলের উপর বর্ষিত হইতেছে ইত্যাদি।	২৭
১৬৫	হজরত নবী (ছঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণ পূর্ণ মহব্বতের নিদর্শন—প্রিয়ার শত্রুদের সহিত কোনক্রমেই সে বন্ধুত্ব করিতে পারে না।	২৮
১৬৬	অস্থায়ী জীবনের প্রতি নির্ভর করা অনুচিত জেকের দ্বারা আভ্যন্তরীণ ব্যাধির চিকিৎসা।	৩০
১৬৭	প্রকার বিহীন স্রষ্টার এবাদত বিষয়ের উৎসাহ প্রদান। হরিরাম হিন্দুকে লিখিত।	৩১
১৬৮	এই নক্সাবন্দী তরীকার উচ্চতা ও তরীকায় বেদআতের কুৎসা।	৩৩
১৬৯	সান্নিধ্য লাভের মধ্যস্থ ও অছলে উরইয়ান লাভ।	৩৭

মকতুব	বর্ণনা	পৃষ্ঠা
১৭০	আল্লাহ ও খলকুল্লার হক পালনই দীনের পূর্ণতা ।	৩৮
১৭১	ফকীর গণের কর্তব্য ।	৩৯
১৭২	গুপ্ত রহস্য ও সারবস্তু অল্পসংখ্যকই পাইয়াছে এবং পদস্থলনের স্থান ।	৪১
১৭৩	নফী-এছ্বাতের গুঢ় রহস্যের বর্ণনা ।	৪৩
১৭৪	এই পথের পাগল পথিকগণ আল্লাহর সম্মেলনেও শান্ত হন না ।	৪৬
১৭৫	স্থায়ী অবস্থা পরিবর্তন করতঃ স্থায়ী অবস্থা লাভ ।	৪৮
১৭৬	সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা এই পথের একটি আবশ্যকীয় কার্য ।	৪৯
১৭৭	আকিদা-বিশ্বাস সংশোধন করা কর্তব্য ।	৫০
১৭৮	প্রতিবেশীর হক বা দাবীর গুরুত্ব ও সুপারিশ ।	৫১
১৭৯	সদুপদেশ ।	৫১
১৮০	কতিপয় পীর-বোজর্গের নাম সংশোধন ।	৫২
১৮১	মাশায়েখগণের অনেকে পরহেজগারী ও তাওয়াক্কোল পুরোগামী এবং অনেকে ইহাতে সল্লাতা সত্ত্বেও নৈকট্যের উচ্চ মর্যাদা রাখেন— ইহার তাৎপর্য ।	৫৪
১৮২	অন্তঃকরণের দুশ্চিন্তা ঈমানের পূর্ণতা হইতে উদ্ধৃত ।	৫৬
১৮৩	জীবদশায়ই-কিছু উপার্জন করিয়া লওয়া, ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ ।	৫৭
১৮৪	হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ), খোলাফয়ে রাশেদীন ও শরীয়তের অনুসরণে গুরুত্ব ।	৫৮
১৮৫	কোন এক ব্যক্তির সুপারিশে ।	৫৯
১৮৬	বেদ-আতাই ছন্নত বিনষ্টকারী ।	৬০
১৮৭	পীরের তাছাওরের মূল্য বোধ ও উপকারিতা ।	৬৩
১৮৮	আত্মিক মছআলার সমাধান ।	৬৩
১৮৯	ফকীরগণের ঘনিষ্ঠতা দুনিয়া অমূলক ও বাতেনী ছবক এবং শরীয়তের আবশ্যকীয় কর্ম বিষয়ক ।	৬৪
১৯০	সর্বদা জেকের ও জেকেরের স্বরূপ এবং পীরীমুরীদীর প্রথা ।	৬৫
১৯১	হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অনুসরণ ও শরীয়তের প্রশস্ততা এবং মাধুর্য্যতা ।	৬৭
১৯২	শায়েখ বদিউদ্দীনের প্রশ্নের সমাধান ।	৬৯

মকতুব	বর্ণনা	পৃষ্ঠা
১৯৩	ছুন্নত-জামাতের অনুকূল আকিদা-বিশ্বাসে সংশোধনের প্রতি চরম নির্দেশ। বিধর্মীদের প্রতি কঠোরতা।	৭০
১৯৪	ইছলাম প্রচারের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও অসৎ আলেম হইতে সতর্ক বাণী।	৭৪
১৯৫	শরীয়ত প্রচার ও ইছলামের দুর্বলতায় অনুশোচনামূলক নির্দেশ।	৭৫
১৯৬	আমাদের পথ— সাত পদক্ষেপ।	৭৭
১৯৭	নির্লিপ্ততা ও বিভূপ্রেমে মনের উষ্ণতা।	৭৮
১৯৮	ধনীদিগের সহিত বন্ধুত্ব অতীব দুষ্কর।	৭৯
১৯৯	লিখনি দ্বারা নয়, সাক্ষাৎ দ্বারা বাস্তব আত্মিক আদান প্রদান।	৮০
২০০	‘নাফহাত’ পুস্তকের কতিপয় জটিল বাক্যের সমাধান।	৮১
২০১	একটির প্রশ্নের উত্তর।	৮৬
২০২	ধোকা ভঞ্জন ও এই বোজর্গগণ উচ্চ নীতির নিদর্শন।	৮৬
২০৩	এই তরীকার বোজর্গগণের মহব্বত চরম সৌভাগ্য।	৮৯
২০৪	দুশমনের রটনায়ও কর্তব্যরত থাকা উচিত।	৯১
২০৫	শরীয়তের অনুসরণ মূল কার্য।	৯২
২০৬	‘দুনইয়া’র অপবাদ ও অত্যধিক জেকেরের প্রশংসা।	৯৩
২০৭	সহচার্যের মহত্ত্ব ও শরীয়তের অন-অনুকূল আত্মিক অবস্থা অমূলক ইত্যাদির বর্ণনা।	৯৫
২০৮	কতকগুলি রহস্যপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান।	৯৭
২০৯	‘মাব্দা’ ওয়া ‘মাআদ’ পুস্তকের কতিপয় জটিল বর্ণনার সমাধান।	১০০
২১০	মৃত্যুর পূর্বে কার্য সমাধা, ফেকাহনুযায়ী আমল ও ছুফীগণের তরীকা চলা এবং তরীকা চলার উদ্দেশ্য ও পরিণাম।	১০৯
২১১	মুর্শিদির কতিপয় শর্ত।	১১৫
২১২	মোহাম্মদ ছিদ্দিক বদখশীর প্রশ্নের উত্তর এবং স্বপ্নের বর্ণনা।	১১৬
২১৩	উদ্ধার প্রাপ্তদল—ছুন্নত জামাতের আলেমগণের অনুসরণই প্রকৃত পথ।	১১৮
২১৪	‘দুনইয়া’ই আখেরাতের ক্ষেত্রস্থান ও কর্মফল ইত্যাদির তাৎপর্য।	১২০
২১৫	দুনইয়ার কুখ্যাতি।	১২২
২১৬	কারামত—অলৌকিক ঘটনার রহস্য। হাছান বহরী (রাঃ) ও হাবীব আজমীর নদী তরা।	১২৩

মকতুব	বর্ণনা	পৃষ্ঠা
২১৭	আত্মীক অজ্ঞতা হযরানীর প্রশংসা এবং ‘কাশ্ফে’ (আত্মীক বিকাশে) বুল হয় তাহার বর্ণনা।	১২৭
২১৮	পীরের সম্মান রক্ষা করার নির্দেশ।	১৩৪
২১৯	মানুষ অজ্ঞতা বশতঃ বাহ্যিক ব্যাধির চিকিৎসা করে কিন্তু আভ্যন্তরীণ ব্যাধি দূরীকরণের চেষ্টা করে না।	১৩৪
২২০	সাধকের ভ্রান্তিস্থল ও ছুফীগণের পদস্থলনে ভষ্টতার কারণ।	১৩৬
২২১	নক্সাবন্দিয়া তরীকার মহত্ত্বের কারণ ও বৈশিষ্ট্যাবলী ; একাধিক পীর গ্রহণের বিধি-নিষেধ।	১৪২
২২২	স্বীয় সৎকর্ম সমূহ ক্রটিযুক্ত দর্শন-মধ্যে নৈকট্যের পূর্ণতা।	১৫৩
২২৩	নিজের পীরের সমীপে অবস্থা-অনুপ্রেরণাদি প্রকাশের নির্দেশ।	১৫৬
২২৪	পীরের মর্যাদা ও শিক্ষা প্রদানের মধ্যে সাবধানতা।	১৫৬
২২৫	প্রারম্ভেই শেষের বস্তু লাভ করাই পূর্ণতা নহে।	১৬০
২২৬	ইহকালের অবসরকে অনর্থক-ব্যয় পরিণামে স্থায়ী শাস্তি বর্তিবে।	১৬১
২২৭	পীরত্ব মাকামের কিছু উপদেশ।	১৬২
২২৮	এই তরীকা দুইটি মূল বস্তুর প্রতি নির্ভরশীল ও পূর্ণতা লাভ, তরীকত শিক্ষা প্রদানের কতিপয় উপদেশ।	১৬৪
২২৯	সন্দেহের সমাধান, মধ্যস্থ বৃদ্ধির-প্রশংসা ও খেদমতের সুযোগ	১৬৫
২৩০	মনোবৃত্তি উচ্চ রাখার নির্দেশ।	১৬৮
২৩১	প্রাপ্তি ও উপনীতি, পয়গম্বর ও অলী-আল্লাগণের উৎপত্তিস্থান এবং জেকরে জহরের (উচ্চ স্বরে জেকেরের) তাৎপর্য।	১৬৯
২৩২	দুনইয়ার প্রকৃত তত্ত্ব।	১৭১
২৩৩	কতিপয় উপদেশ।	১৭৩
২৩৪	অবশ্যম্ভাবী জাত পাক ও সৃষ্টি বস্তুসমূহের তত্ত্ব ও এবস্প্রকার মকতুবাত লিখার সময় ফেরেস্তা বৃন্দ দ্বারা শয়তান বিতাড়ন।	১৭৫
২৩৫	এই দলের মহব্বত ইহ-পরকালের সৌভাগ্যের মূলধন।	১৯১
২৩৬	কতিপয় গুণ্ড বিষয়।	১৯২
২৩৭	নক্সাবন্দিয়া তরীকার প্রশংসা, ব্রাহ্মণ, যোগী, সন্ন্যাসী, গ্রীক, দার্শনিকদের বঞ্চিত হওয়া এবং মকতুবাত পর্যালোচনা অপরিহার্য ইত্যাদি।	১৯৩

মকতুব	বর্ণনা	পৃষ্ঠা
২৩৮	ভ্রাতৃবৃন্দের সংখ্যা বৃদ্ধির অস্বস্তি ও দুই তরীকার মিশ্রিত হওয়ার নিষিদ্ধ ইত্যাদির বর্ণনা।	১৯৫
২৩৯	প্রশ্নের উত্তর (আত্মীক অবস্থা, এস্তেখারা, রুহের অর্জিত দেহ)।	১৯৭
২৪০	কলেমা শরীফের উপকারীতা।	১৯৮
২৪১	কতিপয় বন্দুর আত্মীক উন্নতির বর্ণনা।	২০০
২৪২	প্রশ্নের (এজমে জাতের জেকের ও নফী এছ্বাত ইত্যাদি দ্বারা অন্যমনস্কতার দূরীকরণ) ও প্রশ্নের উত্তর।	২০০
২৪৩	নকশাবন্দী তরীকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ।	২০২
২৪৪	প্রশ্নের উত্তর।	২০৪
২৪৫	প্রশ্নের উত্তর (জেকেরের শর্ত, আবু আলীর ও এমাম গাজ্জালী (রাঃ)-এর মন্তব্য)।	২০৫
২৪৬	কতিপয় আশাকৃত মাকাম লাভ।	২০৭
২৪৭	আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণ—তাহারই সেই অস্তিত্ব, অন্য কিছুই নহে।	২০৮
২৪৮	পয়গাম্বর (আঃ) গণের পূর্ণ অনুসরণকারী তাঁহাদের যাবতীয় কামালাতের অংশ প্রাপ্ত।	২০৯
২৪৯	হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অনুসরণের শ্রেষ্ঠত্ব।	২১২
২৫০	কতিপয় প্রশ্নের সমাধান; (বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক বিষয় বিশেষ কথা)।	২১৩
২৫১	খোলাফায়ে রাশেদীনগণের শ্রেষ্ঠত্ব ও সমুদয় ছাহাবায়ে কেরামের সম্মান-মর্যাদা।	২১৫
২৫২	শায়েখ বদিউদ্দীনের প্রশ্নের সমাধান।	২২৭
২৫৩	শায়েখ ইদ্রিছ ছামানীর কতিপয় প্রশ্নের সমাধান।	২২৮
২৫৪	মোল্লা আহমদ বরকীর কতিপয় প্রশ্নের সমাধান।	২৩০
২৫৫	ছুন্নত, পুনর্জীবিত ও বেদ্আত ধ্বংস করার বিষয়।	২৩১
২৫৬	কোতব, কোতবুলআকতাব এবং গাওছ ও খলিফার অর্থ।	২৩২
২৫৭	সংক্ষেপে তরীকার বর্ণনা।	২৩৭
২৫৮	আল্লাহ্‌তায়ালার আকরাবীয়াত বা নৈকট্যের বিষয়।	২৩৯

১৫১ মকতুব

মীর মুমিন বলখির নিকট 'ইয়াদ-দাশ্ত' বাক্যের অর্থের বর্ণনায়
লিখিতেছেনঃ—

দোস্তের বিষয় যাহা আলোচিত হয়,
অতীব সুন্দর, তাহা সুখের বিষয়।

নকশবন্দিয়া বোজর্গগণের তরীকায় 'ইয়াদ-দাশ্ত' (স্মরণ রাখা) বাক্যের অর্থ
সদা বিদ্যমানতা ; যাহার পর অবিদ্যমান হয় না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র
জাতের বিরাজ, যাহাতে 'শান-এতেবারাত' (গুণাবলীর মূল বস্তু)—এরও ব্যবধান না
থাকে। যদি কখনও বিরাজ এবং কখনও অন্তর্হিত হয় অর্থাৎ কখনও পূর্ণরূপে পর্দা
উঠিয়া যায় এবং কখনও পর্দার আড়াল হয়, যথা— “তাজাল্লিয়ে জাতী বরকী” বা
তড়িৎবৎ 'তাজাল্লির' মধ্যে তড়িতের ন্যায় পর্দাগুলি অপসারিত হইয়া আবার
তৎক্ষণাৎ 'শান-এতেবারের' আড়াল হয়—তবে উহা এই বোজর্গগণের নিকট ধর্তব্য
নহে।

অতএব 'অন্তর্ধান শূন্য বিরাজ' -এর অর্থ এই যে, 'শান-এতেবারের' মাধ্যম
ব্যতীত যে তড়িৎবৎ আবির্ভাব হইয়া থাকে, যাহা এ পথে শেষ প্রাপ্তে হয়—যথায়
পূর্ণ ফানা লাভ হয় বলিয়া বলা হয়,—তাহা স্থায়ী হওয়া, যেন পর্দাসমূহ নিশ্চয়
আবার প্রত্যাবর্তন না করে। যদি প্রত্যাবর্তন করে তবে 'বিরাজ' অবিদ্যামানে
পরিণত হইয়া যায়, অতএব তাহাকে 'ইয়াদ-দাশ্ত' বলা যাইতে পারে না। সুতরাং
উপলব্ধি হইল যে— এই তরীকার বোজর্গগণের আত্মিক দর্শন পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠতম এবং
ফানা-বাকার পূর্ণতাও এই 'শূহদ' বা আত্মিক দর্শনের অনুপাতে হইয়া থাকে।

অনুমান কর দেখি বাগিচা আমার,
বসন্তে হইবে কত সুন্দর বাহার'

১৫২ মকতুব

সৈয়দ শায়েখ ফরিদের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, রছুল (ছঃ)-এর তাবেদারি করাই আল্লাহুতা'য়ালার তা'বেদারি করা।

আল্লাহুপাক ফরমাইয়াছেন—“যে ব্যক্তি রছুল (ছঃ)-এর আজ্ঞাধীন নিশ্চয় সে ব্যক্তি আল্লাহুতা'য়ালার আজ্ঞাধীন”। আল্লাহুপাক রছুল (ছঃ)-এ আদেশ পালনকে অবিকল স্বীয় আদেশ পালন ফরমাইলেন। অতএব রছুল (ছঃ)-এর আদেশ প্রতিপালন ব্যতীত আল্লাহুতা'য়ালার আদেশ পালন করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহুতা'য়ালার আদেশ প্রতিপালন নহে। এই আদেশ পালন করা বিশেষভাবে অবগত করণার্থে আল্লাহুতা'য়ালার ‘কাদ’—নিশ্চয়ই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যেন কোন নিব্বোধ এই উভয় আদেশ পালনের মধ্যে পার্থক্য না করে এবং ইহাদের একটিকে অপরটি হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া না জানে। যাহারা এই উভয় আদেশ পালনের মধ্যে পার্থক্য করে, তাহাদের নিন্দা করিয়া আল্লাহুতা'য়ালার ফরমাইয়াছেন যে, “তাহারা আল্লাহু ও তাঁহার রছুলগণের মধ্যে পার্থক্য করিতে চাহিতেছে এবং বলিতেছে যে, কতিপয় আদেশ আমরা বিশ্বাস করি এবং কতিপয় অস্বীকার করি— তাহারা ইহার মধ্যে একটি পথ (সুযোগ) নির্মাণ করিতে চাহিতেছে। বাস্তবে উহারাই প্রকৃত কাফের”। অবশ্য কতিপয় বোজর্গ সাময়িক মত্ততাতেই স্বীয় অবস্থার চাপে এই আদেশ পালনদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য করতঃ অনেক সময় অনেক কথা বলিয়াছেন— যদ্বারা একটির মহত্ত্ব হইতে অপরটিকে মনোনীত করিয়া লওয়া প্রতীয়মান হয়। যথা— কথিত আছে যে, সুলতান মাহমুদ গজনবী তদীয় রাজত্বকালে খেরকান শহরের নিকটবর্তী এক স্থানে অবতরণ করতঃ তথা হইতে তাঁহার কর্মচারীগণকে শায়েখ আবুল হাছান খেরকানী (রাজীঃ)-এর নিকট প্রেরণ করিয়া অনুরোধ জানান যে, তিনি যেন বাদশাহকে অভ্যর্থনা করিতে আসেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, ‘শায়েখ’ ইহাতে যদি ইতস্ততঃ করেন, তবে তোমরা এই আয়াত শরীফ পাঠ করিবে যে— “তোমরা আল্লাহের আদেশ পালন কর ও রছুলের আদেশ পালন কর এবং বাদশাহেরও আদেশ পালন কর”। প্রতিনিধিগণ যখন দেখিলেন

যে, শায়েখ উক্ত প্রস্তাবে সম্মত নহেন, তখন তাহারা উক্ত আয়াত পাঠ করিলেন। তদুত্তরে শায়েখ ফরমাইলেন যে, “আমি আল্লাহের তাঁবেদারির মধ্যে এত লিপ্ত আছি যে, রছুল (ছঃ)-এর তাঁবেদারি হইতে লজ্জিত আছি। বাদশাহের আর স্থান কোথায়”। তাঁহার এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, তিনি রছুল (ছঃ)-এর তাঁবেদারি আল্লাহর তাঁবেদারি হইতে পৃথক মনে করিতেছেন। এরূপ বাক্য স্থিরমতিত্ব হইতে দূর্বর্তী। যাহারা স্থিরচিত্ত বোজর্গ, তাঁহারা এরূপ বাক্য হইতে বিরত থাকেন ; তাঁহারা শরীয়ত, তরীকত ও হকীকতের যাবতীয় মর্ত্বায় রছুল (ছঃ)-এর আদেশ পালনের মধ্যেই আল্লাহুতায়ালার আদেশ পালন জানেন এবং রছুল (ছঃ)-এর তাঁবেদারি ব্যতীত অন্য প্রকার আল্লাহর তাঁবেদারি করা নিছক ভ্রষ্টতা বলিয়া জ্ঞান করেন।

ইহাও কথিত আছে যে, মেহনা নগরবাসী শায়েখ আবু ছাইদ আবুল খায়ের এক মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন এবং খোরাছানের শ্রেষ্ঠ সৈয়দ— ‘সৈয়দ আজল্ল’ও উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলেন ! ইতিমধ্যে স্থায়ী অবস্থার চাপে পরাজিত এক মজ্জুব ব্যক্তি তথায় আগমন করিলেন। তখন হজরত শায়েখ আবু ছাইদ সৈয়দ আজল্ল হইতে তাঁহাকে অগ্রসর করিয়া লইলেন। ইহাতে সৈয়দ অসন্তুষ্টি ভাব প্রকাশ করিলেন, তখন শায়েখ তাঁহাকে বলিলেন যে, “আপনার সম্মান রছুল (ছঃ)-এর মহব্বতের জন্য এবং এই মজ্জুবের সম্মান আল্লাহুতায়ালার মহব্বতের জন্য”। এরূপ পার্থক্য করাও স্থায়ী অবস্থাধারী বোজর্গগণ অনুমোদন করেন না। তাঁহারা রছুল (ছঃ)-এর মহব্বত হইতে আল্লাহর মহব্বতের প্রাবল্য ‘মত্ততা’ জনক বলিয়া জানেন এবং ইহাকে বাচালতা ব্যতীত কিছুই মনে করেন না। এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, কামালিয়াত বা পূর্ণতার মর্ত্বা যাহা বেলায়াতের মর্ত্বা, তাহাতে আল্লাহর মহব্বতের আধিক্য থাকে এবং ‘তক্মীল’ বা অন্যকে পূর্ণতা প্রদান, যাহা নবুয়াতের মর্ত্বার অন্তর্ভুক্ত তাহাতে রছুল (ছঃ)-এর মহব্বতের প্রাবল্য হয়।

আল্লাহ্পাক আমাদিগকে রছুল (ছঃ)-এর আদেশ পালন যাহা অবিকল আল্লাহ পাকের আদেশ পালন, তাহার প্রতি কায়েম রাখুন।

১৫৩ মকতুব

মিঞা শায়েখ মোজাম্মেলের নিকট অন্যের দাসত্ব হইতে পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি লাভ, যাহা পূর্ণ ফানার প্রতি নির্ভর করে তদ্বিষয় লিখিতেছেন।

সমূহ প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য, যিনি যাবতীয় নে'মত ও অনুগ্রহের মালিক। তিনি স্বীয় তালেবগণকে তাঁহার অন্বেষণে অস্থির এবং ব্যস্ত করিয়া রাখুন। এই অস্থিরতা হেতু অন্যের সহিত আরাম প্রাপ্তি হইতে মুক্তি প্রদান করুন। অবশ্য অন্যের দাসত্ব হইতে পূর্ণরূপে মুক্ত ঐ সময় হইবে, যখন পূর্ণ 'ফানা' লাভ হইবে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের চিত্র হৃদয়-দর্পণ হইতে পূর্ণরূপে প্রোক্ষিত হইবে। যেন কাহারও সহিত তাহার এল্ম (জ্ঞান) ও মহব্বতের বন্ধন না থাকে এবং আল্লাহ্ তা'য়ালা ব্যতীত তাহার কোনও আকাঙ্ক্ষা, স্পৃহা না থাকে। ইহা ব্যতীত মেহনত বরবাদ। যদিও আপনি নিজেকে সম্বন্ধ বিহীন ধারণা করিতেছেন, তথাপি “নিশ্চয় অনেক ধারণা প্রকৃত বস্তু হইতে যথেষ্ট হয় না” (কোরআন) (অর্থাৎ উক্ত ধারণা আপনার অমূলক)।

পং— ইহাই সৌভাগ্য, আছে কার যে ললাটে,
মাকাম সমূহের এবং হালত প্রাপ্তির আকৃষ্টিও (আল্লাহ্ ব্যতীত)
অন্যের আকৃষ্টি ; অপর সকল বস্তুর বিষয় আর কি বলিব।

যে বর্ণে প্রভুর প্রেম প্রাণে নাহি যায়,
ধর্ম্মাধর্ম্ম যাই হোক, ত্যজিবে তাহায়।
যে চিত্র দেখিয়া তুমি পথ ছেড়ে যাও,
ভাল মন্দ যাই হোক, ফিরে না তাকাও।

আপনার অসাক্ষাৎকাল দীর্ঘ হইয়া চলিল, অবসর (জীবনকাল) যথেষ্ট মনে করিবেন। যদি আপনার বন্ধুগণ উপযুক্ত পাত্র হন, তবে তাঁহারা আপনাকে বিদায় দিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন এবং যদি তাঁহারা অপাত্র হন, তবে তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণের কোনই আবশ্যক করে না। আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। জগদ্বাসীগণ সন্তুষ্ট থাকুক বা না থাকুক, তাহাদের অসন্তুষ্টিতে কোনই আসে যায় না।

যাহা কিছু আছে এই ধরার উপরে,
সঠিক জানিও সবই দোস্তের তরে।

আল্লাহ্‌তা'য়ালাকেই উদ্দেশ্য রাখা উচিত। ইহার সহিত যদি অন্য কিছু মিলিত হয়, হইল। না হয়, নাই হ'ল।

হেথায় বিরাজ মোর,
তুমি দেখ ফুল।
ভাবিয়া দেখ না তুমি,
কাহাতে মশগুল।

ওয়াচছালাম ॥

১৫৪ মকতুব

ইহাও মিঞা মোজাম্মেলের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, নিজকে অতিক্রম করিয়া নিজের মধ্যে প্রবেশ করা আবশ্যিক।

আল্লাহ্‌তা'য়ালার আমাদিগকে যেন নিজের সহিত রাখেন এবং মুহূর্তের জন্যও অন্যের সহিত যাইতে না দেন। হে আল্লাহ্‌, আমাদিগকে আমাদের নফ্‌ছের প্রতি অর্থৎ আমাদের নিজেদের প্রতি এক পলকের জন্যও ছাড়িও না, তাহা হইলে আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব এবং ইহা হইতেও অল্পকালের জন্য ছাড়িও না, তাহাতেও ক্ষতিগ্রস্ত হইব। যে কোন বিপদই হউক না কেন, তাহা নিজের সহিত আকৃষ্টির জন্যই হইয়া থাকে। অতএব যখন নিজের মহব্বত হইতে মুক্তি লাভ করিবে, তখন আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য সকল বস্তুর মহব্বত হইতে মুক্ত হইবে ; যদি কেহ প্রতিমার উপাসনা করে প্রকৃত পক্ষে তাহা নিজের উপাসনা করে।

“আপনি কি ঐ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন না, যে ব্যক্তি নিজের আকাঙ্ক্ষা সমূহকে স্বীয় উপাস্য করিয়া লইয়াছে” (কোরআন)।

নিজেকে ছাড়িয়া যদি হও অগ্রসর,
পাইবে অশেষ শান্তি তাহার ভিতর।

“তুমি নিজেকে ছাড় এবং আস”। যেরূপ নিজেকে অতিক্রম করা ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য, তদ্রূপ নিজের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াও কর্তব্য। সান্নিধ্য লাভ এই স্থানেই হয়। নিজের বাহিরে আল্লাহ্ প্রাপ্তি হয় না।

আছে যাহা, তাহা তব কমলের তলে,
অন্ধ সম চারি ধারে খুজিও না ভুলে।

‘ছায়রে আফাকি’ (বাহ্যিক ভ্রমণ) দূর হইতে দূরবর্তী এবং ‘ছায়রে আনফুছি’ (আভ্যন্তরীণ ভ্রমণ) নিকট হইতে নিকটতর। যদি ‘শূহদ’ বা আত্মীক দর্শন হয় তাহাও নিজের মধ্যে এবং যদি মাযারেফত বা পরিচয় লাভ হয় তাহাও নিজের মধ্যে, অথবা যদি হয়রানি বা অস্থিরতা হয়, তাহাও নিজের মধ্যেই হইয়া থাকে। নিজের বাহিরে পদক্ষেপের কোন স্থান নাই।

কথা কোথায় চলিয়া গেল। এ সব বাক্য হইতে কোন নির্বোধ ব্যক্তি যেন নিজের মধ্যে আল্লাহ্ প্রবিষ্ট হওয়া বা নিজের আল্লাহ্র সহিত এক হইয়া যাওয়া ধারণা করিয়া ভ্রষ্টতার চক্রে পতিত না হয়।

কুফর জানিও, দেহে আল্লাহ্র প্রবেশ,
উভয়ে একত্র হওয়া, কুফর বিশেষ।

উক্ত মাকামে উপনীত হওয়ার পূর্বে উহার চিন্তা করা নিষিদ্ধ। আল্লাহুতা’য়ালা আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে তাঁহার পছন্দনীয় তরীকার উপর যেন সুদৃঢ় রাখেন। নিজের অবস্থার কথা লিখিতে থাকিবেন। তাহাতে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। বাহ্যতঃ নানা প্রকারের সম্বন্ধ থাকিলেও আপনি আযাদ বা মুক্ত থাকিবেন এবং উহাদের অবস্থান ও তিরোধান সমতুল্য জানিবেন। ওয়াচছালাম ॥

১৫৫ মকতুব

ইহাও শায়েখ মোজাম্মেলের নিকট নিজের আছিল বা মূলের দিকে প্রত্যাবর্তনের বিষয় লিখিতেছেন।

আল্লাহ্ ছাড়া বন্দেগী যার করছ, তারা মূল্যহীন,
মূল্যহীনে লয় যে বেছে, সেইতো অতি ভাগ্যহীন।

জোমাদাল আউয়াল মাসের প্রথম তারিখে জুমার দিবসে দিল্লী নগরে উপনীত হইয়াছি ; মোহাম্মদ ছাদেকও আমার সঙ্গে আছে। আল্লাহ্ তা'য়ালার ইচ্ছায় এখানে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া মূল আবাস ভবনে অতি সত্বর ফিরিবার ইচ্ছা করিয়াছি। ছহী হাদীছ—“আবাস ভূমির ভালবাসা ঈমানের অংশ”। আমরা অক্ষম, কোথায় যাইব ? আমাদের মস্তকের ঝুটি যে তাঁহারই হস্তে। (আল্লাহ্ পাক ফরমাইয়াছেন) “এরূপ কোন বিচরণকারী জীবই নাই যে, তাহার মস্তকের ঝুটি আল্লাহ্ তা'য়ালার ধারণ করিয়া নাই। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সরল সুদৃঢ় পথে আছেন”। “কোথায় পলায়ন করিবে ?” (কোরআন)। এইমাত্র যে, আল্লাহ্ তা'য়ালার দিকেই পলাইয়া যাও” (কোরআন) বলিয়া তাঁহাকে লইয়া তাঁহার মধ্যে পলায়ন কর। যাহা হউক সর্বাবস্থায় মূলবস্তুকে মূল জানিয়া আনুসঙ্গিক বস্তুকে সহকারী মনে করতঃ মূলবস্তুর প্রতি অগ্রসর হওয়া উচিত।

খোদার প্রণয় ভিন্ন যাহাই, হউক না কেন কান্তিময়,
মিষ্টি ভোজন হইলেও তায়, পরান খনন জানতে হয়।

১৫৬ মকতুব

ইহাও মিঞা মোজাম্মেলের নিকট আল্লাহ্ ওয়ালাগণের সংসর্গের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়া লিখিতেছেন।

আপনি জলন্ধরের কাজীর পুত্রের মাধ্যমে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা দিল্লীতে আমার নিকট সে পৌঁছাইয়াছে। আল্লাহ্ পাকের শোকর গোজারী ও অনুগ্রহ যে আপনি ফকীরগণের ভালবাসার সম্পদ হস্তগত করিয়াছেন। অতএব “যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহারই সংগে” হাদীছ অনুযায়ী আপনি তাঁহাদেরই সঙ্গী। রজব মাস সময় ও কাল অনুযায়ী যদিও নিকটবর্তী (প্রকৃত পক্ষে) উহা অতি দূরবর্তী।

দোস্তের বিচ্ছেদ নহে ক্ষুদ্র কদাচন,
অতি সুক্ষ্ম বালি কণা সহে না নয়ন।

যখন আপনি হক্‌দারগণের হক্‌ প্রতিপালনের জন্য দূরে থাকাই পছন্দ করিতেছেন, তখন তাহাই করিবেন। এ ফকীর সম্ভবতঃ রজব মাস পর্যন্ত এখানে অবস্থান করিতে পারে। আল্লাহ্‌তা'য়ালা প্রকৃত তত্ত্ব অবগত আছেন এবং তাঁহার দিকে সকলেই প্রত্যাবর্তন করিবে। যাহা হউক সামান্য কয়েক দিনের জীবন ফকীরগণের সংসর্গে অতিবাহিত করাই কর্তব্য। “ইয়া রছুল্লাহ্‌ ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌তা'য়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ডাকিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে আপনি স্বীয় নফছকে আবদ্ধ করিয়া রাখুন”—আল্লাহ্‌র অকাট্য বাণী। আল্লাহ্‌পাক স্বীয় হাবীব (ছঃ)-কেও উক্ত রূপ করিতে আদেশ করিয়াছেন।

জনৈক বোজর্গ ফরমাইয়াছেন যে, “হে আল্লাহ্‌ তুমি স্বীয় দোস্তগণকে কি (মর্ত্বা) দান করিয়াছ যে— যাহারা তাঁহাদিগের পরিচয় প্রাপ্ত হইল তাহারা তোমাকেই প্রাপ্ত হইল এবং যে পর্যন্ত তোমাকে লাভ করিবে না, সে পর্যন্ত তাঁহাদের পরিচয়ও পাইবে না”! আল্লাহ্‌পাক আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে এই উচ্চ মর্ত্বাধারী পবিত্র দলের ভালবাসা প্রদান করুন।

১৫৭ মকতুব

হাকিম আবদুল ওয়াহাবের সমীপে যে-ব্যক্তি দরবেশগণের নিকট গমন করে তাহার উচিত যে নিজেকে শূন্য করিয়া যায়, তবেই পূর্ণ হইয়া ফিরিবে— ইত্যাদি বিষয়ে লিখিতেছেন।

আপনি দুইবার কষ্ট করিয়া পদার্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অপেক্ষা না করিয়া অতি সত্বর প্রস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া সংসর্গের কিঞ্চিৎ দায়িত্ব প্রতিপালনেরও সময় সুযোগ লাভ হয় নাই। সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য উপকার আদান প্রদান। যে

মজলিস ইহা হইতে শূন্য, সে সাক্ষাৎ ধৰ্তব্য নহে। এই দলের (বোজর্গগণের) নিকট শূন্য হইয়া আগমন করিতে হয়, তবেই পূর্ণ হইয়া প্রস্থান করিবে। স্বীয় রিক্ততা প্রকাশ করা উচিত তবেই তাহার প্রতি ইহাদের দয়া ও অনুগ্রহ হইবে এবং ফয়েজ প্রদানের পথও উন্মুক্ত হইবে। তৃপ্ত হইয়া আগমন ও প্রস্থানের মধ্যে কোনও মাধুর্য্য নাই। “স্থূল শিরা ব্যাধির বন্ধু” এবং নির্ভিকের সীমা অতিক্রম ব্যতীত কার্য্য নাই।

হজরত খাজা নক্শাবন্দ (কুদেঃ) ফরমাইয়াছেন যে—

“ব্যথীর বেদনা দেখে ; দয়া হয় মন থেকে”।

অতএব দৃষ্টিপাতের জন্য অনুনয় শর্ত। তদুপরি জনৈক তালেবে এল্ম (ছাত্র) ইতিমধ্যে আগমন করতঃ যখন আপনার নিকট সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করিল, তখন আমার মনে জাগিল যে আপনার শুধু আগমনেরও একটি দাবী আছে। অতএব যথাসম্ভব উক্ত হক বা দাবী প্রতিপালন কর্তব্য; সুতরাং পূর্বের ক্ষতিপূরণার্থে অবস্থা ও সময়ের উপযোগী দুই একটি বাক্য লিপিবদ্ধ করতঃ আপনার নিকট প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আল্লাহ্‌পাক সত্যের সহায়তা এবং সরলতার সুযোগ প্রদানকারী।

হে সৌভাগ্যবান ভ্রাতঃ—আমাদের যাহা কর্তব্য তাহা এই যে, ছন্নত জামাতের আলেমগণ হাদীছ কোরাণ হইতে যেরূপ আকিদা-বিশ্বাস উদ্ধার করিয়াছেন, তদ্রূপ বিশ্বাস স্থাপন। তাঁহারা যেরূপ অবগত হইয়াছেন, তদ্রূপই বিশ্বাস পোষণ করিতে হইবে। আমাদের ও আপনাদের জ্ঞান যদি তাঁহাদের অনুকূল না হয়, তবে তাহা অমূলক। যেহেতু প্রত্যেক পথদ্রষ্ট বেদাতি দল স্বীয় বাতিল বিষয়সমূহ কোরাণ হাদীছ হইতেই উদ্ধার করিয়া থাকে ; কিন্তু তাহা প্রকৃত তত্ত্বের অবগতি হইতে মোটেই যথেষ্ট নহে। দ্বিতীয়তঃ শরীয়ত অনুযায়ী হালাল, হারাম, ফরজ, ওয়াজেব ইত্যাদির জ্ঞানার্জন। তৃতীয়তঃ তদ্রূপ আমল করন। চতুর্থতঃ ছুফীয়ায় কেরামের তরীকা গ্রহণ করতঃ স্বীয় কল্ব ও নফ্‌ছ বা অন্তকরণ ও প্রবৃত্তিকে পরিষ্কার ও পবিত্র করণ যাহা ছুফীগণের তরীকার বৈশিষ্ট্য। অতএব যে পর্য্যন্ত আকিদা বিশ্বাস সংশোধন না হইবে, সে পর্য্যন্ত শরার জ্ঞানার্জনের কোনই উপকার

লব্ধ হইবে না এবং যে পর্য্যন্ত উল্লিখিত বিষয়দ্বয় লাভ হইবে না, সে পর্য্যন্ত আমলের কোনই উপকার প্রবর্তিত হইবে না। আবার উক্ত তিন বিষয় যে পর্য্যন্ত সমাধা হইবে না, সে পর্য্যন্ত কল্‌বের ছাফাই ও নফ্‌ছের পবিত্রতা লাভ হওয়া সম্ভবপর নহে। এই চারিটি স্তম্ভ এবং ইহাদের পূর্ণতা ও সমাপ্তকারী আনুসঙ্গিক বস্তু (যথা :— ছুনত ফরজ এর পূর্ণতাকারী)— ইহারা ব্যতীত যাহা কিছুই হউক না কেন, তাহা অনর্থক বা অতিরিক্ত বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। “অনর্থক কার্য্যসমূহ হইতে বিরতি এবং উপকারী কার্য্যে মনোযোগই মানবের ইচ্ছালামের সৌন্দর্য্য” (হাদীছ)।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে এবং হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে তাহার প্রতি ছালাম।

১৫৮ মকতুব

শায়েখ হামিদ বাঙ্গালীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে প্রত্যেক ব্যক্তির যোগ্যতার ন্যূনাধিক্যানুযায়ী পূর্ণতারও ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে।

জানিবেন যে যোগ্যতার তারতম্যানুযায়ী পূর্ণতার মরতবাসমূহও তারতম্য বিশিষ্ট। এই তারতম্য, কখনও প্রকারাত্মক, কখনও পরিমাণাত্মক এবং কখনও উভয়াত্মক হইয়া থাকে, যথাঃ—কাহারও ‘তাজাল্লিয়ে ছেফাতি’ বা গুণাবলীর আবির্ভাবের এবং কাহারও ‘তাজাল্লিয়ে জাতীর’ সহিত পূর্ণতা হইয়া থাকে। অবশ্য এই উভয় ‘তাজাল্লির’ শাখা প্রশাখা এবং ‘তাজাল্লি’ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশেষ বিশেষ পার্থক্য বর্তমান আছে। অতএব কোন কোন ব্যক্তির পূর্ণতা কল্‌বের ছালামতি বা সুস্থতা এবং রুহের মুক্তি লাভ কর্তৃক সংঘটিত হয় এবং কাহারও পূর্ণতা উক্ত বিষয়দ্বয়ের সহিত লতিফায়ে ‘ছের’-এর শুভদ বা আত্মীক দর্শন কর্তৃক হয়। তৃতীয় ব্যক্তির পূর্ণতা আবার উক্ত বিষয় ত্রয়ের সহিত ‘হায়রাত’ বা অস্থিরতা যাহা লতিফায়ে ‘খফীর’ স্বভাবজাতঃ তদ্বারা হইয়া থাকে এবং চতুর্থ ব্যক্তির পূর্ণতা বর্ণিত বিষয় চতুষ্টয়ের সহিত ‘এত্তেছাল’ বা সম্মিলন যাহা লতিফায়ে ‘আখফার’ সহিত

সম্বন্ধিত তৎকৃতক হইয়া থাকে। “ইহা আল্লাহ্‌তা’য়ালার ‘ফজল’ বা অনুকম্পার প্রাচুর্য্য, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে ইহা প্রদান করেন। আল্লাহ্‌-পাক অতি উচ্চ ফজল সম্পন্ন”। (কোরআন)

বর্ণিত মর্তুবা সমূহের যে কোন মর্তবার পূর্ণতা লাভের পর হয়ত প্রত্যাবর্তন করিতে হয়, নতুবা ঐ স্থানেই স্থিরভাবে অবস্থান করিতে হয়। প্রথমটি অন্যের পূর্ণতা সাধন বা মুর্শিদীর মাকাম ; অর্থাৎ সে যেন আল্লাহ্‌তা’য়ালার নিকট হইতে আহ্বানের জন্য সৃষ্ট জগতে প্রত্যাবর্তন করে। দ্বিতীয়টি বিলীন হইয়া থাকা এবং নির্জন বাসের স্থান ! ওয়াচ্ছালামো আউয়াল্লাওয়া আখেরান।

১৫৯ মকতুব

শারফদ্দিন হোসাইনের নিকট সান্তনা প্রদান করিয়া লিখিতেছেন।

বিপদসমূহ যদিও বাহ্যতঃ তিক্ত ও দৈহিক কষ্টদায়ক, কিন্তু আভ্যন্তরীণ হিসাবে আত্মার লজ্জা প্রদানকারী। যেহেতু দেহ এবং আত্মা উভয় বিপরীত পার্শ্বে অবস্থিত। অতএব উহাদের একটি লজ্জা প্রাপ্ত হইলে অপরটি ক্লিষ্ট হয়। ইতর প্রবৃত্তি যাহার, সে-ই এই দুই বিপরীত বস্তু ও তাহার আনুষঙ্গিক বস্তু সমূহের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারে না। ঐরূপ ব্যক্তির কথা আলোচনার বাহিরে। বরং সে এসব আলোচনার যোগ্যতাই রাখে না। “তাহারা চতুষ্পদ তুল্য, বরঞ্চ তাহা হইতেও নিকৃষ্ট” (কোরআন)।

জঠরের শিশু নহে নিজেই সজ্জান,

সে কি আর নিতে পারে পরের সন্ধান।

যাহার আত্মা অবতরণ করিয়া দেহের স্থানে অবস্থান করিয়াছে এবং যাহার সুক্ষ্ম জগতের বস্তুসমূহ স্থূল জগতের বস্তুসমূহের অনুগত হইয়া গিয়াছে সে ব্যক্তি ইহার রহস্য কি বুঝিবে ? যে পর্য্যন্ত আত্মা প্রত্যাবর্তন করতঃ স্বীয় মূল স্থানে উপনীত না হইবে এবং আলমে আমর আলমে খল্ক হইতে পৃথক না হইবে সে পর্য্যন্ত তাহার প্রতি এই ‘মা’রেফত’ বা তত্ত্ব পরিচয়ের সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হইবে না। নির্দিষ্ট মৃত্যুর

সময়ের পূর্বে যে মরণ হয়, তাহার প্রতি উক্ত দৌলত নির্ভর করিয়া থাকে। তরীকার বোজর্গগণ ইহাকেই ‘ফানা’ বলিয়া থাকেন।

মাটি হও তবে হবে পুষ্পে আবাস,

মাটি ভিন্ন হয় নাকো পুষ্পের বিকাশ।

যে ব্যক্তি মরিবার পূর্বে মরিল না তাহারই বিপদ এবং তাহার জন্যই শোক প্রকাশ করা উচিত। আপনার পিতা মরহুম সৎ ব্যক্তি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। সৎ কার্যের নির্দেশ প্রদান, অসৎ কার্যাদি হইতে বিরত রাখাই তাঁহার স্বভাব ছিল। তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ মুহলমানগণের জন্য বিশেষ দুঃখের কারণ বটে। “ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন” (নিশ্চয় আমরা সকলেই আল্লাহর এবং নিশ্চয় আমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করিব)।

হে বৎস, আপনি ধৈর্যধারণ করতঃ অগ্রগামী (মৃত ব্যক্তি) দিগকে ছদকা, খয়রাত ও এস্টেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) দ্বারা সাহায্য করিতে থাকিবেন। যেহেতু মৃত ব্যক্তিগণ জীবিত ব্যক্তিদিগের সাহায্যের বিশেষ মুখাপেক্ষী। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে—“মৃত ব্যক্তি ডুবন্ত ভিন্ন নহে,” সে যেন উদ্ধার পাইবার জন্য ফরিয়াদ করিতেছে। পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধুগণের দোয়া প্রাপ্তির আশাধারী হইয়া আছে। তৎপর যদি সে তাহা প্রাপ্ত হয় তবে উহা তাহার নিকট পৃথিবী এবং তাহাতে যাহা কিছু আছে, তাহা হইতেও অতি প্রিয় বলিয়া মনে হয়। “নিশ্চয় আল্লাহ্‌পাক পৃথিবীস্থ ব্যক্তিগণের দোয়ার ফলে সমাধিস্থ ব্যক্তিদিগকে পর্বততুল্য রহমত প্রদান করিয়া থাকেন এবং নিশ্চয় মৃত ব্যক্তিগণের নিকট জীবিত ব্যক্তিগণের উপটৌকন, তাহাদের জন্য এস্টেগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করা”।

অবশিষ্ট উপদেশ এই যে, সদা সর্বদা জেকের করিবেন এবং ‘মোরাকাবা’ বা আত্মিক গবেষণার প্রতি দৃঢ় সংকল্প থাকিবেন। যেহেতু অবসর বা জীবন কাল অতি সামান্য, অতএব উহা অতি আবশ্যকীয় কার্যে ব্যয় করা কর্তব্য। ওয়াচ্ছালাম ॥

১৬০ মকতুব

এই নগণ্য খাদেম অর্থাৎ বদখশানের তায়েকান নিবাসী নূতন ইয়ার মোহাম্মদ-এর নিকট লিখিতেছেন।

ইহাতে বর্ণনা হইবে যে তরীকার মাশায়েখগণ তিন ভাগে বিভক্ত এবং তাহাদের প্রত্যেক দলের অবস্থার বিস্তৃত বর্ণনাও হইতে হইবে।

তরীকার মাশায়েখগণ তিন দলভূক্ত। প্রথম দলের মত এই যে, জগতের অস্তিত্ব ‘খারেজ’ বা প্রকৃত স্থানে অবস্থিত। উহাতে পূর্ণতা ও গুণাবলী যাহা আছে, তাহা আল্লাহ্ তায়ালা সৃষ্টি দ্বারা অস্তিত্ব প্রাপ্ত; তাহারা নিজেকে খোলস মাত্র মনে করেন, বরং খোলস-স্বরূপ হওয়াও আল্লাহ্ তায়ালা হইতে জানেন। তাঁহারা নাস্তি সাগরে এমনি ভাবে নিমজ্জিত যে, জগতেরও সন্ধান রাখেন না, নিজেদেরও সন্ধান রাখেন না। যথাঃ—কোন এক উলঙ্গ ব্যক্তি অন্যের বস্ত্র ধার করিয়া পরিধান করে। সে জানে যে, ইহা ধারকৃত; তাহার এ ধারণা এত প্রবল হয় যে, সে যেন উক্ত বস্ত্রাদি ধারণায় উহার মালিককে প্রদান করতঃ নিজেকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ব্যক্তিকে যখন উক্ত মত্ততা হইতে সংজ্ঞা প্রদান করেন এবং ‘ফানা’ হওয়ার পর ‘বাকা’ দান করেন, তখন উক্ত বস্ত্রাদি যদিও নিজের সংগে পাইতেছে, তথাপি তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, ইহা অপরের। যেহেতু উক্ত ‘ফানা’ এখনও যেন তাহার জ্ঞানে লুপ্তায়িত আছে, অতএব উক্ত বস্ত্রাদির সহিত তাহার কোনও আকৃষ্ট ও সম্বন্ধ থাকে না। তদ্রূপ ঐ ব্যক্তির অবস্থা—যে ব্যক্তি নিজের গুণাবলী ও পূর্ণতাসমূহ ধারকৃত বস্ত্রস্বরূপ মনে করে। অবশ্য সে জানে যে, উক্ত বস্ত্রাদি ধারণায় অবস্থিত। বস্ত্রতঃ তাহার যেন কোনই বস্ত্র নাই, সে যেন উলঙ্গ। তাহার এই ধারণা এরূপ প্রবল হয় যে, উক্ত ধারণাকৃত বস্ত্রসমূহ যেন সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্ষেপ করতঃ নিজেকে উলঙ্গ প্রাপ্ত হয়। তৎপর যখন তাহার জ্ঞান শক্তি ফিরিয়া আসে তখন সে ধারণাকৃত বস্ত্রাদি নিজের সঙ্গে প্রাপ্ত হয়। প্রথম ব্যক্তির ‘ফানা’ পূর্ণ অতএব তাহার ‘বাকা’ও

টীকা : ১। খারেজ = যাহা ধারণার জগতের বাহিরের জগৎ। আল্লাহ্ তায়ালা সৃষ্ট জগত। ধারণার বাহিরে বা প্রকৃত স্থানে যে স্থান আছে তাহাকে খারেজ বলা হ। যথা দর্পণের বাহিরের স্থান।

পূর্ণ। ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আল্লাহ্ চাহে পরে আসিতেছে। এই সম্প্রদায়ের আকিদা-বিশ্বাস, কোরাণ-হাদীছ, এজমার এবং আহলে ছুন্নত জামাতের আলেমগণের অনুকূল। ইহাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। এইমাত্র পার্থক্য যে, আলেমগণ স্বীয় এল্ম ও প্রমাণাদি দ্বারা যাহা বুঝিতে পারিয়াছেন, উক্ত বোজর্গগণ তাহা ‘কাশ্ফ’ বা আত্মীক বিকাশ ও অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এইরূপ উক্ত বোজর্গগণ আল্লাহুতা’য়ালার পূর্ণ পবিত্রতা হেতু জগতের সহিত তাঁহার (আল্লাহ্র) কোনই সম্বন্ধ স্থাপন করেন না। এক বস্তু হওয়া বা অংশ স্বরূপ হওয়া তো দূরের কথা বরং যাবতীয় সম্বন্ধকেই তাহা হইতে অপসারিত করিয়া থাকেন। শুধু প্রভুত্ব ও দাসত্ব এবং সৃষ্টা ও সৃষ্ট পদার্থ সম্বন্ধ স্থাপন করেন মাত্র। বরং স্বীয় আত্মীক অবস্থার চাপে পরাজিত হইয়া উক্ত সম্বন্ধও হারাইয়া ফেলেন এবং তখন প্রকৃত ‘ফানা’ লাভ করতঃ ‘তাজাল্লিয়ে জাতী’ বা আল্লাহ্র প্রকৃত আবির্ভাব প্রাপ্ত হন ও অনন্ত আবির্ভাবের আবির্ভাবস্থল হইয়া যান।

দ্বিতীয় সম্প্রদায় সৃষ্ট জগতকে আল্লাহুতা’য়ালার প্রতিবিম্ব বলিয়া জানেন। কিন্তু ইহাও স্বীকার করেন যে, উহা প্রকৃত স্থানে অবস্থিত ; অবশ্য প্রতিবিম্ব হিসাবে মূল বস্তু হিসাবে নহে এবং উহাদের অস্তিত্ব আল্লাহুতা’য়ালার অস্তিত্ব দ্বারাই দণ্ডায়মান। যথাঃ—মূলবস্তু দ্বারা প্রতিবিম্ব দণ্ডায়মান থাকে। যেরূপ কোন ব্যক্তির যদি একটি দীর্ঘকায় ছায়া পতিত হয় এবং উক্ত ব্যক্তি স্বীয় ক্ষমতা বলে নিজ গুণাবলী যথা—জ্ঞান, শক্তি, ইচ্ছা, এমন কি লজ্জা ও কষ্টপ্রাপ্তি সমূহ গুণাবলীও উক্ত ছায়ার মধ্যে প্রতিবিম্বিত করে, তৎপর যদি ঐ ছায়াটি অগ্নিতে নিষ্কিপ্ত হইয়া কষ্ট প্রাপ্ত হইতে থাকে, তবে জ্ঞানতঃ বা দৃশ্যতঃ ইহা বলা যাইবে না যে, উক্ত ব্যক্তি কষ্ট পাইতেছে। ইহা তৃতীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস। অতএব যে অসং কার্যাবলী সৃষ্ট জীবগণ দ্বারা সংঘটিত হইতেছে, উহাদিগকে আল্লাহুতা’য়ালার কার্য বলা যাইবে না।

যদি বর্ণিত ছায়াটি স্বেচ্ছায় বিকম্পিত হয় তাহাতে ইহা বলা চলিবে না যে, উক্ত ব্যক্তি কম্পিত হইল। এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, উহা উক্ত ব্যক্তির শক্তি ও

ইচ্ছা শক্তির ফল; অর্থাৎ উহা তাহার সৃষ্টি। ইহা প্রচলিত কথা যে মন্দ বস্তু সৃষ্টি করা মন্দ নহে; বরং মন্দ কার্য্য ও মন্দ অর্জ্জন করা মন্দ।

তৃতীয় সম্প্রদায়ের মত ‘একবাদ’ অর্থাৎ প্রকৃত স্থানে এক বস্তুরই অবস্থিতি মাত্র; উহা আল্লাহ্ তা’য়ালার পবিত্রজাত এবং তথায় জগতের কোনই অস্তিত্ব নাই, অবশ্য আল্লাহ্ তা’য়ালার এল্মে উহার অস্তিত্ব আছে। তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন যে—‘বস্তুসমূহ অস্তিত্বের গন্ধও প্রাপ্ত হয় নাই’। তাঁহারা জগতকে যদিও আল্লাহ্ তা’য়ালার প্রতিবিম্ব বলেন, কিন্তু উক্ত প্রতিবিম্বিত অস্তিত্ব ধারণার জগতে প্রমাণ করিয়া থাকেন। প্রকৃত স্থানে অর্থৎ ধারণার বহির্জগতে শুধুই নাস্তি আছে,—বলেন।

তাঁহারা আল্লাহ্ তা’য়ালার জাতপাককে অবশ্যম্ভাবী এবং সম্ভাব্য উভয় গুণ সম্বলিত বলিয়া জানেন এবং তথায় ‘তানাজ্জুলাত’ বা অবতরণের স্তর সমূহ প্রমাণ করেন। প্রত্যেক স্তরে আল্লাহ্ তা’য়ালার একক জাতই উক্ত মর্ত্তবার (স্তরের) উপযোগী বিষয় সমূহ সম্বলিত বলেন এবং লজ্জা ও দুঃখ-কষ্ট উপলব্ধিকারী উক্ত জাতকেই জানেন। কিন্তু উহা উল্লিখিত অনুভূত, অনুমেয় ‘জ্বেল’ বা প্রতিবিম্ব সমূহের আড়াল হইতে।

এই সম্প্রদায়ের প্রতি জ্ঞানতঃ ও ধর্ম্মতঃ বহু অভিযোগ উপস্থিত হয়, যাহার উত্তর দিতে অনেক কৌশল অবলম্বন করিতে হয়।

ইহারা যদিও ক্রমানুযায়ী সান্নিধ্য লাভকারী ও ‘কামেল’ (পূর্ণ) ব্যক্তি, তথাপি ইহাদের এই প্রকারের বাক্য জনসাধারণকে পথ ভ্রষ্টতা ও বেদীনির দিকে লইয়া যায়। প্রথম সম্প্রদায় কামেল (পূর্ণ) ও নির্দোষ এবং হাদীছ কোরানের অনুকূল। তাঁহাদের হাদীছ কোরানের আনুকূল্য প্রকাশ্যই বুঝা যায় এবং কামেল ও পূর্ণ হওয়া এই হিসাবে যে, মানব দেহের কোন স্তর অতীব সুস্বাস্ততা হেতু স্বীয় উৎপত্তি স্থানের সহিত পূর্ণ সম্বন্ধ ও সম্পর্ক রাখে, যথা লতিফায়ে ‘খফি’ ও ‘আখফা’। অতএব যাহারা লতিফায়ে ছেরের মধ্যে ফানা প্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত ফানা হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা এই মর্ত্তবা সমূহকে উৎপত্তি স্থান হইতে পৃথক করিতে পারিতেছেন না এবং তাহাদিগকে ‘লা’ কলেমার অন্তর্ভুক্ত করিয়া ‘নফী’ বা অপসারিত করিতেও

পারিতেছেন না। বরং দেহের উক্ত স্তরসমূহ তাঁহাদের নিকট স্বীয় উৎপত্তি স্থানের সহিত সম্মিলিত ও অনুরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহারা নিজেকে অবিকল আল্লাহ্ বলিয়া প্রাপ্ত হন। কাজেই তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে বহিজ্জগতে আল্লাহ্ তা'য়ালার অবস্থিত, আমাদের কোনই অস্তিত্ব নাই। কিন্তু বহিজ্জগতে একাধিক বস্তু পরিলক্ষিত হয় বলিয়া বাধ্য হইয়া তাঁহারা বলেন যে, “ইহাদের অস্তিত্ব আল্লাহ্ তা'য়ালার এল্‌মে অবস্থিত”। এই হেতু উক্ত বস্তুসমূহকে অস্তিত্ব এবং নাস্তির ব্যবধান বলিয়া থাকেন। তাঁহারা অস্তিত্বের কোন কোন মর্তবা (‘খফি, আখফা’) কে তাহার উৎপত্তি স্থান হইতে বিভিন্ন করেন নাই বলিয়া উহাদের অস্তিত্বের অবশ্যম্ভাব্য স্বীকার না করিয়া তাহাদিগকে মধ্যস্থ বলিয়াছেন এবং সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে স্রষ্টার রং প্রমাণ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারেন নাই যে, উহা সৃষ্ট বস্তুরই রং ; অবশ্য দৃশ্যতঃ ও নামতঃ স্রষ্টার অনুরূপ। যদি উক্ত রং কে পৃথক মনে করিত এবং যাবতীয় সম্ভাব্যকে অবশ্যম্ভাবী হইতে ভিন্ন করিত, তবে নিশ্চয় তাঁহারা নিজেকে আল্লাহ্ বলিয়া দেখিত না এবং সৃষ্ট জগতকে আল্লাহ্ হইতে বিভিন্ন জানিত, ও শুধু ‘এক বস্তুর অস্তিত্ব’ স্বীকার করিত না। এমতাবস্থায় যতক্ষণ তাহার চিহ্ন বর্তমান থাকিবে ততক্ষণ নিজেকে আল্লাহ্ বলিয়া জানিবে। যদিও সে জানে যে আমার কোনই চিহ্ন নাই। ইহাও যে তাহার ক্ষীণ দৃষ্টির কারণে হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় সম্প্রদায় উক্ত মর্তবা (স্তর) সমূহকে স্বীয় উৎপত্তিস্থান হইতে যদিও বিভিন্নভাবে অবলোকন করে ও ‘লা’ কলেমার অন্তর্ভুক্ত করিয়া ‘নফী’ বা অপসারিত করে, তথাপি মূলবস্তু এবং ছায়া হিসাবে উহাদের মধ্যে একটি সম্বন্ধ তাহাদের অস্তিত্বের অবশিষ্ট হইতে থাকিয়া যায়। কেননা মূলবস্তু ও ছায়ার মধ্যে কঠিন সম্বন্ধ আছে উহাই তাহাদের দৃষ্টি হইতে বিদূরিত হয় না। প্রথম দল হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর সহিত পূর্ণ সম্পর্ক হেতু ও তাঁহার পূর্ণ অনুসরণের কারণে সৃষ্ট বস্তু সমূহের যাবতীয় মর্তবা (স্তর) স্রষ্টা হইতে পৃথক করেন এবং উহাদিগকে ‘লা’ কলেমার অন্তর্ভুক্ত করিয়া অপসারিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা সৃষ্ট ও স্রষ্টার মধ্যে কোনই সম্বন্ধ দেখেন না এবং কোন সম্পর্ক স্থাপনও করেন না। তাঁহারা নিজেকে ক্ষমতাশূন্য সৃষ্ট দাস ব্যতীত আর কিছুই জানেন না এবং আল্লাহ্ তা'য়ালাকেই স্রষ্টা ও

স্বীয় মালিক বলিয়া জানেন। নিজেকে মালিক ধারণা করা অথবা তাহার ছায়া বলিয়া জানা ইহাদের নিকট অতিব দুষ্কর। মৃত্তিকার সহিত রাজাধিরাজের কি আর তুলনা হইতে পারে? যাবতীয় বস্তু আল্লাহ্ তা'য়ালার সৃষ্ট পদার্থ বলিয়া ইহারা তাহাদিগকে ভালবাসেন। এই হেতু উহারা ইহাদের চক্ষে অতি প্রিয় বলিয়া মনে হয়, যেহেতু উহারা আল্লাহ্ তা'য়ালার কৃত এবং তাহাদের কার্যকলাপও আল্লাহ্ তা'য়ালার সৃষ্ট। অতএব তাঁহারা পূর্ণ ভাবে উক্ত বস্তু সমূহের বাধ্য ও অনুগত হইয়া থাকেন এবং শরীয়তের বাধা ব্যতীত উহাদের কার্য সমূহের প্রতি কোনরূপ প্রতিবাদ করিতে পারেন না। 'তৌহিদে অজুদী' বা একবাদ, মতাবলম্বীগণ যাবতীয় বস্তুকে আল্লাহ্ তা'য়ালারই আবির্ভাব বরং অবিকল তিনি—মনে করিয়া যেরূপ ভালবাসা এবং আনুগত্য দেখাইয়া থাকেন, উক্ত বস্তু সমূহ আল্লাহ্ তা'য়ালার সৃষ্ট ও উৎপাদিত বলিয়া ইহারাও তদ্রূপ করিয়া থাকেন।

দেখ উভয়ের মাঝে কত ব্যবধান,

(সবই খোদার লীলা, প্রেমের বিধান)।

যাহার মধ্যে সামান্য ভালবাসা আছে সেও প্রিয় ব্যক্তিকে পাইলে বিহ্বল হয়, কিন্তু যে পর্যন্ত পূর্ণ প্রেম লাভ না হইবে, সে পর্যন্ত প্রিয়জনের কার্যকলাপ ও সৃষ্ট পদার্থ এবং দাস দিগকে ভালবাসিতে পারিবে না। 'আব্দিয়াত' বা দাসত্বের মাকাম যাহা বেলায়াতের শেষ মাকাম, এই প্রথম সম্প্রদায় উহার পূর্ণ হেচ্ছা (অংশ) রাখেন। ইহাদের যাবতীয় 'কাশ্ফ' বা আত্মীক বিকাশ যে হাদীছ কোরআন ও বাহ্যিক শরার অনুকূল, ও লেশ মাত্র যে তারতম্য নাই, ইহাদের অবস্থার সত্যতার ইহা হইতে আর অধিক কি প্রমাণ হইতে পারে! হে আল্লাহ্ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ)-এর অছিলায় আমাদিগকে ইহাদের প্রেমিক ও অনুসরণকারীগণের মধ্যে সামিল কর।

আমিও প্রারম্ভে তৌহিদে অজুদির বিশ্বাস রাখিতাম, শৈশব হইতেই আমি ইহা জানিয়াছিলাম—যদিও তখন উহা অবস্থায় পরিণত হয় নাই, তথাপি দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতাম। যখন এই পথ অবলম্বন করিলাম তখন প্রথমেই উহা প্রকাশিত হইল,

বহুদিন পর্য্যন্ত এই মাকামের স্তর সমূহে বিচরণ এবং উহার বহু এল্‌মও প্রাপ্ত হইলাম। যে সমস্ত কঠিন কঠিন বিষয় তৌহিদবাদীদের প্রতি বর্তিত, আমার আত্মিক বিকাশ ও বর্ধিত এল্‌ম সমূহ দ্বারা সে সমস্ত বিষয়ের সমাধান হইয়া গেল। কিছুদিন পর আমার প্রতি অন্য এক আত্মিক সম্বন্ধের প্রাবল্য হইল। ইহার প্রাবল্যেহেতু তৌহিদের বিষয় ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। এই ইতস্ততের মধ্যেও তৌহিদবাদীগণের প্রতি অবশ্য ভাল বিশ্বাস ছিল, মোটেই অবিশ্বাস ছিল না। এইভাবে কিছু কাল চলিয়া গেল, তৎপর তাহাদের প্রতি অবিশ্বাস ভাব আসিল, ইহা যে প্রতিবিম্বসম্মত এবং নিম্নবর্তী স্তর, তাহা প্রকাশ হইয়া গেল। এই অবিশ্বাস অনিচ্ছাকৃত হইতেছিল, আমার ইচ্ছা হইত না যে—উক্ত মাকাম হইতে আমি বাহির হই ; যেহেতু উচ্চদরের বোজর্গগণ এই মাকামেই অবস্থান করিয়াছেন। তৎপর যখন প্রতিবিম্বের মাকামে উপনীত হইলাম এবং নিজেকে ও বিশ্বজগতকে প্রতিবিম্বরূপে পাইলাম, যথা—দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের অভিমত, তখন মনে আকাজক্ষা হইল যে এই মাকাম হইতে যেন আমাকে অপসারিত করা না হয়। কেননা আমি ‘একবাদের’ মধ্যেই পূর্ণতা বুঝিতেছি এবং এই মাকাম উহার (একবাদের) সহিত সম্বন্ধ রাখে। পূর্ণ অনুগ্রহ ও অনুকম্পাহেতু অকস্মাৎ আমাকে উক্ত মাকাম হইতে উঠাইয়া ‘আবদিয়াত’ বা দাসত্বের মাকামে উপনীত করিলেন। তখন উক্ত মাকামের পূর্ণতা অনুভূত হইল ও উহার উচ্চতা প্রকাশ পাইল। সুতরাং পূর্ববর্তী মাকাম সমূহ হইতে বিমুখ হইয়া ক্ষমাপ্রার্থী হইলাম। যদি আমাকে এইভাবে উঠাইয়া না লইতেন এবং এই মাকাম সমূহের তারতম্য না দেখাইতেন, তবে এই পরবর্তী মাকাম পাইয়া নিজেকে অবনত মনে করিতাম, যেহেতু আমার নিকট একবাদ হইতে উচ্চ কোন মাকামই ছিল না। সত্যকে আল্লাহ্‌পাক সত্য করেন এবং তিনিই পথ প্রদর্শক।

জানা আবশ্যক যে, যে সকল রেছালা এবং পত্রাদিতে আমি এল্‌ম মারেফত সমূহ সম্বন্ধে তারতম্য করিয়াছি বরং যে কোন সাধকই ন্যূনাধিক্য করিয়াছে, তাহার কারণ উল্লিখিত প্রকারের তারতম্য বিশিষ্ট মাকাম লাভ করা। কেননা প্রত্যেক মাকামের এল্‌ম (জ্ঞান) মারেফত (পরিচয়) বিভিন্ন এবং প্রত্যেক অবস্থার বাক্য

স্বতন্ত্র। সুতরাং এলুম মারেফত সমূহের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব-বিবাদ নাই। শরীয়তের হুকুম সমূহ একটি অপরটির দ্বারা যে রূপ বাতিল হয়, ইহাও তদ্রূপ। “অতএব তুমি সন্দেহকারীগণের দলভুক্ত হইও না” (কোরআন)। আল্লাহ্‌পাক হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি দরুদ ও ছালাম বর্ষণ করুন।

ওয়াচ্ছালাম ॥

১৬১ মকতুব

মোল্লা ছালেহ বদখশি কোলাবীর নিকট লিখিতেছেন।

ছুলুকের (আধ্যাত্মিক পথের) মঞ্জিল সমূহ অতিবাহিত করার উদ্দেশ্য প্রকৃত ঈমান লাভ করা, যাহা ‘নফছ মোৎমায়েন্না’ বা শান্ত হওয়ার উপর নির্ভর করে। যে পর্যন্ত ‘নফছ মোৎমায়েন্না’ বা প্রশান্ত না হইবে, সে পর্যন্ত উদ্ধারের কোন ব্যবস্থাই হইবে না এবং নফছের প্রতি কল্বের কর্তৃত্ব প্রবর্তিত না করিলে ‘নফছ মোৎমায়েন্না’ বা শান্ত হইবে না। কল্ব যখন আপন কার্যাবলী হইতে অবসর প্রাপ্ত হইবে এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের আকর্ষণ (স্বরূপ ব্যাধি) হইতে মুক্ত হইয়া সুস্থতা লাভ করিবে, তখন নফছের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবে। অন্যের আকর্ষণ হইতে কল্বের মুক্তি লাভের চিহ্ন আল্লাহ্‌তা’য়ালা ব্যতীত অন্য যাবতীয় বস্তুকে ভুলিয়া যাওয়া। যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য বস্তুর লেশমাত্র স্মরণ থাকিবে সে পর্যন্ত কল্ব ছালামতি বা সুস্থতা হইতে বঞ্চিত থাকিবে। অতএব যে ব্যক্তির কল্ব স্থায় রবের জন্য ছালেম (সুস্থ) হইল তাহার জন্যই সুসংবাদ। সুতরাং যাহাতে কল্ব ছালেম বা সুস্থ হয় ও নফছ মোৎমায়েন্না বা প্রশান্ত হয়, তজ্জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত।

“ইহা যে আল্লাহ্‌তা’য়ালার অনুগ্রহ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ইহা প্রদান করেন। আল্লাহ্‌পাক অতি উচ্চ অনুকম্পাশীল”(কোরআন)।

ওয়াচ্ছালাম ॥

১৬২ মকতুব

খাজা মোহাম্মদ ছিদ্দিক বদখশির নিকট রমজান মাসের ফজিলতের বিষয় লিখিতেছেন।

“বিছমিহী ছোব্হানাছ”—(পবিত্র আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি)।

‘শানে’ কালাম (আল্লাহ্ তা’য়ালার বাক্য গুণের মূল) আল্লাহপাকের ‘জাতী’ বা নিজস্ব ‘শান’ (মহিমা) সমূহের মধ্য হইতে একটি শান। ইহা জাতী ও শুয়ুনাতি এবং ছেফাতি (গুণাবলীর) যাবতীয় পূর্ণতা সমূহের সমষ্টি। যথা ইতিপূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে। মোবারক মাহে রমজান যাবতীয় খায়ের, বরকতের (উৎকর্ষ ও প্রাচুর্যের) সমষ্টি। যে কোন খায়ের বরকতই হউক না কেন, তাহা আল্লাহ্ তা’য়ালার জাতপাক হইতেই বর্ণিত হইয়া থাকে ও তাঁহার শুয়ুনাতির ফল স্বরূপ। পক্ষান্তরে নবোৎপন্ন বস্তু ও গুণসমূহ হইতে যাবতীয় মন্দ ও ক্ষয় ক্ষতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। “যে কোন উৎকর্ষ তুমি প্রাপ্ত হও, তাহা আল্লাহপাক হইতে এবং তোমার যে কোন অপকার বা ক্ষতি হয়, তাহা তোমারই নফছ (নিজ) হইতে”। ইহা আল্লাহ্ তা’য়ালার অকাট্য বাণী। অতএব খায়ের বরকত যাহা এই মোবারক রমজান মাসে অবস্থিত, তাহা আল্লাহ্ তা’য়ালার ঐ জাতী পূর্ণতা সমূহেরই ফল, যাহা শানে কালামের মধ্যে সমষ্টিভূত আছে এবং কোরআন মজিদ উক্ত শানের সারাংশ স্বরূপ। অতএব কোরআন মজিদের সহিত এই মাহে মোবারকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কেননা কোরআন পাক যাবতীয় পূর্ণতার সমষ্টি এবং উক্ত মাস যাবতীয় খায়ের বা উৎকর্ষের সমষ্টি যাহা উক্ত পূর্ণতা সমূহের ফল। এই সম্বন্ধ হেতু কোরআন মজিদ উক্ত মাসেই অবতীর্ণ হইয়াছে। “রমজান ঐ মাস যাহাতে কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছে” (কোরআন)। উক্ত মাসে ‘শবেকদর’ আবার উহার সারাংশ। উহা যেন মজ্জা এবং মাসটি যেন উহার ত্বক স্বরূপ। অতএব যে ব্যক্তি শান্তির সহিত এই মাস অতিবাহিত করিতে পারিল এবং উহার খায়ের বরকত লাভ করিতে সক্ষম হইল সে

টীকা : ৭) শানের অর্থ মহিমা, আল্লাহর শান ঐ বস্তুকে বলা হয়, যাহা তাঁহার গুণাবলীর আছল বা মূল। ইহা গুণাবলীর উপরের স্তর। ৮) প্রথম খন্ডের চতুর্থ মকতুব। ৯) শানের বহুবচন শুয়ুনাতি। অথাৎ মহিমারাজি ১০) শানে কালাম অর্থাৎ আল্লাহ্ তা’য়ালার বাক্যগুণের মূলবস্তু।

সমস্ত বৎসর শান্তির সহিত অতিবাহিত করিবে এবং খায়ের বরকতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকিবে। আল্লাহ্‌পাক এই মাসের খায়ের ও বরকত সমূহ লাভের সুযোগ সুবিধা ও ইহার বৃহত্তম অংশ আমাদিগকে প্রদান করুক। (আমিন)

খাতেমুররোছোল হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে,—“তোমাদের মধ্যে যখন কেহ এফতার করে, তখন যেন খজ্জুর দ্বারা এফতার করে। যেহেতু নিশ্চয় ইহাতে বরকত আছে”। হজরত (ছঃ) স্বয়ং খজ্জুর দ্বারা রোজার এফতার করিতেন। ইহার বরকত এই যে, ইহার বৃক্ষ মানবের ন্যায় সঙ্গিভূতি ও সরলতা হিসাবে সৃষ্ট, এইহেতু পয়গম্বর (ছঃ) খজ্জুর বৃক্ষকে মানব জাতীর ‘পিতৃস্বসা’ ফরমাইয়াছেন, কেননা উহা আদম (আঃ)-এর অবশিষ্ট কদম দ্বারা গঠিত। যথা—হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, “তোমরা স্বীয় পিতৃস্বসা খজ্জুর বৃক্ষের সম্মান করিও, যেহেতু উহা আদম (আঃ)-এর অবশিষ্ট কদম দ্বারা সৃষ্ট”। এই সমষ্টিভূতির কারণেই সম্ভবতঃ উহার নাম ‘বরকত’ রাখা হইয়াছে। উহার ফল খজ্জুর দ্বারা এফতার করিলে তাহা এফতারকারীর দেহের অংশ হয় এবং উহার সমষ্টিভূতি তত্ত্ব ভক্ষণকারীর তত্ত্বের অংশ হইয়া থাকে। অতএব ভক্ষণকারী এই হিসাবে উহার মধ্যে যে পূর্ণতার অনন্ত সমষ্টিভূতি তথ্য নিহিত আছে তাহারও সমষ্টি হয়। ইহা যদিও সাধারণ ভক্ষণকারীরও হইয়া থাকে, কিন্তু এফতারের সময় রোজাদারের সৎপথের প্রতিবন্ধক—আকাজ্জা ও ধ্বংসশীল লজ্জৎ সমূহ হইতে শূন্য থাকার সময়, তাহার প্রতি উহার ক্রিয়া অধিক হয় এবং পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) যাহা ফরমাইয়াছেন “মো’মেনের উৎকৃষ্ট ছেহরী (শেষ রাত্রির খানা) খেজুর” তাহাও এই অর্থে হইতে পারে যে,—ইহা ভক্ষণকারীর দেহের অংশ হইয়া তাহার তত্ত্বের পূর্ণতা সাধন করে, খাদ্যের তত্ত্বের পূর্ণতা সাধন উদ্দেশ্য নহে। ইহা যখন রোজার অবস্থায় চলে না, তখন উহার দ্বারা ছেহরী করিয়া ক্ষতিপূরণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। ইহা ভক্ষণ করা যাবতীয় আহার্য্য বস্তু ভক্ষণ করার তুল্য হয় এবং উহার সমষ্টিভূতির কারণে উহার বরকত (আগামী) এফতারের সময়

পর্যন্ত চলিতে থাকে। খাদ্যদ্রব্যের যে উপকারিতা বর্ণিত হইল তাহা ঐ সময় বর্তিবে যখন উক্ত খাদ্যদ্রব্য ‘শরার’ অনুমোদিত হইবে, যেন লেশমাত্র ‘শরার’ গণ্ডির বাহিরে না যায়। আবার ইহার প্রকৃত উপকারিতা ঐ সময় লাভ হইবে, যখন ভক্ষণকারী বস্তুসমূহের আকৃতি অতিক্রম করতঃ প্রকৃত তত্ত্বে উপনীত হইবে এবং ‘জাহের’ (বাহ্যিক আকৃতি) পরিত্যাগ করিয়া ‘বাতেনে’ (অন্তরে) পৌঁছিবে। খাদ্যদ্রব্যের বাহ্যিক বস্তু যে রূপ ভক্ষকের বাহ্যিক দেহের উপকারী তদ্রূপ উহার আভ্যন্তরীণ বস্তু তাহার অন্তরের পূর্ণতা সাধনকারী। অন্যথায় শুধু বাহ্যিক উপকার হয় মাত্র এবং ভক্ষক তাহাতে শুধুই ক্ষতিগ্রস্ত।

আহারীয় ‘লোকমা’^১ তব রত্ন যেন হয়
তাহাতেই যত্ন তুমি করহ নিশ্চয়।
তারপর খেয়ে যাও যত চায় মন
আহারের তথ্য ইহা রাখিও স্মরণ।

অবিলম্বে এফতার এবং বিলম্বে ছেহরী করার মধ্যে রহস্য এই যে, ইহাতে খাদ্যদ্রব্য পূর্ণরূপে ভক্ষকের উপকারী হইবার সুযোগ পাইয়া থাকে।

ওয়াচ্ছালাম ॥

১৬৩ মকতুব

ছাইয়েদ শায়েখ ফরিদের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে ইছলাম এবং কুফর পরস্পর বিপরীত, ইহাদের একত্রিত হওয়া সম্ভবপর নহে। তদ্রূপ ইহকাল—পরকালও পরস্পরের বিপরীত।

আল্লাহুতা’য়ালার শোকর গোজারী যে, তিনি আমাদিগকে ইছলামের দিকে পথ প্রদর্শন করিয়া বাধিত করিয়াছেন এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ)-এর উম্মতের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন ; ইহ-পরকালের সৌভাগ্য ছাইয়েদুল কওনায়েন হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অনুসরণের উপরই নির্ভর করে। ইছলামের হুকুম

টীকা : ১। লোকমা = গ্রাস।

প্রতিপালন ও কুফরের আচার ব্যবহার পরিত্যাগ দ্বারাই অনুসরণ হইয়া থাকে। যেহেতু ইছলাম ও কুফর পরস্পর বিপরীত। ইহাদের একটি কায়েম করিলে অপরটি উঠিয়া যায়, অতএব একত্রিত হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। ইহাদের একটি সম্মানিত হইলে অপরটি অপমানিত হয়। আল্লাহ্‌পাক স্বীয় হাবিব পাককে ফরমাইয়াছেন—“হে নবী আপনি কাফের ও মোনাফেকদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন এবং তাহাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করুন”। হজরত পয়গাম্বর (ছঃ) যিনি শ্রেষ্ঠ চরিত্রবান, তাঁহাকে যখন কাফেরদিগের প্রতি কঠোর ব্যবহারের আদেশ করিয়াছেন, তখন প্রতীয়মান হইতেছে যে, উহাদের সহিত উক্তরূপ ব্যবহার শ্রেষ্ঠ চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কুফর এবং কাফেরদিগকে অপদস্থ-অপমানিত করাতেই ইছলামের সম্মান বৃদ্ধি পায়। যদি কেহ কুফরকে সম্মান দিল সে ইছলামকে অপদস্থ করিল। সম্মান প্রদানের অর্থ ইহা নহে যে, তাহাদিগকে মর্যাদা প্রদান করিয়া উচ্চ স্থানে স্থান দেয়, বরং তাহাদিগকে নিজের মজলিশে স্থান প্রদান করা ও ভ্রাতৃত্ব পোষণ করতঃ কতাবার্তা বলাতেই সম্মান দেওয়া হয়। তাহাদিগকে কুত্তার মত বিদূরিত করিয়া দেওয়া উচিত। যদি কোন পার্থিব কার্যে তাহাদের আবশ্যক হয় এবং তাহারা ব্যতীত উহা সরবরাহ না হয়, তখন তাহাদের প্রতি অবিশ্বাস ভাব পোষণ করতঃ আবশ্যক মত মেলামেশা করা যাইতে পারে।

কিন্তু উক্ত পার্থিব গরজ উপেক্ষা করিয়া তাহাদের সহিত মেলামেশা না করাই ইছলামের পূর্ণতা। আল্লাহ্‌পাক কাফেরদিগকে স্বীয় কালাম পাকে নিজের ও পয়গাম্বরগণের দুশমন বলিয়া ফরমাইয়াছেন। অতএব আল্লাহ্‌ রছুল (ছঃ)-এর এই দুশমনদিগের সহিত সংশ্রব রাখা অতীব দোষণীয় কার্য। ইহাদের সংসর্গের সর্বনিম্ন ক্ষতি এই যে, উহাতে শরীয়তের হুকুম পরিচালনের ক্ষমতা এবং কাফেরদের আচার ব্যবহার বিদূরিতকরণ শক্তির লাঘব হয়। অর্থাৎ ভ্রাতৃত্বের লজ্জা প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। ইহা ইছলামের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। আল্লাহ্‌তা'য়ালার দুশমনদিগের সহিত বন্ধুত্ব করা আল্লাহ্‌ ও রছুল (ছঃ)-এর দুশমনির পথে লইয়া যায়। অনেকে হয়ত মনে করেন যে, সে মুছলমান—আল্লাহ্‌-রছুল (ছঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস রাখে,

কিন্তু এই প্রকারের কার্য্য যে তাহার ইছলাম সম্পদ সমূলে বিনষ্ট করে এবং সে তাহা আদৌ অবগত নহে। আমাদের কুপ্রবৃত্তি ও অপকর্ম্ম হইতে আমরা আল্লাহ তা'য়ালার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

আপনারে ভাবে খাজা, খোদাপ্রাপ্তি বলি,
পাইয়াছে তিনি, শুধু স্বীয় চিন্তাবলী।

ইছলাম ও মুছলমানগণের প্রতি তিরস্কার করাই শুধু এই অকেজোদের কার্য্য। ইহারা সুযোগ পাইলে মুছমানদিগকে আহত বা নিহত অথবা কাফের করিয়া লইতে আপ্রাণ চেষ্টা করিবে। অতএব মুছলমানগণকেও লজ্জা করা উচিত—‘লজ্জা ঈমানের অঙ্গ’ ইছলামী লজ্জা একান্ত আবশ্যিক ; সর্বদা বিধর্ম্মীগণকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করা দরকার। ভারতবর্ষের বাদশাহ্গণ তাহাদের সংসর্গ হেতুই তাহাদের উপর হইতে ‘জিজিয়া’ কর উঠাইয়া লইয়াছেন। তাহাদের নিকট হইতে জিজিয়া গ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহাদিগকে অপদস্থ করিয়া রাখা। এমন অপদস্থ করিয়া রাখা আবশ্যিক যে জিজিয়ার ভয়ে যেন তাহারা উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিতে সাহসী না হয়, জাঁকজমকের সহিত বিচরণ করিতেও না পারে। সততই যেন সম্পদ বাজেয়াপ্তির ভয়ে ভীত ও আতঙ্কিত থাকে। আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে অবনত রাখার উদ্দেশ্যেই যখন জিজিয়া নির্দ্ধারণের আদেশ করিয়াছেন, তখন বাদশাহ্গণের কি শক্তি যে, উহা বন্ধ করে ; তাহাদিগকে অবনত রাখিয়া ইছলামকে উন্নত করাই আল্লাহ তা'য়ালার অভিপ্রায়।

“বিধর্ম্মীদের যত পার করিতে নিহত
অবশ্য ইছলাম তাতে হইবে উন্নত”।

কাফেরদের সহিত হিংসা রাখাই ইছলামের সৌভাগ্য প্রাপ্তির চিহ্ন। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কালামপাকে উহাদিগকে একস্থানে ‘নাজাছ’ বা অপবিত্র ও অন্যস্থানে ‘রেজেছ’ বা অশৌচ আখ্যা দিয়াছেন। অতএব মুছলমানগণের চক্ষে উহাদিগকে অপবিত্রই দেখা উচিত। যখন তাহারা উহাদিগকে এইভাবে দেখিবে, তখন অবশ্যই উহাদিগকে ঘৃণিত জানিয়া উহাদের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিবে। উহাদিগকে কিছু

জিজ্ঞাসা করিয়া তদ্রূপ কার্য করা প্রকারান্তরে উহাদিগকে সম্মান প্রদান করা হয়। তদুপরি কেহ যদি উহাদের নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করে কিংবা উহাদের মাধ্যমে আশীর্বাদ চায়, তবে তাহা যে কত বড় দোষনীয় তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। আল্লাহপাক স্বীয় কালাম মজিদে ফরমাইয়াছেন যে, ‘কাফেরগণের দোওয়া ভ্রষ্ট ভিন্ন নহে’। এই দুশমনগণের আশীর্বাদ বাতেল ও নিষ্ফল; কবুল হইবার আবার সম্ভাবনা কোথায়? ইহা দ্বারা শুধু এই অপকর্ম হয় যে, ঐ কুত্তাদের সম্মানবৃদ্ধি পায়; উহারা যখন আশীর্বাদ করে তখন উহাদের প্রতিমাগুলিকে অছিলা করিয়া আশীর্বাদ করে। অতএব ভাবিয়া দেখা উচিত যে, ইহা কোথায় চলিয়া যায়; ইহাতে ইছলামের গন্ধও যে থাকে না। কোন এক বোজর্গ ফরমাইয়াছেন যে, “তোমাদের কেহ পাগল না হইলে মুছলমান হইবে না”। পাগল হওয়ার অর্থ ইছলামের উন্নতি জন্য নিজের হিতাহিত জ্ঞান না থাকা। ইছলাম সহ যাহাই লাভ হয়—হউক এবং যদি না হয় নাই হউক। ইছলাম থাকিলে আল্লাহপাকেরও সম্ভৃষ্টি ও তাঁহার হাবিবপাকেরও সম্ভৃষ্টি লাভ হইবে। স্বীয় কর্তার সম্ভৃষ্টি হইতে শ্রেষ্ঠতর কোন সম্পদ নাই। আমরা আল্লাহতা’য়ালাকে পালনকর্তা, ইছলামকে ধর্ম ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ) কে নবী এবং রছুল পাইয়া বিশেষ সম্ভৃষ্টি আছি।

এই মনোভাব নিয়ে চলেছি যখন,

এ ভাবেই রেখো মোরে ওহে নিরঞ্জন।

ছাইয়েদোল্ মোরছালিন (ছঃ)-এর অছিলায় তাঁহার প্রতি এবং তাঁহার বংশধরগণের প্রতি শ্রেষ্ঠ দরুদ ও পূর্ণ ছালাম বর্ষিত হউক। অগ্র-পশ্চাতে ছালাম।

সময়ের সংকীর্ণতা হেতু যাহা অত্যাবশ্যকীয় ছিল তাহা সংক্ষেপে লিখিয়া পাঠান হইল। যদি আল্লাহতা’য়ালার সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন তবে ইহা হইতে বিস্তৃত লিখিয়া পাঠান যাইবে।

যে রূপ ইছলাম কুফরের বিপরীত, তদ্রূপ দুন্ইয়াও আখেরাতের বিপরীত। উভয় একত্রিত হয় না। দুন্ইয়া পরিত্যাগ দুই প্রকারে হইয়া থাকে; এক প্রকার এই যে, ‘মোবাহ্’ বা বিধেয়বস্তুসমূহ মাত্র আবশ্যিক পরিমাণ লইয়া অবশিষ্ট হইতে বিরত

থাকে। ইহা দুন্ইয়া পরিত্যাগের শ্রেষ্ঠতম অংশ। দ্বিতীয় প্রকার এই যে—উহার হারাম ও সন্দিগ্ধ বস্তুসমূহ হইতে বিরত থাকিয়া মোবাহ্ বা বিধেয় বস্তুসমূহ দ্বারা সুখ-শান্তি উপভোগ করে; ইহাও এ যুগে দুস্ত্রাপ্য।

যদিও আকাশ, আরশের কাছে

দেখিতে অতিব নিম্নতর,

মৃত্তিকার সহিত তুলনা করিয়া

দেখিলে হইবে উচ্চতর।

অতএব স্বর্ণ রৌপ্য ব্যবহার এবং রেশমী বস্ত্র পরিধান যাহা শরীয়তে হারাম করিয়াছেন, তাহা হইতে অবশ্য বিরত থাকা কর্তব্য। সাজ-সজ্জার উদ্দেশ্যে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র সমূহ প্রস্তুত করিয়া রাখা যাইতে পারে। কিন্তু উহা ব্যবহার যথাঃ—পানাহার বা সুগন্ধি দ্রব্য রাখা কিংবা সুরমা দান ইত্যাদি করা ‘হারাম’—নিষিদ্ধ। ফলকথা আল্লাহ্ তা’য়ালা মোবাহ্ বস্তুসমূহের বৃত্ত অত্যন্ত প্রশস্ত করিয়াছেন। হারাম বস্তু হইতেও তদ্বারা অধিক সুখ সম্ভোগ ও লজ্জা গ্রহণ করা যাইতে পারে।

মোবাহ্ বস্তু সমূহ ব্যবহারে আল্লাহ্পাক সন্তুষ্ট থাকেন এবং হারাম বস্তু ব্যবহারে তিনি অসন্তুষ্ট হন। সামান্য কয়েকদিনের লজ্জতের জন্য নিজের মালিককে অসন্তুষ্ট করা জ্ঞানীর কার্য্য নহে। অথচ ইহার পরিবর্তে তিনি মোবাহ্ বস্তুসমূহ বিধেয় করিয়া দিয়াছেন।

আল্লাহ্পাক আমাদিগকে ও আপনাদিগকে শরীয়তের কর্তা হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অনুসরণের প্রতি দৃঢ়তা প্রদান করুন। হালাল-হারাম বিষয় লইয়া সর্বদাই দ্বীনদার আলেমগণের সহিত আলোচনা করা উচিত এবং তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের ফতওয়া অনুযায়ী আমল করা কর্তব্য। শরীয়তই উদ্ধারের পথ, ইহা ব্যতীত সবই বাতিল এবং মূল্যহীন। “‘হক্’ বা প্রকৃত বস্তু ব্যতীত সবই ভ্রষ্টতা মাত্র”—(কোরআন)। —ওয়াচ্ছালামো আউয়ালাওঁ ওয়া আখেরান—

১৬৪ মকতুব

হাফেজ বাহাউদ্দীন ছেরহিন্দীর নিকট লিখিতেছেন।

ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, আল্লাহুতায়ালার ফয়েজ ও রহমত ভালমন্দ সকলের প্রতি বর্ষিত হইতেছে, ইত্যাদি।

আল্লাহুপাক অনুগ্রহপূর্বক শরীয়তের প্রশস্ত পথের উপর আমাদিগকে কায়েম রাখুন। ধন-সম্পদ রূপেই হউক বা সন্তানাদি রূপেই হউক, অথবা সৎপথ প্রাপ্তি রূপেই হউক আল্লাহুতায়ালার অনুকম্পা-বারি সদাসর্বদা ‘খাছ’ (বিশিষ্ট), ‘আম’ (সাধারণ), উচ্চ, নীচ সকল শ্রেণীর লোকের প্রতি অবিচ্ছিন্ন ধারায় বর্ষিত হইতেছে। সৃষ্ট পদার্থের দিক হইতেই গ্রহণের তারতম্য হয় মাত্র। কেহ কোনটি গ্রহণ করিতে পারে, কেহ পারে না। (আল্লাহুপাক ফারমাইয়াছেন যে,) “আল্লাহুপাক তাহাদের প্রতি অত্যাচার করেন নাই, তাহারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিতেছে”। গ্রীষ্মকালের সূর্য যেমন রজক (ধোপা) এবং বস্ত্র উভয়ের প্রতি সমভাবে তাপ প্রদান করে, কিন্তু রজকের মুখমণ্ডল কৃষ্ণ এবং তাহার বস্ত্র শুভ্র হয়। আল্লাহুতায়ালার হইতে বিমুখ থাকার জন্যই তাহারা উক্ত ফয়েজ-বারিসমূহ গ্রহণ করিতে পারে না। বিমুখ ব্যক্তির দুর্ভাগ্য হওয়া এবং নে’মত হইতে বঞ্চিত থাকা উচিত। এস্থলে কেহ না বলে যে, আল্লাহু হইতে বহু বিমুখ ব্যক্তি পার্থিব বহু নে’মত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিমুখ হইয়া তাহারা তো বঞ্চিত হয় নাই। সেস্থলে জানা আবশ্যক যে, উহা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহুতায়ালার ‘নেকমত’ বা গজব, যাহা ছলনামূলক নে’মত রূপে দেখান হইয়াছে, যেন বিশেষভাবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়। আল্লাহুপাক ফরমাইয়াছেন যে, “তাহারা কি ধারণা করে যে, আমি তাহাদিগকে যাহা ধন এবং পুত্র সন্তানাদি দ্বারা শক্তি প্রদান করিয়াছি, তাহা তাহাদের মঙ্গলার্থে করিয়াছি ? বরং তাহারাই কাণ্ডজ্ঞান রহিত” (কোরআন)। অতএব আল্লাহু হইতে বিমুখ হওয়া সত্ত্বেও যদি দুন্ইয়া এবং তাহার নে’মতাদি লাভ হয়, তবে উহা নিশ্চিত অনিষ্টকর। সাবধান ! সাবধান !

ওয়াচ্ছালাম ॥

১৬৫ মকতুব

হৈয়েদ শায়খ ফরিদের নিকট হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অনুসরণ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়া লিখিতেছেন।

আল্লাহ্পাক আপনাকে যেরূপ উম্মি, কোরায়শী, হাশেমী নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর বাহ্যিক মিরাহ প্রদান করিয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহার আভ্যন্তরীণ মিরাহ প্রদান করিয়া সৌভাগ্যবাণ করুন। যে ব্যক্তি এই দোওয়ার প্রতি আমিন বলিবে, তাহার প্রতি আল্লাহ্পাক রহমত করুন (আমিন)। হজরত (ছঃ)-এর বাহ্যিক মিরাহ আলমে খল্ক বা স্থূল জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখে এবং আভ্যন্তরীণ মিরাহ আলমে আমর বা সুক্ষ্ম জগতের সহিত সম্পর্ক রাখে। তথায় যেন সবই ঈমান, মারেফত, সরল পথ ও হেদায়েত। আভ্যন্তরীণ মিরাহ দ্বারা সুসজ্জিত হইলে বাহ্যিক মিরাহ প্রাপ্তির শোকর গোজারী করা হইবে এবং হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণ ব্যতীত আভ্যন্তরীণ মিরাহ লাভ হয় না। অতএব তাঁহার অনুসরণ ও আদেশ-নিষেধাদি প্রতিপালন একান্ত কর্তব্য এবং তাঁহার পূর্ণ অনুসরণ পূর্ণ মহব্বতের শাখা মাত্র।

যে জন যাহার প্রেমে নিমজ্জিত হয়,

সে জন তাহার বাধ্য হইবে নিশ্চয়।

হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর দুশমনগণের সহিত পূর্ণরূপে দুশমনি করা এবং তদীয় শরীয়ত-বিরোধী দলের প্রতিবাদ ও শত্রুতা করাই তাঁহার পূর্ণ ভালবাসার চিহ্ন। তাঁহার ভালবাসার মধ্যে অবহেলা করার কোনই অবকাশ নাই। প্রেমিক যে—প্রিয়ার জন্য পাগল, তাহার আর বিরোধিতা করার ক্ষমতা কোথায়? স্বীয় প্রিয়ার শত্রুদের সহিত কোন ক্রমেই সে বন্ধুত্ব করিতে পারে না। “দুই বিপরীত বস্তু একত্র হওয়া অসম্ভব” বলা হইয়া থাকে। সুতরাং উহাদের একটিকে ভালবাসিলে অপরটির সহিত অবশ্যই শত্রুতা ঘটিবে। ভালবাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত, এখনও কার্য হাতছাড়া হয় নাই; ক্ষতিপূরণ করা যাইতে পারে। আগামীতে অর্থাৎ মৃত্যুর পরে যখন কার্য হাতছাড়া হইবে, তখন লজ্জিত হওয়া ব্যতীত উপায় থাকিবে না।

প্রত্যুষে জানিবে তুমি দিবসের মত,
নিশীথে কাহার প্রেমে ছিলে বশীভূত।

পার্শ্ব সুখের ছামানসমূহ প্রবঞ্চনা পূর্ণ, অথচ পরকালের ভালমন্দ ইহার উপরই নির্ভর করে। ইহজগতের সামান্য কয়েকদিনের জীবন যদি হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অনুসরণ করিয়া অতিবাহিত করা যায় তবেই উদ্ধারের আশা। অন্যথায় সবই অনর্থক। উহা যে কোন ব্যক্তিরই হউক না কেন এবং যে কোন সং কার্যেই হউক না কেন।

আরবী মোহাম্মদ (ছঃ) আমাদের দুই জাহানের লাজ রাখে,
তাঁর দ্বারে নয় মৃত্তিকা যে, মৃত্তিকা তার মস্তকে।

হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অনুসরণ-সৌভাগ্য লাভ করার অর্থ পার্শ্ব বস্তু সমূহ পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা নহে, যে তাহা কষ্টকর হইবে। বরং যথা নির্দ্ধারিত জাকাত যদি পরিশোধ করে, তবে মালের ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সম্পূর্ণ মাল প্রদান করার তুল্য হইবে। কেননা জাকাত প্রদত্ত মাল ক্ষতি হইতে সুরক্ষিত। অতএব জাকাত প্রদান করাই মালের ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়। অবশ্য সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু জাকাত প্রদান করিলে অনেকটা তদ্রূপই হয়।

যদিও আকাশ আরশের চেয়ে
দেখিতে অতীব নিম্নতর,
মৃত্তিকার সহিত তুলনা করিয়া
দেখিলে হইবে উচ্চতর।

কাজেই শরীয়ত প্রতিপালন করার প্রতি পূর্ণভাবে মনোযোগী হওয়া উচিত এবং শরীয়তপন্থী আলেম নেক্কারগণের সম্মান করা ও শরীয়ত প্রচারে যত্নবান হওয়া কর্তব্য। যাহারা নিজ মতলবের অনুগামী এবং বেদয়াতী, তাহাদিগকে অপদস্থ করা উচিত। যে ব্যক্তি কোন বেদয়াতীকে সম্মান করিল সে ইছলাম ধর্মের সাহায্যকারী হইল। বিধর্মী কাফেরগণ যাহারা আল্লাহ্ এবং রছুল (ছঃ)-এর শত্রু তাহাদিগকে

শত্রু বলিয়া জানা আবশ্যিক এবং তাহাদিগকে অপদস্থ করিবার চেষ্টায় থাকিতে হইবে। কোন প্রকারেই তাহাদিগকে সম্মান দেওয়া উচিত নহে। ঐ হতভাগাদিগকে স্বীয় মজলিশে স্থান দেওয়া বা উহাদের সহিত বন্ধুত্ব করাও উচিত নহে। উহাদের সহিত সর্বদাই কঠোর ব্যবহার করিতে হয়। কোন কার্যের জন্য তাহাদের নিকট যাওয়া উচিত নহে। তাহাদের নিকট একান্ত যদি কোন আবশ্যিক থাকে, তবে আবশ্যিক পূরণার্থে-দৈহিক আবশ্যিক যথা মলমূত্র পরিত্যাগার্থে গমন, তদ্রূপ অনিচ্ছাকৃত তাহাদের নিকট যাইয়া আবশ্যিক পূরণ করিয়া লইতে হয়।

আপনার বোজর্গ (সম্মানি) মাতামহের (হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর) নিকট উপনীত হইবার পথ ইহাই। যদি এই পথে যাওয়া না যায়, তবে তাঁহার নিকট পৌঁছা অতীব দুষ্কর।

হায়—হায় !

‘ছোয়াদের’ কাছে যাব কি উপায় করি,
গিরি-গহ্বর, খাদ আছে সারা পথ ধরি।

অধিক আর কি বিরক্ত করিব—

সামান্য কহিনু পাছে পাও মনোব্যথা,
নতুবা অনেক ছিল কহিবার কথা।

১৬৬ মকতুব

মোল্লা মোহাম্মদ আমিনের নিকট—এই অস্থায়ী জীবনের প্রতি নির্ভর করা উচিত নহে, এই বিষয় লিখিতেছেন।

মখদুমা (হে মান্যবর) কতদিন জননীর মত নিজের প্রতি সশংকিত থাকবেন এবং রোষ ও চিন্তায় কতদিন মোচড় খাইতে চলিবেন। নিজেকে বরং সকলকেই ‘মৃত’ বলিয়া মনে করা উচিত। সকলেই যেন নিশ্চল, জড় পদার্থ। “তুমিও মৃত এবং তাহারাও মৃত” কোরআনের অকাট্য বাণী। এই সামান্য অবসরে স্বীয় কল্ব বা অন্তঃকরণের ব্যাধি প্রচুর জেকের দ্বারা বিদুরিত করা কার্যসমূহের মধ্যে একান্ত

আবশ্যকীয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার জেকের দ্বারা আভ্যন্তরীণ ব্যাধির চিকিৎসা করাই মূল উদ্দেশ্য। যে অন্তঃকরণ অন্যের প্রেমে ফাঁসা, তাহা দ্বারা মঙ্গলের কি আশা? যে আত্মা নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট, নফ্‌ছে আম্মারাই তাহা হইতে উৎকৃষ্ট। তথায় (আল্লাহ্র নিকট) অন্তরের সুস্থতাই বাঞ্ছনীয় এবং রূহের মুক্তিই কাম্য। কিন্তু আত্মা এবং অন্তঃকরণ অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হইবার উপায় অন্বেষণই যে আমাদের মত ইতরমনা ব্যক্তিগণের কার্য্য। হায়—আফছোছ! কি আর করা যাইবে। “আল্লাহ্পাক তাহাদের প্রতি জুলুম করেন নাই। তাহারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করিয়াছে” (কোরআন)।

দ্বিতীয়তঃ—স্বীয় দৈহিক দুর্বলতার জন্য চিন্তা করিবেন না। আল্লাহ্‌চাহে সুস্থ হইয়া যাইবেন। আমি সেদিক হইতে নিশ্চিত আছি। আপনি এ ফকীরের পরিধেয় বস্ত্র যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা পাঠান হইল, উহা পরিধান করিয়া ফল লাভের অপেক্ষায় থাকিবেন; —উহা প্রচুর বরকত পূর্ণ।

কাহিনী বলিয়া, যেবা জানিবে ইহায়,
তাহার নিকট ইহা কাহিনীর প্রায়।
নগদ সম্পদ সম যে করে যতন,
সেইতো পুরুষ বটে, মানব রতন।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথের অনুগামী এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণকারী তাহার প্রতি ছালাম— শান্তি বর্ষিত হউক।

১৬৭ মকতুব

হরিরাম হিন্দু, যিনি এই বোজর্গগণের সহিত খালেছ মহব্বত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার নিকট বিশ্ব জগতের প্রকার-বিহীন পালন কর্তার এবাদতের প্রতি উৎসাহিত করিয়া লিখিতেছেন।

পর পর আপনার দুইখানা পত্র পাইলাম। প্রত্যেকটিই ফকীর-দরবেশগণের

প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগ জ্ঞাপক ছিল। কেহ যদি এই সৌভাগ্য লাভ করে তাহা যে কত উচ্চ নে'মত, তাহা বলাই বাহুল্য।

কহিব আর কথা যাহা কহিব তোমায়,

ধর, বা না ধর তুমি, যাহা ইচ্ছা হয়।

জানিবেন এবং সাবধান হইবেন যে আমাদের এবং আপনাদের বরং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তথা আছমান-জমিন, স্বর্গ-পাতালবাসী সকলেরই প্রতিপালক যিনি, তিনি 'এক' এবং প্রকার-বিহীন। আনুরূপ্য হইতে পবিত্র, আকার প্রকারের বর্হির্ভূত; পুত্র বা পিতা হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, সমকক্ষতার তথায় কোনই অবকাশ নাই। একত্রিত হওন বা প্রবেশ করনের ধারণাও তথায় নিন্দনীয়। গুপ্ত ও প্রকাশিত হওয়া (স্থায়ী জাত-দেহ হইতে গুপ্ত হইয়া অন্যের জাত-দেহে প্রকাশ পাওয়া) তাঁহার পক্ষে কুৎসিত। তিনি কালাবদ্ধ নহেন, যেহেতু কাল তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ এবং তিনি স্থানাবদ্ধও নহেন, কেননা স্থান তাঁহারই গঠিত বস্তু। তাঁহার পবিত্র 'অজুদ' আদি শূন্য এবং তাঁহার অস্তিত্বের অন্তও নাই। যে কোন উৎকৃষ্টতা ও পূর্ণতা হউক না কেন, তাহা তাঁহাতেই বর্তমান এবং যাবতীয় ক্ষয়-ক্ষতি তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন। সুতরাং এবাদতের লায়েক এবং পূজার উপযোগী একমাত্র তিনিই। 'রামকৃষ্ণ' ইত্যাদি হিন্দুদের দেবতাগণ আল্লাহ্‌তায়ালার সামান্য সৃষ্ট পদার্থ। তাহারা পিতা-মাতা হইতে জন্ম লইয়াছে। রাম রাজা দসরথের পুত্র লক্ষণের ভ্রাতা এবং সীতার স্বামী। রাম যখন স্থায়ী ভার্যাকে রক্ষা করিতে পারিল না, তখন সে অন্যের কি আর সাহায্য করিবে? দুরদর্শিতা অবলম্বন করতঃ তাহাদের অনুসরণ পরিত্যাগ করা উচিত। বিশেষ লজ্জার বিষয় যে, কেহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পালন-কর্তাকে রামকৃষ্ণের নাম ধরিয়া স্মরণ করে। ইহা ঐ রূপ—যে রূপ কেহ রাজাধিরাজকে নিকৃষ্ট ঝাড়ুদার বলিয়া স্মরণ করে। রাম, রহমানকে এক জানা একান্ত নির্বোধের কার্য্য। স্রষ্টা আর সৃষ্ট পদার্থ কখনও এক হয় না এবং প্রকার-বিহীন প্রকার সম্মুত বস্তুর সহিত সম্মিলিত হয় না। রাম, কৃষ্ণের জন্মের পূর্বে বিশ্বের পালন কর্তাকে কেহই রাম, কৃষ্ণ বলিত না। তাহাদের জন্মের পর সেই পবিত্র জাতকে রাম, কৃষ্ণ বলার অর্থ

কি ? রাম, কৃষ্ণের স্মরণকে পালন-কর্তার স্মরণ বলিয়া মনে করে, —ইহা কখনই নহে। আমাদের পয়গাম্বর (আঃ)-গণ প্রায় এক লক্ষ চব্বিশ হাজার চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই বিশ্ববাসীকে স্রষ্টার এবাদতের (উপাসনার) দিকে উৎসাহিত করিয়া আহ্বান করিয়াছেন এবং অন্যের উপাসনা নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহারা নিজেকে অক্ষম দাস বলিয়া জানিতেন ও সদা সর্বদা আল্লাহ্‌তায়ালায় মর্যাদার ভয়ে ভীত ও সশংকিত থাকিতেন। হিন্দুদের দেবতারা নিজের এবাদতের (পূজার) প্রতি সকলকে আহ্বান করে এবং তাহারা নিজেকেই উপাস্য ভাবিয়া থাকে। তাহারা যদিও আল্লাহ্‌তায়ালাকে প্রতিপালক বলিয়া স্বীকার করে, কিন্তু তাঁহাকে তাহাদের নিজের মধ্যে প্রবিষ্ট ও একত্রিত বলিয়া ধারণা করে। এইহেতু জনসাধারণকে তাহাদের উপাসনা করিতে বলে এবং নিজেকে উপাস্য বলাইয়া থাকে। তাহারা নির্বিঘ্নে হারাম বা অবিধেয় বস্তুসমূহ ব্যবহার করে। ধারণা করে যে “উপাস্য ব্যক্তির পক্ষে নিষিদ্ধ কোন বস্তুই নাই”। স্বীয় সৃষ্ট পদার্থ সমূহের মধ্যে সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। তাহারা এইরূপ নানা প্রকার অসৎ ধারণা করিয়া থাকে। নিজেরাও ভ্রষ্ট, অন্যকেও ভ্রষ্ট করে। পয়গাম্বর (আঃ)-গণ ইহার বিপরীত। তাঁহারা অন্যকে যাহা নিষেধ করিতেন, নিজেরাও তাহা হইতে পূর্ণরূপে বিরত থাকিতেন এবং সকলের মত নিজেকেও মানব বলিয়া প্রচার করিতেন।

উভয় পথকে তুমি দেখ জ্ঞান দিয়া,
আছে যে পার্থক্য কত, দেখ নিরখিয়া।

১৬৮ মকতুব

হজরত খাজা বাকিবিল্লাহ (রাঃ)-এর পীর খাজাগী আমকাজি (রাঃ)-এর পুত্র খাজা মোহাম্মদ কাছেমের নিকট লিখিতেছেন।

ইহার মধ্যে নক্শাবন্দিয়া ছেল্‌ছেলার উচ্চতা ইত্যাদির বর্ণনা হইবে।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালায় জন্য; যিনি নিখিল বিশ্বের পালন-কর্তা। যিনি

রছুলগণের সরদার, তাঁহার প্রতি ও তাঁহার পবিত্র বংশধরগণের প্রতি দরুদ এবং ছালাম বর্ষিত হউক।

অপর্যাণ্ট দোওয়া এবং অসংখ্য সম্মান জ্ঞাপনের পর উচ্চ মাশায়েখের সারাংশ এবং শ্রেষ্ঠ অলীর পুত্র আলী জনাবের খেদমতে নিবেদন এই যে, আল্লাহ্‌পাক আপনাকে সুস্থ এবং জীবিত রাখুন। আপনার সাক্ষাতের আশাধারী হইয়া আছি।

ছোয়াদের কাছে যাব কি উপায় করি,

গিরি, গহবর, খাদ আছে সারা পথ ধরি।

আপনি জানিবেন যে, এই নক্শাবন্দিয়া তরীকার উচ্চতা ছুন্নতের দৃঢ় অনুসরণ এবং বেদ্যাত হইতে পূর্ণরূপে বিরত থাকার কারণেই হইয়াছে। এইহেতু এই তরীকার বোজর্গগণ উচ্চ স্বরে জেকের করা নিষেধ করিয়াছেন এবং জেকেরে কল্বী অর্থাৎ অন্তর দ্বারা জেকের করিতে আদেশ দিয়াছেন। নাচ গান ও লক্ষ-বাম্প করা যাহা হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) এর জমানা এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের জমানায় ছিল না তাহা নিষেধ করিয়া থাকেন। নিজ্জর্ন বাস ও চেল্লাকষি যাহা ছাহাবাগণের যুগে ছিল না তাহার পরিবর্তে ইঁহারা জনতার মধ্যেই নিজ্জর্ন বাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা ছুন্নতের অনুসরণ দ্বারা বহু ফল লাভ করিয়াছেন। এইহেতু অন্যান্য তরীকার শেষ বস্তু ইঁহাদের প্রারম্ভেই প্রবিষ্ট এবং ইঁহাদের ‘নেছবত’ বা আত্মিক সম্বন্ধ অন্য সকলের ‘নেছবত’ হইতে উচ্চ। ইঁহাদের বাক্যসমূহ অন্তরের ব্যাধির ঔষধ তুল্য এবং ইঁহাদের লক্ষ্য আভ্যন্তরীণ পীড়ার প্রতিকারকারী। ইঁহাদের পবিত্র লক্ষ্য তালেবগণকে ইহ-পরকালের আকর্ষণ হইতে মুক্ত করে এবং ইঁহাদের আত্মিক সাহায্যে সৃষ্টির নিম্নস্তর হইতে মুরীদগণ অযুবের (অবশ্যম্ভাবী বস্তুর) উচ্চস্তরে উপনীত হইয়া থাকে।

আশ্চর্য্য নায়ক বটে নক্শাবন্দিগণ,

স্বদলে গোপন পথে করে বিচরণ।

ইঁহাদের সংসর্গেতে সাধকের মন,

নিজ্জর্নতা চেল্লাকষি করে বিসর্জন।

এ জমানায় উক্ত নেছবত আনকা (আকাশ কুসুম) যথা গুপ্ত প্রায় হইয়া

হইয়াছেন, শিশুগণ যেমন আখরোট, মোনাক্কা পাইয়া সন্তুষ্ট হয়। অস্থির হইয়া অনেকে স্বীয় পূর্ববর্তী বোজর্গগণের পথ পরিত্যাগ করতঃ ‘জেক্‌রে জহর’ বা উচ্চস্বরে জেকের করিয়া শান্তি পাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কখনও বা নাচ গানের মধ্যে শান্তি খুঁজিতেছেন। জনতার মধ্যে তাঁহারা নির্জন বাস করিতে পারেন নাই বলিয়া চেল্লাকষি ও নির্জন বাস আরম্ভ করিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, তাঁহারা এই বেদ্যাত বা নব আবিষ্কৃত কার্য্যসমূহকে এই তরীকার নেছবতের পূর্ণতাকারী মনে করিতেছেন এবং ধ্বংসকেই তাঁহারা আবাদ করা ভাবিতেছেন। আল্লাহ্‌পাক হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর ও তদীয় বংশধরগণের এবং কোরআন পাকের ‘নূন’ ‘ছোয়াদ’ বর্ণের অছিলায় তাঁহাদিগকে এন্‌ছাফ প্রদান করুক, এই বোজর্গগণের পূর্ণতার যৎকিঞ্চিৎ তাঁহাদের আত্মার মস্তকে প্রবেশ করাইয়া দেউক।

আপনাদের তথায় যখন এইরূপ নূতনত্ব সমূহ প্রচারিত হইতেছে, এমন কি মূল বোজর্গগণের পথ গুপ্ত করিয়া তথায় নূতন চাল-চলন আরম্ভ করিয়াছে এবং আসল তরীকা হইতে বিমুখ হইয়াছে, তখন আমার মনে জাগিল যে, এ সব বিষয় কিছু আপনাদের দরবার পাকের খাদেমগণকে জানাইয়া দেই এবং এই উপলক্ষে স্বীয় অন্তরের ব্যথা বাহির করিয়া ফেলি। আমি বুঝিতেছিলাম যে, আপনার মজলিসের বন্ধুগণ কোন দলভুক্ত ?

ভাবনায় নিদ্রা নাহি আসে এ নয়নে,

কাহার কোলে যে শুয়ে আছ ফুল্ল মনে।

আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা এই যে আপনাকে যেন এই সাধারণ (পরীক্ষা) হইতে তিনি রক্ষা করেন এবং আপনার দরবারেও যেন ইহা সামিল হইতে না দেন। মখদুমা (ভ্রাতঃ)— বেদ্যাত এবং নূতনত্ব সমূহ এই তরীকায় এত প্রচলন পাইয়াছে যে, যদি বিপক্ষদল বলে যে “এই তরীকা বেদ্যাতের প্রচলন এবং ছন্নত বিসর্জনের তরীকা” তাহাও বলিতে পারে। তাহাজ্জুদের নামাজ পূর্ণ শান্তি ও জামাতের সহিত আদা করিয়া থাকেন এবং এই বেদ্যাতকে ছন্নত তারাবীর মত মসজিদ সমূহে প্রচলিত করিতেছেন। ইহাকে ভাল বলিয়া জানিতেছেন এবং জনসাধারণকে ইহার

প্রতি উদ্বুদ্ধ করিতেছেন, অথচ নফল নামাজ সমূহের জামাত করাকে ফোকাহাগণ কঠিন মকরুহ বলিয়াছেন। আল্লাহুতায়াল্লা উহাদের যত্ন সফল করুক। যে ফোকাহাগণ নফল নামাজের জামাত মকরুহ হওয়ার শর্ত ‘ডাকিয়া আনা’ স্থির করিয়াছেন, তাঁহারাও উক্ত জামাত জায়েয হওয়ার জন্য এই শর্ত করিয়াছেন যে, উহা মসজিদের এক কোণে পাঠ করিতে হইবে এবং তিন ব্যক্তির অধিক হইলে মকরুহ হইবে— বলিয়াছেন। আবার নূতনত্বকারীগণ তাহাজ্জুদের নামাজকে ত্রয়োদশ রাকাত বলিয়া থাকেন অর্থাৎ দ্বাদশ রাকাত দাঁড়াইয়া পাঠ করেন এবং দুই রাকাত উপবিষ্ট হইয়া যাহা এক রাকাতের তুল্য হয়। ইহা ঐ কথা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন যে, উপবিষ্ট হইয়া নামাজ পাঠ দণ্ডায়মানের অর্দ্ধেক ছওয়াব। এই আমলসমূহ ছুন্নতের বিপরীত আমল। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ত্রয়োদশ রাকাত পাঠ করিতেন বটে— উহা বেতের সহ। বেতেরের সংযোগে উহা অযুগ্ম হইত ; এই মহাত্মাগণ যেরূপ ধারণা করিয়াছে তদ্রূপ নহে।

সামান্য কহিনু, পাছে পাও মনোব্যথা

নতুবা অনেক ছিল কহিবার কথা।

আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ‘মা-ওরা আন্নহরের’—নগর সমূহে যথায় হক-পন্থী আলেমগণের নিবাস তথায় এই প্রকারের বেদ্যাত সমূহ প্রকাশ পাইতেছে অথচ আমাদের মত ফকীরগণ তাঁহাদেরই অনুগ্রহে শরীয়তের এল্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। আল্লাহুতায়াল্লাই সত্য জ্ঞাপক। আল্লাহপাক আমাদিগকে ও আপনাদিগকে শরীয়তের প্রশস্ত পথের উপর কায়েম রাখুন এবং যে ব্যক্তি আমিন বলিবে তাহার প্রতি আল্লাহপাক মেহেরবাণী করুক (আমিন)।

১৬৯ মকতুব

শায়েখ আবদুছ ছামাদ সুলতানপুরীর নিকট তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে লিখিতেছেন।

আল্‌হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আ'লামিন ওয়াচ্ছালাতো ওয়াচ্ছালামো আলা ছাইয়েদেল মোরছালিন মোহাম্মাদেওঁ ওয়া আলেহীত্তাহেরীন, আজমাঈন।

অনুগ্রহপূর্বক যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পাইয়া সন্তুষ্ট হইলাম। একটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন—। মখদুমা, —উচ্চ আশা এবং উজ্জ্বল কামনা আল্লাহ্‌তায়ালার জনাব পাকে উপনীত হওয়া। কিন্তু তালেব যখন প্রারম্ভে থাকে, তখন তাহার নানারূপ সম্পর্ক তাহাকে কলুষিত ও অবনত করিয়া রাখে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌তায়ালার জনাব পাক অতি পবিত্র ও উচ্চ। অতএব তালেবগণ ফয়েজ আদান-প্রদানের সম্পর্ক রহিত ; সুতরাং পথ প্রদর্শক বিজ্ঞ পীর ব্যতীত তালেবগণের উপায় নাই। তিনি উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থ হইয়া থাকেন এবং উভয় দিকের পূর্ণ অংশ রাখেন ; তবেই তালেবগণ স্বীয় মতলবে উপনীত হইতে পারে। তালেব আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত যতখানি সম্বন্ধ স্থাপন করিবে পীর ততখানি নিজেকে মধ্য হইতে সরাইয়া লইবে। যখন তালেবের সম্বন্ধ পূর্ণ হইবে, তখন পূর্ণরূপে পীর তথা হইতে নিজেকে সরাইয়া লইবেন, যাহাতে তালেবকে সরাসরি বিনা মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য লাভ করাইয়া দিতে পারেন। কাজেই প্রারম্ভে বা মধ্যাবস্থায় দর্পণতুল্য পীর ব্যতীত উদ্দিষ্ট বস্তু দর্শনের উপায় নাই এবং সর্বশেষে পীরের দর্পণ ব্যতীত সে স্বীয় প্রিয়ার সৌন্দর্য্য দেখিতে সক্ষম হয় ও তাহার ‘অছলে উর্ইয়ান্’ বা অবাধ মিলন লাভ হইয়া থাকে। যদি কোন মুরীদ বলিয়া থাকে যে, “উক্ত সময় আল্লাহ্‌ এবং আমার মধ্যে পীর আসিয়া পড়িলে তাহার মস্তক ছেদন করিবে” তবে উহা মত্ততা মূলক। স্থিরচিত্ত ব্যক্তিগণ এরূপ বেয়াদবীর বাক্য কখনও উচ্চারণ করেন না। তাঁহারা পীরের বরকতেই সদা-সর্বদা স্বীয় আকাঙ্ক্ষা প্রাপ্তির আশা করিয়া থাকেন। ওয়াচ্ছালাম ॥

১৭০ মকতুব

শায়েখ নূরের নিকট লিখিতেছেন।

খল্কুল্লাহের হক আদায় করার বিষয়ে ইহাতে বর্ণনা হইবে।

আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহে ওয়াছালামোন আলা এবাদিহিল্লাজি নাস্তাফা।

হে সরল চিত্ত ভ্রাতঃ ! আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুম প্রতিপালন এবং নিষেধাদি বর্জন না করিয়া যেরূপ কাহারও উপায় নাই, তদ্রূপ খল্কুল্লাহের (সৃষ্ট জীবগণের) হকের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া এবং তাহাদের সহানুভূতি না করিয়াও উপায় নাই। “আল্লাহ্‌ তায়ালার আদেশ সমূহের সম্মান রক্ষা এবং খল্কুল্লাহের প্রতি অনুগ্রহ করা” বাক্যটি এই দুই হকের (দাবীর) বর্ণনা করিতেছে। যেন উভয় দিক বজায় রাখা হয়। অতএব শুধু একটি লইয়া থাকা, দীনের (ধর্মের) জন্য ক্ষতিকর। আংশিকভাবে ধর্ম পালন করিলে কামালিয়াত বা পূর্ণতা লাভ হয় না ; সুতরাং খল্কুল্লাহের হক আদায় করার ভার না গ্রহণ করিয়া উপায় নাই এবং তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করা অবশ্য কর্তব্য। বদদেমাগী করা শোভা পায় না এবং বেপরওয়া থাকা সঙ্গত নহে।

জগদ্বাসীর নাজনী ও যেই

প্রেমের ফাঁদে হয় শিকার

নাজনীনি তার রয় না বজায়,

করতে হয় এ দুঃখ স্বীকার।

অনেক দিন সংসর্গে ছিলেন এবং অনেক কথাই শুনিয়াছেন বলিয়া বিস্তৃত কিছু লিখলাম না। সংক্ষেপ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। আল্লাহ্‌পাক আমাদিগকে ও আপনাদিগকে হজরত (ছঃ)-এর প্রশস্ত শরীয়তের উপর দণ্ডায়মান রাখুক।

১৭১ মকতুব

মোল্লা তাহের বদখশীর নিকট ফকীরগণের যাহা কর্তব্য তদ্বিষয় লিখিতেছেন।

আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল আ'লামিন, ওয়াচ্ছালাতো ওয়াচ্ছালামো আলা ছাইয়েদেল মোরছালীন, মোহম্মাদেওঁ ওয়া আলেহীত্তাহেরীন ;

আমরা—ফকীরগণের প্রতি যাহা অবশ্য কর্তব্য তাহা এই যে—সর্বদা অপদস্থ, মুখাপেক্ষী, ভগ্নপ্রায় হইয়া থাকা এবং আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট কান্দাকাটি করা ও দৈনন্দিনের এবাদত ও শরীয়ত প্রতিপালন করা ও হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অনুসরণ করা ও পূণ্য লাভার্থে স্বীয় নিয়ত বা উদ্দেশ্য সমূহ দোরস্ত ও অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ করা ও বাহ্যিক দেহ সমর্পণ করা ; সর্বদা নিজের ত্রুটি এবং গোনাহের প্রাবল্য অবলোকন করা ও আল্লাহ্পাকের প্রতিশোধ লওয়ার ভয়ে ভীত হওয়া, স্বীয় পূণ্যসমূহ অধিক হইলেও তাহাকে সামান্য ধারণা করা, পাপ সামান্য হইলেও অধিক বলিয়া জানা। লোক সমাজে প্রচারিত ও গৃহীত হওয়া হইতে সশঙ্কিত ও ভীত থাকা। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, “প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য (ধ্বংসার্থে) এই ক্ষতিই যথেষ্ট যে ‘দীন’ বা দুনিয়ার কোন বিষয় অঙ্গুলি দ্বারা তাহার প্রতি ইঙ্গিত করা হয় (অর্থাৎ নামজাদা হয়)। অবশ্য আল্লাহ্পাক যাহাকে রক্ষা করেন সে ব্যতীত”। স্বীয় সৎ উদ্দেশ্য সমূহ প্রভাতের ন্যায় পরিষ্কার (নির্দোষ) হইলেও তাহাকে দোষণীয় জানা এবং নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থা সমূহ যদিও সঠিক ও শরীয়তের অনুকূল হয়, তথাপি তাহার প্রতি নির্ভর না করা। শুধুমাত্র দীনের সাহায্য ও ইছলাম প্রচার এবং খল্কুল্লাহকে আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে আহ্বান ইত্যাদি কার্যকে উৎকৃষ্ট জানা এবং ইহাদের প্রতি নির্ভর করাও উচিত নহে। এইরূপ সাহায্য অনেক সময় কাফের ও অসৎ ব্যক্তিদিগের দ্বারাও হইয়া থাকে। যথা হজরত (ছঃ) ফরমাইয়াছেন—“নিশ্চয় আল্লাহ্পাক অসাধু ব্যক্তির দ্বারাও এই দীনের সহায়তা করিয়া থাকেন”। যদি কোন মুরীদ আল্লাহ্‌ অন্বেষণ উদ্দেশ্যে আগমন করে ও তৎপ্রতি মনোনিবেশ কামনা করে, তাহাকে হিংস্র জন্তুতুল্য জানিয়া তাহা হইতে

ভীত হওয়া উচিত। আল্লাহ্ না করুন ইহার মাধ্যমে তাহার কোনরূপ অনিষ্ট হইতে পারে কিংবা এই পথে সে প্রবঞ্চিতও হইতে পারে। কোন মুরীদের পদার্পণে নিজের মধ্যে যদি আনন্দ অনুভব করে, তবে তাহা শেরেক, কুফর তুল্য ধারণা করিয়া তাহার ক্ষতি পূরণার্থে এত অধিক তওবা, এস্তেগফার ও অনুতাপ করা উচিত যে উহার কোন চিহ্ন যেন তাহার মধ্যে না থাকে, বরং উক্ত আনন্দের পরিবর্তে যেন চিন্তা ও ভীতি আগমন করে।

স্বীয় খলিফাগণকে বিশেষরূপে তাগিদ করিবেন ও সাবধান করিয়া দিবেন, যেন মুরীদের ধন-সম্পদের প্রতি তাহাদের কোনই আকাঙ্ক্ষা না থাকে এবং তাহাদের প্রতি কোনও পার্থিব বিষয়ের নির্ভর না থাকে। ইহাতে মুরীদের পথ প্রাপ্তির ব্যাঘাত ও পীরের অনিষ্ট হয়, কেননা আল্লাহ্‌পাক খালেছ (বিগুদ) দ্বীন তলব করিয়া থাকেন। “সাবধান হও, নিশ্চয় খালেছ (বিগুদ) দ্বীন আল্লাহ্‌তায়ালারই জন্য”—(কোরআন)। আল্লাহ্‌ তায়ালার সহিত কোন বস্তুরই শেরেক বা সমকক্ষতার অবকাশ নাই।

জানিবেন যে, যে কোন তমসা অন্তকরণে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা তওবা এস্তেগফার—অনুতাপ ইত্যাদি দ্বারা সহজে বিদূরিত হয়। কিন্তু দুন্‌ইয়া বা পার্থিব ভালবাসার মাধ্যমে যে তমসা অন্তকরণে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা অন্তঃকরণকে কলুষিত ও অপবিত্র করে এবং তাহা অপসারিত হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। সত্যই হজরত (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, “পার্থিব প্রেম যাবতীয় পাপের মূল”। আল্লাহ্‌পাক ইহা হইতে আমাদিগকে অব্যাহতি প্রদান করুন এবং যাহারা উহাকে ভালবাসে তাহাদের ভালবাসা ও সংসর্গ এবং মেলামেশা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। যেহেতু উহা প্রাণনাশক হলাহলতুল্য এবং ধ্বংসকারী ব্যাধি ও বৃহত্তম বিপদ এবং সাধারণ রোগ।

সরলচিত্ত ভ্রাতঃ শায়েখ হামিদ ভালভাবে আপনাদের দেশে যাইতেছে ; তাঁহার নিকট নূতন কথা শ্রবণ করা যথেষ্ট মনে করিবেন। অবশিষ্ট বিষয় সাক্ষাতে বক্তব্য।

১৭২ মকতুব

শায়খ বদীউদ্দিনের নিকট কতিপয় খাছ-গুপ্ত রহস্য যাহা অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই পাইয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে লিখিতেছেন।

হাম্দ ছালাতের পর সম্মানী ভ্রাতঃ জানিবেন যে, শরীয়তের একটি বাহ্যিক আকৃতি আছে এবং একটি হকীকত বা প্রকৃত তত্ত্ব আছে। জাহেরী আলেমগণ যাহা বর্ণনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই উহার বাহ্যিক আকৃতি এবং উহার হকীকত ছুফীগণের জন্য বিশিষ্ট। শরীয়তের বাহ্যিক আকৃতির উন্নতি সৃষ্টির শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত। তৎপর যখন অবশ্যম্ভাবী স্তরের ছয়ের বা ভ্রমণ হয়, তখন বাহ্যিক আকৃতি ও তাহার হকীকত বা সার-তত্ত্ব সম্মিলিত থাকে। শানুল এল্ম বা ‘এল্ম’ ছেফতের মূল যাহা হজরত ছাইয়েদুল বাশার (ছঃ)-এর উৎপত্তিস্থান ; সেই পর্য্যন্ত এইভাবে উন্নতি হইতে থাকে। তৎপর যদি উন্নতি হয় তখন ছুরত ও হকীকত বিদায় গ্রহণ করে এবং সাধকের সম্পর্ক ‘শানুল হায়াত’ (জীবনী শক্তি) গুণের মূল বস্তুর সহিত হইয়া যায়। উক্ত ‘শানুল এল্ম’ অতি উচ্চ মর্ত্ববা সম্পন্ন। সৃষ্ট জগতের সহিত যেন উহার কোনই সম্পর্ক নাই। উহা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রকৃত ‘শান্’ সমূহ হইতে একটি ‘শান্’ ; যেন উহার সঙ্গে কাহারও কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। অতএব নিখিল বিশ্বের সহিত উহার সম্বন্ধই নাই, উহা যেন উদ্দিষ্ট বস্তুর ও আকাঙ্ক্ষিতজনের পূর্বাভাষ ও দ্বার স্বরূপ। সাধক যখন এই স্থানে উপনীত হয়, তখন নিজেকে শরীয়তের গণ্ডির বাহিরে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সে সুরক্ষিত বলিয়া শরীয়তের অতি সামান্য কার্য্যও পরিত্যাগ করে না। এই মর্ত্ববায় (স্তরে) উপনীত ব্যক্তি অতি অল্প সংখ্যক। ইহাদের সংখ্যার বর্ণনা করিলে অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই হয়তো তাহা বিশ্বাস করিবে। ছুফীগণের মধ্যে অনেকেই এই উচ্চ মাকামের প্রতিবিম্ব পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছে। যেহেতু প্রত্যেকে উচ্চ মাকামের নিম্নে তাহার প্রতিবিম্ব আছে, উক্ত ছুফীগণ ভাবিয়া থাকেন যে, তাঁহারা শরীয়তের বাহিরে পদক্ষেপ করিয়াছেন এবং খোলস পরিত্যাগ করিয়া সার বস্তুতে উপনীত হইয়াছেন। এ স্থানেই ছুফীগণের পদস্থলন হইয়া থাকে ; অনেক ‘নাকেছ’ (অপূর্ণ) ব্যক্তি এইহেতু বেদ্বীনি ও ভ্রষ্টতার মধ্যে পতিত হয় এবং

শরীয়তের গণ্ডি হইতে মস্তক সরাইয়া লয়। তাহারা নিজেও ভ্রষ্ট এবং অন্যকেও ভ্রষ্ট করিতেছে। ‘কামেল’ (পূর্ণ) ছুফীগণের মধ্যে একদল যাঁহারা কোন বেলায়েতের মধ্যে উপনীত হইয়াছেন এবং উল্লিখিত মাকামের প্রতিবিম্বও লাভ করিয়াছেন ; যদিও তাঁহারা উক্ত মাকামের আছলে উপনীত হন নাই, তথাপি তাঁহারা সুরক্ষিত ; সুতরাং তাঁহারা শরীয়তের সামান্য আদব বা মোস্তাহাব কার্য্যও পরিত্যাগ করা বিধেয় জানেন না। অবশ্য তাঁহারাও ইহার রহস্য উপলব্ধি করিতে অক্ষম এবং প্রকৃত তত্ত্বও অবগত নহেন।

আল্লাহপাকের মেহেরবাণী এবং হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অছিলায় যখন এই ফকীরের প্রতি উক্ত সমস্যার সমাধান প্রকাশিত হইল ও প্রকৃত তত্ত্ব বিশদভাবে বিকাশ পাইল, তখন উহার কিছু বর্ণনা করিতেছি, যাহাতে অপূর্ণ ব্যক্তিগণ পথপ্রাপ্ত হয় এবং কামেল ব্যক্তিগণ প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারেন।

জানা আবশ্যিক যে, দেহ ও অন্তরের প্রতিই শরীয়তের ভার ন্যস্ত, যেহেতু নফ্‌ছের পবিত্রতা ইহাদের দ্বারাই হইয়া থাকে এবং যে সমস্ত ‘লতিফা’ শরীয়তের গণ্ডির বাহিরে পদক্ষেপ করে তাহারা ইহা ভিন্ন অন্য সকল। অতএব যাহাদের প্রতি শরীয়তের ভার ন্যস্ত আছে, তাহাদের প্রতি উক্ত ভার সর্বদাই আছে এবং যাহারা শরীয়তের ভার প্রাপ্ত নহে তাহারা কখনই নহে। ফলকথা উক্ত লতিফাসমূহ ‘ছয়ের’ বা আত্মিক ভ্রমণের পূর্বে পরস্পর সম্মিলিত ছিল, ‘কল্ব’ বা অন্তঃকরণ হইতে অবশিষ্ট লতিফা সমূহ পৃথক ছিল না। যখন ছয়ের ‘ছুলুক’ বা আত্মিক ভ্রমণ আরম্ভ হয় এবং প্রত্যেকটি বিভিন্ন হইয়া নিজ নিজ মূল স্থানে উপনীত হয়, তখন প্রকাশ হইয়া যায় যে, উক্ত লতিফাসমূহের মধ্যে কাহার প্রতি শরার ভার ছিল ও কাহার প্রতি ছিল না।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ বলে যে, উক্ত মাকামে উপনীত হইলে ছালেক স্বীয় কালাব ও কল্ব বা দেহ ও অন্তঃকরণকেও শরীয়তের বৃত্তের বাহিরে প্রাপ্ত হয়, ইহার কারণ কি ? তদুত্তরে বলিব যে উহার উক্ত অনুভূতি প্রকৃত নহে, বরং ধারণাকৃত। সুস্পষ্টতর লতিফাসমূহ, যাহারা শরীয়তের বৃত্তের বাহিরে পদক্ষেপ করে কল্ব ও কালাব তাহাদের সঙ্গে রঞ্জিত হয় বলিয়া উক্তরূপ ধারণা হইয়া থাকে।

যদি কেহ বলে যে, শরীয়তের বাহ্যিক আকৃতি কল্ব ও কালাবের জন্য যদিও বিশিষ্ট, কিন্তু শরীয়তের প্রকৃত তত্ত্বের— কল্বেরও বাহিরে অবকাশ আছে, অতএব শরীয়ত হইতে পূর্ণরূপে বাহির হওয়ার কি অর্থ হয় ? তদুত্তরে বলিব যে, হকীকতে শরীয়ত বা শরীয়তের প্রকৃত তত্ত্ব ‘রুহ’ ও ‘ছের’ লতিফা অতিক্রম করে না এবং ‘খফি’ ও ‘আখফা’ পর্যন্ত উপনীত হয় না। শরীয়তের গণ্ডির বাহিরে প্রকৃতপক্ষে এই খফি ও আখফা লতিফাদ্বয়ই যাইয়া থাকে। প্রকৃত তত্ত্ব আল্লাহুতায়ালাই অবগত। আল্লাহুপাক আমাদিগকে ও যাবতীয় মুছলমানদিগকে ছাইয়েদুল মোরছালীন (ছঃ)-এর অনুসরণের প্রতি দণ্ডায়মান রাখুন।

১৭৩ মকতুব

হজরত মীর মোহাম্মদ নো’মানের নিকট তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে এবং নফী-এছবাতের গূঢ় রহস্যের বর্ণনায় লিখিতেছেন।

জনাব ছাইয়েদ ছাহেব ! হাম্দ ও ছালাতের পর সমাচার এই যে, আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “যাহা কিছু দর্শিত হয় এবং উপলব্ধি হয় সে সকল বস্তুকে ‘লা’ কলেমা দ্বারা নফী বা অপসারিত করা আবশ্যিক। যেহেতু উদ্দিষ্ট বস্তু যাহাকে ছাবেত (প্রমাণ) করা হইতেছে—তিনি দর্শন ও জ্ঞানাভীত। অতএব মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ (ছঃ) যাহাকে আমরা অনুভব করিতে পারি তাঁহাকেও নফী বা অপসারিত করিতে হইবে এবং উদ্দিষ্ট বস্তু তাঁহার পরে আছে বলিয়া জানিতে হইবে।

হে ভ্রাতঃ ! মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ (ছঃ) এত উচ্চ মর্ত্বাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও—মানব ছিলেন এবং নূতনত্ব ও সৃষ্টপদার্থ হওয়ার কলঙ্কে কলঙ্কিত ছিলেন। মানব স্বীয় স্রষ্টার কি-ই বা পাইতে পারে ? সৃষ্ট পদার্থ অবশ্যম্ভাবী জাত হইতে কি আর লইতে পারে ? আদি অনাদিকে কিভাবে বেষ্টন করিতে পারে ? “তাহারা আল্লাহুতায়ালাকে এল্ম বা জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করিতে পারে না”—কোরআনের একাট্যবাণী। শায়খ আত্তার বলিতেছেন—

এমন বাদশাহ্ যিনি শ্রেষ্ঠ পয়াগম্বর

পায়নি তিনিও যখন পূর্ণ ফকর,

বৃথা আর কষ্ট করি লাভ কি তোমার

নিশ্চয় পাবেনা তুমি ইহা অনিবার।

হে স্নেহাম্পদ, ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আবশ্যিক। মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন—জানিবেন যে, লা ইলাহা কলেমা শরীফের দুইটি মাকাম আছে। একটি নফী বা অপসারিত করা, অপরটি এছবাত অর্থাৎ প্রমাণ করা। এই নফী ও এছবাতের আবার প্রত্যেকটির দুইটি রূপ আছে ; প্রথমটি এই যে— বাতেল বা অমূলক উপাস্য সমূহের উপাস্য হইবার নফী বা নিবারণ করা এবং প্রকৃত মাবুদের উপাস্য হইবার যোগ্যতা এছবাত বা প্রমাণ করা ; দ্বিতীয়টি এই যে, যে সকল বস্তু মকছুদ বা উদ্দেশ্য হইবার উপযোগী নহে এবং আকাজিক্ষিত বস্তু হইবার যোগ্যতা ও ক্ষমতা রাখেনা তাহাদিগকে নফী বা নিবারণ করা এবং প্রমাণ করার দিকে প্রকৃত উদ্দিষ্ট বস্তু আল্লাহ্‌তায়ালার ব্যতীত যেন আর কিছুই না থাকে। মূল উদ্দেশ্য যিনি, তিনিই যেন থাকেন।

প্রথম প্রকারের প্রারম্ভের পূর্ণতা এই যে, যাহা কিছু জানা যায় ও দেখা যায় সে সমস্তই যেন ‘লা’—‘না’ এর অন্তর্ভুক্ত হইয়া নিবারিত হইয়া যায় এবং প্রমাণ করার দিকে ‘এস্তেন্না’ কৃত বা পরিত্যক্ত শব্দ অর্থাৎ ‘আল্লাহ্’ বলা ব্যতীত যেন কিছুই উপলব্ধি না হয়। কিছুকাল পর যখন জ্ঞানচক্ষু তীক্ষ্ণতা লাভ করে এবং আল্লাহ্‌ তায়ালার পথের ধুলি দ্বারা অঞ্জুনীকৃত হয় তখন উক্ত পরিত্যক্ত শব্দ (আল্লাহ্) অপসারিত বস্তুসমূহের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয় বটে, কিন্তু ছালেক নিজেকে উহারও পরের বস্তুর আকৃষ্ট পায় এবং উদ্দিষ্ট বস্তুকে তাহার বাহিরে কামনা করে। এই পূর্ণতা লাভের প্রারম্ভে ‘লা’ কলেমা দ্বারা যাহা কিছু অপসারিত করিয়াছিল সে সমস্তই সৃষ্ট বস্তুর অন্তর্ভুক্ত ছিল, অতএব তাহারা উপাস্য হইবার উপযোগী ছিল না এবং এই কলেমা শরীফ বারংবার উচ্চারণ করার ফলে তাহারা প্রকৃত উপাস্য বস্তু হইতে বিভিন্ন হইয়াছিল। কিন্তু জ্ঞানচক্ষুর দুর্বলতাহেতু ‘ইল্লা’ কলেমা দ্বারা প্রমাণকৃত অযুব

বা অবশ্যম্ভাবী মর্তবা যাহা উপাসনার উপযোগী, তাহা দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। অতএব ‘এস্তেন্না’ কৃত (যাহার মধ্য হইতে অপসারিত করা হইয়াছে) ‘আল্লাহ্’ কলেমা উচ্চারণ ব্যতীত তথায় যে আর কিছু লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু যখন দৃষ্টিশক্তি সবল হইয়াছে, তখন অপসারিত বস্তুসমূহের মত এস্তেন্নাকৃত বস্তুটি (আল্লাহ্) ও দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। অযুব বা অবশ্যম্ভাবী বস্তুর মর্তবা আল্লাহ্‌তায়ালার ‘এছম-ছেফত’ বা নাম-গুণাবলীর যখন সমষ্টি এবং লক্ষ্য আল্লাহ্‌তায়ালার একক জাতের প্রতি তখন উপসনার যোগ্য বস্তুগণও তথায় উপাসনার অযোগ্য বস্তুসমূহের মত পথে থাকিয়া যায়। অতএব ছালেক স্বীয় উদ্দিষ্ট বস্তুকে আল্লাহ্‌তায়ালার এছম-ছেফত সমূহের পরে অন্বেষণ করিতে থাকে এবং উহাদের সহিত আকৃষ্টতা হইতে বিরত থাকে।

মত্ত হলে একের প্রেমে, অন্যকে তো চায়না আর ;
 অন্য জনের আলিঙ্গনে শান্তি কি আর হয় তাহার !
 তুলসী ফুলের লক্ষ তোড়া যদ্যপি দাও বুলবুলে,
 গোলাপ ফুলের গন্ধ ছাড়া তার কি কভু মন ভোলে!
 ভাস্করেরই কিরণ পেয়ে কুমুদ যখন শান্তি পায়
 পূর্ণেন্দুর নৃত্য হাসি তাহার কি আর মন ভুলায় !
 তৃষ্ণাতুরের শুষ্ক পরান শীতল-সলিল চায় যখন,
 শর্করাদি ভক্ষণে কি তৃপ্তি তাহার হয় তখন !

দ্বিতীয়রূপ অর্থাৎ যে সকল বস্তু উদ্দেশ্য হইবার যোগ্যতা রাখে না তাহাদিগকে অপসারিত করা ; ইহার পূর্ণতা এই-যে, অযুব বা অবশ্যম্ভাবী মর্তবায় পরিলক্ষিত বস্তুসমূহ সৃষ্ট বস্তুসমূহের মত ‘লা’ এর অন্তর্ভুক্ত হইয়া নফী বা নিবারিত হয় এবং এছবাত বা প্রমাণ করার দিকে শুধু এস্তেন্নাকৃত কলেমা ‘আল্লাহ্’ উচ্চারিত হয়।

সে পাখির কথা তোরে কি বলিব আর,
 আন্কা পাখির সাথে বসবাস তার।
 অবশ্য আন্কার নাম জানে সকলেই,
 মম পাখির নামটিও জানে না কেহই।

সত্যই উচ্চ মনোবৃত্তিধারী এবং উচ্চ লক্ষ্য সম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই প্রকারের মতলব বা উদ্দেশ্যই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, যেন তাঁহার (আল্লাহর) কিছুই হস্তগত না হয়। বরং কিছুই যেন অনুভূত না হয়। পরকালের ‘দর্শন’ সত্য, কিন্তু উহা চিন্তা করিলে আমি অস্থির হইয়া পড়ি। সকলেই আখেরাতের দিদারের প্রতিজ্ঞা পাইয়া সম্ভ্রষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ‘গায়বুল গায়েব’ বা অদৃশ্যের অদৃশ্য, ব্যতীত কিছুই নহে। আমার পূর্ণ ইচ্ছা যে, উদ্দিষ্ট বস্তুর কণা মাত্র যেন ব্যক্ত না হয়, আমার আকাঙ্ক্ষা যে মতলুব বা আল্লাহুতায়ালার অদৃশ্য জাত হইতে লোমাগ্র পরিমাণও যেন প্রকাশ না পায়। কর্ণ হইতে ক্রোড়ে ও এল্ম (জ্ঞান) হইতে আঈন্ এ (দর্শনে) যেন না আসে। কি করি এই, এই ভাবেই যে আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

বিভিন্ন কার্যের তরে সৃষ্টি বিধাতার,
যাহার যে কার্য তাহা মনঃপূত তার।

এই স্থলে যদিও আমি অনেক কিছু মত্ততা রাখি, কিন্তু আদব রক্ষার্থে কিছুই বলিতে সাহস পাইতেছি না।

আমারে পাগল বলি, জানে সকলেই
উহা, সেই গুণধারী প্রিয়ার তরেই।
জীবন চলিয়া গেল, অন্ত হল প্রাণ,
দঃখের কাহিনী নাহি হ’ল অবসান।
জীবন রজনী শেষ হইল যখন,
বাচালতা বন্ধ করা কর্তব্য তখন।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে এবং হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে তাহার প্রতি ছালাম।

১৭৪ মকতুব

খাজা মোহাম্মদ আশরাফ কাবুলীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে এই পথের পাগল পথিকগণ আল্লাহর সম্মিলনেও শান্ত হন না।

আপনার উৎসাহ-প্রদ পত্র পাইলাম। উহাতে ফকীরগণের মহব্বত ও তাহাদের স্মরণাপন্ন হওয়ার আভাষ ছিল বলিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। ‘যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহারই সঙ্গে’ হাদীছটি স্থায়ী মূলধন, জানিবেন। কিন্তু জানিবেন যে, এই পথের পাগল পথিকগণ উক্ত সঙ্গতা লাভেও শান্ত নহেন এবং এই দূরত্ব যাহা দৃশ্যতঃ নৈকট্য তাহা পাইয়া সন্তুষ্ট হন না। তাঁহারা এমন নৈকট্য আকাঙ্ক্ষা করেন যাহা দৃশ্যতঃ দূর, এমন মিলন কামনা করেন যাহা দেখিতে বিরহের মত। দীর্ঘসূত্রতা ও বিলম্বের অবকাশ দেন না। অবহেলা ও আলস্য পছন্দ করেন না। স্থায়ী মূল্যবান সময় পার্থিব চাকচিক্যময় অনর্থক কার্য্যে ব্যয় করেন না। মূলধন স্বরূপ জীবনকে স্বর্ণমণ্ডিত অপদার্থের পিছনে বিনষ্ট করেন না। শ্রেষ্ঠ বস্তু হইতে নিকৃষ্ট বস্তুর দিকে ধাবিত হন না। আল্লাহ্‌তায়ালার পছন্দনীয় বস্তু পরিত্যাগ করতঃ অপছন্দনীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করেন না। ঘৃত পক্ক ও সুমিষ্ট খাদ্যের পরিবর্তে নিজেকে বিক্রি করেন না এবং সুসজ্জিত ও মসৃণ বস্ত্রের জন্য (পার্থিব) দাসত্ব স্বীকার করেন না। অপবিত্র-নাজাছাত তুল্য পার্থিব আকর্ষণ দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার বাদশাহী—তখত কলুষিত করা লজ্জাকর মনে করেন এবং তাঁহার বাদশাহীর মধ্যে ‘লাত’ ‘উজ্জা’ ইত্যাদি প্রতিমাকে সমকক্ষ করা নিন্দনীয় জানেন।

হে ভ্রাতঃ—(আল্লাহের) তথায় যে বিশুদ্ধ ‘দ্বীন’ আবশ্যিক। “সাবধান হও, আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য খালেছ দ্বীন আবশ্যিক” (কোরআন)। তাই সমকক্ষতার ধূলিকণাও জায়েজ (বৈধ) রাখেন না। “যদি তুমি শেরেক কর তবে নিশ্চয় নিশ্চয় তোমার আমল বিনষ্ট হইয়া যাইবে” (কোরআন)। নিজের অবস্থার প্রতি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন, যদি আপনার খাঁটি দ্বীন লাভ হইয়া থাকে তবে আপনার জন্য সুসংবাদ ; অন্যথায় বিপদ ঘটবার পূর্বেই প্রতিকার করা উচিত।

আপনি যে ঘটনার কথা লিখিয়াছেন তাহা জ্বীন জাতির আবির্ভাব ও তাহারই অপকর্ম। তালেবগণের প্রতি এইরূপ অবস্থা অনেক ঘটয়া থাকে, ইহাতে কোনই চিন্তার কারণ নাই। “নিশ্চয় শয়তানের প্রবঞ্চনা দুর্বল”। যদি আবার এইরূপ দেখা দেয় তবে পবিত্র কালাম “লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহেল আলিয়েল আজিম” বার বার পাঠ করিয়া উহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিবেন।

অতঃপর যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে এবং হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে তাহার প্রতি ছালাম।

১৭৫ মকতুব

হাফেজ মাহমুদের নিকট স্বীয় অবস্থার পরিবর্তন ও স্থায়ী অবস্থা লাভ সম্বন্ধে লিখিতেছেন।

ভ্রাতঃ—আপনার পবিত্র লিপিকা পাইলাম। স্বীয় অবস্থার পরিবর্তনের বিষয় সামান্য কিছু লিখিয়াছেন ; জানিবেন যে, সাধকগণের প্রারম্ভেই হউক বা অন্তেই হউক অবস্থার পরিবর্তন না হইয়া উপায় নাই। কিন্তু উহা যদি কল্ব বা অন্তঃকরণের মধ্যে হয় তবে উক্ত সাধককে আরবাবে কুলুব বা কল্বের অধিকারী ও ‘এবনুল ওয়াক্ত’ বা স্বীয় সময়ের পুত্র বলা হইয়া থাকে। কল্ব যখন পরিবর্তনশীল অবস্থা হইতে নিষ্কৃত হয় এবং স্বীয় অবস্থার দাসত্ব মুক্ত হইয়া স্থিতিশীল অবস্থায় উপনীত হয়, তখন পরিবর্তনশীল অবস্থা নফ্‌ছের প্রতি বর্তিত হয়, যাহা কল্বের স্থানে তাহার প্রতিনিধিরূপে উপবেশন করে। এই পরিবর্তনশীল অবস্থা সে স্থিতিশীল অবস্থার পর পাইয়া থাকে। এই অবস্থাধারী ব্যক্তিকে যদি ‘আবুল ওয়াক্ত’ অর্থাৎ সময়ের পিতা বলা যায়, তাহাও বলা যাইতে পারে। তৎপর একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালায় অনুগ্রহে যখন ‘নফ্‌ছ’ উক্ত পরিবর্তিত অবস্থা অতিক্রম করিয়া স্থিতিশীলতা ও শান্তির মাকামে উপনীত হয়, তখন উক্ত পরিবর্তনশীল অবস্থা বিভিন্ন উপাদানে গঠিত কালাব বা দেহের প্রতি বর্তে ; দেহের এই অবস্থা চিরস্থায়ী। যেহেতু স্থিতিশীলতা দেহের জন্য নহে—যদিও সে সুস্মাদপিসুস্ম লতিফার রঙ্গে রঞ্জিত হওয়ার ফলে তাহার মধ্যে যে স্থিতিশীলতা আসে তাহা আনুষঙ্গিক এবং পরিবর্তিত অবস্থা তাহার নিজস্ব। অতএব নিজস্ব যাহা তাহাই ধর্তব্য। আনুষঙ্গিক বস্তু ধর্তব্য নহে। এই মাকামে উপনীত ব্যক্তি বিশিষ্টের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং প্রকৃতপক্ষে তিনিই ‘আবুল ওয়াক্ত’ বা সময়ের পিতা। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে “আল্লাহ্ তায়ালায় সহিত আমার এক বিশিষ্ট সময় আছে”। কেহ কেহ উক্ত সময় হইতে স্থায়ী সময় অর্থ লইয়াছেন কেহ

বা দুর্লভ সময় ভাবিয়াছেন। কিন্তু উহার অর্থ উহা যাহা বর্ণিত হইল তাহাই। কেননা উক্ত সময় কোন কোন লতিফার তুলনায় স্থায়ী (যথাঃ- রূহ, খফী, আখফা) এবং কোন লতিফার তুলনায় ক্ষণস্থায়ী (যথাঃ- কল্ব, নফ্ছ, আব্, আতশ, খাক, বাদ) ; অতএব আর দৈধতা থাকিল না। ফলকথা স্বীয় বাহ্যিক দেহকে শরীয়ত দ্বারা সুসজ্জিত করতঃ আধ্যাত্মিক ছবকের (পাঠের) পুনরাবৃত্তি করিতে থাকিবেন।

হাত, পা, ছুড়িতে থাক ভেকের মতন,
কি জানি এ মহার্নবে' পাও সে রতন।

স্নেহাস্পদ ভ্রাতঃ মওলানা মোহাম্মদ ছিদ্দীক আত্মাতে আছেন ; তাঁহার সহিত সাক্ষাত করা যথেষ্ট জানিবেন।

১৭৬ মকতুব

মোল্লা মোহাম্মদ ছিদ্দীকের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা এই পথের একটি আবশ্যকীয় কার্য।

সকল প্রশংসা আল্লাহুতায়ালার জন্য এবং তাঁহার নিৰ্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ইচ্ছামের সৌন্দর্য্য যখন তাহার উপকারী বিষয়ে লিপ্ত থাকা এবং অনর্থক কার্য হইতে বিমুখ হওয়া, তখন সময়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া উপায় নাই, যেন উহা অনর্থক কার্যে বিনষ্ট না হয়। গজল-গীতি, কেচ্ছা-কাহিনী ইত্যাদি শব্দদের অংশ জানিয়া মৌনাবলম্বন করতঃ স্বীয় আত্মিক সম্বন্ধ সুরক্ষিত রাখিবার চেষ্টা করা কর্তব্য। আমাদের এই তরীকার ভ্রাতৃবৃন্দের সমাবেশ 'খাতির জমা' (নিশ্চিত) হইবার জন্য হইয়া থাকে, মনের চাঞ্চল্য বৃদ্ধির জন্য নহে। এইহেতু ইঁহারা জনতার মধ্যে নির্জন বাস এবং সমাবেশের মধ্যেই মনোনিবেশ মনোনীত করিয়া লইয়াছেন। অবশ্য যে সমাবেশে মন বিচলিত হয়, তাহা হইতে বিরত থাকাই কর্তব্য। মনের নিশ্চিততার সহিত যাহা কিছু একত্রিত হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট

এবং শুভ ; যাহা না হয় তাহা অশুভ । এমনভাবে জীবন যাপন করা আবশ্যিক যে, সকলেই তাহার নিকটে আসিলে যেন খাতির জমা ও নিশ্চিত হয় । এইরূপ না হয় যে, আরও বিচলিত হইয়া পড়ে । নিজের পৃষ্ঠা উল্টান (অবস্থার পরিবর্তন করা) উচিত এবং বাচালতা হইতে মৌনাবলম্বন করা কর্তব্য । ইহা পদ্য প্রতিযোগিতা ও সাহিত্য বিন্যাসের সময় নহে ।

পাঠ্যশালায় পাঠ করার আর শাস্ত্র দেখার, কই সময় ।

কাশফ আর কাশশাফ বহি দেখবারি বা ফাঁক' কোথায় !

ওয়াচ্ছালাম ॥

১৭৭ মকতুব

জামালউদ্দীন হোছায়েন বদখশীর নিকট আকিদা সংশোধন করার বিষয়ে লিখিতেছেন ।

খাজা জামালউদ্দীন ! আপনি যৌবনের প্রারম্ভকে যথেষ্ট জানিয়া যথা সম্ভব উহাকে আল্লাহুতায়ালার সন্তুষ্টির অনুরূপ ব্যয় করিতে চেষ্টা করিবেন । প্রথমতঃ স্বীয় আকিদা-বিশ্বাস ছন্নত জামা'তের মতানুযায়ী সংশোধন করিয়া লওয়া অনিবার্য মনে করিবেন । দ্বিতীয়তঃ ফেকা'র নির্দেশানুযায়ী শরীয়তের হুকুম প্রতিপালন, তৃতীয়তঃ ছুফীগণের তরীকা গ্রহণ । যে ব্যক্তি উক্ত বিষয় সমূহ প্রতিপালনের সুযোগ লাভ করিল সে সফল মনোরথ হইল এবং যে পশ্চাৎপদ হইল সেই ধ্বংস হইল ।

খাজা মোহাম্মদ ছালেহের সন্তানগণের রক্ষণাবেক্ষণ করা নিজের সৌভাগ্য মনে করিবেন । কেননা উহা প্রকৃতপক্ষে খাজা মোহাম্মদ ছালেহেরই সাহায্য করা এবং তিনি অতি সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন ।

দেখাইয়া দিনু তোরে 'মকছুদের' খনি,

কি জানি তোমার ভাগ্যে লভে সেই মণি ।

ওয়াচ্ছালাম ॥

১৭৮ মকতুব

মীর্জা মোজাফ্ফরের নিকট কোন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করিয়া লিখিতেছেন।

আল্লাহ্‌তায়াল্লা আপনাকে হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর তোফায়লে বৃহৎ পারিতোষিক প্রদান করতঃ আপনার সম্মান বৃদ্ধি ও কার্য্যসমূহ সরল করুক এবং বক্ষ উন্মুক্ত করুক।

যাঁহারা পয়গাম্বর (আঃ)-গণের চরিত্রে চরিত্রবান, তাঁহাদের জন্য পরোপকার ও সদ্যবহারের নির্দেশদাতার কোনই আবশ্যক করে না, বরং উহা তাঁহাদের সহিত বেয়াদবী করা মাত্র। ফলকথা আবশ্যকের সময় মানুষ ভালমন্দ যাহা পায় তাহাই আঁকড়াইয়া ধরে এবং নিকৃষ্ট হইলেও তদ্বারা মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করে। তাই প্রার্থীগণের সান্তনা প্রদানার্থে আপনাকে কষ্ট দিতে বাধ্য হইলাম। হে সম্মানী ভ্রাতঃ—পরোপকার সর্বক্ষেত্রে প্রশংসনীয়, বিশেষতঃ প্রতিবেশীর প্রতি।

হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) প্রতিবেশীর হক্ বা দাবী প্রতিপালনের প্রতি এত তাকিদ করিয়াছেন যে, ছাহাবাগণ তাহাতে ধারণা করিয়াছিলেন যে হয়তো তিনি উহাদিগকে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করিবেন।

পরস্পরে মোরা তাই হাম্‌ছায়া^১ যখন,

তুমি দিবাকর মোরা ছায়ার মতন।

অনাথের নাথ ওহে—প্রভুটি আমার,

দিলে হাম্‌ছায়ার হক, ক্ষতি কি তোমার !

ওয়াচ্ছালাম ॥

১৭৯ মকতুব

মীর মোহাম্মদ নো'মানের পুত্র মীর মোহাম্মদ আবদুল্লাহর নিকট নছিহতের বিষয়ে লিখিতেছেন।

টীকা :- ১। হাম্‌ছায়া= প্রতিবেশী।

স্নেহাস্পদ বৎস, স্বীয় নাম যথা, তথা আল্লাহুতায়াল্লা হইতে তৌফিক প্রদত্ত হউন। যৌবনের প্রারম্ভ যথেষ্ট মনে করিয়া শরীয়তের এল্‌ম অর্জন ও তদনুরূপ আমল করার মধ্যে লিপ্ত থাকিবেন। সাবধান থাকিবেন, যেন এই মূল্যবান জীবন অনর্থক কার্যে, খেলাধুলায় বিনষ্ট না হয়।

দ্বিতীয়তঃ আপনার ওয়ালেদ ছাহেব কয়েকদিন পর তথায় যাইতেছেন, তিনি না যাওয়া পর্যন্ত তথাকার সকলের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবেন।

নিজের পিতা নিজেই তুমি

হও, যদি হও বীর পুরুষ,

পিতার নামের দোহাই দিয়া

হইবে কি লাভ, আয় বেহুঁশ।

১৮০ মকতুব

মখদুমজাদা আমকান্গী অর্থাৎ খাজা আবুল কাছেমের নিকট কতিপয় পীর বোজর্গের নামের মধ্যে সন্দেহ হওয়ায় তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিতেছেন।

মাখদুমা, হজরত খাজা বাকিবিল্লাহ (রাঃ)-এর নিকট হইতে আমি যাহা পাইয়াছি, তাহাতে খাজাগী আমকান্গী হইতে খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার (রাঃ) পর্যন্ত যে বোজর্গগণ অতিবাহিত হইয়াছেন তাঁহারা দুইজন। তন্মধ্যে একজন হজরত মওলানা খাজাগীর পিতা হজরত মওলানা দরবেশ মোহাম্মদ এবং দ্বিতীয় বোজর্গ মওলানা মোহাম্মদ জাহেদ যিনি মওলানা দরবেশ মোহাম্মদের মাতুল ছিলেন। কিছুদিন হইল শায়েখ খাজা খাওয়ান্দ মাহমুদ এদিকে তাশরিফ আনিয়াছিলেন, প্রথম সাক্ষাতেই তাঁহার সহিত হজরত মওলানা খাজাগীর বিষয়ে আলোচনা হইল। তিনি বলিলেন যে, উনি কাহারও নিকট হইতে তরীকত প্রচারের এযাজত (অনুমতি) প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া প্রথমতঃ তিনি মুরীদ করিতেন না। শেষ বয়সে তরীকত প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বলিলাম যে, “তিনি বোজর্গ ব্যক্তি ছিলেন এবং ‘মা ওরাউন নহর’ বা তুরান দেশীয় জনসাধারণ তাঁহাকে বোজর্গ

বলিয়া স্বীকার করিত। অতএব তিনি প্রথম বয়সে হউক বা শেষ বয়সেই হউক ‘এযাজত’ ভিন্ন যে পীরি-মুরীদি করিবেন ইহা কখনই হইতে পারে না। ইহা আমানতে খেয়ানত বা অনধিকার চর্চা ; “যখন সামান্য মুছলমানের দ্বারা এরূপ হওয়া সম্ভব নহে, তখন বোজর্গগণের দ্বারা ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে”। তখন খাজা খাওয়ান্দ মাহমুদ বলিলেন যে, “একদিন তিনি খাজা কেলাঁ দাহবিদীর নিকট গিয়াছিলেন, তখন খাজা কেলাঁ খরবুজা খাইতেছিলেন। মওলানা খাজাগী তাঁহার নিকট কিছু যাচঞা করিলেন ; তখন খাজা কেলাঁ বলিলেন “আপনার খরবুজাই পূর্ণ, অর্থাৎ পরিপক্ক আছে” ; তখন মওলানা খাজাগী বলিলেন যে, আপনি সাক্ষ্য দিতে পারেন যে আমার খরবুজা পূর্ণ ? তিনি বলিলেন যে, ‘হাঁ’—আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আপনার খরবুজা পূর্ণ। এই ঘটনার পর হইতে মওলানা খাজাগী মুরীদ করা আরম্ভ করিলেন”। তাঁহার একথাও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হইল না যে, তিনি সামান্য এই কথাতেই নিজেকে পীর বলিয়া দাবী করতঃ মুরীদ করা শুরু করিলেন। তৎপর খাজা খাওয়ান্দ মাহমুদ বলিলেন যে, হজরত মওলানা খাজাগী ও হজরত খাজা আহরারের মধ্যে যে দুইটি নাম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে তাহা ভুল। তিনি অন্যরূপ নাম বলিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, মওলানা দরবেশ মোহাম্মদ স্বীয় মাতুলের নিকট হইতে কোনরূপ আত্মিক সম্বন্ধ প্রাপ্ত হন নাই, অন্যের নিকট হইতে লইয়াছিলেন। তাঁহার এরূপ কথায় আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। অতএব আপনাকে কষ্ট দিতে বাধ্য হইলাম, আপনি উক্ত বোজর্গদ্বয়ের নাম সঠিকভাবে লিখিয়া জানাইবেন ; যাহাতে কাহারও বলার কিছু না থাকে। তাঁহার এযাজতের বিষয় লিখার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। যেহেতু তাঁহার বোজর্গীই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। ইহা সত্ত্বেও যদি লিখিতে পারেন তবে দুর্গামকারীদের মুখ বন্ধ হইত। আমি বুঝিতে পারিলাম না যে, খাজা খাওয়ান্দ মাহমুদের এরূপ কথা বলার উদ্দেশ্য কি ; যদি এই সম্বলহীন ফকীরকে এন্কার (ঘৃণা) করা উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে, “যেহেতু পীরকে অস্বীকার করিলে মুরীদকে বিশেষভাবে অস্বীকার করা হয়” তবে এ ফকীরকে এন্কার করার আরও বহু পথ ছিল ; এই উদ্দেশ্যে বোজর্গগণকে এন্কার করার

কোনই আবশ্যক ছিল না। 'যদি তাহার অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে কিংবা বোজর্গগণকে একেবারেই এন্কার করার ইচ্ছা থাকে তাহাও উচিত নহে। অতি সামান্য জ্ঞান যাহার আছে সে-ই ইহার ভাল-মন্দ বুঝিতে পারিবে।

হে আল্লাহ্, হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অছিলায় আমাদিগকে পথ প্রদর্শনের পর আবার পথ ভ্রষ্ট করিও না এবং আমাদিগকে তোমার নিকট হইতে রহমত প্রদান কর। নিশ্চয় তুমি বিনা পরিবর্তে অশেষ দানকারী। যে ব্যক্তি হেদায়েতের অনুগামী তাহার প্রতি ছালাম।

১৮১ মকতুব

হজরত খাজা মাখদুমজাদা মওলানা মোহাম্মদ ছাদেক (রাঃ)-এর নিকট তাঁহার প্রশ্ন যে, অনেক মাশায়েখ যাহারা আল্লাহুতায়ালার নৈকট্য কম রাখেন অথচ পরহেজগারী ও তাওয়াক্কোল তাহাদের অধিক এবং অনেকে আল্লাহুতায়ালার নৈকট্যের উচ্চ মর্ত্বা রাখেন। অথচ তাঁহাদের পরহেজগারী ও তাওয়াক্কোল কম দৃষ্ট হয় ; ইহার অর্থ কি ? প্রশ্নের উত্তরে—লিখিতেছেন।

সরলচিত্ত বৎস, মোহাম্মদ ছাদেক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, একদল বোজর্গকে দেখিতেছি যে তাহারা আল্লাহুতায়ালার নৈকট্য অল্প রাখে, কিন্তু পরহেজগারী, তাওয়াক্কোল, ছবর ও (আল্লাহুতায়ালার প্রত্যেক কার্য্যে) সন্তুষ্টির মাকামগুলির মধ্যে তাহাদের স্থান উচ্চ দেখা যায় এবং আর একদল মাশায়েখকে দেখিতেছি যে তাঁহারা আল্লাহুতায়ালার নৈকট্যের মর্ত্বায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন, অথচ উল্লিখিত পরহেজগারী ইত্যাদির মাকামে তাঁহাদের মর্ত্বা কম। ইহা সত্য যে, উক্ত মাকাম সমূহ একীনের পূর্ণতা দ্বারাই পূর্ণ হইয়া থাকে এবং যাহার নৈকট্য যত অধিক তাহার একীনও তত পূর্ণ, অতএব ইহার নিম্নলিখিত কোন এক কারণ না হইয়া উপায় নাই। হয়ত আমার কাশ্ফ বা আত্মিক দর্শনেই ভুল হইতেছে, অর্থাৎ নিকটবর্তী বস্তু দূরবর্তী এবং দূরবর্তী বস্তুকে নিকট বলিয়া দেখিতেছি ; নতুবা একীন ব্যতীত অন্য

বস্তু দ্বারা এই মাকামের পূর্ণতা সংঘটিত হয় কিংবা নৈকট্য দ্বারা একীণ সংঘটিত হয় না।

ইহার উত্তরে আমি বলিব যে, নৈকট্যের দ্বারাই একীণ হইয়া থাকে। নৈকট্য যত অধিক হইবে একীণও তত অধিক হইবে এবং পূর্ববর্ণিত মাকামসমূহ একীণের পূর্ণতার দ্বারাই পূর্ণ হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর দ্বারা নহে এবং আপনার কাশ্ফ বা আত্মিক দর্শনও সত্য।

ফলকথা সুস্পষ্টতর লতিফাসমূহের নৈকট্য লাভ হইয়া থাকে এবং একীণ বা বিশ্বাস তাহাদেরই লাভ হয়। উল্লিখিত মাকাম সমূহের পূর্ণতা যখন একীণের পূর্ণতার প্রতি নির্ভরশীল তখন নিশ্চয় একীণও তাহাদের লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা হইতে পারে যে, কোন বোজর্গের নৈকট্য কম থাকা সত্ত্বেও তিনি কোন সুস্পষ্টতর লতিফার মধ্যে স্থায়ী হন এবং স্থূল লতিফায় অর্থাৎ দেহে প্রত্যাবর্তন করেন না। কাজেই তিনি এই সকল মাকামে (অর্থাৎ তাওয়াক্কোল ইত্যাদির মাকামে) ঐ বোজর্গ হইতে পূর্ণতর হন যিনি উহা হইতে অধিক নৈকট্য লাভ করিয়াছেন; কিন্তু স্থূলতর লতিফা অর্থাৎ দেহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন যেহেতু ‘কালাব’ বা দেহ যখন উক্ত নৈকট্য হইতে বঞ্চিত তখন উক্ত একীণ বা বিশ্বাস হইতেও সে বঞ্চিত, অতএব উক্ত মাকাম সমূহের পূর্ণতা সে কিভাবে পাইবে এবং যে বোজর্গ এই (স্থূল) লতিফায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন তিনিও এই স্থূল লতিফার মত হইয়া যান ও অন্যান্য লতিফার একীণ যাহা তাহার ইতিপূর্বে লাভ হইয়াছিল, তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু যে বোজর্গ স্থূল লতিফায় (দেহে) প্রত্যাবর্তন করেন নাই তিনি সুস্পষ্টতর লতিফা সমূহের মতই হইয়া থাকেন ও তাঁহার নৈকট্য ও একীণ স্থায়ী হয়; কখনও অন্তর্হিত হয় না। সুতরাং তিনি উল্লিখিত পরহেজগারী ইত্যাদির মাকামে পূর্ণ হইয়া থাকেন।

জানা আবশ্যক যে প্রত্যাবর্তনকারী বোজর্গ নৈকট্য ও একীণের মর্ত্বায় যেরূপ পূর্ণ, উক্ত যাবতীয় মাকাম সমূহের মধ্যেও তদ্রূপ পূর্ণ। কিন্তু তাঁহার এই পূর্ণতা সমূহ গুপ্ত করিয়া রাখা হইয়াছে, সর্বসাধারণের আহ্বান কার্যের জন্য ও উপকার আদান প্রদানার্থে তাহাদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন হেতু বাহ্যতঃ তাঁহাদিগকে সর্বসাধারণের অনুরূপ করা হইয়াছে। এই মাকাম প্রকৃতপক্ষে পয়গাম্বর (আঃ)-

গণের মাকাম। এইহেতু ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ (আঃ) আল্লাহুতায়ালার নিকট স্বীয় কল্‌বের শান্তি কামনা করতঃ সাধারণের মত প্রত্যক্ষ দর্শনের মুখাপেক্ষী হইয়াছিলেন এবং হজরত ওজায়ের (আঃ) বলিয়াছিলেন যে, “আল্লাহুতায়ালার এই পল্লীকে মৃত্যুর পর কিভাবে জীবিত করিবেন” ? পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি প্রত্যাবর্তন করে নাই, সে ব্যক্তি স্বীয় বিশ্বাস হেতু বলিয়াছে—“যদি পর্দাসমূহ উঠাইয়া দেওয়া যায়, তবুও আমার একীন ইহা হইতে বৃদ্ধি পাইবে না”। উক্ত বাক্যটি যদি হজরত আলী (রাজীঃ)-এর বাক্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তবে মনে করিতে হইবে যে, ইহা তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পূর্বের কথা। প্রত্যাবর্তনের পর প্রত্যাবর্তনকারী একীন লাভের জন্য সর্বসাধারণের মত প্রমাণাদির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। এ ফকীরেরও প্রত্যাবর্তন করার পূর্বে বিশ্বাস সম্বন্ধীয় যাবতীয় এল্‌ম স্বতঃসিদ্ধ হইয়াছিল এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত বস্তু সমূহ হইতেও উহাদের একীন—বিশ্বাস অধিক ছিল, কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পর উক্ত একীন—বিশ্বাস বিলুপ্ত হইয়া সর্বসাধারণের মত প্রমাণের মুখাপেক্ষী হইল।

যে ভাবে চালিত করে মোরে বিধাতায়,
সে ভাবে চলিব আমি বিনা প্রতীক্ষায়।

ওয়াচ্ছালাম ॥

১৮২ মকতুব

মোল্লাহ ছালেহ কোলাবীর নিকট ঐ হাদীছের বর্ণনায় লিখিতেছেন—যাহা ছাহাবাগণ স্বীয় অন্তঃকরণের দুশ্চিন্তার কথা বলায় হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, “ইহা ঈমানের পূর্ণতার জন্য”।

একদিন কতিপয় দরবেশ উপবিষ্ট ছিলেন। তখন তালের বা সাধকগণের অন্তরের দুশ্চিন্তার বিষয় আলোচনা হইতেছিল। সেই প্রসঙ্গে একটি হাদীছ বর্ণিত হইল যে, হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর নিকট তাঁহার ছাহাবাগণ একদিন নিজেদের অন্তঃকরণের দুশ্চিন্তার বিষয়ে আরজ করিলেন। তদুত্তরে হজরত (ছঃ)

ফরমাইলেন যে, “উহা ঈমানের পূর্ণতা হইতে উদ্ধৃত”। তখন আমি উক্ত হাদীছের অর্থ এইরূপ চিন্তা করিলাম ‘অবশ্য আল্লাহ্‌পাকই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত’—যে ঈমানের পূর্ণতার অর্থ একীন বা বিশ্বাসের পূর্ণতা। একীনের পূর্ণতা আবার নৈকট্যের পূর্ণতার প্রতি নির্ভর করে। কল্ব এবং তদুর্দ্ধের লতিফা সমূহ যতই অধিক নৈকট্য লাভ করে, ততই ঈমান এবং একীন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কিন্তু তখন কালাব বা দেহের সহিত তাহাদের সম্পর্কহীনতা অধিক হয়। সুতরাং অন্তঃস্থলে উপনীত ব্যক্তির দুশ্চিন্তা যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে ততই তাহার ঈমান পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া অনুমিত হইবে। যেহেতু ঈমানের পূর্ণতা দেহের সহিত সুক্ষ্ম লতিফা সমূহের পূর্ণ সম্পর্কহীনতা কামনা করে। সুক্ষ্মতম লতিফা (আখফা) যতই কালাব বা দেহের সহিত সম্পর্কহীন হইবে ততই কালাব শূন্য হইবে এবং অধিকতর তমশাচ্ছন্ন হইবে ও তাহাতে দুশ্চিন্তাও অধিকভাবে আসিতে থাকিবে। আরম্ভকারী ও মধ্যবর্তী সাধকগণের অবস্থা ইহার বিপরীত, দুশ্চিন্তা তাহাদের জন্য বিষতুল্য ও আত্মিক ব্যাধি বৃদ্ধিকারী। অতএব আপনি ভুল করিবেন না।

বর্ণিত মারেফত বা তত্ত্ব জ্ঞান এই দরবেশের একটি গুপ্ত-গুরুত্বপূর্ণ মারেফত।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের অনুগামী এবং হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণকারী তাহার প্রতি ছালাম।

১৮৩ মকতুব

মোল্লা মাছুম কাবুলীর নিকট উপদেশ প্রদান করিয়া লিখিতেছেন।

আল্লাহ্‌তায়াল্লা আমাদিগকে শরীয়তের সরল পথে সুদৃঢ় রাখিয়া নিজের দিকে পূর্ণরূপে আকৃষ্ট করিয়া লউন। আশা করি বাহ্যিক শান্তি ও আকর্ষণ সমূহ এবং বিভিন্ন বস্তুর প্রতি লক্ষ্য যাহা বাহ্যিক ভাবে প্রাবল্য লাভ করিয়াছে, তাহা আত্মিক সম্বন্ধের কোন ব্যাঘাত ঘটাইতে পারিবে না। তথাপি সাবধান থাকিবেন যে, এরূপ না হয় যেন বাহ্যিক চিন্তার লঘুত্ব অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া আল্লাহ্-প্রাপ্তি হইতে বিরত রাখে। দুন্‌ইয়া এবং তাহাতে যাহা কিছু আছে তাহা এরূপ মূল্যবান নহে যে,

অতি মূল্যবান জীবন ব্যয় করিয়া উহা অর্জিত হয়। সাবধান হউন, খরগোশের মত কত দিন আর ঘুমাইবেন।

ওহে তব গৃহ-বাগ তব কারাগার,
সম্পদ সম্মান-আদি বিপদ তোমার।

মৃত্যুর পূর্বে যদি কিছু উপার্জন করিয়া লওয়া যায় তবেই রক্ষা। অন্যথায় সর্বনাশ; আরও সর্বনাশ। বাতেনী ছবক (আত্মিক পাঠ) মূল্যবান জানিয়া যাহা কিছুই তাহার প্রতিবন্ধক হয় তাহাকে শত্রু ভাবা উচিত।

আল্লার প্রণয় বিনে যতই সুন্দর,
যাই হোক তা'ই অতি-অপকৃষ্টতর।
যদ্যপি হোকনা কেন মিষ্টান্ন ভোজন,
তথাপি জানিবে উহা পরান খনন।

বাহকের প্রতি সংবাদ পৌঁছানই কর্তব্য। ওয়াচ্ছালাম ॥

১৮৪ মকতুব

কলিজউল্লার নিকট হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর পয়রবী (অনুসরণ) করার বিষয় লিখিতেছেন।

প্রিয় বৎস, মহব্বত এবং এখলাছের (বিশিষ্টতার) সহিত যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা মীর ছৈয়দ খাজার মারফত পাইয়া সন্তুষ্ট হইলাম! হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ও তাঁহার আওলাদ পাকের অছিলায় আল্লাহপাক স্বীয় মজ্জি বা সন্তুষ্টি আপনার সহচর করুক। হে বৎস, আগামীতে যাহা কার্য্যে আসিবে, তাহা হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অনুসরণ। আত্মিক অবস্থা ও লক্ষ্য বাস্তব এবং আধ্যাত্মিক এলম, মারফত ও ইশারা ইঙ্গিতাদি যদি শরীয়তের অনুসরণের অনুকূল হয় তবেই ভাল, অন্যথায় অন্যায় এবং প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নহে।

ছৈয়েদুত্তায়েফা (অলীকূল শ্রেষ্ঠ) হজরত যোনায়েদ বাগদাদী (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁহাকে কেহ স্বপ্নে দেখিয়া তাঁহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন; তদুত্তরে তিনি

বলিলেন যে, “আত্মিক বর্ণনা সমূহ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এবং ইশারা ইঙ্গিতাদি বিলুপ্ত হইয়াছে। মধ্য রাত্রিতে দুই এক রাকাত নামাজ যাহা পাঠ করিতাম, তাহা ব্যতীত আর কিছুই উপকারে আসিল না।”

অতএব হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর ও খোলাফায়ে রাশেদীনগণের অনুসরণ দৃঢ়তার সহিত করিবেন এবং কথা-বার্তায়, কার্যকলাপে ও বিশ্বাসভক্তিতে তাঁহার শরীয়তের বিরোধিতা হইতে বিরত থাকিবেন। যেহেতু প্রথমটি অর্থাৎ শরার অনুসরণ করা বরকতযুক্ত ও শুভ এবং দ্বিতীয়টি (না করা) অশুভ ও ধ্বংসকারী ; ইহা বিশেষ স্মরণীয়।

দ্বিতীয়তঃ আপনি যে পুস্তক পাঠাইয়াছিলেন তাহা পাইয়াছি। মাঝে মাঝে পাঠ করিলাম, খুব সুন্দর লাগিল। কিন্তু উক্ত রচনাদি হইতে অন্য একটি কাজ আরও বিশেষ জরুরী আছে, তৎপ্রতি মনোযোগী হওয়াই শ্রেয়ঃ।^২

ওয়াচ্ছালাম ॥

১৮৫ মকতুব

মনছুর আরবের নিকট কোন এক ব্যক্তির সুপারিশে লিখিতেছেন।

আল্লাহু তায়ালা যেন আপনাকে শরীয়তের সরল পথে দণ্ডায়মান রাখিয়া পূর্ণভাবে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া লন। আল্লাহ্ ব্যতীত যাবতীয় বস্তুর আকর্ষণ হইতে কল্বকে বিশুদ্ধ ও মুক্ত করা আমাদের সকলের প্রতি একান্ত কর্তব্য। কল্ব এরূপভাবে মুক্ত হয় যেন অন্যের চিন্তার অবকাশও তথায় না থাকে। সহস্র বৎসরও যদি তাহার জীবন ধারণা করা যায় তথাপি যেন অন্যের চিন্তা তাহার অন্তরে স্থান না পায়। যেহেতু তাহার দেল বা অন্তর অন্যকে ভুলিয়াই গিয়াছে।

কার্য্য ইহা, অন্য সব অনর্থক বটে,

অনর্থে পড়িলে শেষে বিপর্য্যয় ঘটে।

অবশিষ্ট কথা এই যে, মওলানা ফাজেল ছেরহিন্দী যিনি আপনার খেদমতে

টীকা : ১। তাহাজ্জদের নামাজ। ২। তরীকার ছবক ইত্যাদির দিকে মনোযোগী হওয়া।

আছেন তাঁহার পিতা ছেরহেন্দে আছেন। বৃদ্ধাবস্থায় তিনি স্বীয় পুত্রের সান্নাতি লাভের আকাঙ্ক্ষা রাখেন। এইহেতু তিনি এ বিষয়ে ফকীরের মাধ্যমে আপনাকে কষ্ট দিতেছেন ; এখন আপনার ইচ্ছা বরং সবই আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছা। ওয়াচ্ছালাম ॥

১৮৬ মকতুব

খাজা আবদুর রহমান মুফতী কাবুলীর নিকট ছন্নতের পয়রবী (অনুসরণ) এবং বেদ্‌আত হইতে বিরত থাকার বিষয় লিখিতেছেন।

আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট গোপনে এবং প্রকাশ্যে অপদস্থ ও ভগ্নপ্রায় এবং মোহতাজির সহিত কাঁদাকাটি করিয়া আশ্রয় চাহিতেছি যে, দ্বীনের মধ্যে যাহা কিছু নূতনত্ব হইয়াছে ও যাহা নবীয়ে করীম (ছঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ছিল না, যদিও উহা প্রভাতের ন্যায় সমুজ্জ্বল (উৎকৃষ্ট) হয় না কেন, তথাপি যেন হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর আছিলায় আমাকে এবং আমার সহিত সম্বন্ধিত যাহারা তাহাদিগকে উক্ত কার্যসমূহে আকৃষ্ট না করেন এবং উক্ত বেদ্‌আতের সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ না করেন। আলেমগণ বলিয়া থাকেন যে, বেদ্‌আত দুই প্রকারঃ—‘হাছানা’ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট এবং ‘ছায়েআহ’ অর্থাৎ নিকৃষ্ট। হাছানা ঐ নেক আমলকে বলা হইয়া থাকে যাহা হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের জমানায় ছিল না বটে, কিন্তু উহা কোন ছন্নতকে উঠাইয়া দেয় না। ‘ছায়েআহ’ ঐ আমলকে বলা হয় যাহা ছন্নতকে উঠাইয়া দেয়। এ ফকীর কোন বেদ্‌আতের মধ্যেই সৌন্দর্য্য এবং নূর (আলো) অবলোকন করিতেছে না ; উহাকে যে শুধুই তমসাময় অনুভব করিতেছে। দৃষ্টিহীনতাহেতু বেদ্‌আতিগণের কার্য যদিও এখন চাকচিক্যময় দৃষ্টিগোচর হইতেছে কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লাভ করিলে জানিবেন যে, ইহাতে ক্ষতি ও লজ্জিত হওয়া ব্যতীত কোনই লাভ হয় না।

প্রত্যুষে জানিবে তুমি দিবসের ন্যায়,
নিশীথে কাহার সাথে করেছ প্রণয়।

টীকা : ১। অর্থাৎ বিনষ্ট করে না।

ছইয়েদোল বশর হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, “যে ব্যক্তি আমাদের এই কার্য্যে (শরীয়তের কার্য্যে) নূতনত্ব করিবে যাহা ইহার মধ্যে নাই তাহা মরদুদ—(পরিত্যক্ত)”। অতএব যাহা মরদুদ তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্য আর কোথা হইতে আসিবে ! আরও তিনি ফরমাইয়াছেন “অতঃপর নিশ্চয় উৎকৃষ্ট বাক্য আল্লাহর কেতাব এবং উৎকৃষ্ট চরিত্র হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর চরিত্র। যাবতীয় কার্য্যের মধ্যে নূতন কার্য্যসমূহই গোমরাহী (পথ ভ্রষ্টতা)”। আরও তিনি ফরমাইয়াছেন যে, “আল্লাহকে ভয় করার জন্য আমি তোমাদিগকে অছিয়ত করিতেছি, মনোযোগের সহিত শোন এবং তাহা গ্রহণ কর। যদি কোন হাবসী গোলাম ও তাহার বর্ণনাকারী হউক না কেন ! এবং যে ব্যক্তি আমার পরে জীবিত থাকিবে অবশ্য যে বহু মতভেদ দেখিতে পাইবে ; তখন তোমরা আমার ছন্নত দৃঢ়ভাবে ধারণ করিও এবং চর্বণকারী দন্তদ্বারা তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিও। তোমরা নূতন কার্য্যসমূহ হইতে বিরত থাকিও। যেহেতু প্রত্যেক নূতন কার্য্য বেদ্আত বা নব-আবিষ্কৃত এবং প্রত্যেক বেদ্আতই গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা”।

অতএব যখন প্রত্যেক নূতন কার্য্য বেদ্আত এবং প্রত্যেক বেদ্আতই পথভ্রষ্টতা, তখন বেদ্আতের মধ্যে সুন্দর হওয়ার কি অর্থ হয়। উক্ত হাদীছ সমূহ হইতে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, প্রত্যেক বেদ্আতই ছন্নতের প্রচলন উঠাইয়া দেয়। উহার কোনটির মধ্যে বিশিষ্টতা নাই। সুতরাং প্রত্যেক বেদ্আতই ছায়েআহ বা নিকৃষ্ট। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, “কোন সম্প্রদায় কোন এমন নূতন কার্য্য আবিষ্কার করে নাই যে, তাহার ফলে তদনুরূপ ছন্নত তথা হইতে উঠিয়া যায় নাই”। অতএব ছন্নতকে আঁকড়াইয়া ধরা বেদ্আত আবিষ্কার হইতে শ্রেষ্ঠ। হজরত হাছান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন “কোন সম্প্রদায় নিজেদের ধর্মের মধ্যে নূতনত্ব করে নাই যে, আল্লাহ্‌তায়ালার তাহাদের ছন্নত হইতে তদনুরূপ বস্তু বিদূরিত করেন নাই। তৎপর উহা কেয়ামত পর্যন্ত তাহাদের নিকট ফিরিয়া দেওয়া হইবে না”।

জানা আবশ্যক যে, কোন কোন বেদ্আত বা নূতন কার্য্য যাহাকে আলেমগণ ‘হাছানা’—উৎকৃষ্ট বলিয়া ভাবিয়াছেন, যখন তাহাতে ভালভাবে চিন্তা করিয়া দেখা

যায় তখন বুঝা যায় যে, সেগুলিও ছন্নত বিনষ্টকারী। যথা মৃত ব্যক্তির কাফনের সহিত আমামা বা উম্মীয (শিরস্ত্রাণ) প্রদান, বেদ্আতে হাছানা বলিয়াছেন; অথচ এই বেদ্আতই ছন্নত বিনষ্টকারী। কেননা তিন বস্ত্র প্রদান ছন্নত, ইহা তাহা হইতে অতিরিক্ত, কাজেই উক্ত ছন্নতকে অপসারিত করা হইল—এবং এই অপসারিত করাই উঠাইয়া দেওয়া। এইরূপ কোন কোন মাশায়েখ পাগড়ীর শামলা (লেজ) বা পুচ্ছ বামদিকে রাখা উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন, অথচ উহা স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে রাখাই ছন্নত। অতএব ইহা যে ছন্নত বিনষ্টকারী তাহা প্রকাশ্য কথা। এইরূপ আলেমগণ নামাজের নিয়তের সময় দেলে এরাদা করা সত্বেও মুখে উচ্চারণ করা উৎকৃষ্ট কার্য্য বলিয়াছেন। কিন্তু উহা হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) হইতে সাব্যস্ত হয় নাই। উক্তরূপ ‘ছহীহ’ কিংবা ‘জঈফ’ কোন প্রকারের রেওয়ায়েতই নাই। কোন ছাহাবী বা কোন তাবেয়ী হইতেও বর্ণিত নাই যে, তাঁহারা জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করিয়া নিয়াত্ করিয়াছেন। বরঞ্চ বর্ণিত আছে যে, যখন ‘একামত’ বলা হইত তখন তাঁহারা তকবীরে তাহরীমা বলিতেন। কাজেই ইহা বেদ্আত এং ইহাকে হাছানা বলিয়া থাকেন। আমি জানি যে, এই বেদ্আত কি পরিমাণ ছন্নত বরং ফরজ অপসারিত করে। কেননা ইহা যায়েজ রাখার ফলে অধিকাংশ ব্যক্তিই জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করিয়াই ক্ষান্ত হয়, অমনোযোগীতার প্রতি কোনই দ্রক্ষেপ করে না। কিন্তু দেলের (অন্তরের) নিয়াত্ যাহা ফরজ তাহা পরিত্যক্ত হইয়া নামাজ বিনষ্ট হওয়ার পর্য্যায় উপনীত হয়। অন্যান্য যাবতীয় বেদ্আত ও নূতন কার্য্যসমূহও এই প্রকারের। ইহারা যে কোন প্রকারেরই হউক না কেন—ছন্নত হইতে অতিরিক্ত এবং অতিরিক্ততাই মিটাইয়া দেওয়া ও মিটাইয়া দেওয়াই উঠাইয়া দেওয়া। অতএব হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অনুসরণের প্রতিই সংক্ষেপ করা কর্তব্য এবং ছাহাবাগণের পয়রবী বা অনুসরণ যথেষ্ট মনে করাই উচিত। যেহেতু তাঁহারা নক্ষত্রতুল্য, তাঁহাদের যাহারই অনুসরণ করিবেন পথ প্রাপ্ত হইবেন।

অবশ্য ‘কেয়াছ’ বা তুলনা করিয়া মছআলা উদ্ধার করা এবং ‘এজ্জতেহাদ’ অর্থাৎ চেষ্টা করিয়া মছআলা আবিষ্কার করা কোনক্রমেই বেদ্আতের অন্তর্ভুক্ত নহে।

কেননা উহা কোরআন শরীফের অর্থ প্রকাশক, অতিরিক্ত কোন কার্যের নির্দেশক নহে। সুতরাং “হে দূরদর্শীগণ তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর” (কোরআন)।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের অনুগামী ও হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণকারী তাহার প্রতি ছালাম।

১৮৭ মকতুব

খাজা মোহাম্মদ আশরাফ কাবুলীর নিকট ‘রাবেতা’ বা পীরের তাছাওর করার উপকারীতার বিষয় লিখিতেছেন।

আপনি স্বীয় বন্ধুগণের নিকট যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহা আমার নজরে পড়িল এবং যে অবস্থার কথা লিখিয়াছেন তাহাও অবগত হইলাম। জানিবেন যে, বিনা চেষ্টায় পীরের আকৃতি মুরীদের খেয়ালে আসা—পীরের সহিত মুরীদের পূর্ণ সম্বন্ধের নির্দেশক, যাহা ফায়দা আদান-প্রদানের উপায়। আল্লাহ্ প্রাপ্তির কোন পথই ইহা হইতে নিকটবর্তী নাই। কোন্ ভাগ্যবান ব্যক্তি যে ইহা লাভ করে, তাহা আল্লাহ্ই জানেন। হজরত খাজা আহরার (রাঃ) স্বীয় পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, “পীরের ছায়া অর্থাৎ তাছাওর আল্লাহ্ জেকের হইতেও উৎকৃষ্ট”—অধিক উপকারী হিসাবেই উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন! কারণ আল্লাহ্ তায়ালা সহিত মুরীদের এখনও পূর্ণ সম্বন্ধ লাভ হয় নাই যে, মুরীদ তাঁহার জেকের করিয়া পূর্ণ ফায়দা প্রাপ্ত হইবে।

ওয়াচ্ছালামো আওয়াল্লাও ওয়া আখেরান।

১৮৮ মকতুব

খাজা মোহাম্মদ ছিদ্দিক বদখশীর নিকট তাঁহার জিজ্ঞাসিত মছআলার সমাধানে লিখিয়াছেন।

আপনার আকাজক্ষিত পত্র পাইলাম। তিনটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। হে মেহাম্পদ! কল্বের মাকামে কোন লতিফার গুণ্ড হওয়া, ঐ লতিফা সমূহেরই হইয়া

থাকে, যাহারা কল্‌বের শামিল বা অন্তর্ভুক্ত। কল্‌বের বাহিরে যে লতিফাসমূহ অবস্থিত তাহারা নহে। কল্‌বে তাহাদের গুণ হওয়ার কোনই অর্থ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ যে মুরীদের যোগ্যতা কল্‌ব ও রুহ পর্যন্তই আছে, পীর যদি পরিবর্তন করার ক্ষমতাধারী হন তবে তিনি স্বীয় ক্ষমতাবলে তাহাকে উপরের মাকামে লইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু এস্থলে একটি সুস্মতত্ত্ব আছে যাহা লিখা কঠিন, সাক্ষাতে বক্তব্য।

অপরটির উত্তর এই যে, জাহের বা বাহ্যিক দেহ যখন বাতেনের (অন্তরের) রঙ্গে রঞ্জিত হয় এবং বাতেনও জাহেরের রং প্রাপ্ত হয়, তখন জাহেরের নীতি বাতেনে এবং বাতেনের অবস্থা জাহেরে প্রকাশ পাওয়া কোনই কঠিন নহে।

ওয়াচ্ছালাম ॥

১৮৯ মকতুব

শরফুদ্দিন হোছায়েন বদখশীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, পার্থিব নানারূপ সম্বন্ধ ও চিন্তা থাকা সত্ত্বেও ফকীরগণকে স্মরণ রাখা তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পরিচায়ক, ইত্যাদি।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহপাকের জন্য, যিনি বিশ্বের প্রতিপালক এবং দরুদ ও ছালাম ঐ মহাজনের এবং তাঁহার বংশধরগণের প্রতি যিনি রছুলগণের ছরদার। হে স্নেহাম্পদ ! সরলচিত্ত সৌভাগ্যবান বৎস শরফুদ্দিন, আপনার পত্র পাইয়া সন্তুষ্ট ও প্রফুল্ল হইলাম। নানারূপ পার্থিব আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও যে দূরবর্তী ফকীরদিগকে ভুলিয়া যান নাই, তাহা যে কত উচ্চ নে'মত তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা ফকীরদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পরিচায়ক, যদ্বারা ফায়দা (উপকার) আদান-প্রদান হইয়া থাকে। কতিপয় ঘটনা যাহা আপনি লিখিয়াছেন তাহা অতি উৎকৃষ্ট ও শুভ এবং প্রেমবন্ধনের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। হে বৎস, এই নিকৃষ্ট দুন্‌ইয়ার চাক্‌চিক্যে বিমুগ্ধ ও ইহার অমূলক আড়ম্বরে প্রবঞ্চিত হইবেন না ; যেহেতু ইহা নির্ভরশীল ও বিশ্বাসযোগ্য নহে। আজ যদিও ইহা আপনার বিশ্বাস হইতেছেনা বা জ্ঞানে আসিতেছেনা কিন্তু আগামীতে অবশ্য বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু তখন বুঝিয়াও কোন লাভ হইবেনা।

মুক্তার গুরুত্বে কর্ণ হ'ল ভার,
গুনিতে পায়না তাই ক্রন্দন আমার ।

বাতেনী ছবক আল্লাহুতায়ালার অতি উচ্চ নে'মত জানিয়া সাথহে তাহার পুনরাবৃত্তি করা উচিত । পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ অলসতা না করিয়া জামাতের সহিত পাঠ করিবেন । চল্লিশাংশের একাংশ জাকাত আল্লাহুতায়ালার অনুগ্রহ ভাবিয়া ফকীর-মিছকীনদিগকে পৌছাইয়া দিবেন । হারাম ও সন্দিগ্ধ বস্তু সমূহ হইতে বিরত থাকিবেন । খলকুল্লাহর (আল্লাহর সৃষ্টির) প্রতি মেহেরবান থাকিবেন । পরকালের উদ্ধার ও মুক্তির পথ ইহাই । ওয়াচ্ছালাম ॥

১৯০ মকতুব

হজরত মীর মোহাম্মদ নো'মান ছাহেবের কোনও পুত্রের নিকট সর্বদা জেকের করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়া লিখিতেছেন ।

বিছমিল্লাহির রহমানিররাহিম ।

বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহুপাকের জন্য যাবতীয় প্রশংসা এবং দরুদ ও ছালাম ছায়েদুলমোরছালীন (ছঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি ।

অবগত হও এবং হুঁশিয়ার থাক যে, স্বীয় মালিকের স্মরণ করার মধ্যেই তোমার সৌভাগ্য বরং মানবজাতির সৌভাগ্য এবং সকলেরই উদ্ধার ও মুক্তি । যথাসম্ভব সর্বদাই জেকেরে লিপ্ত থাকা উচিত, এক মুহূর্তও যেন অন্য মনস্ক না হও । আল্লাহুতায়ালার শোকর গোজারী ও অনুগ্রহ যে, হাজারাতে খাজাগানে নক্শাবন্দিয়া তরীকার প্রথমেই “শেষ বস্তু প্রারম্ভে প্রবেশ করা হিসাবে” সততই জেকের লাভ হইয়া থাকে । অতএব এই তরীকা গ্রহণ তালেবগণের জন্য শ্রেষ্ঠ এবং উপযুক্ত বরং ওয়াজেব বা অবশ্য কর্তব্য । সুতরাং তোমার উচিত যে, সকল দিক হইতে স্বীয় লক্ষ্য ফিরাইয়া লইয়া পূর্ণরূপে এই তরীকার বোজর্গগণের দিকে অগ্রসর হও এবং তাঁহাদের পবিত্র অন্তঃকরণ হইতে আল্লাহ প্রাপ্তির সাহায্য কামনা কর । প্রারম্ভে জেকের করা ব্যতীত উপায় নাই । তোমার উচিত যে, ‘ছনুবর’ বৃক্ষের মত আকৃতিধারী কল্‌বের দিকে লক্ষ্য কর, যেহেতু উহা সুস্বাদু জগৎস্থিত প্রকৃত কল্‌বের কুঠরী স্বরূপ । তৎপর পবিত্র নাম ‘আল্লাহ’ শব্দ উক্ত কল্‌বে পরিচালিত করিতে থাক, কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক তখন কোন অঙ্গ বিকম্পিত করিওনা । পূর্ণরূপে কল্‌বের প্রতি

মনোযোগী হইয়া বসিও, কল্‌বের ছুরতকে ধারণায় স্থান দিওনা এবং তদ্বিকে লক্ষ্যও করিওনা। কেননা কল্‌বের দিকে লক্ষ্য করা উদ্দেশ্য, তাহার আকৃতি ধারণা করা নহে। তৎপর পবিত্র ‘আল্লাহ্’ শব্দকে প্রকারবিহীন ধারণা করিও, কোনও গুণ তাঁহার সহিত সম্মিলিত করিওনা এবং হাজের, নাজের বা উপস্থিত, দর্শনকারীও ধারণা করিওনা ; তাহা হইলে আল্লাহ্‌পাকের জাতের উচ্চতা হইতে নিম্নস্তর—ছেফাতের স্তরে পতিত হইবে। তথায় এক বস্তুর অধিক বস্তুর মধ্যে অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালাকে যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে যেন অবলোকন না কর এবং প্রকারবিহীন বস্তুর আকর্ষণ হইতে বিরত হইয়া প্রকার-সম্মত বস্তুর সহিত মুগ্ধ না হও। কেননা প্রকারের দর্পণে যাহা দৃষ্ট হয় তাহা কখনও প্রকারবিহীন নহে এবং একাধিক বস্তুর সমূহে যাহা পরিলক্ষিত হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে এক বস্তু নহে। প্রকারবিহীন বস্তুকে রকম প্রকারের বৃত্তের বাহিরে অন্বেষণ করা উচিত। অবিভাজ্য জাতকে একাধিক বস্তুর গণ্ডির বাহিরে অনুসন্ধান করা কর্তব্য। জেকের করার সময় যদি সহসা পীরের আকৃতি দৃষ্ট হয় তবে তাহাকেও কল্‌বের মধ্যে লইয়া যাইতে হইবে এবং তথায় উহা রক্ষা করিয়া জেকের করিতে হইবে। তুমি জান যে, পীর কে ? পীর ঐ ব্যক্তি যাহার নিকট হইতে তুমি আল্লাহ্‌ প্রাপ্তির পথ পাইয়াছ এবং ঐ পথে তাঁহার দ্বারা বহু সাহায্য ও অনুগ্রহ লাভ করিয়াছ। টুপি, চাদর, সেজরা প্রদান যাহা প্রচলিত আছে তাহা প্রকৃত পীর-মুরীদী নহে, উহা প্রচলন মাত্র ; অবশ্য কামেল মোকাম্মেল পীরের নিকট হইতে যদি কোন তবারকের জামা বা বস্ত্র প্রাপ্ত হও তবে তাহা খাঁটী বিশ্বাসের সহিত ব্যবহার করিও ! নিশ্চয় উহাতে বহু ফল লাভের আশা আছে। স্মরণ রাখিও, স্বপ্ন ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য নহে। যদি কেহ স্বপ্নে বা তন্দ্রাবেশে নিজেকে বাদশাহ অথবা জমানার কোতব বলিয়া অবলোকন করে তবে তাহা প্রকৃত নহে। স্বপ্নাদির বাহিরে যদি বাদশাহ বা কোতব হয় তাহাই বাস্তব। সুতরাং যে কোন আত্মিক অবস্থা বা প্রেরণা জাগ্রত অবস্থায় প্রকাশ পায় তাহাই নির্ভরযোগ্য ; অন্যথায় নহে। জানিও যে জেকের করা এবং তাহার ফল লাভ করা শরীয়ত প্রতিপালনের উপরই নির্ভরশীল।

অতএব ফরজ, ছন্নত প্রতিপালন এবং হারাম ও সন্দিগ্ধ বস্তুর সমূহ হইতে বিরত থাকার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। অল্প বিস্তর সকল বিষয়ই আলেমগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের ফতওয়া অনুযায়ী জীবন যাপন করা উচিত।

ওয়াচ্ছালাম ॥

১৯১ মকতুব

খান খানানের নিকট হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অনুসরণ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়া লিখিতেছেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহুতায়ালার জন্য যিনি আমাদেরকে এই ইছলাম ধর্মের প্রতি পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যদি পথ প্রদর্শন না করিতেন তবে আমরা কখনও পথ প্রাপ্ত হইতাম না। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের প্রেরিত রাছুল (আঃ)-গণ সত্য লইয়াই আগমন করিয়াছেন। অনন্তকালের সৌভাগ্য ও চিরস্থায়ী উদ্ধার পয়গাম্বর (আঃ)-গণের অনুসরণের উপরই নির্ভর করে। সাধারণতঃ তাঁহাদের সকলের প্রতি ও বিশেষতঃ তাঁহাদের শ্রেষ্ঠজনের প্রতি আল্লাহুতায়ালার দরুদ ও ছালাম বর্ষিত হউক। যদি কেহ সহস্র বৎসর ধরিয়া এবাদত-বন্দেগী, কঠোর ব্রত ও অসাধ্য সাধন করে এবং পয়গাম্বর (আঃ)-গণের অনুসরণের নূরের আলোকে আলোকিত না হয়, তবে উক্ত সাধনার এক কদর্পকও মূল্য হইবে না। দ্বিপ্রহরের নিদ্রা, যাহা পয়গাম্বর (আঃ)-গণের নির্দিষ্ট এবং যাহা সরাসরি অচেতন্য, উল্লিখিত কঠোর সাধনাবলী ইহারও সমতুল্য নহে, বরং উহাকে মরীচিকা বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। আল্লাহুতায়ালার পূর্ণ অনুগ্রহ যে—শরীয়তের আদিষ্ট এবং ভার প্রদত্ত হুকুম সমূহ অতি সহজ ও সরল করিয়াছেন। দিবা-রাত্রি অষ্ট প্রহরের মধ্যে মাত্র সপ্তদশ রাকাত নামাজের ভার প্রদান করিয়াছেন, যাহা প্রতিপালন করিতে এক ঘটিকাও আবশ্যক করে না ! তাহাতে আবার যেটুকুই কোরান পাঠ করা যায় তাহাই যথেষ্ট করিয়াছেন। দাঁড়াইয়া নামাজ পাঠ করা যদি কষ্টকর হয় তবে উপবিষ্ট হইয়া পাঠ করা জায়েজ (বৈধ) রাখিয়াছেন, তাহাতেও অক্ষম হইলে শায়িত অবস্থায় পাঠের ইঙ্গিত করিয়াছেন ; রুকু, সেজ্জদা কষ্টকর হইলে ইশারা ইঙ্গিত করার নির্দেশ দিয়াছেন। পবিত্রতার জন্য যদি পানি ব্যবহার করিতে অক্ষম হয় তবে তৈয়ম্মমকে (মৃত্তিকা স্পর্শে যথাবিধি পবিত্র হওয়া) তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ করিয়া দিয়াছেন। জাকাতের জন্য মাত্র একচত্তারিংশ ফকির-মিছকীনদিগকে প্রদানের আদেশ দিয়াছেন। তাহাও আবার বৃদ্ধিশীল ধন-সম্পদ এবং বিচরণকারী চতুষ্পদ জন্তুর জন্য। আজীবনের মধ্যে একবার মাত্র হজ্জ (যথারীতি কা'বাগৃহে জিয়ারত করা)

ফরজ করিয়াছেন, আবার পাথেয় এবং পথের নিরাপত্তা বর্তমান থাকা শর্ত করিয়াছেন।

আল্লাহ্‌পাক মোবাহ্ বা বিধেয় বস্তুসমূহের পরিধি প্রশস্ত করিয়াছেন। বিবাহ দ্বারা চারিপত্নী এবং ক্রীতদাসী যত ইচ্ছা রাখা জায়েজ করিয়াছেন। তালাক প্রদান পত্নী পরিবর্তনের উপায় করিয়াছেন। খাদ্য-পানীয় এবং আসবাবপত্রের অধিকাংশই হালাল করিয়াছেন, সামান্য কিছু হারাম করিয়াছেন, তাহাও বান্দাগণের হিতার্থে। যদিও বে-মজা—আস্বাদ-বিহীন অনিষ্টকর, একটি পানীয় ‘শরাব’ হারাম করিয়াছেন ; কিন্তু তৎ-পরিবর্তে কত যে সুস্বাদু, সুগন্ধি, হিতকর পানীয় হালাল করিয়াছেন, তাহা ধারণাতীত। লবঙ্গ, দারুচিনির আরক কত যে খোশবুদার, সুস্বাদু-সুগন্ধি, পরন্তু ইহাতে কত যে মানুষের উপকার হয়, তাহা আর কি বলিব ! তিজ, বদমজা, দুর্গন্ধযুক্ত অসৎ প্রকৃতিধারী, জ্ঞানহারক, আশঙ্কাজনক একটি পানীয় বস্তুর উক্ত খোশবুদার সুহৃদ্য পানীয় বস্তুগুলির সহিত কি তুলনা হইতে পারে ? ইহাদের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে, তদুপরি হালাল-হারাম হওয়া এবং আল্লাহ্‌ তায়ালায় সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য করিলে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা উহা হইতেও (সহস্রগুণ) অধিক। কতিপয় রেশমী বস্ত্র হারাম করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে আর কি ভয় ! তৎ-পরিবর্তে অসংখ্য সুন্দর বস্ত্র ও সুসজ্জিত পোষাক বৈধ করিয়াছেন। পশমী বস্ত্রাদি সাধারণভাবে জায়েজ, যাহা রেশমী বস্ত্রসমূহ হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ; ইহা সত্ত্বেও নারী জাতির জন্য রেশমী বস্ত্র জায়েজ রাখিয়াছেন, যাহার ফল পুরুষগণও উপভোগ করিয়া থাকে। স্বর্ণ-রৌপ্যের বিষয়ও এইরূপ, অলঙ্কারাদির উপকারিতা পুরুষগণই উপভোগ করে। যদি কোন বে-ইনছাফ ব্যক্তি—শরীয়ত এতো সহজ ও সরল হওয়া সত্ত্বেও কঠিন দুষ্কর বলিয়া ভাবে তবে নিশ্চয় সে আধ্যাত্মিক পীড়ায় পীড়িত। অনেক কার্য যাহা সুস্থ ব্যক্তির জন্য সহজ, তাহা পীড়িত ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়। কল্‌বের রোগগ্রস্ত হওয়ার অর্থ—আছমানী হুকুম সমূহের প্রতি তাহার একীন বা দৃঢ় বিশ্বাস না থাকা। তাহদের এই বিশ্বাস বাহ্যিক বিশ্বাস, প্রকৃত বিশ্বাস নহে। শরীয়তের হুকুমসমূহ সহজসাধ্য হওয়াই প্রকৃত বিশ্বাসের চিহ্ন ; ইহা ব্যতীত মেহনত বরবাদ। আল্লাহ্‌-পাক

ফরমাইয়াছেন “ইয়া রহুল্লুলাহ্ আপনি কাফেরদিগকে যে কার্যের প্রতি আহ্বান করিতেছেন তাহা তাহাদের প্রতি অতীব দুষ্কর। আল্লাহ্‌তায়াল্লা যাহাকে ইচ্ছা তাঁহার দিকে (সান্নিধানার্থে) মনোনীত করিয়া লন এবং যে ব্যক্তি প্রত্যাবর্তন করে তাহাকেও পথ প্রদর্শন করেন”।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে এবং হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে তাহার প্রতি ছালাম।

১৯২ মকতুব

শায়েখ বদীউদ্দিন ছাহারানপুরীর নিকট তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে লিখিতেছেন।

সরলচিত্ত স্নেহাস্পদ ভ্রাতঃ শায়েখ বদীউদ্দিন, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, একাদশ মকতুব বা পত্র যাহা হজরত খাজা বাকীবিল্লাহ্ (রাঃ)-এর নিকট লিখিত হইয়াছে, তাহাতে এই কথা বর্ণিত আছে যে, “আমি এক মাকামের রঙ্গে রঞ্জিত হইলাম, যাহা হজরত ছিদ্দীকে আকবরের মাকামের উর্দ্ধে”; ইহার অর্থ কি ?

জানিবেন আল্লাহ্ আপনাকে পথ প্রদর্শন করুন। আমি স্বীকার করিব না যে, এ কথার দ্বারা হজরত ছিদ্দীক (রাঃ) হইতে শ্রেষ্ঠত্ব বুঝায়। যেহেতু ‘হাম’ অর্থাৎ ‘ও’ (আমি নিজেকে ‘ও’ উক্ত মাকামের রংগে—) শব্দটিও তথায় আছে। যদি ইহা স্বীকার করাও যায় তথাপি বলিব যে, ইহা এবং এইরূপ অন্যান্য বাক্যসমূহ যাহা উক্ত নিবেদন পত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা স্বপ্নাদির কথা, যাহা স্বীয় পীরের নিকট লিখা হইয়াছে। ছুফীয়ায়ে কেরামের নির্দেশ যে, যাহা কিছু ঘটনা ও স্বপ্নাদি দৃষ্ট হয়, তাহা সত্য হউক বা অসত্য হউক অবাধে স্বীয় পীরের নিকট নিবেদন করিতে হইবে। কারণ অসত্য হইলেও তাহার তা’বীর বা অর্থ বর্ণনার অবকাশ আছে। সুতরাং ইহা প্রকাশ করিতেই হইবে। এ স্থলে আমরাও যদি এইভাবে লক্ষ্য করি, তবে ইহা কোনক্রমেই দোষণীয় নহে। দ্বিতীয় সমাধান এই যে, নবী ব্যতীত অন্য কেহ যদি নবী হইতে আংশিক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে, তাহা জায়েজ ; তাহাতে ক্ষতির কোনই কারণ নাই। বরং অনেক স্থলে হইয়া থাকে। শহীদগণের বিষয় যে শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত আছে, তাহা পয়গাম্বর (আঃ)-গণের জন্য নাই। অথচ পূর্ণ

শ্রেষ্ঠত্ব পয়গাম্বর (আঃ)-গণেরই। এই হিসাবে যদি নবী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত আংশিক পূর্ণতার মাকামে উপনীত হয় এবং নিজেকে সেই নবী (আঃ)-এর মাকাম হইতে উচ্চ মাকামে প্রাপ্ত হয় তাহাও জায়েজ। অবশ্য তাহার উক্ত মাকাম লাভ নবী (আঃ)-এর অনুসরণ দ্বারাই হইয়া থাকে। অপিচ নবী (আঃ)ও উক্ত মাকামের অংশ পাইয়া থাকেন। যেহেতু যে ব্যক্তি সৎপথ আবিষ্কার করে সে তাহার পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হয়, অন্য যাহারা উক্তরূপ আমল করে তাহাদেরও পারিশ্রমিক সে প্রাপ্ত হয়। অতএব যখন নবী ব্যতীত অন্য ব্যক্তি আংশিক হিসাবে নবী হইতেও শ্রেষ্ঠ হইতে পারে, তখন নবী ব্যতীত অন্য ব্যক্তি হইতে আংশিকরূপে নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবে। সুতরাং আর কোনই সন্দেহ থাকিল না। ওয়াচ্ছালাম ॥

১৯৩ মকতুব

ছাইয়েদ শায়েখ ফরীদেব নিকট ছুনত জামা'তের মতানুযায়ী আকিদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়া লিখিতেছেন।

বিহ্মিল্লাহের রাহমানির রাহীম।

যে সকল বস্তু আপনাকে নিন্দিত ও দোষণীয় করে তাহা হইতে রক্ষা পাইবার প্রতি আল্লাহ্ তা'য়ালা আপনাকে সাহায্য ও শক্তি প্রদান করুন। ছুনত জামাতের আলেমগণের মতানুযায়ী আকিদা বিশ্বাস বিশুদ্ধ করা ইচ্ছামের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের প্রতি প্রথম কর্তব্য। যেহেতু এই বোজর্গগণের প্রদর্শিত সত্য পথের অনুসরণ করার প্রতিই পরকালের উদ্ধার নির্ভর করে। ইঁহারা এবং ইঁহাদের অনুসরণকারীগণই নাজাত প্রাপ্ত দল। ইঁহারাই হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) এবং তাঁহার ছাহাবাগণের পথে আছেন। হাদীছ-কোরআনের ঐ এল্ম বা মছআলা গ্রহণযোগ্য, যাহা ইঁহারা উহা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। কেননা প্রত্যেক বেদ্আতী—ভ্রষ্ট দল স্বীয় (অপ্রকৃত) বিশ্বাস সমূহ নিজ নিজ জ্ঞানানুযায়ী কোরআন-হাদীছ হইতেই উদ্ধার করিয়া থাকে। অতএব কোরআন-হাদীছের যে অর্থই বুঝা যায়, তাহাই যে গ্রহণীয় তাহা নহে। আকিদা সংশোধন করার জন্য ইমামে আজল 'তওরপুস্তীর' গ্রন্থই শ্রেষ্ঠ, সহজ-বোধ্য। আপনি স্বীয় মজলিশে উল্লিখিত গ্রন্থের চর্চা

করিতে থাকিবেন। উক্ত গ্রন্থে দলীল প্রমাণাদি অনেক আছে বলিয়া গ্রন্থটি বৃহৎকায়। যদি কোন সংক্ষিপ্ত পুস্তক কেবলমাত্র মছআলার বর্ণনায় পাওয়া যায়, তাহাই ভাল হয়। ইতিমধ্যে আমারও মনে জাগিয়াছিল যে, এবিষয়ে আমি একটি পুস্তক লিখি, যাহাতে আহলে ছুনুত জামাতের আকিদা (বিশ্বাস) উল্লেখ থাকে এবং সহজে বুঝা যায়। অতঃপর যদি এরূপ পুস্তক লিখিতে পারি তবে আল্লাহ্ চাহে আপনার খেদমতে পাঠাইব।

উক্তরূপ আকিদা— বিশ্বাস সংশোধন করার পর হালাল, হারাম, ফরজ, ওয়াজেব, ছুনুত, মোস্তাহাব, মকরুহ যাহা ‘ফেকাহ’এ বর্ণিত আছে, তাহার জ্ঞান লাভ এবং তদনুযায়ী আমল করা অবশ্য কর্তব্য। আপনি কোন তালেবে এলম্কে বলিবেন যে, সে ফার্সি ভাষায় লিখিত কোন ‘ফেকাহ’র কেতাব আপনার মজলিশে চর্চা করিতে থাকে। যথাঃ— মজমুয়ায়ে খানী, ওমদাতুল ইছলাম ইত্যাদি। আল্লাহ্ না করুন, যদি আবশ্যকীয় বিশ্বাসসমূহে ব্যতিক্রম ঘটে তবে পরকালের উদ্ধার হইতে বঞ্চিত থাকিবে। কিন্তু যদি আমল করিতে কোনরূপ অবহেলা হয়, তবে তওবা না করিয়াও রেহাই পাইতে পারে এবং তাহার জন্য ধৃত হইলেও পরে মুক্তি পাইতে পারে। সুতরাং আকিদা বিশুদ্ধ করাই মূল কার্য। হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ্ আহরার (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়ছেন যে, আল্লাহ্‌পাক যদি যাবতীয় আত্মিক অবস্থা ও প্রেরণা আমাকে দান করেন এবং আহলে ছুনুতের বিশ্বাস অনুযায়ী আমার অন্তর্জগতকে সুসজ্জিত না করেন তবে আমি অনিষ্ট ব্যতীত কিছুই মনে করিব না। পক্ষান্তরে যদি যাবতীয় অনিষ্ট ও খারাবী আমার প্রতি সমবেতভাবে অর্পণ করেন এবং আমার আকিদা ছুনুত জামাতের বিশ্বাস অনুযায়ী বিশুদ্ধ করিয়া দেন, তবে কোনই আশঙ্কা করিব না। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর তোফায়লে আল্লাহ্‌পাক আমাদিগকে ও আপনাদিগকে হাঁহাদের তরীকার প্রতি দণ্ডায়মান রাখুন; (আমিন)।

জনৈক দরবেশ লাহোর হইতে আসিয়া বলিলেন যে, শায়েখ জিউ অর্থাৎ শায়েখ ফরিদ পুরাতন বাজারের জামে মসজিদে জুমার নামাজের জন্য গিয়াছিলেন। মিঞা রফিউদ্দিন ইছলামের প্রতি তাঁহার শুভ দৃষ্টির আলোচনা করিয়া বলিলেন যে,

নবাব শায়েখ জিউ নিজের হাবেলিতেই (বাটিতেই) জামে মসজিদ নির্মাণ করিয়াছেন। উহার জন্য আমি আল্লাহপাকের শোকর গোজারী করিতেছি। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আরও এই প্রকারের শক্তি ও সুযোগ প্রদান করুন ; এইরূপ সংবাদ খালেছ বন্ধুগণ গুনিলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

জনাব ছাইয়েদ সাহেব, ইদানীং ইছলাম— পথিকের ন্যায় অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পিছনে এক কপর্দক ব্যয় করা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করার ন্যায় মূল্য রাখে। কোন্ বীর পুরুষ যে এই সৌভাগ্য প্রদত্ত হইবে তাহা আল্লাহই জানেন। ইছলামের সাহায্য যখনই যাহার দ্বারা হউক না কেন তাহা অতীব সুন্দর, কিন্তু ইছলামের এই দুর্বলতার সময় আপনার মত আহলে-বয়েত-ই রছুলুল্লাহ (ছঃ)-এর বীর পুরুষ দ্বারা হওয়া অতীব সুশ্রী ও প্রীতিকর। এই দৌলত (সম্পদ) আপনাদের গৃহজাত। অতএব আপনার জন্য ইহা নিজস্ব এবং অন্যের জন্য অর্জিত— অপরের নিকট হইতে গৃহীত। এই উচ্চস্তরের কার্যটি লাভ করাই হজরত নবীয়ে (ছঃ)-এর প্রকৃত ওয়ারেছ বা উত্তরাধিকারী হওয়া। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) স্বীয় ছাহাবাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, “তোমরা এমন এক সময়ে— কালে বর্তমান আছ যে, আল্লাহুতায়ালার আদেশ নিষেধাদির একদশমাংশ পরিত্যাগ করিলে তোমরা বরবাদ হইয়া যাইবে। কিন্তু তোমাদের পর একদল লোক আসিবে যাহারা উহাদের একদশমাংশ প্রতিপালন করিলেই উদ্ধার পাইবে”। ইহাই সেই সময় এবং ইহারাই সেই দল।

সৌভাগ্যের ‘বল’ আছে মাঠে অনিবার,

খেলিতে আসে না কেহ ; কোথায় ছওয়ার।

গুরু-গোবিন্দ এবং তাহার বংশধরগণকে বধ করা উপস্থিত সময়ের জন্য বিশেষ উৎকৃষ্ট হইয়াছে, ইহাতে বিধর্মীরা ভগ্নপ্রায় হইয়া গিয়াছে। যে কোন উদ্দেশ্যেই তাহাকে বধ করা হউক না কেন, কাফেরদিগকে অপদস্থ করাই মুছলমানগণের মূলধন। উহাকে বধ করার পূর্বে এ ফকীর স্বপ্নে দেখিয়াছিল যে, এই জমানার বাদশাহ শেরেকের মস্তক চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। সত্যই ঐ কাফের-মোশরেকদিগের শীর্ষস্থানীয় এবং এমাম (অগ্রণী) ছিল। আল্লাহপাক ইহাদিগকে

অপদস্থ করুন। ইহকাল ও পরকালের ছরদার, হজরত (ছঃ) স্বীয় প্রার্থনাকালে অনেক সময় মোশরেকদিগকে নিম্নলিখিতরূপে অভিশাপ দিতেন যে, “হে আল্লাহ্ উহাদের একতা ভঙ্গ কর এবং উহাদের গৃহ-বাটী বিধ্বস্ত কর। পরাক্রমশালী সক্ষম ব্যক্তির আক্রমণের ন্যায় উহাদিগকে আক্রমণ কর”। সুতরাং ইছলাম ও মুছলমানগণের ইজ্জত-সম্মান— কুফর ও কাফেরগণকে বেইজ্জত-অপদস্থ করার দ্বারাই হইয়া থাকে, জিজইয়া-কর গ্রহণের অর্থ উহাদিগকে লাঞ্চিত করা। উহাদিগকে যতদূর সম্মান প্রদান করা হইবে ইছলাম ততদূর অপমানিত হইবে— এই সূত্র সুরক্ষিত রাখিয়া চলিতে হইবে। অধিকাংশ লোকই ইহা হারাইয়া ফেলিয়াছে ; অর্থাৎ ভুলিয়া গিয়াছে। ইহারই ফলে দীন ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন— “হে নবী কাফের এবং মোনাফেকদিগের সহিত জেহাদ করুন এবং উহাদের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করুন”। অতএব জেহাদ এবং কাফেরদিগের প্রতি কঠোর ব্যবহার করা দীন ইছলামের একটি অত্যাবশ্যকীয় কার্য। কাফেরী রীতি-নীতি যাহা পূর্ব হইতে প্রচলিত হইয়াছে, ইছলামী বাদশাহের তদিকে এখনও ভ্রক্ষেপ নাই, ইহা মুছলমানগণের প্রাণে কষ্টদায়ক। মুছলমানগণের কর্তব্য— যে, ঐ অপবিত্রদের অপকর্মের দোষগুলি মুছলমান বাদশাহকে অবগত করায় এবং সেগুলি উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করে। বোধ হয় ঐ অপকর্মগুলির ক্ষতি বাদশাহের জানা নাই বলিয়া উহা এখনও প্রচলিত আছে। আপনি অবসর মত মুছলমান আলেমগণকে জানাইয়া দিবেন যে, তাহারা যেন বাদশাহের নিকট কাফেরদিগের উক্ত নীতিসমূহের অনিষ্ট অবগত করাইয়া দেন। কেননা শরীয়ত প্রচারের জন্য কোনরূপ অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শনের আবশ্যক করে না। রোজকেয়ামতে তাঁহাদের এই আপত্তি গ্রাহ্য হইবেনা যে, অলৌকিক ঘটনার ক্ষমতা না থাকায় তাঁহারা শরীয়ত প্রচার করিতে সক্ষম হন নাই। পয়গাম্বর (আঃ)-গণ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহারাও শরীয়ত প্রচার করিতেন। যদি কোন উম্মত মো’জেজা দেখিতে চাহিত তখন তাঁহারা বলিতেন যে, “মো’জেজা আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতেই ; অর্থাৎ আমাদের ক্ষমতার বাহিরে, আমাদের প্রতি হুকুম প্রচার ব্যতীত

আর কিছুই দায়িত্ব নাই”। হয়তো আলেমগণ যখন প্রচার কার্যে লিপ্ত হইবে, তখন আল্লাহ্‌পাক তাহাদের প্রতি এমন কোন ঘটনা প্রকাশ করিতে পারে যাহাতে ইহার সত্যতার বিশ্বাস হয়। যাহা হউক, সকল অবস্থাতেই শরীয়তের মছআলাসমূহ প্রকৃতভাবে অবগত করাইয়া দেওয়া আবশ্যিক। যতদিন ইহা কার্যে পরিণত না হইবে, ততদিন আলেমগণ এবং বাদশাহের নৈকট্যধারীগণের উপরই ইহার দায়িত্ব থাকিবে। এ সকল বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া যদি কেহ উৎপীড়িত ও ক্লিষ্ট হয়, তবে তাহার কতই যে সৌভাগ্য। পয়গাম্বর (আঃ)-গণ শরীয়তের আদেশাদি প্রচার কালে কতই যে কষ্ট পাইয়াছেন এবং কতই না মেহনত বরদাস্ত করিয়াছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর (ছঃ) যিনি— তিনি ফরমাইয়াছেন যে, “আমার মত কোন নবীই উৎপীড়িত ও ক্লিষ্ট হন নাই”।

জীবন চলিয়া গেল, অন্ত হ'ল প্রাণ,
দুঃখের কাহিনী নাহি হ'ল অবসান।
সুখের রজনী শেষ হয়ে এল আর,
বাচালতা বন্ধ করা উচিত আমার।

ওয়াচ্ছালাম ওয়াল একরাম

১৯৪ মকতুব

ছদরে জাহানের নিকট ইছলাম প্রচারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিয়া লিখিতেছেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে শান্তি প্রদান করুন এবং সুস্থ রাখুন। ইছলাম প্রচারের এবং হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর শরীয়ত-বিরোধীদের অপদস্থের কথা শ্রবণ, দুঃখিত ও ব্যথিত মুছলমানগণের জন্য অত্যন্ত শান্তিপ্রদ ও আয়ুষ্কর। এইহেতু আল্লাহ্‌তায়ালা শোকর গোজারী করিতেছি এবং ইহা তাঁহার অনুগ্রহ বলিয়া জানিতেছি। সুসংবাদ-দাতা, ভীতি প্রদর্শক নবী (ছঃ)-এর অছিলায় সর্বশক্তিমান পবিত্র বাদশাহ আল্লাহ্‌তায়ালা নিকট এই গুরুত্বপূর্ণ কার্যে আধিক্য প্রার্থনীয়। আমার দুঢ় বিশ্বাস যে, ইছলামের অগ্রগণ্য ছরদারগণ এবং আলেমমণ্ডলী

প্রকাশ্যভাবে হউক বা অপ্রকাশ্যভাবেই হউক এই ধর্ম বিস্তারের চেষ্টায় আছেন এবং ইহার পূর্ণতা কামনা করিতেছেন। আমার মত নিঃসম্বল, অক্ষম ব্যক্তি এ বিষয়ে কি আর স্পর্ধা করিবে ! শুনিতে পাইলাম যে, ইছলামের বাদশাহ্ ইছলামী যোগ্যতার সৌন্দর্য্যহেতু আলেম অন্বেষণ করিতেছেন, ইহার জন্য আল্লাহুতায়ালার শোকর গোজারী করিতেছি। আপনার জানা আছে যে, ইতিপূর্বের জমানায় যে সকল অপকর্ম ঘটিয়াছিল, তাহা অসৎ আলেমগণের দুর্ভাগ্যের জন্যই হইয়াছিল। এ বিষয়ে আপনি ভালভাবে চেষ্টা করিয়া দ্বীনদার আলেম নির্বাচিত করিয়া লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইবেন। অসৎ আলেম— দ্বীনের চোর, কর্তৃত্ব ও সম্মান লাভ এবং সাধারণের নিকট খ্যাত ও সুপরিচিত হওয়াই তাহাদের আকাঙ্ক্ষা। আল্লাহুপাক ইহাদের ফেৎনা (বিনষ্ট) হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুক। হাঁ ইহাদের মধ্যে সৎ ও উৎকৃষ্ট (সুজন) যাঁহারা, তাঁহারা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, রোজহাশরে তাঁহাদের লিখার কালি শহীদগণের রক্তের সহিত পরিমাণ করা হইবে এবং ইঁহাদের কালির গুরুত্বই অধিক হইবে। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে— “নিকৃষ্ট আলেম মানবজাতীর নিকৃষ্টতম এবং উৎকৃষ্ট আলেম ইহাদের শ্রেষ্ঠতম”।

দ্বিতীয় নিবেদন এই যে, কোন কারণে মনে করিয়াছিলাম যে, লঙ্করে (সেনানিবাসে) যাইব, কিন্তু মাহে-মোবারক রমজানের জন্য দিল্লী শরীফে বিলম্ব হইল। ইনশাআল্লাহ্ মাহে-মোবারক গত হইবার পর আপনাদের খেদমতে পৌঁছিব।

ওয়াচ্ছালাম ॥

১৯৫ মকতুব

ইহাও ছদরে জাহানের নিকট শরীয়ত প্রচার এবং ইছলামের দুর্বলতার প্রতি আফছোছ করিয়া লিখিতেছেন।

আল্লাহুতায়াল্লা আপনাকে সুস্থ রাখুন এবং দীর্ঘজীবী করুন। বাদশাহগণের উপকার জগতে ব্যাপ্ত, অতএব সৃষ্টজীবের স্বভাব যে, তাহাদের যে উপকার করে তাহারা তাহাকে ভালবাসে ; প্রবাদবাক্য অনুযায়ী সকলের মন উপকারী ব্যক্তিগণের

প্রতি আকৃষ্ট। সুতরাং এই ভালবাসার সম্বন্ধে বাদশাহগণের আচার-ব্যবহার, চাল-চলন ভাল হউক বা মন্দ হউক ন্যূনাধিক্য সর্বসাধারণের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এই কারণে বলা হইয়া থাকে যে, “মানবজাতি স্বীয় বাদশাহের ধর্মাবলম্বী”। পূর্ববর্তী জমানার কার্যকলাপ ও ঘটনাবলী ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ। উপস্থিত যখন দেশের মধ্যে ইনকেলাব (বিপ্লব) ঘটিয়াছে এবং বিধর্মীদের শত্রুতা করার শক্তি কমিয়া গিয়াছে, তখন ইছলামী নায়ক বাদশাহ মজলিশের (দরবারের) সভাপতি এবং আলেমবৃন্দের একান্ত কর্তব্য যে নিজের সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া শরীয়ত প্রচারে প্রবৃত্ত হয়। প্রথমেই ইছলামের ভগ্ন স্তম্ভ (শরীয়তের কার্যপ্রণালী)গুলি দণ্ডায়মান করে ; দীর্ঘ সূত্রতা ভাল নহে। গরীব-মুছাফিরগণের মন ইহাতে বিচলিত হইতেছে, পূর্বের দুর্ঘটনাগুলি মুছলমানগণের প্রাণে জাগরিত আছে ; আল্লাহ না করুন কি জানি উহার ক্ষতিপূরণ না হয় তাহা হইলে ইছলাম দুর্বল ও দূরদেশীয় পথিকের ন্যায় হইয়া পড়িবে। যদি বাদশাহগণের ছন্নত প্রচলন করার উৎসাহ না থাকে এবং তাঁহাদের নৈকট্যধারী ব্যক্তিগণও ইহা হইতে বিরত থাকেন ও ইহকালের কয়েকদিনের জীবনকেই মূল্যবান মনে করেন, তবে ফকীর গরীব মুছলমানগণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িবে। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন।

যে রতন আজ হারায়েছি আমি

যদি ছোলেমান হারাতো তায়,

ছোলেমান, পরী, আহরামান, দেও

কাঁদিয়া ব্যাকুল হইত হয়।

ইছলামী চিহ্নসমূহের মধ্যে প্রত্যেক নগরে এক একজন কাজী (বিচারক) নিযুক্ত করার যাহা ইতিপূর্বের জমানায় মিটিয়া গিয়াছিল। ছেরহেন্দ একটি ইছলামী বড় নগর, কয়েক বৎসর ধরিয়া তথায় কাজী নাই। দোওয়া-পত্রবাহক কাজী ইউছোফ— ছেরহেন্দ নগর স্থাপিত হওয়া অবধি উহার পূর্বপুরুষগণ কাজী হইয়া আসিতেছেন। পূর্ববর্তী বাদশাহগণের প্রশংসা পত্রও ইহাদের নিকট আছে। উল্লিখিত ব্যক্তি সচ্চরিত্র ও পরহেজগার। যদি আপনি ভাল মনে করেন তবে এই বৃহত্তম কার্য ইহার হস্তে অর্পণ করিতে পারেন।

আল্লাহ-পাক আমাদিগকে ও আপনাদিগকে হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর সত্য শরীয়তের উপর কায়েম রাখুন।

১৯৬ মকতুব

মনছুর আরবের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, আমরা যে পথ চলিবার চেষ্টা করিতেছি তাহা সাত পদক্ষেপ।

আপনার অনুগ্রহ-লিপি ও মূল্যবান পত্র উৎকৃষ্ট সময়ে হস্তগত হইল। আল্লাহ তায়ালার শোকর গোজারী যে, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সাধারণ ব্যক্তিদিগকে ভুলিয়া যান নাই এবং সরদারগণ ইতরগণের সহানুভূতি হইতে পশ্চাৎপদ হন নাই। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আমাদের পক্ষ হইতে উৎকৃষ্ট পারিতোষিক প্রদান করুন।

হে মান্যবর !

বন্ধুর বিষয় যাহা আলোচিত হয়,

অতীব সুন্দর তাহা জানিবে নিশ্চয়।

আমরা যে পথ অতিক্রম করিতে উদ্যত তাহা সাত পদক্ষেপ মাত্র। দুই পদক্ষেপ আলমে আমরের (সুন্না জগতের) সহিত সম্বন্ধিত। সাধক আলমে আমরে যখন প্রথম পদক্ষেপ করে তখন 'তাজাল্লীয়ে আফ্যালীর' বা আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় কার্যাবলীর প্রতিবিম্ব প্রকাশ পায় এবং দ্বিতীয় পদক্ষেপ তাঁহার ছেফাতের বা গুণাবলীর প্রতিবিম্ব আবির্ভূত হয়। তৎপর তৃতীয় পদক্ষেপ আল্লাহ তায়ালার জাতের তাজাল্লী (প্রতিবিম্ব) সাধকের উপর পতিত হয়। এইভাবে পর পর তারতম্যানুযায়ী আরোহণ করিতে থাকে। যথা, উক্ত তাজাল্লী প্রাপ্তগণের প্রতি অবিদিত নাই। এই সমুদয়ই ছাইয়েদুল আউয়ালিন ওয়াল আখেরীন (ছঃ)-এর অনুসরণের প্রতি নির্ভর করে। যাহারা বলিয়া থাকেন যে, এই পথ দুই পদক্ষেপ— তাহারা আলমে খল্ক এবং আলমে আমরকে সংক্ষেপে দুই পদক্ষেপ ধরিয়া থাকেন; তালেবগণের চক্ষে সহজ করিয়া দেখাইবার জন্য তাহারা এইরূপ করেন।

উক্ত সাত পদক্ষেপের প্রত্যেক পদেই সাধক নিজ হইতে দূরবর্তী ও আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী হইতে থাকে। যখন এই পদক্ষেপসমূহ অতিক্রান্ত হয় তখন পূর্ণ

‘ফানা’ যদ্বারা পূর্ণ ‘বাকা’ লাভ হয় তাহা হইয়া যায়। এই ‘ফানা’ ও ‘বাকা’ কর্তৃক বিশিষ্ট ‘বেলায়েতে মোহাম্মদী’ বা হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর নৈকট্য লাভ হইয়া থাকে।

ইহাই সৌভাগ্য, আছে কার যে ললাটে
(আল্লাই জানেন তাহা বলি অকপটে)

আমাদের মত অমনস্কামী ফকীরদিগের এরূপ বাক্যের সহিত কি আর সম্বন্ধ।
এই মাত্র যে, পূর্ণতা-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সুমিষ্ট বারির দুই, এক বিন্দু লইয়া স্বীয়
রসনা, তালু আস্বাদ-পূর্ণ ও তৃপ্ত রাখি।

যদিও পাইনি ‘সকর’ (চিনি) নামটি তাহার
চিহ্নায় ‘জহর’ হতে উৎকৃষ্ট আমার।

যদিও আকাশ আরশের চেয়ে

দেখিতে অতীব নিম্নতর

মৃত্তিকার সহিত তুলনা করিয়া

দেখিলে হইবে উচ্চতর।

ওয়াচ্ছালামো আউয়ালান ওয়া আখেরান

১৯৭ মকতুব

পাহলোয়ান মাহমুদের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে,
সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যাহার অন্তর পার্থিব বস্তু হইতে শীতল হইয়াছে এবং আল্লাহ
তায়ালার মহব্বতে— প্রেমে উষ্ণ আছে।

আল্লাহপাক আপনাকে শরীয়তের উপর দণ্ডায়মান রাখুন। সৌভাগ্যবান ঐ
ব্যক্তি যাহার অন্তঃকরণ পার্থিব মহব্বত হইতে শীতল এবং আল্লাহতায়ালার
মহব্বতে উত্তপ্ত। দুন্ইয়ার মহব্বত যাবতীয় গোনাহের মূল এবং উহা পরিত্যাগ করা
যাবতীয় এবাদতের শীর্ষস্থানীয়। যেহেতু দুন্ইয়া আল্লাহতায়ালার অভিশপ্ত ও উহাকে
সৃষ্টি করা অবধি উহার প্রতি তিনি (সু) দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই। দুন্ইয়া এবং
দুন্ইয়াদার বিতাড়ন ও অভিশাপের কলঙ্কে কলঙ্কিত। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে,

“দুন্ইয়া এবং তাহাতে যাহা কিছু আছে (আল্লাহর জেকের ভিন্ন) সবই অভিশপ্ত”। জেকেরকারীগণ বরং তাঁহাদের প্রত্যেক অনু-পরমাণু যখন আল্লাহের জেকেরে পরিপূর্ণ তখন তাঁহারা উক্ত রূপ শাসনের বহির্ভূত এবং দুন্ইয়াদারের অন্তর্ভুক্ত নহেন। কেননা দুন্ইয়া ঐ বস্তু যাহা অন্তঃকরণকে আল্লাহ হইতে বিরত এবং অন্যের সহিত লিপ্ত রাখে, তাহা ধন সম্পদ হউক অথবা আসবাবপত্রই হউক কিংবা মান সম্মান, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদিই হউক বা লজ্জা-শরমই (অভিমানাদিই) হউক না কেন। “যে ব্যক্তি আমার জেকের হইতে বিমুখ তাহার দিক হইতে আপনি মুখ ফিরিয়া লউন”। কোরআনের অকাট্য বাণী। যাহাই দুন্ইয়ার অন্তর্ভুক্ত তাহাই প্রাণের বিপদ, দুন্ইয়াদারগণ ইহকালে সদাসর্বদাই বিশৃঙ্খলায় পতিত ও চিন্তিত এবং পরকালে শরমেন্দা, লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইবে। দুন্ইয়া পরিত্যাগের প্রকৃত অর্থ— উহার মধ্যে লিপ্ত না হওয়া এবং উহাকে আকাঙ্ক্ষা না করা, আকাঙ্ক্ষা তখনই থাকিবেনা যখন উহার অবস্থান ও তিরোধান সমতুল্য হইবে। ইহা স্থিরচিত্ত বোজর্গগণের সংসর্গ ব্যতীত অর্জন হওয়া দুষ্কর। যদি ইহাদের সংসর্গ লাভ হয় তবে তাহা যথেষ্ট মনে করিয়া নিজেকে পূর্ণরূপে ইহাদের হস্তে সমর্পণ করা কর্তব্য।

মিঞা শায়েখ মোজাম্মেলের সংসর্গ যদিও আপনার জন্য গনিমত— যথেষ্ট এরূপ ব্যক্তি দুস্ত্রাপ্য বরং স্পর্শমণি হইতেও দুর্লভ, কিন্তু দয়ালু ব্যক্তিগণের কার্য্য ‘ইচ্ছার’ অর্থাৎ নিজের আবশ্যকের পূর্বে অন্যের আবশ্যক পূর্ণ করা। অতএব কয়েকদিনের জন্য তাঁহাকে বিদায় দিলে ভাল হইত ; কার্য্য শেষ করিয়া আল্লাহ চাহে তিনি ফিরিয়া যাইতেন। অনুপস্থিত থাকিয়াও যদি আপনি ‘এখলাছ’ বা খাঁটি মহব্বত রাখেন তাহাতেও উপস্থিত থাকার তুল্য কাজ হইবে।

আল্লাহপাক আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অনুসরণের প্রতি কায়েম (দণ্ডায়মান) রাখুন। ওয়াচ্ছালাম ওয়াল একরাম ॥

১৯৮ মকতুব

খান খানানের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, এই জমানার ধনীদিগের সহিত ফকীরগণের বন্ধুত্ব অতীব দুষ্কর।

হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) এবং তাঁহার বংশধরগণের অছিলায় ফুতুহাতে মক্কিয়া ফুতুহাতে মাদানিয়ার কুঞ্জিকা স্বরূপ (অর্থাৎ আপনার বাহ্যিক শান্তি আভ্যন্তরিন শান্তির কারণ) হউক। আপনার অনুগ্রহ লিপি, যাহা এ ফকীরের নামে লিখিয়াছেন তাহা প্রাপ্ত হওয়া মহব্বতের আধিক্যের কারণ হইল ; আপনার জন্য সুসংবাদ আরও সুসংবাদ।

হে মান্যবর, এযুগে ঐশ্বর্য্যশালীদের সহিত ফকীরগণের বন্ধুত্ব করা বিশেষ কঠিন। যদি ফকীরগণ বাক্য ও লেখনীদ্বারা নম্রতা ও ভদ্রতা প্রকাশ করেন যাহা তাঁহাদের স্বভাবজাত, তবে ইতর প্রাণ ব্যক্তিগণ সন্দেহ করিয়া তাঁহাদিগকে লোভী ও মুখাপেক্ষী ধারণা করতঃ নিজের ইহ-পরকাল বিনষ্ট করে এবং তাঁহাদের কামালাতাদি হইতে বঞ্চিত হয়। যদি তাঁহারা বেপরোয়ায়ী (অপেক্ষা রহিত হওয়া) প্রকাশ করেন তবে ইতর ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে নিজের মত দুশ্চরিত্র ও অহংকারী ধারণা করে। তাহারা জানেনা যে অন্যের মুখাপেক্ষী না হওয়া ফকীরির স্বভাবজাত। দুই বিপরীত বস্তু যেন তাহাদের মধ্যে একত্রিত হইয়াছে এবং উহা (একত্রিত হওয়া) যে অসম্ভব তাহা বিনষ্ট করিয়াছে।

আবু ছাঈদ খাররাজ বলিয়াছেন যে, বিপরীত বস্তুর সঙ্গিভূতির দ্বারাই আমি আল্লাহুতায়ালার পরিচয় লাভ করিয়াছি। যদিও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহা স্বীকার করিবেনা এবং ইহা অসম্ভব ধারণা করিবে তথাপি তাহাতে আমার কোনই চিন্তার কারণ নাই। যেহেতু বেলায়েত বা আল্লাহ্র নৈকট্য-পথের রীতিনীতি জ্ঞানের নীতির বিপরীত। অবশিষ্ট বিষয় মীর এবং মওলানা বিস্তৃতভাবে নিবেদন করিবেন।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে তাহার প্রতি ছালাম ॥

১৯৯ মকতুব

মোল্লা আমিন কাবুলীর নিকট লিখিতেছেন। আপনার প্রেরিত পত্র যাহাতে অতিরিক্ত মহব্বত ও এখলাছ এবং বিশিষ্ট ভালবাসার আভাষ ছিল, তাহা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইলাম। আল্লাহুতায়ালার আপনাকে সুস্থ রাখুন। আপনি দৈনিক পাঠের জন্য অজিফা চাহিয়াছিলেন বলিয়া সরলচিত্ত ভ্রাতঃ মওলানা মোহাম্মদ ছিদ্দিককে

পাঠান হইল। তিনি যেন এই তরীকার জেকেরে আপনাকে মশগুল রাখেন এবং তিনি যাহা আদেশ করিবেন তাহা প্রতিপালন করিতে আশ্রয় চেষ্টা করিবেন ; আশা করি তাহা হইতে সুফল ফলিবে। শুধু লেখার দ্বারাই কার্য্য সমাধা হয়না, সাক্ষাতের আবশ্যক বলিয়া মওলানা ছিদ্দিককে কষ্ট দিতে বাধ্য হইলাম। ওয়াছালাম ॥

২০০ মকতুব

মোল্লা শকেবী ইম্পাহানীর নিকট নাফাহাত নামক পুস্তকের একটি জটিল ‘এবারতের’ (বাক্যের) সমাধানে লিখিতেছেন।

আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন ওয়াছ-ছালাতো ওয়াছালামো আলা ছাইয়েদিল মোরছালিন ওয়া আলা আলেহীত্তাহেরীণ আজমাদীন। নাফাহাত পুস্তকের এবারত যাহাতে কিছু জটিলতা ছিল, আপনি বলিয়াছিলেন যে, তাহার কিছু বর্ণনা করা দরকার। এইহেতু কিছু লিখিতে সাহস করিতেছি।

মাখদুমা মোকাররমা (হে মান্যবর) আয়নুল কোজাত হামদানী ঐ সকল লোকের কথা বলিতেছেন, “যাহারা পথ প্রদর্শক ব্যতীত অচলিত পথে চলে, তাহাদের মধ্যে যাহারা স্বীয় অবস্থায় পরাজিত ও মত্ত তাহাদের পরাজিত হওয়া ও মত্ততাই তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে এবং যাহারা জ্ঞানসম্পন্ন ছিল তাহাদের মস্তক ছেদন করা হইয়াছে”।

অবশ্য আল্লাহুতায়ালাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। চলিত পথের অর্থ ছলুক এবং সর্বজনবিদিত দশ-মাকাম পর পর বিস্তৃতভাবে অতিক্রম করা। এ তরীকায় কল্ব বিগুদ করার পূর্বেই নফছকে পবিত্র করিতে হয় এবং ‘এনাবত’ বা প্রত্যাবর্তন পথ প্রাপ্তির জন্য শর্ত। অচলিত পথ অর্থাৎ ‘জজ্বা’ (আকর্ষণ) ও মহব্বতের পথ এবং নফছের পবিত্রতার পূর্বেই কল্বের বিগুদতা সম্পাদনের পথ। ইহা ‘এজ্জতেবা’ বা নির্বাচনের পথ, ইহাতে ‘এনাবত’ বা প্রত্যাবর্তন শর্ত নহে। ইহা মহবুব বা প্রিয়ব্যক্তি এবং ‘মোরাদ’ বা মনোনীত ব্যক্তিগণের পথ। প্রথম তরীকাটি ইহার বিপরীত, ইহা ‘মোহেব’ ও মুরীদ অর্থাৎ প্রেমিক ও আল্লাহ-প্রাপ্তির ইচ্ছুকদিগের পথ। ইহাদের মধ্যে (অচলিত পথে) যাহারা জজ্বা আত্মিক আকর্ষণের আধিক্য

এবং মহব্বতের প্রাবল্য রাখিতেন, যাহাকে মগলুবী বা অবস্থার চাপ ও মত্ততা বলা হয়, তাঁহারা বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ শয়তানের প্রবঞ্চনা হইতে সুরক্ষিত ছিলেন। যদিও তাঁহাদের পথ প্রদর্শক ছিল না, তথাপি আল্লাহপাকের অনুগ্রহ তাঁহাদের সহায় থাকায় প্রকৃত উদ্দিষ্ট বস্তু আল্লাহ্‌তায়ালার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন। যাহারা সজ্ঞান ছিল অর্থাৎ যাহাদের আত্মিক আকর্ষণ শক্তিশালী এবং মহব্বতের প্রাবল্য ছিল না তাহাদের পথ প্রদর্শক না থাকা হেতু দ্বীনের শত্রু শয়তান তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়া ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। উল্লিখিত মগলুবী হালত বা অবস্থার চাপ বিশিষ্টগণের মধ্যে দুই তুরক্‌মান ছিলেন। হোসায়েন কাচ্ছাব তাহাদের সহিত ইশারা ইঙ্গিতে বলিলেন যে, “আমরা এক কাফেলার মধ্যে যাইতেছিলাম, হঠাৎ দুই তুরক্‌মান (অশ্বারোহী) উক্ত কাফেলা হইতে বাহির হইয়া অচলিত পথ ধরিল, ইত্যাদি.... অর্থাৎ যে পথে উক্ত কাফেলা চলিতেছিল সেই পথই ছলুকের পথ, যাহাতে প্রচলিত দশ মাকাম ধারাবাহিক ভাবে শ্রেণীমত ও বিস্তৃতভাবে অতিক্রম করা হয়। অধিকাংশ মাশায়েখ বিশেষত পূর্ববর্তী জমানায় এই পথেই স্থায়ী মতলবে (উদ্দিষ্টস্থলে) উপনীত হইয়াছেন।

অচলিত পথ, যাহা উক্ত তুরক্‌মানদ্বয় লইলেন এবং হোসায়েন কাচ্ছাব ঐ পথে উহাদের অনুসরণ করিল তাহাই ‘জজ্বা’ ও মহব্বতের পথ, যাহা উক্ত প্রচলিত ছলুকের পথ হইতে অধিক নিকটবর্তী। এই পথের প্রারম্ভে লজ্জত এবং শান্তি উপলব্ধি হয়, যাহার জন্য ইন্দ্রিয় হইতে অদৃশ্য হয় ও অনুভূতির ব্যাঘাত জন্মে এবং বিস্মৃতি ঘটে, ইহাকেই রাত্রি বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। যখন সৃষ্ট পদার্থের এই বিস্মৃতি আল্লাহ্‌তায়ালার হুজুরী ও অনুভূতির কারণ, তখন ইহাকে চন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই মাকামের বিস্তৃত বর্ণনা আবশ্যিক, মনোযোগের সহিত শুনুন।

দেহের পরিচালক আত্মা এবং শরীরের মুরব্বী (অধ্যক্ষ) কল্ব বা অন্তঃকরণ। শরীরিক শক্তি আত্মা হইতে গৃহীত এবং দৈহিক ইন্দ্রিয়সমূহ কল্বের নূর হইতে উৎপন্ন। অতএব কল্ব এবং রুহ বা আত্মা যখন আল্লাহ্‌তায়ালার জাতপাকের দিকে লক্ষ্য করে, যাহা জজ্বার পথে একান্ত আবশ্যিক তখন প্রারম্ভে অপূর্ণতা হেতু তাহার দেহের পরিচালনা কার্যে ব্যাঘাত জন্মে, যাহার জন্য ইন্দ্রিয়সমূহ শিথিল হয় এবং জ্ঞানের ভ্রান্তি আসিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অলস হইয়া মৃত্তিকায় ঘুমাইয়া পড়ে। শায়েখ

মুহিউদ্দীন এবনে আরাবী (কোঃ) ফুতুহাতে মাফ্ফিয়ার মধ্যে এই অবস্থাকে ‘ছামায়ে রুহী’ বা আত্মার নৃত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং যে, ‘ছামা’ বা নৃত্যের মধ্যে লক্ষ-বাম্প ও পর্য্যায় বিশিষ্ট গতি বিধি থাকে, তাহাকে ‘ছামায়ে তব্বী’ বা স্বাভাবিক নৃত্য বলা হয়, উহাকে তাকিদেব সহিত নিষেধ করিয়াছেন। অতএব প্রমাণিত হইল যে, বাহ্যিক লুপ্ততা আভ্যন্তরীণ সংজ্ঞার কারণ এবং শারীরিক বিস্মৃতি আধ্যাত্মিক অনুভূতির মূল। ইহাকে চন্দ্র বলিয়া ব্যক্ত করাই শ্রেয়ঃ। আসল বিষয়ের দিকে মনোযোগী হই।

জানা আবশ্যক যে, কৃষ্ণ মেঘের মধ্যে চন্দ্রের গুপ্ত হওয়ার অর্থ দৈহিক রিপুসমূহের প্রকাশ পাওয়া, যাহার অন্তরালহেতু প্রারম্ভকারীগণ আল্লাহুতায়ালার হুজুরী বা বিকাশ এবং চৈতন্য লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ অন্তরাল মধ্য অবস্থার পূর্ব পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। মধ্যাবস্থায় উপনীত ব্যক্তিগণের লুপ্ততা আসে না; অবশ্য কিঞ্চিৎ গুপ্ততা ব্যতীতও নহে ; এই কারণে বোধ হয় বলিয়াছেন যে, “যখন অর্ধ রাত্রি হইল, তখন দ্বিতীয়বার আবার চন্দ্র মেঘের আড়াল হইতে বাহির হইল এবং উক্ত বীরপুরুষদ্বয়ের পদচিহ্ন পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম”। কেননা ‘বহুত’ বা আত্মিক প্রসরণের অবস্থা যাহা আল্লাহুতায়ালার হুজুরী বা বিকাশের অবস্থা তখন পথ সমুজ্জ্বল হয় এবং দূরত্ব অধিকভাবে অতিক্রান্ত হয়। ‘যখন ভোর হইল’ অর্থাৎ লুপ্ততা ও বিস্মৃতি চলিয়া গেল এবং হুজুরী ও চৈতন্য শক্তিশালী হইয়া সৃষ্টজীবগণের প্রতি লক্ষ্য করার সহিত একত্রিত হইল, এই হুজুরীর প্রতিই ‘সূর্য উঠিল’ বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন।

পর্ব্বতের অর্থ দৈহিক অস্তিত্ব, যাহা ইদানীং তাহার (সাধকের) প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে। কেননা এই পথে কল্বেবের ছাফাই করার পর নফ্ছের পবিত্রতা সাধিত হয়। যখন উক্ত তুরক্মানদ্বয় আকর্ষণ শক্তির প্রাবল্য ও মহব্বতের আধিক্য রাখিতেন তখন বীরত্বের সহিত মুহূর্ত মধ্যে উক্ত দৈহিক অস্তিত্ব-পর্ব্বতের শৃঙ্গে আরোহণ করিলেন এবং এক প্রকারের ‘ফানা’ লাভ করিলেন। হোছায়েন কাচ্ছাব উক্তরূপ শক্তি সম্পন্ন ছিল না বলিয়া বহু কষ্টে উক্ত পর্ব্বতারোহণ করিল ; তাহাও তুরক্মানদ্বয়ের অনুসরণ করিয়া— নতুবা উহারও মস্তক ছেদিত হইত।

সৈন্যদের ব্যুহ, অর্থাৎ আইয়ানে ছাবেতার মর্ত্বা (ধারণার বহির্জগতে বা প্রকৃত স্থানে অবস্থিত বস্তুসমূহ) যাহা যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব ও তায়াইয়ুনে

এল্মী অজুবীর (আল্লাহ্‌তায়ালার এল্মস্থিত মর্ত্বা সমূহের) সমষ্টি, যাহাকে অগণিত তাঁবু বলিয়াছেন। ‘তাহার মধ্যে একটি বড় ‘তাঁবু’ ইহাই তায়াইয়ুনে এল্মী অজুবী, যাহাকে বাদশাহী তাঁবু বলা হইয়াছে।

যখন হোছায়েন কাছাব শুনিল, ‘ইহাই বাদশাহী তাঁবু’ তখন সে, ধারণা করিল যে, বোধ হয় তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। অতএব মন্ততার বাহন যাহার সাহায্য ব্যতীত এই পথ অতিক্রম হয় না, তাহা হইতে সে অবতরণোদ্যত হইল এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মিলন লাভের চেষ্টা করিল। ‘দক্ষিণ পদ’ অর্থাৎ লতিফায়ে রুহ। যেহেতু এই অচলিত পথে কল্ব এবং রুহের পদ দ্বারাই বিচরণ করিতে হয়। এল্ম আমলের পদ দ্বারা নহে। উহা (এল্ম, আমল) চলিত পথের সহিত সম্বন্ধ রাখে। “প্রথমতঃ সে যখন মন্ততা হইতে অবতরণ করিল’ ইহার অর্থ রুহ হইতে অবতরণ করিল। দ্বিতীয়তঃ বাম পদ অর্থাৎ কল্ব, সে যখন পা রেকাব হইতে বাহির করিতেছিল তখনই তাহার কর্ণে এলহাম বা ঐশিক বিজ্ঞপ্তি আসিল যে— বাদশাহ তাঁবুর মধ্যে নাই” অবশ্য ইহাই বাস্তব। হোছায়েন কাছাবের জজ্বা বা আকর্ষণ শক্তিশালী ছিল না বলিয়া সামান্য সুসংবাদ পাইয়াই সে মন্ততার বাহন হইতে অবতরণ করিল এবং উক্ত তুরক্‌মানদ্বয়ের জজ্বা শক্তিশালী ও মহব্বত প্রবল ছিল বলিয়া তাহারা এইরূপ সামান্য সুসংবাদে প্রতারিত না হইয়া বীরত্বের সহিত উপরে উঠিল। হোছায়েন কাছাব যদি সহস্র বৎসর ধরিয়াও তথায় অপেক্ষা করে তথাপি বাদশাহকে নিশ্চয় তাঁবুর মধ্যে পাইবে না। যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালার তাহারও পরে আরও পরে।

“অশ্বারোহণ করতঃ শিকার করিতে গেল” অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব স্থল— যথা অশ্বে আরোহণ করিল এবং প্রেমিকগণের প্রাণপাখি শিকারে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপ কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গি হোছায়েন কাছাবের জ্ঞানের অনুকূল ছিল বলিয়াই যেন নিম্নে অবতরণ করতঃ তাহার সহিত এইভাবে কথাবার্তা বলা হইল, নতুবা যথায় আল্লাহ্‌তায়ালার জাত পাক তথায় অশ্বারোহণ ও শিকার করার কোনই অর্থ হয় না।

কত যে চলিল, কত যে উড়িল,

কত যে করিল অন্বেষণ ;

শূন্য হস্তে ফিরিল সকলি

পাইল না কেউ ঐ রতন।

এই ‘অশ্বারোহণ’ কথাটির অন্য আর এক অর্থ মনে জাগিতেছে, যাহা আল্লাহ্ তায়ালায় একত্ব ও উচ্চতা মাকামের অনুকূল। অবশ্য এইরূপ অর্থ গ্রহণও আল্লাহ্ তায়ালায় দরবার পাকের উপযোগী নহে, তথাপি অন্য অর্থ হইতে শ্রেয়ঃ, তাহা এই যে, ওয়াহদাত (একত্ব)— যাহা প্রথম তায়াইয়ুন (অবতরণ) এবং ওয়াহেদিয়াতের (এক হওয়ার) উপরের মর্ত্বা, তথায় উপবিষ্ট হইল। যখন উক্ত ওয়াহদাতের মর্ত্বার মধ্যে যাবতীয় এলুমস্থিত এবং নিদিষ্ট বস্তুসমূহের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন শিকার করা, যাহা জীব জন্তু ধ্বংসের কারণ তাহা উক্ত মাকামের উপযোগী জানিয়া শিকারে প্রবৃত্ত হইল— বলিয়াছেন।

শেখ মোহাম্মদ মাশুক তুছী এবং আমীর আলী আবু বাদশাহের শিকার স্থলে যাইয়া তাঁহার শিকার হইয়া গেল। কিন্তু মাশুক তুছী অগ্রগামী ও নিকটবর্তী ছিল। বাদশাহ তাঁবুতে ফিরিয়া আসিবে, এই আশায় হোসায়েন কাচ্ছাব ওয়াহেদিয়াতের তাঁবুতেই বসিয়া রহিল। ইহার ভাল-মন্দ ও প্রকৃত তত্ত্ব আল্লাহ্ তায়ালাই জানেন।

মাখদুমা মান্যবর, নক্শাবন্দীয়া বোজর্গগণ এই অচলিত পথই গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত অপ্রচলিত পথ এই বোজর্গগণের তরীকায় পরিচিত ও প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। বিশ্ববাসীগণকে এই পথে স্থায়ী আত্মিক দৃষ্টি ও ক্ষমতা দ্বারা মতলবে পৌছাইতেন। এই তরীকায় আল্লাহ্র সামীপ্য অনিবার্য। অবশ্য যদি পথ প্রদর্শক, পীরের আদব-সম্মান রক্ষা করা হয়। যেহেতু এই তরীকায় বৃদ্ধ যুবক আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভে বরাবর এবং নারীজাতি ও শিশুগণ সমতুল্য। বরং মৃত ব্যক্তিও এই দৌলত লাভের আশা রাখে। হজরত খাজা নক্শাবন্দ (কোঃ) ফরমাইয়াছেন যে, “আমি আল্লাহ্ তায়ালায় নিকট হইতে এমন এক তরীকা চাহিয়া লইয়াছি, যাহা অবশ্য আল্লাহ্ তায়ালায় সমীপে উপনীত করে”। হজরত খাজা আলাউদ্দিন আত্তার (রাঃ) যিনি নক্শাবন্দ সাহেবের প্রথম খলীফা, এতদর্থে নিম্নলিখিত ‘পদ্য’ বলিয়াছেনঃ-

না হ’ত রহস্য-পতি যদি ক্ষুণ্ণ মন,
বিশ্বের কুলুপ^১, খুলি দিতাম এখন।

টীকা ১- ১। কুলুপ = তালা।

আল্লাহুতায়াল্লা আমাদিগকে এই বোজর্গগণের তরীকার উপর কায়েম রাখুন।

ওয়াচ্ছালাম ॥

২০১ মকতুব

কুচক ইবনে হেছারীর নিকট তাহার প্রশ্নের উত্তরে লিখিতেছেন।

কুচক ইবনে হেছারী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, “যাবতীয় এল্ম দুই তিন অক্ষরের মধ্যে আছে”— ইহা বিশ্বাসযোগ্য কিনা ? তদুত্তরে বলা যাইবে যে, উক্ত ব্যক্তি হয়তো জানিয়া বা শুনিয়া কিংবা পুস্তকে দেখিয়া এইরূপ কথা বলিয়াছে— যাহা পরবর্তী বোজর্গগণ হইতে কথিত আছে। হজরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু ফরমাইয়াছেন যে, যাবতীয় এল্ম বিছ্মিল্লার ‘বা’র মধ্যেই আছে, বরং ‘বা’-এর বিন্দুটির মধ্যেই আছে। উক্ত ব্যক্তি যদি এই বাক্যের দ্বারা কাশ্ফ বা আত্মিক বিকাশের দাবী করে তবে তাহার দুই অবস্থা হইতে পারে। যদি বলে যে, তাহাকে অবগত করানো হইয়াছে যে যাবতীয় এল্ম দুই, তিন অক্ষরে সন্নিবিষ্ট, তাহা সে নিজে জানিতেও পারে নাও পারে, তবে ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে। কিন্তু যদি বলে যে, যাবতীয় এল্ম দুই, তিন অক্ষরে আমাকে জানানো হইয়াছে এবং উক্ত দুই, তিন অক্ষরের মধ্যেই আমি অবলোকন করিয়াছি, তাহা হইলে উহার দাবী মিথ্যা, উহার কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

যে ব্যক্তি সরল পথে চলে এবং হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অনুসরণ করে তাহার প্রতি ছালাম।

২০২ মকতুব

মিজ্জা ফতহুল্লাহ নিকট ঐ সকল ব্যক্তির অবস্থার প্রতি আক্ষেপ করিয়া লিখিতেছেন, যাহারা এই তরীকায় দাখেল হইয়া বিনা কারণে ইহাদের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে।

আল্লাহ্পাক আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে হজরত মোস্তফা (ছঃ)-এর পছন্দনীয় সুদৃঢ় তরীকার উপর কায়েম রাখুন।

একদিন নক্শাবন্দী বোজর্গগণের ‘গায়রাত’ বা ক্রোধের বিষয় আলোচিত হইতেছিল। তাহার মধ্যে ঐ সকল ব্যক্তির বিষয় আলোচনা হইতেছিল, যাহারা এই তরীকার শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে, কিম্বা ইহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং ইহারাও তাহাদিগকে কবুল করিয়া লইয়াছেন। তৎপর তাহারা বিনা কারণে ইহাদের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া স্থায়ী ধারণায় অন্যের ‘দামান’ (অঞ্চল) ধরিয়াছে, তন্মধ্যে আপনার এবং কাজী ছানামের নাম উল্লেখ হইয়াছিল! আমার মনে হয় না যে, এই আলোচনা এক দণ্ডের অধিক কাল চলিয়াছে; তাহাও কোন উপলক্ষে। আল্লাহ না করুন, তৎপর এ ফকীর কোন মুছলমানের বিপদ কামনা করিয়াছে কিম্বা কাহারও প্রতি শত্রুতা পোষণ করিয়াছে, আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকিবেন।

আপনি হয়ত অবগত আছেন যে, আমাদের তরীকা ‘দাওয়াতে আছমা’ বা আল্লাহ্‌তায়ালার কোন নামের আমল করার তরীকা নহে। ইহারা নামধারীর মধ্যে বিলীন হওয়াই মনোনীত করিয়াছেন, প্রথম হইতেই এক জাতের প্রতি ইহাদের লক্ষ্য। ‘নাম’ অথবা ‘গুণ’ হইতে আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাত ব্যতীত ইহারা অন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না। অতএব অন্যান্য তরীকার শেষ ইহাদের প্রারম্ভেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

অনুমান কর দেখি বাগিচা আমার,

বসন্তে হ’বে যে কত সুন্দর বাহার।

উপস্থিত যখন উক্ত আলোচনা একাধিক ব্যক্তির বর্ণনাহেতু অন্যান্যরূপ ধারণ করিয়াছে এবং তথা হইতে নানারূপ সন্দেহ উৎপত্তি হইব কারণ হইয়াছে, তখন দুই এক কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম। আপনার বন্ধুত্ব থাকা না থাকার মধ্যে আমার কোন আসে যায় না; আপনার হিত কামনাই আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু প্রবাদ আছে— “যে ব্যক্তি নিজের অনিষ্টে সন্তুষ্ট থাকে সে অনুগ্রহের পাত্র নহে”। আপনি সঠিক জানিবেন যে, এ ফকীর আপনার অনিষ্ট কামনা করে নাই এবং আল্লাহ চাহে করিতেও পারে না। দরবেশদিগের ‘গায়রাত’ বা ক্রোধ সম্বন্ধে

আলোচনা হইতেছিল এবং কোন এক উপলক্ষে তাহা আলোচিত হইয়াছিল, আপনি মনে কষ্ট লইবেন না। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি নিজেকে হজরত ছিদ্দীক (রাঃ) হইতে শ্রেষ্ঠ জানে তাহার দুই অবস্থা ব্যতীত উপায় নাই। হয়তো সে খাঁটি বেদ্বীন নতুবা নিরেট মূর্থ।

কয়েক বৎসর পূর্বে ছন্নত জামাত মতাবলম্বীগণ যে— উদ্ধার প্রাপ্ত দল, তাহার বর্ণনায় আপনার নিকট আমি একখানা পত্র দিয়াছিলাম। আশ্চর্য্যের কথা যে, উহা দেখার পরও আপনি এইরূপ আলোচনা যায়েজ রাখেন। যদি কোন ব্যক্তি হজরত আলী (রাঃ)-কে হজরত ছিদ্দীক (রাঃ) হইতে উৎকৃষ্ট বলে তবে আহলে ছন্নত জামাতের গণ্ডি হইতে সে বাহির হইয়া যাইবে ; এখন নিজেকে উৎকৃষ্ট বলিলে যে কিরূপ হইবে তাহা ভাবিয়া দেখুন। তদুপরি বোজর্গগণের নির্দ্ধারিত বাক্য যে, “যে সাধক নিজেকে খুজলিয়ুক্ত কুকুর হইতে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করে, সে এই বোজর্গগণের আধ্যাত্মিক পূর্ণতাসমূহ হইতে বঞ্চিত”। পয়গাম্বর (আঃ)-গণের পরে হজরত ছিদ্দীক (রাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ, এই বাক্যের উপর পূর্ববর্তী এমামগণ (ধর্ম্মীয় পণ্ডিতগণ) একমত হইয়াছেন। এই এজমা বা একতাকে যে ভঙ্গ করিতে চায় সে নিতান্ত নিব্বোধ। এ ফকীর স্বীয় পুস্তকাদিতে লিখিয়াছে যে, হজরত হামযা (রাঃ)-কে যে অহশী নামক ব্যক্তি শহীদ করিয়াছিল সে ঈমানের সহিত একবার মাত্র হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর সংসর্গ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি তাবেয়ী-শ্রেষ্ঠ ওয়ায়েছ কার্নী (রাঃ) হইতে শ্রেষ্ঠ। অতএব উক্ত প্রকারের ব্যক্তির প্রতি এরূপ ধারণা করা বিচক্ষণ জ্ঞানের কার্য্য নহে। যে বর্ণনা দ্বারা লোকে ইহা সন্দেহ করিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত ও প্রকৃত তত্ত্ব আবিষ্কার করা আবশ্যিক। হিংসুকদিগের কথা সমর্থন করিয়া চলা উচিত নহে। ইহা সত্ত্বেও মাশায়েখগণ মত্ততার প্রাবল্যে অনেক কিছু অনুপযুক্ত কথা বলিয়া থাকেন। যথা— শায়খ বোস্তামী বলিয়াছেন যে “আমার পতাকা মোহাম্মদ (ছঃ)-এর পতাকা হইতে উচ্চ”। ইহার দ্বারা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলা যাইবে না, তাহা হইলে বেদ্বীন হইবে। এ ফকীরের কোন বর্ণনায় এ প্রকারের কোন ইঙ্গিত নাই— নিশ্চয় নাই। ওয়াছালাম ॥

২০৩ মকুতব

মোল্লা হোছাইনের নিকট এই তরীকার বোজর্গগণের মহব্বতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিয়া লিখিতেছেন।

আল্লাহ্পাক আপনার যাবতীয় অবস্থা সুন্দর করুক এবং আপনার যাবতীয় আমল উদ্দেশ্য দোরস্ত করুক ! আপনার পত্রে ফকীরগণের মহব্বতের ইঙ্গিত ছিল, তাহা পাইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। আল্লাহ্পাক এই উচ্চ দলের মহব্বত দৈনন্দিন বৃদ্ধি করিতে থাকুক এবং ইহাদের স্মরণাপন্ন হওয়া জীবনের সম্বল করুক। “যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহারই সঙ্গে”— হাদীছের নির্দেশানুযায়ী ইহাদের প্রেমিকগণ ইহাদের সঙ্গেই আছেন এবং ইঁহারা ঐ দল যাঁহাদের সঙ্গীগণ দূরদৃষ্টতা হইতে সুরক্ষিত। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে, “আল্লাহুতায়ালার এক দল ফেরেশতা আছেন যাঁহারা আমল লেখক ফেরেশতা নহেন। তাঁহারা পথে পথে ঘুরিয়া জেকেরকারীদের অব্বেষণ করিতে থাকেন। তৎপর যখন জেকেরকারী-দল প্রাপ্ত হন তখন তাঁহারা পরস্পরকে ডাকিতে থাকেন যে, “তোমরা স্বীয় উদ্দেশ্যের দিকে ধাবমান হও” ! তখন তাঁহারা উহাদিগকে (জেকেরকারীদিগকে) স্বীয় পক্ষসমূহ দ্বারা বেষ্টিত করিয়া লন এবং এত অধিক হয় যে, আছমান পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছে। তৎপর (তথা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর) আল্লাহুতায়ালার স্বীয় বান্দাগণের অবস্থা অধিকতর অবগত থাকা সত্ত্বেও ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞাসা করেন যে, “তোমরা আমার বান্দাগণকে কি অবস্থায় দেখিলে ? তদুত্তরে ফেরেশতাগণ বলেন যে, “তাহারা তোমার প্রশংসা করিতেছে এবং তোমাকে উচ্চ বলিয়া স্মরণ করিতেছে ও যাবতীয় ক্ষয়-ক্ষতি-কুৎসা হইতে তোমাকে পবিত্র করিতেছে। তখন আল্লাহ্পাক বলেন যে, তাহারা কি আমাকে দেখিয়াছে ? তাঁহারা বলেন ‘না দেখে নাই’। তখন আল্লাহ্পাক বলেন— “যদি দেখিত তবে কিরূপ করিত”। ফেরেশতাগণ বলেন, “আরও অধিক প্রশংসা করিত এবং আরও অধিক পবিত্রতা ও উচ্চতা বর্ণনা করিত”। তৎপর আল্লাহ্পাক ফরমান, “তাহারা আমার নিকট কি চাহিতেছে”। তাঁহারা বলেন— “বেহেশ্ত চাহিতেছে”— আল্লাহ্পাক বলেন— “তাহারা বেহেশ্ত দেখিয়াছে” ?

উত্তর দেন— ‘না, দেখে নাই’। তখন বলেন— ‘যদি দেখিত তবে কিরূপ করিত ? তাঁহারা বলেন— “আরও অধিক আকাজ্জা করিত এবং আরও অধিক লোভ করিত”। তৎপর ফেরেশ্তাগণ বলেন— “হে আল্লাহ্ উহারা তোমার দোষকে ভয় করিতেছে এবং তাহা হইতে তোমার আশ্রয় চাহিতেছে”। আল্লাহ্‌তায়াল্লা বলেন— “তাহারা কি দোষ দেখিয়াছে” ? তাঁহারা বলেন— ‘না দেখে নাই’। তিনি বলেন— ‘যদি দেখিত তবে কিরূপ হইত’ ? তদুত্তরে বলেন— “যদি দেখিত তবে আরও অধিক আশ্রয় চাহিত এবং উহা হইতে পলায়নের পথ লইত”। তৎপর আল্লাহ্‌তায়াল্লা ফেরেশ্তাগণকে বলেন— “আমি তোমাদিগকে সাক্ষী রাখিতেছি যে, তাহাদের সকলকেই আমি ক্ষমা করিলাম”। তখন ফেরেশ্তাগণ বলেন যে, হে আল্লাহ্ ঐ জেকেরকারীদিগের মজলিশে ঐ এক ব্যক্তি জেকের করার উদ্দেশ্যে আসে নাই, কোন পার্থিব উদ্দেশ্যের জন্যই আসিয়াছিল ; (অর্থাৎ সে কিরূপে ক্ষমা পায়) তখন আল্লাহ্‌পাক ফরমাইলেন যে, “ইহারা উপবেশনকারী” অর্থাৎ আমার সহিত উপবেশনকারী। ‘যে ব্যক্তি আমার স্মরণ করে আমি তাহার সঙ্গে উপবিষ্ট’— এই বাক্যানুযায়ী ইহাদের সহিত উপবেশনকারী বদবখ্ত হয় না। সুতরাং এই হাদীছ এবং পূর্ববর্তী হাদীছ— “যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহারই সঙ্গে”— উভয় হাদীছানুযায়ী প্রমানিত হইতেছে যে, এই বোজর্গগণের সহিত যাহারা মহব্বত রাখেন তাহারা ইহাদের সঙ্গে এবং যাহারা ইহাদের সঙ্গে, তাহারা কখনও বদবখ্ত হয় না।

আল্লাহ্‌পাক উম্মী হাশিমী নবী (ছঃ)-এর তোফায়েলে আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে ইহাদের মহব্বতের উপর সুদৃঢ় রাখুন। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি দরুদ ও ছালাম, যখন জেকেরকারীগণ আল্লাহর জেকের করিতে থাকে এবং যখন গাফলতকারীগণ তাঁহার জেকের হইতে বিরত থাকে সেই সকল সময় উক্ত দরুদ ও ছালাম বর্ষিত হইতে থাকুক।

আপনি মিয়া শায়েখ এলাহদাদের পত্রে যে অবস্থা লিখিয়াছেন এইরূপ নাস্তির বিকাশ এবং হারাইয়া যাওয়া অবস্থা সাধকদিগের অনেক সময় দেখা দিয়া থাকে। লক্ষ্য উচ্চ রাখিবেন, যাহাই হস্তগত হয় তাহাই পাইয়া যথেষ্ট মনে করিবেন না।

ঐ মনোরম বন্ধু আমার,
কোনই রং যে নাইকো তাঁর
রং দেখিয়া তুমি কদাচিৎ
হইওনা কো ক্ষান্ত আর !

এই বোজর্গগণের সংসর্গ আবশ্যকীয় কার্যের অন্তর্ভুক্ত কার্য, আল্লাহ্‌পাক যেন
ইহাদের সংসর্গে নিষ্কিণ্ট করেন।

মাতালগণের পার্শ্বে ঘোর
মদ না পেলে গন্ধ পাবে,
গন্ধও তার নাই বা পেলে
দর্শনে তাই মুগ্ধ হবে।

আপনি পীর কেবলা হজরত খাজা আব্দুল বাকী (কোঃ)-এর নিকট হইতে যে
তরীকা গ্রহণ করিয়াছেন, সেইভাবে— ‘আল্লাহ্’ নাম পাক প্রকার বিহীন ধারণা
করতঃ কল্‌বের প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হইয়া কল্‌বে (অন্তঃকরণে) পরিচালিত করিতে
থাকিবেন, তাঁহাকে হাজের নাজের অর্থাৎ উপস্থিত এবং দর্শনকারী ধারণা করিবেন
না বরং কোন গুণেরই খেয়াল (চিন্তা) করিবেন না। ঐ পবিত্র এছম্ আত্মীক লক্ষ্য
করার পর সর্বদা অন্তঃকরণে জাগরিত রাখিবেন।

কতিপয় আবশ্যকীয় বিষয়ের জন্য উপস্থিত এবং সাক্ষাতের আবশ্যক। যদি
সাক্ষাত হয় তবে উহা আলোচনা করা হইবে। সাক্ষাত না হওয়া পর্যন্ত যে সকল
নূতন অবস্থা দেখা দেয় তাহা লিখিতে থাকিবেন, তবেই গায়েবানা তাওয়াজ্জোহ
(অনুপস্থিত থাকিয়া বা দূর হইতে সাধকের প্রতি লক্ষ্য)-এর কারণ হইবে।

ওয়াচ্ছালাম ॥

২০৪ মকতুব

মীর মোহাম্মদ নো’মান বদখশীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে,
দুশমনের দুর্গামের কারণে মনঃকষ্ট লওয়া উচিত নহে; নিজের কার্যে লিপ্ত থাকা
উচিত।

জনাব মীর মোহাম্মদ নো'মান ! (পরকালে) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের নানারূপ কথায় মনঃকষ্ট লইবেন না। “প্রত্যেকেই স্বীয় চরিত্রানুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে” (কোরআন)। ইহার প্রতিশোধ না লওয়াই আপনার জন্য উপযুক্ত। মিথ্যা কথা দীপ্তিহীন, তাহাদের বিপরীত বাক্য সমূহই তাহাদের বাজার মন্দা করিবে। “আল্লাহ্‌পাক যাহাকে নূর প্রদান করেন নাই তাহার জন্য কোনই নূর নাই” (কোরআন)। আপনি যে কার্য্যে লিপ্ত আছেন তাহাতে মনোযোগ দিবেন এবং অন্য দিক হইতে চক্ষু বন্ধ করিয়া লইবেন। “বলো— ‘আল্লাহ্’ তৎপর তাহাদিগকে তাহাদের অনর্থক আলোচনা লইয়া খেলিতে (লিপ্ত থাকিতে) দাও” (কোরআন)।

ভ্রাতা খাজা মোহাম্মদ ছাদেক সময়মত পৌঁছিয়াছেন, তিনি আমার সহিত দশদিন এ'তেকাফ পালন করিলেন এবং অনেক নূতন নূতন ফুতুহাত ওয়ারেদাত (আল্লাহ্‌তায়ালার কৃপা দান ও আত্মিক বর্ষণ) লাভে সৌভাগ্যবান হইলেন। আল্লাহ্‌তায়ালার শোকর গোজারী যে, অবশিষ্ট দোস্তগণও শান্তির সহিত কালাতিপাত করিতেছেন এবং পর পর উন্নতির পথে চলিতেছেন। “ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা প্রদান করেন। আল্লাহ্‌পাক অতি উচ্চ অনুকম্পাশীল” (কোরআন)। ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা খায়রে খাল্কিহী ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদেওঁ ওয়া আলেহী ওয়া ছাহ্বিহী ও ছাল্লামা ওয়া বারাকা আলায়হে ওয়া আলায়হেম আজমাঈন।

২০৫ মকতুব

খাজা মোহাম্মদ আশরাফ কাবুলীর নিকটে শরীয়তের অনুসরণের বিষয়ে লিখিতেছেন।

আল্লাহ্‌-পাক আপনাকে মোস্তফা (ছঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণের সৌভাগ্যে ভাগ্যবান করুন। যেহেতু ইহাই কার্য্যের মূল এবং ছিদ্দীকগণের বাসনা, ইহা ব্যতীত সবই অনর্থক-ধারণা ও মূল্যহীন চিন্তা। আল্লাহ্‌পাক ইহা হইতে আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে রক্ষা করুন।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের অনুগামী এবং নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণকারী তাহার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক।

২০৬ মকতুব

মোল্লা আবদুল গফুর সমরকন্দীর নিকট দুন্ইয়ার নিন্দা ও অপবাদ ইত্যাদির বিষয়ে লিখিতেছেন।

হে আল্লাহ্, হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর তোফায়েলে আমাদিগকে মৃত্যু জাগাইয়া দিবার পূর্বে তুমি জাগাইয়া দাও।

আপনার অনুগ্রহলিপি যাহা এই দূরবর্তী ফকীরের নামে লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রাপ্তে বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আল্লাহ্‌পাক আপনাকে আমাদের পক্ষ হইতে উৎকৃষ্ট পারিতোষিক প্রদান করুন।

ভ্রাতঃ আল্লাহ্‌পাক মানবজাতিকে ঘৃত-পক্ষ সুমিষ্ট খাদ্য, সুন্দর এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র সমূহ ব্যবহার ও খেলাধুলা ইত্যাদির সুখ-ভোগার্থে ইহজগতে আনয়ন করেন নাই। মুখাপেক্ষী, অক্ষম, ভগ্নপ্রায় ও অপদস্থ হইয়া থাকাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। ইহাই প্রকৃত বন্দেগী— অবশ্য যেরূপ ভগ্নপ্রায় ও মুখাপেক্ষী হওয়া শরীয়তের নির্দেশ। যেহেতু বাতেল সম্প্রদায়ের কাঠোর ব্রত পালন, যাহা শরীয়তের অনুকূল নহে, তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত ও অপদস্থ-অনুতপ্ত হওয়া ব্যতীত কিছুই লাভ হয় না। ছন্নত জামাতের আলেমগণের মতানুযায়ী স্বীয় বিশ্বাস ও আমল সংশোধন করতঃ শরীয়ত কর্তৃক সুসজ্জিত হওয়া উচিত। তৎপর স্বীয় অন্তঃকরণ আল্লার জেকের দ্বারা সমুজ্জ্বল রাখিবেন। শ্রেষ্ঠ তরীকা নকশাবন্দী তরীকার যে ‘ছবক’ (পাঠ) লইয়াছেন, তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে থাকিবেন। ইহাদের তরীকায় শেষের বস্ত্র প্রারম্ভেই প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং ইহাদের নেছবত বা আত্মিক সম্বন্ধ যাবতীয় নেছবত হইতে উচ্চ। ইতর

দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ইহা বিশ্বাস করুক বা না করুক, বন্ধুগণকে উৎসাহিত করাই আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বিরুদ্ধাচারীগণের কথা আলোচনার বহির্ভূত।

কাহিনী বলিয়া যেবা জানিবে ইহায়
তাহার নিকট ইহা কাহিনীর প্রায়।

মূলধন সম যেবা জানে মূল্যবান,
সেইতো পুরুষ বটে, সাহসী জোয়ান।

ফলকথা পরকালের উদ্ধার অত্যধিক জেকেরের প্রতিই নির্ভর করিয়া থাকে। “তোমরা আল্লাহর জেকের অত্যধিক কর, তবেই তোমরা উদ্ধার পাইবে” (কোরআন)। ইহার প্রমাণ স্বরূপ। অতএব অধিক জেকের করাই নির্দ্বারিত করা উচিত এবং যাহা কিছুই ইহার প্রতিবন্ধক হয়— তাহাকেই শত্রু বলিয়া জানা আবশ্যিক। ইহাই উদ্ধারের ব্যবস্থা। বাহকের প্রতি পৌছান ব্যতীত কোন কর্তব্য নাই।

জেকের করিতে থাক যাবত জীবন,
খোদার জেকেরে পূতঃ হবে তোর মন।

“সাবধান হও ! আল্লাহর জেকের দ্বারাই কল্ব (অন্তঃকরণ) সমূহ শান্তি প্রাপ্ত হয়”— আল্লাহর অকাট্য বাণী।

এই জেকের করার সুযোগ এবং ইহার উপর সুদৃঢ় থাকা আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনীয়, যেহেতু ইহাই কার্যের মূল।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের অনুগামী এবং হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণকারী তাহার প্রতি ছালাম। ‘ফরজী’ (বস্ত্র বিশেষ) যাহা উৎকৃষ্ট সময় বারবার পরিধান করা হইয়াছে তাহা প্রেরিত হইল, আপনি উহা পরিধান করিবেন। সকল বিষয়ের শেষ ফল হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর তোফায়লে উৎকৃষ্ট হউক ; তাঁহার ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি দরুদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

২০৭ মকতুব

মিজ্জা হোছামুদ্দিন আহমদের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, দৈহিক নৈকট্য আন্তরিক নৈকট্যের মধ্যে বিশেষ কার্য্যকরী হয় এবং লক্ষ্য-বাম্প ও আধ্যাত্মিক অবস্থা যে পর্য্যন্ত শরার তুলাদণ্ড দ্বারা পরিমাপ করা না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার কোনই মূল্য নাই।

আলহামদো লিল্লাহে ওয়া ছালামোন আলা এবাদিহীল-লাজি নাস্তাফা।

বহুদিন হইল আপনার এবং হজরত মখদুমজাদাগণের ও বৎস জামাল উদ্দিন হোছায়ন ও অন্যান্য স্নেহাম্পদ খাদেমদিগের বিশেষতঃ মিঞা শায়েখ এলাহদাদ এবং মিঞা শায়েখ এলাহদিয়ার কোন সুসংবাদ পাইতেছি না। দূরবর্তীগণকে ভুলিয়া যাওয়া ব্যতীত ইহার আর কোন প্রতিবন্ধক দেখি না। হাঁ, দৈহিক নৈকট্য আন্তরিক নৈকট্যের বিষয়ে বিশেষ কার্য্যকরী হইয়া থাকে। এইহেতু কোনও অলী কোন ছাহাবীর মর্ত্বায় উপনীত হইতে পারেন নাই। ‘ওয়ায়েছ করনী’ এত উচ্চ মর্ত্বাবাহারী হওয়া সত্ত্বেও হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর সাক্ষাত না পাওয়া হেতু সর্ব্বনিম্ন ছাহাবীর মর্ত্বায়ও উপনীত হইতে পারেন নাই। কোন ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ এবনে মোবারক (রাজীঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, হজরত মোআবিয়া এবং ওমর এবনে আবদুল আজিজ এই উভয়ের মধ্যে কে উৎকৃষ্ট? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, “হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অনুগমনকালে হজরত মোআবিয়ার ঘোটকের নাসারক্রে যে ধুলারশি প্রবেশ করিয়াছিল তাহাই ওমর এবনে আবদুল আজিজ হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ”।

এখাকার সকলেই সর্ব্ববিষয়ে কুশলেই আছেন। তজ্জন্য বরঞ্চ যাবতীয় নে’মতের জন্য বিশেষতঃ ইছলাম এবং হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অনুসরণ স্বরূপ নে’মতের জন্য আল্লাহুতায়ালার কৃতজ্ঞতা ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছি; যেহেতু ইহাই কার্য্যের মূল এবং ইহার প্রতিই উদ্ধার নির্ভরশীল।

ইহ পরকালের সৌভাগ্য লাভের ইহাই অবলম্বন। আল্লাহ্‌পাক হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর তোফায়লে আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে ইহার উপর কায়েম রাখুন। ইহাই কার্য্য, অন্য সব অনর্থক বটে।

ছুফীগণের বাতুল বাক্যসমূহ দ্বারা কি আর লাভ হইবে? এবং তাহাদের আত্মিক অবস্থা দ্বারা কি আর উন্নতি হইবে! তথায় (আল্লাহ্র নিকট) লক্ষ্য-ঝাম্প এবং আত্মিক অবস্থা সমূহকে শরীয়তের তুলাদণ্ডে পরিমাপ না করা পর্য্যন্ত অর্দ্ধ কপর্দক মূল্যেও গ্রহণ করা হয় না এবং কাশ্ফ-এল্‌হাম সমূহ কোরআন-হাদীছের কষ্টি পাথরে ঘর্ষণ না করা পর্য্যন্ত অর্দ্ধ যবের পরিবর্তেও পছন্দ করেন না।

ছুফীগণের তরীকার ছলুক করার উদ্দেশ্য শরীয়তের বিশ্বাস্য বস্তুসমূহের প্রতি অধিক বিশ্বাস লাভ করা, ইহাই প্রকৃত ঈমান এবং ফেকা'র হুকুমসমূহ সহজ সাধ্য হওয়া, ইহা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য নহে। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালার 'দর্শন' পরকালে হইবে বলিয়া ওয়াদা আছে। ইহজগতে নিশ্চয়ই উহা সংঘটিত নহে। ছুফীগণ যে, 'মোশাহাদা' বা আত্মিক দর্শন পাইয়া সন্তুষ্ট হন, তাহা প্রতিবিম্ব ও অনুরূপ বস্তু পাইয়া সন্তুষ্ট হওয়া মাত্র। আল্লাহ্‌-পাক তাহার পরে, আরও পরে।

আশ্চর্য্যের বিষয়—যদি তাহাদের মোশাহাদা ও তাজাল্লীসমূহের প্রকৃত বর্ণনা করি, তবে আমার ভয় হয় যে, এই পথের প্রারম্ভকারী তালেবগণের কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিবে ও তাহাদের আগ্রহ দমিয়া যাইবে এবং ইহাও ভয় করি যে, জানা সত্ত্বেও যদি না বলি তবে হক্ বাতেল বা প্রকৃত ও অপ্রকৃত বস্তুর সম্মিলন হেতু সর্বসাধারণকে সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করা যায়েজ রাখা হইবে। হে আল্লাহ্‌! তুমিই বিপর্য্যয়ে পতিত অস্থির ব্যক্তিগণের পথ প্রদর্শক। অতএব তুমি হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) যাঁহাকে 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ, তাঁহার তোফায়লে আমাকে পথ প্রদর্শন কর।

মধ্যে মধ্যে স্বীয় আত্মিক অবস্থার বিষয়ে জানাইতে থাকিবেন, তাহাতে মহব্বত বৃদ্ধির কারণ হইবে। যে ব্যক্তি হেদায়েতের অনুগামী এবং হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণকারী তাহার প্রতি ছালাম।

২০৮ মকতুব

হজরত মাখদুম্জাদা খাজা মোহাম্মদ ছাদেকের নিকট তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে লিখিতেছেন।

প্রিয় বৎস ! জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, এই তরীকার কোন কোন সাধক উর্দারোহণকালে কখনো কখনো নিজেকে পয়গাম্বর (আঃ)-গণের মাকামে প্রাপ্ত হয়, বরং কখনও মনে করে যে, উহা হইতেও উর্দে উঠিয়াছে, ইহার রহস্য কি ? অথচ ইহা সঠিক এবং আলেমগণের একতাবদ্ধ মত যে, পয়গাম্বর (আঃ)-গণই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অলী-আল্লাহ্ যাহা কিছু প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের মাধ্যমেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের অনুসরণ দ্বারাই হাঁহারা অলী-আল্লাহ্ হইয়া থাকেন।

— ইহার উত্তর এই যে, পয়গাম্বর (আঃ)-গণের উক্ত মাকামসমূহ তাঁহাদের উন্নতির শেষ মাকাম নহে, বরং তাঁহারা উহা হইতেও বহু উর্দে উঠিয়াছেন। উক্ত মাকামসমূহ আল্লাহ্‌পাকের এছম (নাম) যাহা পয়গাম্বর (আঃ)-গণের উৎপত্তিস্থান এবং আল্লাহ্‌তায়ালার জাতপাক হইতে ফয়েজ পাইবার অবলম্বন। যেহেতু নাম গুণাবলীর মধ্যস্থতা ব্যতীত সৃষ্ট জগতের সহিত তাঁহার কোনই সম্বন্ধ নাই এবং বেপরোয়ায়ী বা অপেক্ষা রহিত হওয়া ব্যতীত কোন সম্পর্কই নাই। নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্ট জগত সমূহ হইতে গণী (বেপরোয়া) আল্লাহ্‌তায়ালার বাণীই ইহার একমাত্র প্রমাণ। যখন পয়গাম্বর (আঃ)-গণ উর্দে মর্ত্বাসমূহ হইতে অবতরণ করেন এবং উপরের নূর লইয়া ফিরিয়া আসেন, তাখন এই এছমসমূহ তাঁহাদের ক্রমানুযায়ী যাঁহার যে স্থানের সহিত স্বভাবতঃ সম্বন্ধ আছে, তিনি তথায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করেন। অতএব তাঁহাদের এই

অবস্থানের পর কেহ যদি তাঁহাদিগকে অনুসন্ধান করে, তবে তাঁহাদের উক্ত এছমে প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি, যাহার লক্ষ্য আল্লাহ্ তায়ালা জাতের প্রতি, সে যখন উদ্ধারোহণ করে তখন উক্ত এছম সমূহে উপনীত হয় এবং তথা হইতে আরও উর্দ্ধে-যতদূর আল্লাহ্ তায়ালা ইচ্ছা আরোহণ করিয়া থাকে। অবশ্য উক্ত সাধক যখন অবতরণ করে এবং স্বীয় স্বাভাবিক উৎপত্তিস্থানে প্রত্যাবর্তন করে তখন তাহার উক্ত স্বাভাবিক এছম পয়গাম্বর (আঃ)-গণের এছমসমূহের মাকাম হইতে অবশ্য নিম্নতর হইবে। তখন তাঁহাদের মাকামের পার্থক্য যাহার প্রতি শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভরশীল, তাহা প্রকট হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ যাহার স্বাভাবিক মাকাম উর্দ্ধে, সে-ই শ্রেষ্ঠ হইবে ; কিন্তু এই সাধক যে পর্য্যন্ত স্বীয় এছম বা উৎপত্তিস্থানে প্রত্যাবর্তন না করে এবং নিজেকে উক্ত পয়গাম্বর (আঃ)-গণের এছম বা উৎপত্তিস্থান হইতে নিম্নতর প্রাপ্ত না হয় সে পর্য্যন্ত পয়গাম্বর (আঃ)-গণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীয় অনুভূতি ও অবস্থার দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারে না। কেবলমাত্র অন্যের অনুসরণ করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকে ; তাহার এই অবস্থা প্রাপ্তির পূর্বের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদিগকে উৎকৃষ্ট বলে বটে, কিন্তু তাহার অনুভূতি ইহা স্বীকার করে না। এই প্রকারের সাধকগণের এই অবস্থায় আল্লাহ্ তায়ালা নিকট কাঁদাকাঁটি ও অনুণয়-বিনয় করা উচিত, যেন তাহারা প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে। ইহা সাধকগণের একটি পদস্থলনের স্থান।

এই উত্তরটিকে একটি উদাহরণ দ্বারা প্রকাশ করিয়া দিতেছি—
বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন যে, ধূঁয়ার মধ্যে মৃত্তিকা এবং অগ্নির অংশ আছে। যখন উহা উপরে উঠিতে থাকে তখন মৃত্তিকার অংশ অগ্নির সাহায্যে উপরে উঠিয়া যায়, ইহা তাহার স্বীয় ক্ষমতাবলে নহে ; অন্যের সাহায্যে হইয়া থাকে। তাঁহারা আরও বলেন যে, ধূঁয়া প্রবল হইলে অগ্নির গোলক পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। অতএব তখন উক্ত মৃত্তিকার অংশ পানি এবং বায়ুর গোলক পর্য্যন্ত উপনীত হয়, যাহা স্বভাবতঃ উহা হইতে উর্দ্ধে ; বরং তাহা হইতেও

উদ্ধারোহণ করে। এস্থলে বলা যাইবে না যে, পানি ও বায়ু হইতে উক্ত মৃত্তিকার অংশগুলির স্থান উপরে, যেহেতু উহা অন্যের সাহায্যে উপরে উঠিয়াছে, নিজস্ব হিসাবে নহে। অগ্নির গোলকে উপনীত হইয়া ঐ মৃত্তিকার অংশগুলি যখন অবতরণ করিবে এবং স্থায় স্বাভাবিক স্থানে উপনীত হইবে নিশ্চয় তখন তাহার স্থান পানি বায়ুর স্থান হইতে নিম্নতর হইবে। আমাদের আলোচ্য বিষয়েও উক্ত সাধক উল্লিখিত মাকামসমূহ হইতে অন্যের সাহায্যে উর্দ্ধে উঠিয়া থাকে। তাহার উক্ত সাহায্যকারী আল্লাহুতায়ালার অতিরিক্ত মহব্বতের উষ্ণতা এবং এশকের আকর্ষণ-শক্তি। নতুবা তাহার স্বাভাবিক স্থান উক্ত মাকামসমূহ হইতে অতি নিম্নে।

যে উত্তর দেওয়া হইল তাহা শেষ স্তরে উপনীত ব্যক্তির অবস্থার অনুপাতে দেওয়া হইল। কিন্তু কেহ যদি প্রারম্ভেই এইরূপ ধারণা করে ও নিজেকে পয়গাম্বর (আঃ)-গণের মাকামে প্রাপ্ত হয়— তাহার কারণ এই যে, প্রত্যেক মাকামের প্রারম্ভে ও মধ্যবর্তী অবস্থায় প্রতিচ্ছায়া ও অনুরূপ বস্তু আছে, অতএব প্রারম্ভ ও মধ্যবর্তী অবস্থার সাধকগণ যখন উক্ত প্রতিচ্ছায়া সমূহে উপনীত হয়, তখন ধারণা করে যে, সে প্রকৃত মাকামে পৌঁছিয়াছে ; প্রতিচ্ছায়া ও প্রকৃত বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করিতে পারে না। তদ্রূপ পয়গাম্বর (আঃ)-গণের মেছাল বা অনুরূপ বস্তু যখন তাঁহাদের মাকামের প্রতিচ্ছায়ার মধ্যে প্রাপ্ত হয় তখন তাহারা ধারণা করে যে, পয়গাম্বর (আঃ)-গণের সহিত তাঁহাদের মাকামে তাহারা সমকক্ষ হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবে তাহা নহে। এস্থলে প্রতিবিশ্বকে প্রকৃত বস্তু বলিয়া সন্দেহ করা হয় মাত্র।

হে আল্লাহ্ ! ইহ-পরকালের ও পূর্ব-পরবর্তীগণের ছরদার হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর তোফায়লে আমাদিগকে প্রত্যেক বস্তুর তত্ত্ব যথাযথ ভাবে দেখাইয়া দাও এবং খেলাধুলার লিপ্ততা হইতে বিরত রাখ।

২০৯ মকতুব

মীর মোহাম্মদ নো'মান বদখশীর নিকট 'রেছালায়ে-মাবদা ওয়া মাআদ'-এর কতিপয় জটিল বর্ণনার সমাধানে যাহা তিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন তদুত্তরে লিখিতেছেন।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম— আলহামদোলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন
ওয়াচ্ছালাতো ওয়াচ্ছালামো আলা ছাইয়েদেল মোরছালীন, ওয়া
আলেহিত্তাহেরীণ ; আজ্‌মাদ্দীন।

সম্মানী ভ্রাতঃ ছাইয়েদ মীর মোহাম্মদ নো'মান ! নিশ্চিত থাকুন।
এখানকার অবস্থা সর্ববিষয়ে আল্লাহুতায়ালার প্রশংসার যোগ্য ! বিদায়ের সময়
ফোরখের গৃহে আপনি এবং ভ্রাতা মোহাম্মদ আশরাফ 'মাবদাওমাআদ'
রেছালার সেই— 'এবারতের' (বর্ণনার) অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; সময়ের
সংকীর্ণতাতে কিছুই বলিতে পারি নাই। এখন মনে হইল যে, উক্ত এবারতের
সমাধান কিছু বর্ণনা করা যাক ; যাহাতে বন্ধুগণের শান্তির কারণ হয়। উক্ত
এবারত এই,

“হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর ওফাত শরীফের সহস্রাধিক বৎসর পর
এমন এক সময় আসিবে যখন 'হকীকতে মোহাম্মদী' উদ্ধারোহণ করতঃ
'হকীকতে কা'বা'র সহিত সম্মিলিত হইবে, তখন 'হকীকতে মোহাম্মদী'
'হকীকতে আহমদী' নামে অভিহিত হইয়া আল্লাহুতায়ালার 'আহাদ' (এক)
জাতের আবির্ভাবস্থল হইবে। তৎপর উক্ত নামদ্বয় স্বীয় নামধারীর সহিত
মিলিত হইবে এবং 'হকীকতে মোহাম্মদীর' পূর্বস্থান শূন্য থাকিবে, যতদিন না
হজরত ঈছা (আঃ) অবতরন করতঃ শরীয়তে মোহাম্মদী অনুযায়ী আমল
করিবেন। যখন তিনি অবতরন করিবেন তখন 'হকীকতে ঈছাবী' স্বীয় মাকাম
হইতে উন্নতি করিয়া 'হকীকতে মোহাম্মদীর' উল্লিখিত শূন্য স্থানে অবস্থান
করিবে”।

জানা আবশ্যক যে, প্রত্যেক ব্যক্তির হকীকত বা প্রকৃত তত্ত্ব ‘তায়াইয়ুনে অজুবী’ অর্থাৎ অবশ্যস্ভাবী জাতের নির্দিষ্ট অস্তিত্ব। উক্ত ব্যক্তির তায়াইয়ুনে এমকানী বা সৃষ্ট নির্দিষ্ট অস্তিত্ব যাহার প্রতিবিম্ব। উক্ত তায়াইয়ুনে অজুবী আল্লাহ্‌তায়ালার এছম সমূহের কোন একটি এছম ; যথা— আলীম (সর্বজ্ঞ), কাদির (শক্তিশালী), মুরীদ (ইচ্ছাময়), মোতাকাল্লেম (বাক্যধারী) ইত্যাদি। আল্লাহ্‌তায়ালার এই এছম উক্ত ব্যক্তির ‘রব’ বা পালনকর্তা এবং উহার অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের আনুষঙ্গিক যাবতীয় বস্তুর প্রতি ফয়েজ’ বর্ষণকারী ; আল্লাহ্‌ তায়ালার জাতের সহিত এই এছমের বিভিন্ন মর্ত্বা আছে, যথা— ছেফাতের মর্ত্বা, যাহার অস্তিত্ব আল্লাহ্‌তায়ালার জাতের অস্তিত্ব হইতে অতিরিক্ত— তথায়ও এই এছম বা নাম প্রয়োগ হয় এবং ‘শান’ যাহা আল্লাহ্‌ তায়ালার জাতপাক হইতে ধারণায় অতিরিক্ত মাত্র, তথায়ও ইহা প্রয়োজ্য হয়। ছলুক, জজ্বার বিষয়ে যে মকতুব লিখা হইয়াছে তাহাতে ‘ছেফত’ এবং ‘শান’ এর পার্থক্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। যদি কোন সন্দেহ থাকে তবে উহা দেখিয়া লইবেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে ‘শান’ যদিও নিছক ধারণাকৃত, তথাপি উহা— তদুর্দ্ধে আরও কিছু অতিরিক্ত বস্তুর অবস্থান কামনা করে, যাহা উক্ত শানের অনুকূল ও উহার ধারণাকৃত অস্তিত্বের উৎপত্তিস্থান হয়। অতএব তথায় এই এছমেরও কিছু অংশ লব্ধ বটে। এই অতিরিক্ত বস্তুর উর্দ্ধে আরও কিছু থাকার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তাহার অনুভূতি মানবের শক্তির বহির্ভূত। এই সম্বলহীন ফকীর উহারও উর্দ্ধে এক মর্ত্বা অতিক্রম করিয়াছে, যাহার উর্দ্ধে— ধ্বংস ও বিলীন হইয়া যাওয়া ব্যতীত অন্য কিছুই নাই ; জ্ঞানী হইতেও জ্ঞানী আছে।

টীকা :- ১। ফয়েজ— বর্ষণ, আল্লাহ্‌তায়ালার জাত হইতে যাবতীয় শক্তি সুক্ষ্মতর বারি বিন্দুর ন্যায় যে— সৃষ্ট পদার্থের উপর সর্বদাই বর্ষিত হইতে থাকে, তাহাকে ছুফীগণের পরিভাষায় ‘ফয়েজ’ বলা হয়।

সুখীদের তরে সুখ, অতি সুখকর,
আশেক-দুঃখীর দুঃখ, সদা সহচর।

অলী-আল্লাহ্‌গণের পদের ন্যূনাধিক্য— এই মর্তবাসমূহ স্বীয় যোগ্যতানুযায়ী অতিক্রমের ন্যূনাধিক্যের কারণে হইয়া থাকে। আউলিয়াগণের মধ্যে প্রকৃত এছম পর্যন্ত উপনীত ব্যক্তি অতি অল্প সংখ্যক, যাঁহাদের অধিকাংশই বিস্তৃত ছয়ের-ছুলুক দ্বারা সম্ভাব্যের মর্তবা সমূহ পূর্ণভাবে অতিক্রম করিয়া উক্ত এছমের কোন প্রতিবিম্বে উপনীত হইয়া থাকেন। শুধু জজ্বা দ্বারাও উক্ত এছমে উপনীত হওয়ার ধারণা করা যায়, কিন্তু তাহা ধর্তব্য ও নির্ভরযোগ্য নহে। যাঁহারা উক্ত এছম হইতেও উন্নতি করিয়াছেন এবং উহার যাবতীয় মর্তবা অল্প-বিস্তর অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহারা আউলিয়াগণের মধ্য হইতে অতি অল্প সংখ্যক।

এখন আসল কথার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিতেছি যে, প্রত্যেক ব্যক্তির ‘হকীকত’ তাহার তায়াইয়ুনে অজুবীকে যেরূপ বলা হয়, উহার তায়াইয়ুনে এমকানীকেও তদ্রূপ বলা হইয়া থাকে।

এই মুখবন্ধ সমূহ যখন জানা গেল, তখন বলিতেছি যে, মোহাম্মদ (ছঃ) ও অন্য সকলের মত ‘আলমে খল্ক’ (স্থূল জগত) ও ‘আলমে আমর’ (সুক্ষ্ম জগত)-এর সংমিশ্রণে সৃষ্ট। তাঁহার ‘আলমে খল্ক’ এর ‘রব’ বা পালনকারী এছম, ‘শানে-আল্ আলীমো’ এবং উক্ত শানের ধারণাকৃত অস্তিত্বের উৎপত্তিস্থান যাহা তাহা তাঁহার ‘আলমে আমর’-এর পালনকারী। ইহা পূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে যে— ‘হকীকতে মোহাম্মদী’ শানে-আল-আলীমো’ এবং ‘হকীকতে আহ্মদী’ উক্ত শানের উৎপত্তিস্থান যাহা, তাহাই, ‘হকীকতে’ কা’বাও তাহাই। হজরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির পূর্বে যে তিনি (ছঃ) নবী ছিলেন “যখন আদম (আঃ) মৃত্তিকা-সলিলে ছিলেন তখনও আমি নবী ছিলাম” বাক্য দ্বারা যাহা তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা এই হকীকতে আহ্মদী অনুসারে

টীকা :- ১। আল আলীমো— যাহা আল্লাহ্‌তায়ালায় এলম বা জ্ঞান ছেফাতের মূল ও উৎপত্তিস্থল

ছিল, যাহা আলমে আমরের সহিত সম্বন্ধ রাখে। এই হিসাবে হজরত ঈছা (আঃ) যিনি আল্লাহর কলেমা এবং আলমে আমরের সহিত অধিক সম্পর্কধারী, তিনিও হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর আগমন সুসংবাদ ‘আহমদ’ নাম ধরিয়াই দিয়াছেন। যথা তিনি ফরমাইয়াছেন, “এবং আমি সুসংবাদ দাতা এক সম্মানী রছুলের, যিনি আমার পরে আগমন করিবেন তাঁহার পবিত্র নাম ‘আহমদ’। তাঁহার ইহজগতে ‘নবী’ হওয়া শুধু ‘হকীকতে মোহাম্মদী’ অনুসারে নহে, বরং উল্লিখিত হকীকতদ্বয় অনুসারে ছিল এবং তখন তাঁহার পালনকর্তা উক্ত ‘শান’ ও তাহার উৎপত্তিস্থান ছিল। এই কারণেই তাঁহার ইতি পূর্বের মর্তবা হইতে এই মর্তবার দাওয়াত বা আহ্বান পূর্ণতর হইয়াছে। যেহেতু পূর্ববর্তী মর্তবায় শুধু ‘আলমে আমর’ নিবাসীদিগের জন্য ও রুহানীদিগের শিক্ষা প্রদানার্থে ছিল এবং এই মর্তবায়— অর্থাৎ পার্থিব জগতে তাঁহার আহ্বান ‘আলমে খল্ক’ ও ‘আলমে আমর’ উভয়ের প্রতি ও তাহার শিক্ষা-দীক্ষা দেহ-আত্মা উভয়ের জন্য। ফলকথা ইহ-জগতে অবস্থান কালীন তাঁহার পার্থিব দেহ তাঁহার ফেরেশ্তাতুল্য সুস্বদেহ হইতে প্রবল ছিল, যেন মানবজাতির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অধিকতর হয়— যাহাতে উপকার আদান প্রদান হইতে পারে। আল্লাহ-পাক স্বীয় হাবীব (ছঃ)কে গুরুত্বের সহিত স্বীয় মানবতা প্রকাশের আদেশ করিয়াছেন, যথা— ফরমাইয়াছেন, “ইয়া রুছুলুল্লাহ, আপনি বলিয়া দিন— ইহা ভিন্ন নহে যে, আমি তোমাদের মতই মানুষ, কিন্তু আমার প্রতি ঐশীবাণী প্রেরিত হয়”। “তোমাদের মত” বাক্যাংশটি বিশেষ করিয়া মানবত্ব প্রকাশের জন্যই ব্যবহার করিয়াছেন।

ইহজগত হইতে তিরোধানের পর তাঁহার আত্মিক সম্বন্ধ প্রবল হইয়া দৈহিক সম্বন্ধ লাঘব হইয়াছে এবং ‘দাওয়াত’ এর আলোর বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। কোন কোন ছাহাবী বলিয়াছেন— “এখনও আমরা হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর দাফন হইতে অবসর হই নাই, অথচ আমরা স্বীয় অন্তঃকরণে

পার্থক্য অনুভব করিতে লাগিলাম”। হাঁ ! দৃশ্য ঈমান অদৃশ্যে পরিণত হইল, ক্রোড় হইতে কর্ণে চলিয়া গেল, দর্শন হইতে শ্রবণে আসিল। তৎপর যখন তাঁহার ওফাত শরীফ হইতে সুদীর্ঘ সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইল, তখন তাঁহার আত্মিক সম্বন্ধ এত প্রবল হইল যে, উহা তাঁহার মানবত্বকে পূর্ণরূপে স্বীয় রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া লইল এবং তাঁহার স্থূল জগতও সুক্ষ্ম জগতের বর্ণ ধারণ করিল। সুতরাং তাঁহার আলমে খল্কের যাহা কিছু প্রত্যাভর্তন করতঃ স্বীয় হকীকত বা তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিল, অর্থাৎ হকীকতে মোহাম্মদী, উহা আরোহণ পূর্বক হকীকতে আহ্মদীর সহিত মিলিত হইল এবং হকীকতে মোহাম্মদী ও হকীকতে আহ্মদী এক হইয়া গেল। হকীকতে মোহাম্মদী ও হকীকতে আহ্মদীর অর্থ এ স্থলে হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর আলমে খল্ক এবং আলমে আমরের তায়াইয়ুনে ইমকানী (সম্ভাব্য নির্দিষ্ট বস্তু)। তায়াইয়ুনে ইমকানী যে— তায়াইয়ুনে অজুবীর প্রতিবিম্ব তাহা (সেই তায়াইয়ুনে অজুবি) নহে। যেহেতু তায়াইয়ুনে অজুবীর উদ্ধারোহণের কোন অর্থ হয় না এবং উহার সহিত একত্রিত হওয়া জ্ঞানের বহির্ভূত।

হজরত ঈছা (আঃ) যখন অবতরণ করিয়া শেষ পয়গাম্বর হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অনুসরণ করিবেন, তখন তিনি হজরত (ছঃ)-এর অনুসরণ হেতু স্বীয় মাকাম হইতে উন্নতি করতঃ হকীকতে মোহাম্মদীর মাকামে উপনীত হইয়া তাঁহার ইছলাম ধর্মকে শক্তিশালী করিবেন। এই হেতু পূর্ববর্তী শরীয়তের কথা বর্ণিত আছে যে, উলুল আজম পয়গাম্বরের ওফাতের সহস্র বৎসর পর কোন এক পয়গাম্বর বা রছুল প্রেরিত হইতেন, যিনি পূর্ববর্তী পয়গাম্বরের শরীয়তের সহায়তা করিতেন। তৎপর যখন তাঁহার শরীয়তের আহ্বানের পর্য্যায় সমাপ্ত হইত, তখন দ্বিতীয় উলুল আজম পয়গাম্বর আসিয়া শরীয়তের সংস্কার করিতেন। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) যখন শেষ নবী এবং তাঁহার শরীয়ত মনুছুখ (বিলুপ্ত) ও পরিবর্তিত হইবেনা, তখন তাঁহার উম্মতের

আলেমগণকে পয়গাম্বরগণের পর্যায়ভুক্ত করিয়া শরীয়তের সহায়তা তাঁহাদেরই প্রতি ন্যাস্ত করিয়াছেন ইহা সত্ত্বেও জনৈক উলুল আজম পয়গাম্বর তাঁহার ‘তাবে’ বা অনুসরণকারী করিয়া তাঁহার দ্বারা শরীয়ত প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন “নিশ্চয়ই আমরা ‘জেকের’ (কোরআন) অবতীর্ণ করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমরাই উহার রক্ষাকারী”। জানিবেন যে, তাঁহার তিরোধানের সহস্র বৎসর পর যে— অলী-আল্লাহ্‌গণ প্রকাশ হইতেছেন তাঁহারা যদিও অল্প সংখ্যক, কিন্তু পূর্ণতর হইয়া থাকেন, যেন তাঁহারা পূর্ণরূপে এই শরীয়তের সহায়তা করিতে সক্ষম হন। হজরত মেহ্‌দী (আঃ), যাঁহার আগমন সংবাদ হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) নিজেই দিয়াছেন তিনিও সহস্র বৎসর পর প্রকাশ পাইবেন এবং হজরত ঈছা (আঃ) সহস্র বৎসর পর আগমন করিবেন। ফল কথা, এই যুগের আউলিয়াগণের কামালাত (পূর্ণতা) ছাহাবাগণের কামালাতের অনুরূপ। অবশ্য পয়গাম্বর (আঃ)-গণের পর ছাহাবাগণেরই শ্রেষ্ঠত্ব, কিন্তু সাদৃশ্যের আধিক্য হেতু মনে হইতে পারে যে কাহাকেও কাহারও প্রতি শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা যাইবেনা। এই কারণেই হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, “বুঝা যায় না যে, উহাদের প্রথম দল উৎকৃষ্ট কিংবা শেষ দল”। তিনি ইহা বলেন নাই যে, “আমি বুঝিতেছি না-তাঁহাদের প্রথম দল শ্রেষ্ঠ অথবা শেষের দল”। যেহেতু প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অবস্থা তিনি সম্যকরূপে অবগত ছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন ‘উৎকৃষ্ট কাল আমারই কাল’ কিন্তু সাদৃশ্যের ঘনিষ্ঠতা হেতু ইতস্ততেঃর অবকাশ ছিল বলিয়া ‘বুঝা যায় না’ বলিয়াছেন।

যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, হজরত (ছঃ) ছাহাবাগণের পর তাবেঈগণকে, তৎপর তৎপরবর্তীগণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, অতএব উক্ত শেষ দল হইতে এই দুই দলের শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণিত হইতেছে, তাহা হইলে ছাহাবাগণের পূর্ণতার সহিত তাঁহাদের সাদৃশ্য কি হইল ?

তদুত্তরে বলিব যে, হয়তো উক্ত দুই জমানায় অলী-আল্লাহ্‌গণের আধিক্য এবং বেদ্‌আতী— গোনাহ্‌গার ফাছেকগণের স্বল্পতা হেতু উহাকে (উক্ত দুই জমানাকে) উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন। সুতরাং তাহা শেষ জমানার কোন অলী উক্ত জমানাদ্বয়ের অলী হইতে শ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রতিবন্ধক নহে, যথা— হজরত মেহ্‌দী (আঃ)।

পুতঃ আত্মা জিব্‌রাঈল হইলে সহায়—

করিয়াছে ঈছা (আঃ) যাহা, করিবে সবায় ॥

অবশ্য ছাহাবাগণের জমানা সর্বতোভাবে উৎকৃষ্ট, তথায় কোনরূপ আলোচনা করা অতিরিক্ততা মাত্র। পূর্ববর্তিগণ অগ্রগামী এবং বেহেশতে আল্লাহ্‌তায়ালায় নৈকট্যধারী। ইঁহারা ঐ সম্প্রদায় যে, অন্য সকলের পর্বত তুল্য স্বর্ণ বিতরণ ইঁহাদের এক সের যব প্রদানের তুল্যও নহে। “আল্লাহ্‌পাক স্বীয় রহমত প্রদানার্থে যাহাকে ইচ্ছা করেন বিশিষ্ট করিয়া লন” (কোরআন)।

জানা আবশ্যক যে, এই বর্ণনাদি দ্বারা রেছালায়ে-মাব্দা ওয়া মাআদের উল্লিখিত এবারতের পূর্বে যে এবারত (বর্ণনা) আছে, অর্থাৎ “হকীকতে কা’বায়ে’ রাব্বানী হকীকতে মোহাম্মদীর ছেজ্দাকৃত হইল” তাহার অর্থ প্রকাশ হইয়া গেল ; কেননা হকীকতে কা’বাই অবিকল হকীকতে আহমদী। প্রকৃত পক্ষে হকীকতে মোহাম্মদী উহারই প্রতিবিম্ব ; সুতরাং তাহা উহার ‘মছজুদ’ (ছেজ্দাকৃত) হইবেই। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, ‘কা’বা’ অলী-আল্লাহ্‌ গণের তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করার জন্য আগমন করে’ এবং তাঁহাদের নিকট হইতে বরকতাদি যাচঞা করে, কিন্তু যখন উহার হকীকত হকীকতে মোহাম্মদীরও উর্দে, তখন ইহা কিভাবে সম্ভব ?

তদুত্তরে বলিব যে, হকীকতে মোহাম্মদী— পবিত্রতার শৃঙ্গ হইতে হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর অবতরণের শেষ স্তর এবং হকীকতে কা’বা— কাবার উন্নতির চরম স্তর। হকীকতে মোহাম্মদীর প্রথম পদক্ষেপেই হকীকতে কা’বার

পবিত্রতার মাকাম। উহার উন্নতির শেষ যে কতদূরে, তাহা আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই জানে না। কামেল অলী-আল্লাহ্গণ যখন হজরত (ছঃ)-এর উন্নতির পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তখন কা'বা যদি এই বোজর্গগণের 'বরকত' যাচঞা করে, তাহা কি আশ্চর্যের কথা !

মর্তবাসী স্বর্গে গেল সপ্ত আকাশ ভেদ করি,

ভুবন, গগন-ফেল্লো পিছে, চল্লো খোদার নাম ধরি।

উক্ত রেছালায়ে ঐস্থলে আরও এক বর্ণনা ছিল, এই প্রসঙ্গে তাহারও সমাধান হইল। তাহা এই যে, “কা'বার আকৃতি যেরূপ যাবতীয় বস্তুর ছেজ্জাদাকৃত, তদ্রূপ উহার 'হকীকত' বা প্রকৃত তত্ত্ব যাবতীয় বস্তুর হকীকতের 'মছজুদ'। কেননা পূর্বের মুখবন্ধ সমূহ হইতে জানা গেল যে, প্রত্যেক বস্তুর হকীকত বা তত্ত্ব আল্লাহ্‌তায়ালার এছমসমূহ, যাহা উহাদের অস্তিত্ব বা অস্তিত্বের আনুষঙ্গিক বস্তু সমূহের ফয়েজের উৎপত্তিস্থান এবং হকীকতে কা'বা উক্ত এছম সমূহের উর্দ্ধে। অতএব হকীকতে কা'বা উক্ত হকীকত সমূহের নিশ্চয় অগ্রগণ্য হইবে। অবশ্য যদি কামেল অলী-আল্লাহ্গণ হকীকতে কা'বার উর্দ্ধে গমন করেন এবং তথাকার নূরাদি লইয়া স্বীয় হকীকত সমূহের মর্তবা যাহা আরোহণকালে যাবতীয় বস্তুর স্বভাবিক স্থানের অনুরূপ, তথায় অবতরণ করেন, কা'বা তাঁহাদের নিকট বরকতের আশা রাখিতে পারে— যথা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইল।

এইরূপ উক্ত রেছালায় উলুলআজম পয়গাম্বর (আঃ)-গণের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্বের তারতম্যের বিষয় লিখিত হইয়াছে। যখন উহা 'কাশ্ফ, এল্‌হাম' (ঐশীক বিজ্ঞপ্তি) অনুযায়ী লিখিত হইয়াছে, যাহা সন্দেহযুক্ত তখন উক্ত বিষয়ে লিখার জন্য এবং শ্রেষ্ঠত্বে তারতম্য করার জন্য আমি অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। যেহেতু অকাট্য প্রমাণ ব্যতীত এ সকল বিষয়ে আলোচনা করা অনুচিত। আস্তাগ্‌ফেরুল্লাহা ওয়া আতুৰু ইলায়েহে মিন্

জামিয়ে মা কারেহাল্লাহো কওলা ওঁয়া ফে'লান (কার্যকলাপে ও কথাবার্তায় যে সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌তায়ালার না পছন্দ করেন, তাহা হইতে আমি তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি)।

আপনি লিখিয়াছেন যে, ফোররখের গৃহে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তালেবগণকে তরীকা শিক্ষা প্রদান আমার জন্য পছন্দ করেন কি না ? তাহাতে নাকি আমি বলিয়াছিলাম যে, 'না'। আমার স্মরণ নাই যে, সাধারণভাবে নিষেধ করিয়াছিলাম, বরং বলা হইয়াছিল যে, কতিপয় সর্তসহ আমার সম্মতি আছে ; সাধারণভাবে সম্মতি নাই, এখনও তদ্রূপ জানিবেন। সর্তসমূহ ঠিকভাবে প্রতিপালন করা উচিত, অবহেলা যেন না হয়। বহুবার এস্তেখারার (শুভাশুভ অবগতির উদ্দেশ্যে প্রার্থনার) পর যে পর্য্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস না হইবে সে পর্য্যন্ত তরীকা শিক্ষা দিবেন না।

ভ্রাতঃ মওলানা ইয়ার মোহাম্মদ কদীমকেও এইরূপ নির্দেশ দিবেন এবং তাকীদ করিয়া বলিবেন যে, তরীকা শিক্ষা দেওয়ার বিষয় তাড়াতাড়ি না করে। ব্যবসা বিস্তার করা উদ্দেশ্য নহে। আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টির প্রতিই লক্ষ্য রাখা উচিত ! সাবধান।

দ্বিতীয়তঃ স্বীয় মুরীদগণের নিন্দা করিয়াছিলেন, নিজের ব্যবহারের নিন্দা করা উচিত। তাহাদের সহিত আপনি যে রূপ ব্যবহার করেন তাহাতে তাহারাও দুঃখিত হয়। কথিত আছে যে, “পীরের উচিত যে, মুরীদগণের সম্মুখে নিজেকে সুসজ্জিত রাখে। তাহাদের সহিত সমতা ব্যবহার না করে ও গল্প গুজব করিয়া কালাতিপাত না করে”। ওয়াচ্ছালাম ॥

২১০ মকতুব

নাফ'হাত নামক পুস্তকের কতিপয় এবারত (বর্ণনা)-এর সমাধানে মোল্লা শাকীবি ইম্পাহানীর নিকট লিখিতেছেন।

আপনার পবিত্র কোমল লিপিকা যাহা অনুগ্রহপূর্বক এ-সম্বলহীন ফকীরের নামে লিখিয়াছেন, তদর্শনে সরফরাজ ও আনন্দিত হইলাম। শান্তির সহিত জীবন যাপন করিতে থাকুন এবং শান্তি সহকারে চলিয়া যান। যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন ফকীরগণের মহব্বতের উপরেই যেন অটল থাকেন এবং যখন ইহজগত হইতে চলিয়া যাইবেন তখন ইঁহাদের মহব্বত বা ভালবাসাকে যেন মূলধন স্বরূপ লইয়া যান ও যখন পুনরুত্থিত হইবেন তখন ইঁহাদের মহব্বতসহ উত্থিত হন— ঐ মহাজন (ছঃ)-এর তোফায়েলে যিনি অভাব লইয়া গৌরব করিয়াছেন এবং ঐশ্বর্য্য হইতে উহাকে (অভাবকে) মনোনীত করিয়া লইয়াছেন।

আপনি অনুগ্রহপূর্বক ফরমাইয়াছিলেন যে, নাফ'হাত নামক পুস্তকে শায়েখ ইবনোচ্ছাকিনা এক মুরীদের যে বর্ণনা লিখিয়াছেন— তাহার প্রকৃত তত্ত্ব কি ? “যে— একদিবস এক মুরীদ ‘দেজালা নদীতে’ গোছলের (অবগাহনের) সময় ডুব দিয়া যখন শির উত্তোলন করিল তখন ‘নীল’ নদে উঠিল এবং মিশর নগরে প্রবেশ করিল। তৎপর তথায় বিবাহ করিয়া সংসারী হইল এবং তাহার সন্তানাদিও হইল। সপ্ত বৎসর কাল তথায় অবস্থান করিল। ঘটনাক্রমে আবার একদিবস ‘নীল’ নদে গোসলের জন্য ডুব দিল এবং দেজলা নদীতে উঠিল, উঠিয়া দেখিল যে, তাহার যে বস্ত্রাদি রাখিয়া গোসল করিতে নামিয়াছিল তাহা তদ্রূপই আছে। তৎপর সে তাহা পরিধান পূর্বক গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। তখন তাহার স্ত্রী বলিল যে, “মেহমানদিগের জন্য যে খানার আদেশ দিয়াছিলেন, তাহা প্রস্তুত হইয়াছে ইত্যাদি”।

মখদুমা মুকাররমা (হে মান্যবর) উল্লিখিত ঘটনা ঐ প্রকারের নহে যে, এক দণ্ডে বহু বৎসরের কার্য্য কিভাবে হইতে পারে ! যেহেতু এরূপ ঘটনা

অনেক ঘটিয়াছে, যথা শেষ নবী হজরত রছুল মকবুল (ছঃ) মেরাজের রাত্রিতে উদ্বারোহনের সোপানসমূহ যাহা শত সহস্র বৎসরেও অতিক্রান্ত হয় না, তাহা অতিক্রম করিয়া যখন স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন দেখিলেন যে, তাহার শয্যার উষ্ণতা তখনও বিদূরীত হয় নাই এবং অজু ও পবিত্রতার জন্য যে পানি পৃথকভাবে রাখা হইয়াছিল, তাহার স্পন্দনও ক্ষান্ত হয় নাই। ইহার কারণ যাহা উক্ত পুস্তকে উল্লিখিত বর্ণনার পর লিখিয়াছেন যে— উহা কালের প্রশস্ততা বিশ্বস্ততা বিশেষ, বরং ইহার সমস্যা ইহাতে যে, বাগদাদ নগরে এক দণ্ড এবং উহাই মিশরে সাত বৎসর কিভাবে হয় ? অর্থাৎ বাগদাদবাসীগণের যখন ৩৬০ হিজরী তখন মিশর বাসীগণের ৩৬৭ হিজরী ইহাকে বিজ্ঞান বা ইতিহাস কেহই স্বীকার করিবে না। ইহা দুই এক ব্যক্তির জন্য হয়তো হইতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন নগরে ও বিভিন্ন স্থানে হওয়া অসম্ভব। এ অধমের ক্ষুদ্র জ্ঞানে যাহা আসিতেছে তাহা এই যে,— উল্লিখিত ঘটনা জাগ্রত অবস্থার ঘটনা নহে। ইহা স্বপ্নের কথা— যাহা শ্রবনকারীগণ স্বপ্ন এবং জাগ্রত অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করিতে না পারিয়া সন্দেহে পড়িয়াছেন। অনেক স্থলেই এরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে, বরং ইহা সন্দেহেরই স্থান। “সে ইহা স্বপ্নে দেখিয়াছে ও স্বপ্নেই স্বীয় পীরের নিকট বর্ণনা করিয়াছে এবং স্বপ্নেই স্বীয় সন্তানগণকে মিশর হইতে আনিয়াছে”। ইহার পর শেখ মুহিউদ্দীন এবনোল আরাবী (রাঃ) হইতে যে হেকায়েত (বর্ণনা) লিখিয়াছেন তাহাও এই প্রকারের। আল্লাহ্ ছোবহানাছ তায়ালাই যাবতীয় বস্তুর প্রকৃত তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

আপনি লিখিয়াছিলেন যে, এই এবারতের ব্যাখ্যা লিখা উচিত যে, “আত্মা দেহের পালনকর্তা এবং কল্ব কালাবের (শরীরের) পালনকর্তা”।

হে মান্যবর ! এই বর্ণনাদ্বয়ের উদ্দেশ্য এক, অর্থাৎ মানবের আলমে আমর (সুক্ষ্মজগত) দ্বারা আলমে খল্ক (স্থূল জগত) প্রতিপালিত হয়। ‘জহদ’ (দেহ) শব্দটি ‘রুহ’ (আত্মা) শব্দের সহিত সম্বন্ধ রাখে ও বহু প্রচলিত আছে এবং কালাব (শরীর) শব্দ কল্ব (হৃদয়) শব্দের সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখে।

অতএব রচনার সৌন্দর্য্য সাধনার্থে এরূপ ভাষা প্রযোজ্য হইয়া থাকে।

আপনি উপদেশ চাহিয়াছিলেন, হে মান্যবর, স্নেহাষ্পদ ! আমি এরূপ অপকৃষ্ট ও সম্বলহীন ও অমনস্কামী হইয়া যে, এ বিষয়ে আপনাকে প্রকাশ্যে বা ইঙ্গিতে কিছু লিখি, তাহাতে আমার লজ্জা হইতেছে ; ইহাও ভয় করিতেছি যে, সদুপদেশ হইতে যদি বিরত থাকি তবে তাহাও ইতরতা ও কৃপণতা হইবে। অতএব দুই একটি বাক্য লিখিতে সাহসী হইলাম।

হে মান্যবর ! দুন্ইয়ার স্থায়িত্ব অতি অল্প, তাহারও আবার অধিকাংশই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এবং অতি সামান্যই অবশিষ্ট আছে। পক্ষান্তরে আখেরাতের স্থায়িত্ব কাল চিরস্থায়ী। উক্ত স্থায়ীকালের শুভাশুভ এই কয়েকদিনের ভাল-মন্দের প্রতিই নির্ভরশীল করিয়াছেন। ইহার পর হয়তো চিরস্থায়ী সুখ শান্তি অথবা স্থায়ী দুঃখ কষ্ট। সত্য সংবাদ দাতা (ছঃ) এইরূপ সংবাদ দিয়াছেন, ইহা ব্যতিক্রম হইবার নহে। দূরদর্শিতার সহিত কার্য্য করা উচিত।

হে মখদুম ! জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা ও আল্লাহ্‌তায়ালার শত্রুর পশ্চাতে চলিয়া গিয়াছে, নিকৃষ্ট অংশ অবশিষ্ট আছে। তাহাও যদি আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার মজ্জি অনুযায়ী ব্যয় না করি ও নিকৃষ্ট অংশটির দ্বারাও উৎকৃষ্টের ক্ষতি পূরণ না করি ও কয়েকদিনের পরিশ্রম দ্বারা অনন্ত কালে সুখ অর্জন না করি এং সামান্য নেকী (পুণ্য) দ্বারা অগণিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করি তবে কোন্ মুখ লইয়া আল্লাহ্‌তায়ালার সম্মুখে উপস্থিত হইব এবং কি কৌশল অবলম্বন করিব, শশকের ন্যায় কতদিন আর নিদ্রিত থাকিবে ? গাফলতের তুলক কর্ণে কতদিন থাকিবে। একদিন চক্ষুর পর্দা সরাইতে হইবে ও কর্ণ হইতে গাফলতের তুলক ফেলিতেই হইবে। কিন্তু তখন তাহাতে আর কোনও লাভ হইবে না, এবং আক্ষেপ ও অনুতাপ ব্যতীত কিছুই ফল হইবে না। মৃত্যু আসিবার পূর্বে নিজের কার্য্য সমাধা করিয়া লওয়া কর্তব্য ; তখন যেন সুখের সহিত সাথহে মৃত্যুবরণ করা যায়। প্রথমতঃ আকিদা বা বিশ্বাস

সংশোধন না করিয়া উপায় নাই। দ্বীনের বিশ্বাস্য বস্তু সমূহ যাহা সঠিক ভাবে জানা গিয়াছে তাহা বিশ্বাস না করিলে চলিবে না।

দ্বিতীয়তঃ ‘ফেকাহ’ যাহার জিম্মাদারী ও দায়িত্ব লইয়াছে সে সকল বিষয় অবগত হওয়া ও তদনুরূপ আমল করা।

তৃতীয়তঃ ছুফীগণের তরীকা অনুযায়ী ছলুক করা বা চলা। ইহা গায়েবী (অদৃশ্য) আকৃতি সমূহ ও ‘নূর’ এবং ‘রং’ ইত্যাদি দর্শনের উদ্দেশ্যে নহে ; যেহেতু উহা খেলাধুলার অন্তর্ভুক্ত। বাহ্যিক নূর ও আকৃতি সমূহ কি ক্ষতি করিল যে, কেহ তাহা পরিত্যাগ করতঃ কঠোর সাধনা বলে অদৃশ্য আকৃতি ও আলো পরিদর্শন করার চেষ্টা করে। ইহারা উভয়েই আল্লাহুতায়ালার সৃষ্ট বস্তু এবং তাঁহার স্রষ্টা হওয়ার প্রতি নির্দেশক। চন্দ্র, সূর্যের নূর বা আলো যাহা দৃশ্য জগতের বস্তু তাহা ‘আলমে মেছাল’ বা উদাহরণের জগতে যে নূর পরিদর্শিত হয় তাহা হইতে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ইহার দর্শন স্থায়ী ও সর্বসাধারণ সকলেই ইহাতে সমকক্ষ বলিয়া ইহা মূল্যবান মনে হয় না, তাই সকলেই গায়েব বা অদৃশ্য জগতের ‘নূর’ দেখার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে।

নিকটের পানি, দেখায় কালো

দূরের পানি, তাইতো ভাল ;

বরং ছুফীগণের তরীকা চলার উদ্দেশ্য শরীয়তের বিশ্বাস্য বস্তু সমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করা, যেন দলীল-প্রমাণের সংকীর্ণ পথ হইতে কাশফ বিকাশের প্রশস্ত পথে আগমন করে এবং সংক্ষিপ্ত হইতে বিস্তৃতির মধ্যে উপনীত হয়।

যথা আল্লাহুতা’য়ালার অস্তিত্ব ও একত্ব ; প্রথমতঃ ইহা দলীল বা অন্যের অনুসরণ করিয়া জানিয়াছিল ও প্রমাণাদি অনুযায়ী ইহার বিশ্বাস লাভ হইয়াছিল। পরে যখন ছুফীগণের তরীকার ছলুক (ভ্রমণ) করে তখন উক্ত দলীল-প্রমাণাদি ও অনুসরণ, কাশফ, শুভে বা আত্মিক বিকাশ ও অবলোকনে পরিবর্তিত হইয়া পূর্ণ একীন লাভ হয়। এইরূপ যাবতীয় বিশ্বাস্য বস্তু সমূহকে

জানিবে। তদ্রূপ আবার তরীকা চলার উদ্দেশ্য শরীয়তের হুকুম সমূহ সহজসাধ্য ও সরল হওয়া, যেন উহা প্রতিপালন করিতে ‘কষ্ট’ যাহা নফছে আমরা হইতে উদ্ধৃত তাহা না হয়। এ ফকীরের দৃঢ় বিশ্বাস যে ছুফীগণের তরীকা প্রকৃত পক্ষে শরীয়তের এলম সমূহের খাদেম বা ভৃত্য স্বরূপ, ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ইহা আমি স্বীয় রেছালা সমূহেরও বিশদ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। উল্লিখিত উদ্দেশ্য সমূহ সাধনার্থে যাবতীয় তরীকার মধ্যে নক্শাবন্দীয়া তরীকা গ্রহণ করাই উৎকৃষ্ট ও উপযুক্ত। যেহেতু এই বুজর্গগণ ছন্নতের অনুসরণ দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়াছেন এবং বেদ্আত হইতে পূর্ণরূপে বিরত থাকেন। এই হেতু ইহারা যদি অনুসরণের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং আধ্যাত্মিক অবস্থা কিছুই অনুভব না করেন তথাপি সম্ভুষ্ট থাকেন। কিন্তু উক্ত হালত সমূহ লাভ হওয়া সত্ত্বেও যদি অনুসরণের ব্যতিক্রম ঘটে তবে উহা মোটেই পছন্দ করেন না। হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ্ আহরার (কোঃ) ফরমাইয়াছেন যে, “যদি আল্লাহ্‌পাক আমাদেরকে যাবতীয় হালত ও প্রেরণা প্রদান করেন এবং আমাদের হকীকত ও তত্ত্বকে ছন্নত জামাতের বিশ্বাস প্রদান না করেন তবে তাহা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ব্যতীত কিছুই ধারণা করিব না। কিন্তু যদি ছন্নত জামাতের অনুরূপ বিশ্বাস প্রদান করেন এবং কোনও হালত প্রদান না করেন, তবে কোনই চিন্তা করিব না।

উপরন্তু এ তরীকায় শেষ বস্তু প্রারম্ভে প্রবেশ করান হয়, অতএব এই তরীকায় প্রথম পদক্ষেপেই যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় অন্যান্য তরীকায় সর্ব শেষে তাহা লাভ হইয়া থাকে। যদি পার্থক্য থাকে তবে সংক্ষেপ এবং বিস্তৃত ও ব্যাপ্ত হওয়া না হওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। এই তরীকার নেছবৎ বা আত্মিক সম্বন্ধ অবিকল ছাহাবা কেরাম (রাজিঃ)-এর সম্বন্ধ। তাঁহারা হজরত খায়রুল বাশার (ছঃ)-এর প্রথম সাক্ষাতেই যাহা প্রাপ্ত হইতেন উম্মতের অলীগণ জানি না যে সর্ব শেষে তাহা প্রাপ্ত হন কিনা ; এই হেতু অহশি নামক ব্যক্তি যে হজরত হামজাকে বধ করিয়াছিল এবং ঈমানের সহিত একবার মাত্র হজরত

(ছঃ)-এর সাক্ষাৎ পাইয়াছিল, তাবেয়ী— শ্রেষ্ঠ ওয়ায়েছ করনী (রাঃ)ও তাঁহার মর্ত্বায় উপনীত হইতে পারেন নাই— যেহেতু সংসর্গের উৎকর্ষ যাবতীয় উৎকর্ষ ও পূর্ণতা হইতে শ্রেষ্ঠতর। কারণ তাঁহাদের ঈমান শুদ্ধী বা দৃশ্যবৎ ছিল। নিশ্চয় ইহা অন্য কাহারোও ভাগ্যে হয় নাই।

‘শ্রুত বাক্য হয় না কি দৃশ্যের মতন।

(যে দৃশ্য দেখেছে তার যুগল নয়ন।)

এইজন্য তাঁহাদের এক সের যব প্রদান অন্য সকলের পর্বত তুল্য স্বর্ণদান হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং ছাহাবাগণ সকলেই উৎকর্ষে সমতুল্য। সুতরাং তাঁহাদের সম্মান করিতে হইবে এবং ভাল ভাবে স্মরণ করিতে হইবে। তাঁহারা সকলেই ইন্ছাফকারী, হাদীছ বর্ণনায় ও শরীয়তের হুকুম প্রচারে সকলেই সমতুল্য। কাহারও বর্ণনা হইতে কাহারও বর্ণনা শ্রেষ্ঠ নহে। তাঁহারাই পবিত্র কোরআনের বাহক ছিলেন। তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাস করিয়া যাঁহার নিকট যে আয়াত পাওয়া গিয়াছে তাঁহার নিকট হইতে সেই আয়াত লইয়া দুই আয়াত, তিন আয়াত করিয়া একত্রিত করা হইয়াছে। ছাহাবাগণের কেহ যদি দোষী হন, তবে অবশেষে তাহা কোরআন মজিদের প্রতি উপনীত হইবে। যেহেতু উক্ত দোষী ব্যক্তিই হয়তো কোন এক আয়াতের বাহক হইয়া থাকিবেন। ইহাদের মধ্যে মতদ্বৈধতা ও বিবাদ-বিসংবাদ যাহা ঘটিয়াছিল তাহা সদুদ্দেশ্যেই হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। নফ্ছের আকাঙ্ক্ষা পূরনার্থে বা পক্ষপাতিত্বের জন্য ছিল না বলিয়া জানিতে হইবে। হজরত শাফী (আঃ রঃ) যিনি ছাহাবাগণের অবস্থা অন্য সকল হইতে অধিক অবগত ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন যে “ঐ সমস্ত খুন হইতে আল্লাহ্-পাক আমাদের হস্ত পবিত্র রাখিয়াছে, অতএব উচিত যে আমরা উহা হইতে আমাদের রসনাকেও পবিত্র রাখি”। ইহার অনুরূপ বাক্য হজরত এমাম জাফরে ছাদেক (রাজিঃ) হইতেও বর্ণিত আছে। ওয়াছালাম ॥

২১১ মকতুব

মওলানা ইয়ার মোহাম্মদ কাদীম-এর নিকট মুর্শেদীর কতিপয় জরুরী শর্তের বিষয়ে লিখিতেছেন।

মওলানা ইয়ার মোহাম্মদ কাদীম, আপনার বাঞ্ছিত পত্র প্রাপ্তি সন্তুষ্টির কারণ হইল। হজরত নবীয়ে মোখতার (ছঃ) ও তাঁহার পবিত্র বংশধরগণের তোফায়েলে আল্লাহ্‌পাক আপনাকে পূর্ণতার ও পূর্ণতা প্রদানের মাকামের শৃংগে উপনীত করুক।

মৌলভী রোমী-এর উক্তি— “যে নাজনীন আমার ক্রোড়ে ছিল সেই ‘হক’ বা আল্লাহ্ ছিল”। এই বিষয়ে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, এরূপ বলা সঙ্গত কিনা? জানিবেন যে, এই আধ্যাত্মিক পথে এরূপ ঘটনা অনেক ঘটয়া থাকে এবং অনেক সময় এই প্রকারের বাক্য মুখে উচ্চারিত হয়, ইহা ‘তাজাল্লীয়ে ছুরী’ বা আকৃতিক আবির্ভাব মাত্র। উক্ত তাজাল্লী প্রাপ্ত ব্যক্তি এই তাজাল্লীকে ‘হক’ বা আল্লাহ্ বলিয়া ধারণা করে। প্রকৃত কথা উহাই যাহা শায়েখ আজল্ল, এমাম রব্বানী হজরত খাজা ইউছুফ হামদানী বলিয়াছেন যে “ইহা কতিপয় ধারণা মাত্র, যদ্বারা তরীকত-পন্থী শিশুগণ প্রতিপালিত হয়”।

দ্বিতীয়তঃ যখন আপনাকে তরীকা শিক্ষা দিবার এক প্রকার এজাজত বা অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তখন সে বিষয়ে কিছু উপদেশ লিখা যাইতেছে। মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবেন এবং কার্য্যে পরিণত করিবেন।

জানিবেন— যখন কোন তালের আপনার নিকট মুরীদ হওয়ার উদ্দেশ্যে আগমন করে তখন তাহাকে শিক্ষা প্রদানের বিষয় বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিবেন; কি জানি তাহাতে আপনার কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। বিশেষতঃ যদি মুরীদের আগমানে স্থায়ী মনে কোনরূপ সন্তুষ্টির উদ্ভব হয়, এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌তায়ালা নিকট কাঁদাকাটি করতঃ বিনয়ের সহিত এস্তেখারা করিবেন। যে পর্য্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মে যে উহাকে তরীকা শিক্ষা প্রদান উচিত এবং

তাহাতে নিজের কোনই ক্ষতির কারণ নাই সে পর্য্যন্ত এস্তেখারা করিতে থাকিবেন। যেহেতু আল্লাহর বান্দাগণের প্রতি কর্তৃত্ব করা এবং তাহাদের জন্য স্বীয় মূল্যবান সময় বিনষ্ট করা আল্লাহর হুকুম ব্যতীত সঙ্গত নহে। আল্লাহর বাণী “যাহাতে আপনি আল্লাহর হুকুমে, মানবজাতিকে অন্ধকার হইতে আলোকে বহিস্কৃত করেন” ইহার প্রতি নির্দেশক। কোন এক বুজর্গের মৃত্যুর পর আল্লাহুতায়াল্লা তাহাকে কঠোর সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে “তুমি ঐ ব্যক্তি নহ যে আমার দ্বীনে আমার বান্দাগণের প্রতি ‘জেরা’ (রণবস্ত্র) পরিধান করিয়াছিলে ? অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলে। তদুত্তরে সে বলিয়াছিল হাঁ। তখন আল্লাহুপাক ফরমাইলেন যে আমার খল্ক-কে (সৃষ্টি-কে) আমার প্রতি ন্যস্ত করিয়া তুমি অন্তরের সহিত আমার দিকে অগ্রসর হইলে না কেন ? আপনাকে ও অন্য সকলকে যেভাবে এজাজত দেওয়া হইয়াছে তাহাতে শিক্ষা প্রদান আল্লাহুতায়াল্লা সন্তুষ্টি অবগত হওয়া শর্তের প্রতি নির্ভর করে। এখনও ঐ সময় আসে নাই যে, মুক্ত ভাবে শর্তবিহীন এজাজত প্রদান করা যায়। যে পর্য্যন্ত ঐ সময় না আসে, সে পর্য্যন্ত শর্ত সমূহ রক্ষা করিয়া চলিবেন ; সাবধান থাকিবেন। মীর নওমানকেও এ বিষয় লিখিয়াছি তাহার নিকট হইতেও জানিতে পারিবেন। ফলকথা যত্ন করিতে থাকিবেন যেন উক্ত সময় আসে এবং শর্তের বাধকতা হইতে মুক্তি লাভ হয়। ওয়াচ্ছালাম ॥

২১২ মকতুব

মওলানা মোহাম্মদ ছিদ্দিক বদখশীর নিকট তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে এবং তিনি যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহার বর্ণনায় লিখিতেছেন।

আপনার বাঞ্ছিত পত্র পর পর দুইখানা পাইয়া অত্যন্ত উৎফুল্ল হইলাম। হজরত নবীয়ে করীম (ছ)-এর অছিলায় আল্লাহুপাক আপনাকে অশেষ উন্নতি প্রদান করুন। আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, পীর যদি ক্ষমবান হয়, তবে

মুরীদকে স্বীয় ক্ষমতাবলে তাহার যোগ্যতা হইতে উপরের মর্তবায় পৌঁছাইতে পারে কিনা ? হাঁ পৌঁছাইতে পারে, কিন্তু উপরের যে মর্তবা তাহার যোগ্যতার অনুকূল সে পর্য্যন্ত; যাহা অনুকূল নহে বা প্রতিকূল তথায় পৌঁছাইতে পারে না, যথা কোন মুরীদ যদি বেলায়েতে মুছাবী (মুছা আঃ-এর নৈকট্য)-এর যোগ্যতা রাখে এবং উক্ত বেলায়েতে মুছাবীর অর্দ্ধবৃত্ত পর্য্যন্ত আরোহণ করার তাহার যোগ্যতার শেষ ক্ষমতা হয়, তখন ক্ষমবান পীর উক্ত বেলায়েতের শেষ মরতবা পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারেন। কিন্তু তাহাকে বেলায়েতে মুছাবী হইতে বেলায়েতে মোহাম্মদীতে লইয়া আসিবেন এবং তথায় তাহার উন্নতি প্রদান করিবেন, ইহা তাঁহার পক্ষে সম্ভব কিনা তাহা আমার জানা নাই। আরও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ‘আখ্‌ফা’ যাহা সুস্মাদপিসুস্ম লতিফা তাহা কোন মর্তবায় (স্তরে) নফ্‌ছে আম্মারার তুল্য হয় এবং উহার মত ইতর ও নিকৃষ্ট হয় ?

জানিবেন যে, আখ্‌ফা যদিও সুস্মাদপিসুস্ম বস্তু, তথাপি উহা দায়রায়ে এমকান বা সৃষ্ট পদার্থের অন্তর্ভুক্ত এবং নূতনত্বের কালিমায় কলঙ্কিত। যখন সাধক দায়রায়ে এমকান বা সৃষ্ট জগতের বাহিরে পদক্ষেপ করে এবং ‘অজুব’ বা অবশ্যম্ভাবী জগতে ভ্রমণ করিতে থাকে ও প্রতিবিশ্ব সমূহ হইতে প্রকৃত বস্তুতে উপনীত হয়, এবং ‘ছেফত’ (গুণ) ও ‘শান’ বা ‘গুণাবলীর মূল’ -এর বন্ধন মুক্ত হয়, তখন সৃষ্ট পদার্থ সমূহ নিশ্চয় তাহার চক্ষে নিকৃষ্ট মূল্যহীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এবং উহার সুন্দর ও সুস্ম বস্তুকেও ইতরতা ও নিকৃষ্টতায় সকলের সমতুল্য জানে। ‘নফ্‌ছ’ ও ‘আখ্‌ফা’কে তখন সহজাত বলিয়া বিশ্বাস করে। আপনি লিখিয়াছেন যে, হয়তো আমার নিজ মুখে অথবা কাহারো মাধ্যমে শুনিয়াছিলেন যে— আমি বলিয়াছি “এবাদতের সময় আল্লাহুতায়ালাকে হাজের উপস্থিত লক্ষ্য করিয়া এবাদত করা তাঁহার অবতরণের কারণ হইয়া থাকে, বান্দার মত এবাদত করা কর্তব্য”। অর্থাৎ আল্লাহুতায়ালাকে উপস্থিত জানিয়া এবাদত করা তাঁহার অসম্মান করা হয়।

হে স্নেহাস্পদ ! এরূপ বাক্য মনে হয় না যে আমি বলিয়া থাকিব । হয়তো অন্য কোথাও দেখিয়া থাকিবেন ।

যে স্বপ্নের কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে হজরত আদম (আঃ)-কে দেখা খুবই উৎকৃষ্ট । অবশ্য ইহার মূল আছে । ‘পানি’ এল্‌মের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে । তাহাতে হস্তক্ষেপ করার অর্থ এল্‌ম লাভে সক্ষম হওয়া । এ বিষয় হজরত আদম (আঃ)-এর সহিত শরীক হওয়া উক্ত এল্‌ম লাভের আরও দৃঢ়তা জ্ঞাপন করিতেছে, যেহেতু হজরত আদম (আঃ) আল্লাহ্‌তায়ালারই ছাত্র, “আদম (আঃ)-কে যাবতীয় বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়াছেন” (কোরআন) । ফলকথা এস্থলে এল্‌মের অর্থ আধ্যাত্মিক এল্‌ম, বরং ঐ এল্‌ম যাহা হজরত (ছঃ)-এর আহ্‌লে বয়েতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত । অবশিষ্ট সাক্ষাতে বক্তব্য ।

ওয়াচ্ছালাম ॥

২১৩ মকতুব

ছাইয়েদ শায়েখ ফরীদের নিকট উপদেশ প্রদান এবং ছন্নত জামাতের আলেমগণের অনুসরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিয়া লিখিতেছেন ।

আপনার মাতামহ হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অছিলায় আপনার জন্য যাহা উপযুক্ত নহে, তাহা হইতে আল্লাহ্‌পাক আপনাকে রক্ষা করুন । আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন যে, উপকারের পরিবর্তে কি উপকার নহে ? জানি না কোন উপকার দ্বারা আপনার উপকারের প্রতিদান দিব, এই মাত্র যে, উৎকৃষ্ট কাল সমূহে আপনার ইহ-পরকালের সুস্থতার দোওয়া করিতে থাকিব । আল্লাহ্‌পাকের শোকর গোজারী যে, ইহা স্বভাবতঃই হইতেছে । দ্বিতীয় এহছান (উপকার) যদ্বারা প্রতিদান হইতে পারে তাহা সৎ উপদেশ প্রদান, যদি উহা গৃহীত হয় তবে তাহা কতই যে সৌভাগ্য ! হে সম্ভ্রান্ত ভ্রাতঃ ! দীনদার শরীয়তপন্থী ব্যক্তিগণের সহিত মুক্ত প্রাণে মেলামেশা এবং সংশ্রব রাখাই

যাবতীয় উপদেশের সার। দ্বীনদারী ও শরীয়ত অনুযায়ী চলা আহলে ছুন্নত জামা'তের সত্য পথে চলার উপরই নির্ভর করে। যেহেতু ইছলামী যাবতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহারাই উদ্ধারপ্রাপ্ত দল, সুতরাং ইহাদের অনুসরণ ব্যতীত পরকালের উদ্ধার অসম্ভব। আকলি বা জ্ঞানসম্বৃত ও নকলি বা পূর্ববর্তীগণ হইতে প্রাপ্ত এবং কাশফী বা ঐশিক বিজ্ঞপ্তিজাত যাবতীয় প্রমাণ দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা অন্যথা হইবার নহে। যদি জানা যায় যে, কোন ব্যক্তি সরিষা পরিমাণও ইহাদের সরল পথ হইতে সরিয়া গিয়াছে তবে তাহার সংসর্গও বিষতুল্য ও উহাকে বিষাক্ত সর্পের ন্যায় জানিতে হইবে। যে কোন দলেরই তালেবে এল্ম হউক না কেন, সে যদি আল্লাহ রছুলের ভয় শূন্য ও দুর্দান্ত হয় তবে সে দ্বীনের চোর; তাহার সংসর্গ হইতে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য। দ্বীন ইছলামের মধ্যে ফেৎনা-ফাছাদ—বিপর্যয় যাহা কিছুই উৎপত্তি হইতেছে তাহা ইহাদেরই অমঙ্গলের কারণে হইতেছে। কেননা ইহারা পার্থিব উন্নতির লোভে পরকাল ধ্বংস করিতেছে। ইহারাই ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা হেদায়েতের পথ-প্রাপ্তির পরিবর্তে ভ্রষ্টতাকেই ক্রয় করিয়াছে। “সুতরাং ইহাদের ব্যবসায় কোন উন্নতি হয় না, এবং উহারা পথ প্রাপ্তও হইবে না” (কোরআন)। কোন ব্যক্তি ইবলিছকে স্বপ্নে দেখিয়াছিল যে, নিশ্চিত বসিয়া আছে, প্রতারণা ও পথভ্রষ্ট করা হইতে বিরত আছে। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে, “এ যুগের অসৎ আলেমগণ আমার কার্যের জন্য যথেষ্ট এবং তাহারাই পথভ্রষ্ট ও প্রতারণা করার জিম্মাদারী লইয়াছে”। তথাকার তালেবে এল্মগণের মধ্যে মাওলানা ওমর সরল-চিত্ত ব্যক্তি, অবশ্য তাহাকে যদি সাহস প্রদান করেন এবং হক কথা প্রকাশ করিতে অভয় দান করেন। হাফেজ ঈমামও ইছলামের মাদকতা রাখে, যাহা না হইলে ইছলাম চলিতে পারে না। “তোমাদের কেহই মো'মেন হইবে না যে পর্যন্ত তাহাকে ইহা বলা না হয় যে, সে পাগল” (হাদীছ)। আপনার জানা আছে যে, সৎ সংসর্গের

বিষয় বলিতে এবং লিখিতে আমি কোনই ত্রুটি করি নাই এবং অসৎ সঙ্গী হইতে বিরত থাকার প্রতি তাগিদ করিতেও নিজেকে ক্ষমা করি নাই। আমি ইহাকেই যে শ্রেষ্ঠ ও মূলকার্য্য বলিয়া জানি। এখন গ্রহণ করা আপনার ইচ্ছাধীন বরং সবই আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছাধীন। যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌পাক উৎকৃষ্টতার আবির্ভাবস্থল করেন তাহার জন্য সুসংবাদ। আপনার উপকার সমূহের স্মরণই এইরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত করিল এবং আপনার বিরক্তি ও কষ্টের কথা ভুলাইয়া দিল। ওয়াচ্ছালাম ॥

২১৪ মকতুব

খান খানানের নিকট দুন্‌ইয়াই আখেরাতের ক্ষেত্র-স্থান ইত্যাদির বিষয়ে লিখিতেছেন।

যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌পাক উৎকর্ষের আবির্ভাবস্থল করিয়াছেন তাহার জন্য সুসংবাদ! আল্লাহ্‌পাক ইহজগতকে পরকালের ক্ষেত্র স্থান করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি, যে ব্যক্তি বীজসমূহ সমূলে ভক্ষণ করে এবং যোগ্যতা স্বরূপ ক্ষেত্রে উহা বপন না করে ও এক দানা (বীজ) হইতে সাত শত দানা উৎপন্ন করিয়া না লয়। যে দিবস ভ্রাতা ভ্রাতা হইতে পলায়ন করিবে এবং মাতা সন্তানের সংশ্রব রাখিবেনা সেই দিবসের জন্য গচ্ছিত না রাখে সেই ব্যক্তিই ইহ-পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত, অনুতাপ ও শরমেন্দা হওয়া ব্যতীত তাহার কিছুই লাভ হইবেনা। ভাগ্যবান যাহারা তাঁহারাই ইহকালের অবসর অর্থাৎ জীবনকে যথেষ্ট বলিয়া গণ্য করেন। তাহা এই উদ্দেশ্যে নহে যে, এই অবসরে তাঁহারা অনেক কিছু লজ্জত উপভোগ করিবেন, যেহেতু ইহা নির্ভরযোগ্য ও স্থায়ী নহে ; তদুপরি ইহা দুঃখ কষ্টের স্থান ; বরং এই জন্যই যথেষ্ট মনে করেন যে, তাঁহারা ইত্যবসরে ক্ষেত্র চাষ করিয়া লইবেন। একদানা নেক আমল হইতে আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ অনুযায়ী অসংখ্য ফল

লাভ করিবেন। যথা— তিনি ফরমাইয়াছেন যে, “আল্লাহ্‌পাক যাহার জন্য ইচ্ছা করেন, দ্বিগুণ করিয়া দেন” (কোরআন)। এই কারণেই সামান্য কয়েক দিনের নেক আমলের বিনিময়ে অনন্ত কালের সুখ-শান্তি প্রদান করিয়াছেন। “আল্লাহ্‌পাক অতি উচ্চ অনুকম্পাশীল” (কোরআন)।

যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, নেক আমল সমূহের প্রতিফল দ্বিগুণ হয়, কিন্তু গোনাহের প্রতিফল সমতুল্য থাকে তাহা হইলে কয়েকদিনের গোনাহের জন্য কাফেরগণের অনন্ত কাল ধরিয়া আজাব হইবে কেন ?

তদুত্তরে বলিব যে, কোন আমলের প্রতিফল যে কি, তাহা সকলের জানা নাই। অনুরূপ প্রতিফল আল্লাহ্‌তায়ালাই জানেন; সৃষ্ট জীবগণের জ্ঞান তাহা উপলব্ধি করিতে অক্ষম। যথা মিথ্যা দোষারোপকারীর জন্য অশীতি বেত্রাঘাত, চুরির প্রায়শ্চিত্ত দক্ষিণ হস্তকর্তন, কুমারী, কুমারের সহিত ব্যভিচারে একশত দোঁরা অথবা এক বৎসরের জন্য নির্বাসন এবং বিবাহিতাদের মধ্যে ছংছার বা প্রস্তরাঘাতে নিহত করা প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এই পরিমাণও নির্দ্ধারণের রহস্য উপলব্ধি করা মানবের শক্তির বহির্ভূত। ইহা পরাক্রমশালী সুকৌশলীর— নির্দ্ধারণ। অতএব কাফেরগণের বিষয়ে কয়েক দিনের কুফরের জন্য অনন্ত কালের আজাব, অনুরূপ প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং জানা গেল যে, ইহাই তাহার তুল্য প্রায়শ্চিত্ত। শরীয়তের হুকুম সমূহ যদি কেহ স্বীয় জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করিতে চায়, তবে সে নবুয়াত বা পয়গাম্বরীর নীতি অস্বীকারকারী, তাহার প্রতি উহার উপযুক্ত শাস্তি হইবে। তাহার সহিত কথাবার্তা বলাই অনুচিত।

“মানে না কোরান হাদীছ যে মূঢ় পামর-
দিওনা উত্তর তার, ইহাই উত্তর”।

অবশিষ্ট কথা পত্র বাহক মিয়া শায়েখ আহমদ জনাব মরহুম শায়েখ সোল্তান থানেশ্বরীর পুত্র। তাঁহার পিতার প্রতি আপনার যে অনুগ্রহ ছিল তাহা দেখিয়া এ ফকীরের মাধ্যমে নিজেকে আপনার দরবারে উপনীত করিতেছে।

আপনার অনুগ্রহ দানের মধ্যে ‘আন্দারু’ পরগনার এক ‘যোত’ যাহা আপনি অনুগ্রহ পূর্বক দান করিয়াছিলেন। এখন আপনার যাহা ইচ্ছা বরং সবই আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছা। আপনার প্রতি ও যাহারা হেদায়েতের অনুগামী ও হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণকারী তাহাদের প্রতি ছালাম।

২১৫ মকতুব

মিজ্জা দারাবের নিকট দুন্‌ইয়ার কুখ্যাতি করিয়া লিখিতেছেন।

স্বীয় জন্মগত উৎকৃষ্ট যোগ্যতাতে বিনয়ের সহিত যে পবিত্র পত্র সম্বলহীন ফকীরগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পৌঁছিয়াছে। আল্লাহ্‌ পাক স্বীয় হাবীব পাকের অছিলায় আপনাকে উৎকৃষ্ট পারিতোষিক প্রদান করুন। হে বৎস ! দুন্‌ইয়াদার ও ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিগণ অতি বৃহৎ পরীক্ষায় নিপতিত। যেহেতু দুন্‌ইয়া আল্লাহ্‌তায়ালার অভিশপ্ত এবং যাবতীয় মৃতবৎ অপবিত্র বস্তু সমূহের মধ্যে অধিকতর অপবিত্র। অথচ উহাকে তাহাদের চক্ষের অতীব সুন্দর ও সুসজ্জিত করিয়াছেন। যথা কোন অপবিত্র বিষ্ঠা স্বর্ণমণ্ডিত বা বিষ শর্করা বেষ্টিত করা হয়। অথচ তিনি দূরদর্শী জ্ঞানকে ইহার নিকৃষ্টতার প্রতি নির্দেশক ও ইহার অপকৃষ্টতার দিকে সংকেত প্রদানকারী করিয়াছেন।

এইহেতু আলেমগণ বলিয়া থাকেন যে, কোন ব্যক্তি যদি অছিয়ত করে যে, তোমরা আমার ধন সম্পত্তি জমানার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিকে দিও, তাহা হইলে উহা জাহেদ বা নির্লিপ্ত ব্যক্তিকে দিতে হইবে। এই নির্লিপ্ততাই তাহার পূর্ণ জ্ঞানের পরিচায়ক। ইহা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌পাক পূর্ণ অনুগ্রহ বশতঃ শুধু আকল বা জ্ঞানের উপর নির্ভর না করিয়া তাহার সহিত নকল বা অন্যের নিকট হইতে শ্রবণ সম্মিলিত করিয়াছেন। যথা জগদ্বাসীর রহমত পয়গাম্বর (আঃ)গণের, বাচনিক এই অচল মুদ্রা ও নিকৃষ্ট প্রতারকের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত করাইয়া, ইহার সহিত আকৃষ্ট হওয়া বিশেষ ভাবে নিষেধ করিয়াছেন।

উল্লিখিত অতি মূল্যবান দুইটি সাক্ষী থাকা সত্ত্বেও যদি কেহ শর্করার লালসায় বিষ ভক্ষণ করে এবং স্বর্ণ ধারণা করিয়া বিষ্ঠা গ্রহণ করে, তবে সে একান্ত নিব্বোধ ও নিরেট মূর্খ; বরং পয়গাম্বর (আঃ)গণের সংবাদকেই সে যেন অস্বীকার করে, সে মোনাফেকের পর্যায়ভুক্ত। তাহার দৃশ্য ঈমান পরকালে কোন উপকারেই আসিবে না, তদ্বারা ইহকালে মাত্র তাহার জ্ঞান, মাল রক্ষা করা ভিন্ন অন্য কোন লাভ হইবে না। জ্ঞানের কর্ণ হইতে গফলতের তুলক অদ্যই অপসারিত করা উচিত। অন্যথায় আগামীকাল্য আক্ষেপ, অনুতাপ ব্যতীত কোনই ফল লাভ হইবে না ; সাবধান !

মূল উপদেশ মোর শুনহে বালক—

এ-গৃহ রঙ্গীন, আর তুমি নাবালক।

ওয়াচ্ছালাম ॥

২১৬ মকতুব

মিজ্জা হোছামুদ্দিনের নিকট কারামত অধিক প্রকাশ হওয়া এবং অল্প প্রকাশ হওয়ার রহস্য ও পূর্ণতা প্রদানের মাকামের পূর্ণতা প্রাপ্তি সম্বন্ধে লিখিতেছেন।

আল্হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন ওয়াচ্ছালাতো ওয়াচ্ছালামো আলা ছাইয়েদেল মোরছালীন ওয়া আলায়হিম ওয়া আলা আলেহিত্বাহিরিন, আজমাদীন।

দোস্তুগণের মধ্যে যখন বাহ্যিক দূরত্ব ব্যবধান স্বরূপ এবং সাক্ষাত হওয়া আনকা পাখী তুল্য হইয়াছে, তখন মনে জাগিতেছে— মাঝে মাঝে যদি আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও মারেফতের কোন কোন বিষয় তাঁহাদের নিকট লিখা যায় তাহাই সমীচীন হইবে, অতএব মাঝে মাঝে এইরূপ কিছু লিখিতে থাকিব, আশা করি আপনি বিরক্ত হইবেন না।

হে মখদুম ! যখন আমরা বেলায়েতের আলোচনা লইয়া আছি এবং সর্ব

সাধারণের লক্ষ্য অলৌকিক ঘটনা ইত্যাদির প্রতি নিবন্ধ তখন তাহারই আলোচনা আরম্ভ করিতেছি, মনোযোগের সহিত শুনিবেন। বেলায়েতের অর্থ ফানা ও বাকা লাভ করা। অলৌকিক ঘটনা অল্প বিস্তর প্রকাশ হওয়া এবং কাশ্ফ (আত্মিক বিকাশ) প্রাপ্তি ইহার আনুষঙ্গিক বস্তু। কিন্তু যাহার কারামত অধিক সেই যে বেলায়েতে অগ্রগামী ও পূর্ণতর হইবে তাহা নহে। অনেক স্থলে এরূপ হইয়া থাকে যে, যাহার কাশ্ফ, কারামত অল্প তিনিই বেলায়েতে কামেল বা পূর্ণ। দুইটি বস্তুর উপরই কারামতের আধিক্য নির্ভর করে। উর্দ্ধারোহণ কালে অতি উচ্চে গমন এবং অবতরণ কালে অধিক নিম্নে অবতরণ না করা। বরং উর্দ্ধারোহণ যে পরিমাণই হউক না কেন, অধিক নিম্নে অবতরণ না করাই ইহার মূল কারণ। যে ব্যক্তি পূর্ণরূপে অবতরণ করে সে সরঞ্জামের জগতে (স্তরে) ফিরিয়া আসে এবং যাবতীয় বস্তুকে ছামানের প্রতি নির্ভরশীল বলিয়া প্রাপ্ত হয়; আল্লাহ্‌তায়ালার কার্যাবলী পর্দার আড়ালে পরিদর্শন করে। পক্ষান্তরে যে অবতরণ করে নাই বা অবতরণ করিয়া ছামানের স্তরে উপনীত হয় নাই, ছামানকর্তা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতিই তাহার দৃষ্টি নিবন্ধ থাকে। যেহেতু ছামান তাহার দৃষ্টি হইতে পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে, অতএব আল্লাহ্‌তায়ালার যখন প্রত্যেকের বিশ্বাস অনুযায়ী তাহার সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন তখন যাহার লক্ষ্য ছামানের প্রতি তাহার কার্য ছামানের প্রতিই ন্যাস্ত করেন এবং ছামানের প্রতি যাহার লক্ষ্য নাই, ছামান ব্যতীতই তাহার কার্য সমাধা করিয়া থাকেন। (হাদীছে কুদছী) “আমি আমার বান্দার ধারণার নিকটে” ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ।

বহুদিন হইতে আমার মনে জাগিতেছিল যে, এই উম্মতের মধ্যে অনেক কামেল অলী-আল্লাহ্‌ অতিবাহিত হইয়াছেন কিন্তু হজরত ছাইয়েদ মুহীউদ্দিন জিলানী (কোঃ) হইতে যেরূপ অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পাইয়াছে তদ্রূপ অন্য কোন অলী-আল্লাহ্‌ দ্বারা প্রকাশ পায় নাই, ইহার কারণ কি? অবশেষে আল্লাহ্‌তায়ালার যখন ইহার রহস্য প্রকাশ করিয়া দিলেন, তখন জানিতে পারিলাম যে হজরত ছাইয়েদ মুহীউদ্দিন জিলানী (কোঃ)-এর উন্নতি অধিকাংশ অলী-আল্লাহ্‌ হইতে উর্দ্ধে হইয়াছিল, কিন্তু অবতরণ কালে তিনি

রুহের মাকাম পর্য্যন্তই আসিয়াছিলেন, যাহা আসবাব ছামানের উর্দে। হজরত খাজা হাছান বছরী ও হাবীব আজমীর (রাঃ) ঘটনাই এ স্থলে উল্লেখযোগ্য।

বর্ণিত আছে যে, একদিবস খাজা হাছান বছরী (রাজিঃ) নদীর তীরে দাঁড়াইয়া পার হইবার জন্য তরণীর অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে হাবীব আজমী (রাজিঃ) আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনি দাঁড়াইয়া আছেন কেন ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে “তরণীর অপেক্ষা করিতেছি”। তখন হাবীব আজমী বলিলেন যে, তরণীর আবশ্যক কি ? আপনার তাওয়াক্কাল-বিশ্বাস নাই। তদুত্তরে হজরত খাজা হাছান বছরী বলিলেন, “তোমার এল্ম (জ্ঞান) নাই”। হাবীব আজমী কিস্তীর সাহায্য ব্যতীত পানি অতিক্রম করিলেন এবং খাজা কিস্তীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। হাছান বছরী আছবাব ছামানের জগতে প্রত্যাভর্তন করিয়াছিলেন বলিয়া আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিলেন এবং হাবীব আজমীর ছামানের প্রতি মোটেই লক্ষ্য ছিল না— বলিয়া ছামান ব্যতীত তাঁহার কার্য্য সমাধা করিয়া দিলেন। অবশ্য হাছান বছরীই শ্রেষ্ঠ, তিনি এল্ম ধারী এবং আয়নুল একীনকে এল্মুল ইয়াকীন-এর সহিত একত্রিত করিয়াছেন, প্রত্যেক বস্তুকে যথাযথভাবে তিনি জানিবার সুযোগ পাইয়াছেন। কেননা আল্লাহ্পাক স্বীয় ক্ষমতাবলীকে হেকমত ও কৌশলের আড়ালে লুকাইত রাখিয়াছেন। হাবীব আজমী মত্ততা সম্পন্ন, প্রকৃত কর্তা আল্লাহ্ তায়ালায় প্রতি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, তথায় যেন ছামানের কোনই অধিকার নাই বলিয়া তিনি দেখিতেছেন। অবশ্য তাঁহার দর্শন প্রকৃত নহে। যেহেতু প্রকৃত পক্ষে ছামানের মধ্যস্থতা বর্তমান আছে। অবশ্য দীক্ষা প্রদান ও অন্যের পূর্ণতা সাধন কার্য্য, অলৌকিক ঘটনাদি যে কারণে হয় তাহার বিপরীত। কেননা মুর্শিদী করার মাকামে যে যত নিম্নে অবতরণ করিবে সে তত পূর্ণতর বলিয়া গণ্য হইবে। কারণ পীর এবং মুরীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা আবশ্যক, যাহার জন্য অবতরণ দরকার।

জানা আবশ্যক যে, অধিকাংশ স্থলে যে যতদূর উর্দে আরোহণ করে সে

ততই নিম্নে অবতরণ করিয়া থাকে। এই হেতু শেষ নবী হজরত রছুল (ছঃ) সর্বাধিক উর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং অবতরণের সময় সর্বনিম্নস্তরে আসিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার দাওআত বা আহ্বান পূর্ণতর ছিল এবং যাবতীয় সৃষ্টির প্রতি তিনি রছুল রূপে প্রেরিত ছিলেন। অধিকতর অবতরণের কারণে সকলেরই সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল। অনেক স্থলে এই আধ্যাত্মিক পথের মধ্যবর্তী মাকামবিশিষ্ট ব্যক্তি হইতে তালেবগণ যেরূপ ফয়েজ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি শেষ মাকামে উপনীত এবং প্রত্যাবর্তন করেন নাই, তাঁহা হইতে তদ্রূপ উপকৃত হয় না। কেননা শেষ মাকামে উপনীত হইয়া যে প্রত্যাবর্তন করে নাই, তাহার তুলনায় প্রারম্ভকারীগণের সহিত মধ্যবর্তীগণের সম্পর্ক অধিক। এই জন্য শায়েখুল ইছলাম হরবী (কোদেছাঃ) বলিয়াছেন যে, “যদি শায়েখ আবুল হাছান খেরকানী (রাজিঃ) এবং মোহাম্মদ কাচ্ছাব (রাঃ) উভয়ে জীবিত থাকিতেন তবে আমি তোমাদিগকে মোহাম্মদ কাচ্ছাবের (রাজিঃ) নিকট পাঠাইতাম এবং খেরকানীর নিকট পাঠাইতাম না, যেহেতু উনি তোমাদের জন্য অধিক ফলপ্রদ হইতেন”। খেরকানী (রাজিঃ) শেষ দরজায় উপনীত ছিলেন বটে, কিন্তু মুরীদগণ তাঁহার নিকট বিশেষ উপকৃত হইত না। অর্থাৎ শেষ দরজায় উপনীত হইয়া তিনি প্রত্যাবর্তন করেন নাই। সাধারণ অর্থে শেষ স্তরে উপনীত ব্যক্তি নহে; যেহেতু শেষ স্তরে উপনীত ব্যক্তি হইতে পূর্ণ উপকৃত না হওয়া— হইতে পারে না। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) সর্বোচ্চ মোনতাহী বা শেষ সীমায় উপনীত ছিলেন এবং তাঁহা হইতে সকলেই অধিকতর উপকৃত হইয়াছে। সুতরাং জানা গেল যে, অবতরণ করা না করার প্রতিই উপকার প্রাপ্তি নির্ভরশীল— শেষে উপনীত হওয়া না হওয়ার প্রতি নহে। এ স্থলে একটি সুক্ষ্ম তত্ত্ব আছে।

জানা আবশ্যিক যে, অলী-আল্লাহ্গণের ‘অলী’ হওয়ার অবগতি লাভ যেরূপ শর্ত নহে, যাহা প্রকাশ্য কথা, তদ্রূপ তাঁহা হইতে যে অলৌকিক ঘটনাবলী সংঘটিত হয়— তাহার জ্ঞান লাভও শর্ত নহে, বরং অনেক স্থলে

এমনও হয় যে সর্বসাধারণ তাঁহার কারামত বর্ণনা করে, অথচ তিনি উহা আদৌ অবগত নহেন। যে অলী-আল্লাহ্গণ কাশ্ফ ও এল্‌মধারী তাঁহারা নিজের কোন কোন কারামতের অবগতি রাখেন। অলী-আল্লাহ্গণের মেছালী আকৃতি বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ করিয়া আল্লাহ্‌পাক সুদূর হইতে আশ্চর্য্যরূপ কার্য্যকলাপ করাইয়া থাকেন, অথচ উক্ত আকৃতিধারী অলীর তদ্বিষয়ে কোনই অনুভূতি নাই।

বাহানা করিয়া কার্য্য করে সমাধান,
বাস্তবে তিনিই কর্ত্তা, সর্বশক্তিমান।

হজরত খাজা বাকীবিল্লাহ (কোঃ ছেঃ) ফরমাইয়াছেন যে, “জনৈক বোজর্গ বলিয়াছেন, জনসাধারণ চতুর্দিক হইতে আমার নিকট সমবেত হয়, তাহাদের কেহ কেহ বলে যে, আমি আপনাকে মক্কা মোয়াজ্জমায় দেখিয়াছি ; হজ্জের সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন, আমরা সমবেতভাবে হজ্জ করিয়াছি। আবার কেহ বলে যে, আপনাকে আমরা বাগদাদে দেখিয়াছি এবং তাহারা আমার সহিত বন্ধুত্বের চেষ্টা করে, অথচ নিশ্চয় আমি স্বীয় গৃহ হইতে বহির্গত হই নাই, এবং উক্ত ব্যক্তিগণকে কোথাও দেখি নাই। ইহারা আমার প্রতি শুধু অপবাদ দিতেছে। প্রত্যেক বিষয়ের প্রকৃত তথ্য আল্লাহ্‌তায়ালাই অধিক অবগত। অধিক লিখা অতিরিক্ততা মাত্র।

যদি আপনার আকাঙ্ক্ষা জানিতে পারি, তবে আল্লাহ্‌ চাহে অতি সত্বর অধিকতর লিখিয়া পাঠাইব। ওয়াচ্ছালাম ॥

২১৭ মকতুব

মোল্লা তাহের বদখশীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, আত্মিক সম্বন্ধ যতই অজ্ঞতা ও হয়রানির দিকে অগ্রসর হয়— ততই ভাল। আরও বর্ণনা হইবে যে, অলী-আল্লাহ্গণের কোন কোন কাশ্ফে ভুল হইয়া থাকে এবং উহার বিপরীত প্রকাশ পায় তাহার কারণ কি ? ইত্যাদি।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক

এবং দরুদ ও ছালাম রছুলগণের সর্দার (ছঃ) ও তাঁহার পবিত্র বংশধরগণের প্রতি ।

বহুদিন হইতে ভবদীয় কুশলাদি অবগত করান নাই, যাহা হউক যে অবস্থায় থাকুন না কেন স্থিরতা ও দৃঢ়তার সহিত থাকিবেন । শরীয়তের বিশ্বাস বা আমলে চুল পরিমাণ যেন ব্যতিক্রম না ঘটে । স্বীয় আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ রক্ষা করা যাবতীয় আবশ্যকীয় কার্য্য সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম । উহা যতই অজ্ঞতার দিকে অগ্রসর হয়, ততই সুন্দর ; আবার যতই হয়রানি বা অস্থিরতা বর্দ্ধিত হইতে থাকে— ততই উৎকৃষ্ট— যেহেতু ঐশিক বিকাশ সমূহ এবং এছম-ছেফতাদির (নাম-গুণাবলীর) প্রকাশ মধ্য পথে হইয়া থাকে । উদ্দেশ্যে উপনীত হইলে উহারা খর্ব ও অবনত হইয়া যায় এবং অজ্ঞতা ও অপ্রাপ্ত হওয়া ব্যতীত অন্য কিছুই থাকে না । সৃষ্ট জগতের বিকাশের কথা আর কি বলিব, তথায় ভুল হইবার সম্ভাবনাই অধিক ও সত্য না হওয়ার ধারণাই প্রবল । অতএব উহা হওয়া না হওয়া সমতুল্য জানা কর্তব্য । যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, কোন কোন অলী-আল্লাহের সৃষ্টিস্তরের কাশ্ফের মধ্যে ভুল হয়, এবং বিজ্ঞপ্তির বিপরীত ঘটিয়া থাকে । যথা— কেহ সংবাদ দিল যে একমাস পর অমুক ব্যক্তির মৃত্যু হইবে, কিংবা সে বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিবে, ঘটনাক্রমে একমাস পর ইহার কোন একটিও হইলনা, ইহার কারণ কি ? তদুত্তরে বলিব যে, উক্ত সংবাদ হয়ত কোন শর্তের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সংবাদ প্রাপ্ত অলী কাশ্ফের সময় হয়তো তাহা বিস্তৃত ভাবে অবগত হইতে পারে নাই, অতএব তিনি সাধারণ ভাবে ইহা হইবে বলিয়া সংবাদ দিয়াছেন । অথবা ইহার উত্তর ইহাও হইতে পারে যে, হয়তো কোন আরেফের প্রতি লওহেমহফুজের কোন হুকুম প্রকাশ পাইয়াছে । যাহা প্রকৃত পক্ষে পরিবর্তনশীল এবং কাজায়ে মোআল্লাক (শর্তযুক্ত হুকুম) ছিল, কিন্তু তাহা উক্ত আরেফ (দরবেশ) অবগত হইতে পারেন নাই ; এমতাবস্থায় যদি তিনি স্বীয় অবগতি অনুযায়ী সংবাদ দেন তবে অবশ্য উহা বিপরীত ঘটিবে ।

কথিত আছে যে, হজরত জিবরিল (আঃ) এক দিবস হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-কে আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, অমুক যুবকটির আগামী প্রত্যুষেই মৃত্যু হইবে। হজরত পয়গাম্বর (ছঃ) তাহার প্রতি দয়া পরবশ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমার কি আকাঙ্ক্ষা আছে ? তদুত্তরে সে বলিল যে “একটি যুবতী বিবাহ করা এবং হালুয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখি। হজরত (ছঃ)-এর আদেশ ক্রমে উক্ত হালুয়া এবং যুবতী তাহাকে প্রদত্ত হইল। যুবক রাত্রে যখন স্বীয় স্ত্রী ও হালুয়া লইয়া উপবিষ্ট ছিল, তখন এক ভিক্ষুক আসিয়া নিজের আবশ্যিক প্রকাশ করিতে লাগিল ; যুবক সমুদয় হালুয়ার পাত্র খানি তাহাকে প্রদান করিল। প্রাতে হজরত (ছঃ) তাহার মৃত্যুর অপেক্ষায় আছেন ; বিলম্ব হওয়ায় আদেশ করিলেন যে, সংবাদ লইয়া আস তাহার অবস্থা কি ? সংবাদ আনা হইল যে, সে প্রফুল্লচিত্তে প্রকৃতিস্থ আছে। তখন তিনি চিন্তিত হইলেন ; ইতিমধ্যে জিবরিল (আঃ) আসিয়া বলিলেন যে হালুয়া ছদ্কা—(দান) করার কারণেই তাহার বিপদ দূর হইয়া গিয়াছে। তাহার শয্যার তলে অতি বৃহৎ একটি বিষাক্ত সর্প মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। উক্ত সর্পটির উদরে এরূপ অধিক ভাবে হালুয়া প্রবিষ্ট করা হইয়াছে যে, তজ্জন্য উহার মৃত্যু ঘটয়াছে। এ ফকীর এরূপ নকল (বর্ণনা) পছন্দ করে না, হজরত জিবরিল (আঃ)-এর ভুল হওয়া উচিত নহে। যেহেতু তিনি অকাট্য অহির (ঐশীবাণীর) বাহক, অতএব তাঁহার প্রতি এইরূপ দোষারোপ সঙ্গত জানা অতীব জঘন্য কার্য্য বলিয়া জানি ; অবশ্য ইহা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার নির্দেশ নির্ভুল হওয়া এবং আমানত রক্ষা করা অহীর জন্য বিশিষ্ট, যাহা আল্লাহুতায়ালার পক্ষ হইতে নির্দিষ্ট এবং উক্ত সংবাদ অহির অন্তর্ভুক্ত নহে, সাধারণ সংবাদ মাত্র। যাহা লওহে মহফুজ—দৃষ্টে জ্ঞাত হইয়া তিনি বলিয়াছেন এবং লওহে মহফুজ বিমোচন ও স্থাপনের স্থান, অতএব উহাতে ভুল হওয়া সম্ভব। অহি ইহার বিপরীত, উহা অবগত করান মাত্র। ইহার পার্থক্য সংবাদ এবং চাক্ষুস দর্শনের পার্থক্যের অনুরূপ। প্রথমটি শরীয়তে বিশ্বাস যোগ্য, দ্বিতীয়টি নহে।

আল্লাহ্‌তায়াল্লা আপনাকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। জানিবেন যে— ‘কাজা’ বা অদৃষ্টলিপি দুই প্রকার। একটিকে কাজায়ে মোয়াল্লাক (দোলায়মান অদৃষ্ট), অপরটিকে কাজায়ে মোব্রাম্ (অকাট্য অদৃষ্ট) বলা হয়। কাজায়ে মোয়াল্লাক পরিবর্তনশীল ও কাজায়ে মোব্রাম্ অপরিবর্তনীয়। আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন— “আমার নিকটে, বাক্যের পরিবর্তন ঘটে না”। ইহা কাজায়ে মোব্রামের বিষয়ে বলিয়াছেন এবং কাজায়ে মোয়াল্লাকের বিষয় বলিয়াছেন— “আল্লাহ্‌পাক যাহা ইচ্ছা প্রোক্ষিত করেন এবং যাহা ইচ্ছা স্থাপিত করেন। তাঁহারই নিকট মূল পুস্তক (লওহ্‌ মাহফুজ) বর্তমান আছে”। আমার পীর কেবলা (রাঃ) ফরমাইয়াছেন যে, “হজরত ছাইয়েদ মুহিউদ্দীন জিলানী (কোঃ ছেঃ) স্বীয় পুস্তকাদির কোন পুস্তকে লিখিয়াছেন, কাজায়ে মোব্রাম আমি ব্যতীত কেহই পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না। আমি ইচ্ছা করিলে তাহাতেও হস্তক্ষেপ করিতে পারি”। তিনি একথায় বড়ই বিস্ময়াপন্ন ছিলেন ও ইহা দুরুহ বলিয়া ভাবিতেন। অনেক দিন হইতে ইহা আমার মনে গুপ্ত ছিল। অবশেষে আল্লাহ্‌পাক আমাকেও এই উচ্চ দৌলত প্রদান করিয়া ছরফরাজ করিলেন। একদিন কোন বিপদ যাহা আমার কোন দোস্তের নামে লিখিত ছিল, তাহা খণ্ডন করার চেষ্টা করিতেছিলাম ও আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে পূর্ণ বিনয় ও নম্রতার সহিত কাঁদাকাটি করিতেছিলাম। তখন আমার প্রতি প্রকাশ পাইল যে, লওহে মাহফুজের মধ্যে উক্ত বিপদটি কোন শর্তের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে নাই। তাহাতে আমার এক প্রকার নৈরাশ্য দেখা দিল এবং হজরত শায়েখ মুহিউদ্দীন (কোঃ ছেঃ)-এর কথা মনে পড়িল। তখন আবার বিনীত ভাবে কাঁদাকাটি আরম্ভ করিলাম এবং অক্ষমতা ও মুখাপেক্ষিতার সহিত আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারের প্রতি মনোযোগী হইলাম। তখন আল্লাহ্‌পাক আমার প্রতি প্রকাশ করিয়া দিলেন যে, কাজায়ে মোয়াল্লাক দুই প্রকারের ; এক প্রকারের ‘কাজা’-এর শর্তযুক্ত হওয়া লওহ্‌ মাহফুজে উল্লেখ আছে এবং ফেরেশ্তাবৃন্দ উহা অবগত আছেন, দ্বিতীয় প্রকার ‘কাজা’-এর শর্তযুক্ত হওয়া

আল্লাহুতায়ালাই জানেন মাত্র, লওহ্‌ মাহফুজে উহা ‘মোব্রাম’ (অকাট্য) হিসাবে লিখিত আছে। এই দ্বিতীয় প্রকারের কাজায়ে মোয়াল্লাক্ বা শর্তযুক্ত কাজাও প্রথম প্রকারের মত পরিবর্তনশীল। ইহা হইতে আমি বুঝিতে পারিলাম যে ছাইয়েদ মুহিউদ্দীন (রাঃ)-এর কথা এই দ্বিতীয় প্রকারের ‘কাজা’-এর বিষয় ছিল, যাহা দৃশ্যতঃ কাজায়ে মোব্রাম। প্রকৃত কাজায়ে মোব্রাম যাহা ইহা তাহা নহে। জ্ঞান বা শরীয়ত অনুযায়ী উক্ত ‘কাজা’র পরিবর্তন যে অসম্ভব, তাহা অবিদিত নহে। সত্য কথা যে, ইহার প্রকৃত তত্ত্ব অল্প লোকই অবগত আছে। সুতরাং তথায় আর কিরূপে ক্ষমতা প্রয়োগের চেষ্টা করিবে। যে বিপদ উক্ত বন্ধুটির ছিল তাহা দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত পাইলাম এবং জানিতে পারিলাম যে, উহা অপসারিত হইয়া গিয়াছে। ইহার জন্য আল্লাহুতায়ালার প্রশংসা এবং পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি। আল্লাহপাকের জন্য প্রচুর-পবিত্র ও প্রাচুর্য্যময়, আরও প্রাচুর্য্যময় প্রশংসা ; যেরূপ প্রশংসা তিনি ভালবাসেন এবং যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট।

যিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের ছরদার এবং পয়গাম্বর (আঃ)-গণের যিনি শেষ তাঁহারই প্রতি দরুদ-ছালাম ও সম্মান বর্ষিত হউক। তিনি ঐ মহাজন যাহাকে আল্লাহপাক যাবতীয় সৃষ্ট জগতের রহমত বা অনুকম্পা রূপে প্রেরণ করিয়াছেন। এবং তাঁহার বংশধর, সহচর ও তাঁহার যাবতীয় ভ্রাতা অবশিষ্ট পয়গাম্বর (আঃ), ছিদ্দিক, শহীদ, নেক্কার ও নৈকট্যধারী ফেরেশ্তাবৃন্দের প্রতিও বর্ষিত হউক। হে-আল্লাহ্‌ আমাদিগকে ঐ বোজর্গগণের বরকতে তাঁহাদের প্রেমিক ও পদানুসরণ কারিগণের দলভুক্ত কর। আমার এই দোয়ার প্রতি যে ব্যক্তি আমিন বলিবে আল্লাহুতায়ালার তাহারও প্রতি অনুগ্রহ করুন।

আসল বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হইয়া বলি যে, অনেক সময় অনেক এল্‌হামী এল্‌ম বা ঐশিক বিজ্ঞপ্তির মধ্যে ভুল হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে উহার অনেক আনুষঙ্গিক ভূমিকা যাহাকে এল্‌হাম প্রাপ্ত ব্যক্তি সত্য বলিয়া জানিয়াছে বস্তুতঃ তাহা মিথ্যা, উহা এল্‌হামের সহিত এরূপভাবে সম্মিলিত

হয় যে এল্‌হাম প্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার পার্থক্য করিতে সক্ষম হয় না। সে ব্যক্তি সমুদয়কে এল্‌হামী এল্‌ম বলিয়া ধারণা করে ; অতএব আংশিক ভুল বশতঃ সমুদয় এল্‌হামের অবগতি ভুল হইয়া যায়। তদ্রূপ অনেক সময় ‘কাশ্‌ফ’ বা আত্মিক বিকাশ ও স্বপ্নে অদৃশ্যবস্তু সমূহ অবলোকন করে এবং ধারণা করে যে, বাহ্যিক ভাবেই উহার অর্থ হইবে, কিন্তু উক্ত ধারণানুযায়ী নির্দেশ প্রদান করিয়া সে ভুলে পতিত হয়। সে বুঝিতে পারেনা যে বাহ্যিক ভাবে উহার অর্থ হইবে না ; ভাবগত অর্থ ও স্বপ্ন তত্ত্ব লইয়া উহার অর্থ করিতে হইবে। ইহাও কাশ্‌ফের একটি ভুল হইবার স্থান।

ফলকথা, কোরআন— হাদীছ যাহা অকাট্য অহি কত্বক ও ফেরেশ্তার অবতরণ দ্বারা প্রমাণিত, তাহাই অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য। আলেমগণের ‘এজ্‌মা’ বা একতাবদ্ধ মত ও মোজতাহেদ্‌গণের এজ্‌তেহাদ অর্থাৎ পরিশ্রম করিয়া মছ’লা উদ্ধারকারীগণের মত সমূহও কোরআন, হাদীছের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রমাণ চতুষ্টয় শরীয়তের মূল, ইহা ভিন্ন অন্যগুলি যদি ইহাদের অনুকূল হয় তবেই গৃহীত হইবে, অন্যথায় হইবে না। যদি উহা ছুফীগণের এল্‌ম, মারেফত এবং কাশ্‌ফ, এল্‌হামই হউক না কেন। তথায় (আল্লাহপাকের নিকট) আত্মিক প্রেরণা ও অবস্থার তারতম্য ইত্যাদিকে শরীয়তের তুল্যদণ্ডে পরিমাপ না করা পর্যন্ত অর্দ্ধ যব মূল্যেও ক্রয় করেন না এবং কাশ্‌ফ— এল্‌হামকে কোরআন হাদীছের কণ্ঠি পাথরে ঘর্ষণ না করা পর্যন্ত কপর্দক তুল্যও জানেন না। ছুফীগণের তরীকার ছলুক (পথ অতিক্রম) করার উদ্দেশ্য শরীয়তের বিশ্বাস্য বস্তু সমূহের তত্ত্বের প্রতি অধিক বিশ্বাস লাভ করা, যাহা প্রকৃত ঈমান এবং শরীয়তের হুকুম সমূহ প্রতিপালন সহজসাধ্য হওয়া। ইহা ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য নহে। আল্লাহ্‌তায়ালার “দর্শন” পরকালে হইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা আছে। ইহজগতে নিশ্চয় উহা ঘটিবে না। ছুফীগণ যে আত্মিক দর্শন ও আবির্ভাব পাইয়া সন্তুষ্ট আছেন, তাহা প্রতিবিশ্ব ও অনুরূপ বস্তু লইয়া শান্তি ও প্রবোধ প্রাপ্তি মাত্র। আল্লাহ্‌পাক আরও পরে, তাহারও পরে।

এই আত্মিক দর্শন ও তাজাল্লী বা আবির্ভাব সমূহের প্রকৃত তত্ত্ব যদি যথাযথ রূপে বর্ণনা করি, তবে ভয় হয় যে আরম্ভকারী তালেবগণের চেষ্টায় ব্যাঘাত জন্মিবে এবং তাহাদের উৎসাহ ভঙ্গ হইবে। ইহাও ভয় করি, যদি জানা সত্ত্বেও প্রকৃত কথা না বলি, তবে হক-বাতেল (সত্যাসত্য) সম্মিলিত রাখা সঙ্গত জানা হইবে, সুতরাং অগত্যা পক্ষে এই মাত্র প্রকাশ করিতেছি যে, আধ্যাত্মিক পথের মোশাহাদা ও তাজাল্লীকে মুছা (আঃ)-এর কোহতুরের সেই দর্শনের কষ্টি পাথরে ঘর্ষণ করিয়া দেখিতে হইবে, যদি উহার অনুকূল না হয় তবে উহাকে প্রতিবিম্ব ও অনুরূপ বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। নিশ্চয় সত্য হইবে না, যেহেতু ইহাতে খণ্ড বিখণ্ড হওয়া নাই এবং ইহ-জগতে আল্লাহর দর্শনে খণ্ড বিখণ্ড না হইয়া উপায় নাই। বাহ্যিক দেহেই সে আবির্ভাব হউক বা অন্তঃকরণেই হউক অবশ্যই খণ্ড বিখণ্ড হওয়া উচিত। শেষ নবী হজরত (ছঃ) এই কলঙ্ক হইতে পবিত্র, তিনি ইহ-জগতেই আল্লাহুতায়ালার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, অথচ চুল মাত্রও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই, কিন্তু তাঁহার পূর্ণ অনুসরণকারীগণ এই মাকামের যে অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা প্রতিবিম্বের ব্যবধান ব্যতীত নহে, তাহা তাজাল্লী প্রাপ্ত ব্যক্তির অনুভূত হউক বা না হউক। যখন মুছা (আঃ) তাজাল্লী প্রাপ্তির পূর্বেই উক্ত রূপ অবস্থা দেখিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন তখন অন্যের বিষয় আর কি বলা যাইবে।

দ্বিতীয়তঃ জানিবেন যে, কোন কোন খালেছ মুরীদকে তরীকত প্রচারের এজাজত (অনুমতি) দিয়া থাকি। তাহার কারণ এইরূপ ভ্রষ্টতার চক্র হইতে কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে তাহারা যেন সৎপথে আনিতে চেষ্টা করে এবং তাহাদের সহিত নিজেরাও যেন সম্মিলিত ভাবে জেকেরে মশগুল হইয়া উন্নতি করিতে পারে। আপনি এই সূত্র ঠিক রাখিয়া নিজের অবশিষ্ট দোষ-ত্রুটি বিদূরিত করিতে যত্নবান হইবেন, যাহাতে মুরীদগণও উক্ত দৌলত লাভ করিয়া ছরফরাজ (ভাগ্যবান) হইতে পারে। এই এজাজত প্রাপ্তে নিজেকে পূর্ণ ভাবিয়া উদ্দিষ্ট বস্তু হইতে বঞ্চিত থাকিবেন না। বাহকের প্রতি পৌছান ভিন্ন কোনই কর্তব্য নাই। ওয়াচ্ছালাম ॥

২১৮ মকতুব

মোল্লা দাউদের নিকট পীরের সম্মান রক্ষা করার বিষয়ে লিখিতেছেন।

ভ্রাতঃ মোল্লা দাউদ, আপনার পত্র প্রাপ্তি সন্তুষ্টির কারণ হইল। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের অছিলায় আল্লাহপাক আপনার বহির্জগত ও অন্তর্জগতকে স্বীয় মজ্জি-মনজুরী দ্বারা সুসজ্জিত ও অলঙ্কৃত করুক। পার্থিব নানারূপ চিন্তায় যেন আধ্যাত্মিক ছবক (পাঠ) পুনরাবৃত্তির এবং বোজর্গগণের তরীকার উপর অটল থাকার কোন ব্যাঘাত না জন্মায়।

ঘটনাক্রমে যদি অন্তঃকরণে কোন তমসার আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে আল্লাহ তায়ালার দরবারে কাঁদাকাটি, অনুনয় বিনয় করণ এবং স্বীয় মুরুব্বী, পীরের প্রতি পূর্ণ রূপে লক্ষ্য প্রদান উহার চিকিৎসা, যেহেতু এই দৌলত প্রাপ্তির সূত্রই তিনি, উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকল সময় যাহার মাধ্যমে এই সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে, তাঁহার আদব-সম্মান ভালভাবে রক্ষা করিবেন এবং সেই বোজর্গের সন্তুষ্টিকেই আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির অবলম্বন করিবেন, ইহাই উদ্ধারের পথ। ওয়াচ্ছালাম ॥

২১৯ মকতুব

মীজ্জা ইরজের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, মানুষ স্বীয় অজ্ঞতা বশতঃ বাহ্যিক ব্যাধি দূর করার চেষ্টা করে এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাধি যাহা আল্লাহ ভিন্ন অন্যের আকৃষ্টতাকে বলা হয় তাহা বিদূরিত করার প্রতি মনোযোগী হয় না।

আল্লাহপাক সৈয়েদুল আউয়ালীন ওয়াল আখেরীন (ছঃ)-এর তোফায়েলে, আপনাকে যাহা কলঙ্কিত ও নিন্দিত করে তাহা হইতে রক্ষা করুক। হে সৌভাগ্যবান— শরীফ ভ্রাতঃ মানুষ যখন দৈহিক রোগে আক্রান্ত

হয় বা তাহার কোন অঙ্গ পীড়িত হয় তখন সে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাহাতে তাহার উক্ত ব্যাধি বিদূরিত ও রোগ মুক্ত হয়। আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের প্রতি আকর্ষণ যাহাকে কল্বের বা মনের ব্যাধি বলা হয়, তাহা এরূপ ভাবে বর্দ্ধিত হইতে চলিয়াছে যে অল্পকাল মধ্যেই উহাকে চিরস্থায়ী মৃত্যুর পর্য্যায় উপনীত করিবে এবং তাহাকে অনন্তকালের শাস্তি ভোগ করাইবে। উহা দূর করার সে কোনই চেষ্টা করিতেছেনা। সে যদি উহাকে ব্যাধি মনে না করে তাহা হইলে সে নিরেট মূর্খ এবং যদি জানিয়াও ভয় না করে তবে সে নিছক অপবিত্র। অবশ্য এই ব্যাধি অনুভব করিতে ‘আক্লে-মাআশ’ বা ইহলৌকিক জ্ঞান সংকীর্ণ চিত্ত, কেননা তাহার দৃষ্টি বাহ্যিক বস্তুর প্রতিই মাত্র। ইহলৌকিক জ্ঞান যেরূপ অস্থায়ী লজ্জতসমূহের জন্য আধ্যাত্মিক ব্যাধিকে ব্যাধি বলিয়া মনে করে না, পারলৌকিক জ্ঞানও তদ্রূপ পরকালের ছওয়াবের আশায় বাহ্যিক ব্যাধিকে ব্যাধি বলিয়া জানে না। ইহলৌকিক জ্ঞান ক্ষীণ দৃষ্টি-সম্পন্ন, পারলৌকিক জ্ঞান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিধারী ; পারলৌকিক জ্ঞান নবী (ছঃ), অলীগণের অংশ এবং ইহলৌকিক জ্ঞান ধনবান ও পুঁজিবাদীদের মনঃপুত। ইহার মধ্যে বহু প্রভেদ আছে। পারলৌকিক জ্ঞান অর্জনের উপায় মৃত্যুর স্মরণ এবং আখেরাতের বিষয় আলোচনা করা ও যাহারা আখেরাতের আলোচনায় লিপ্ত আছেন তাঁহাদের সংসর্গে অবস্থান।

আকাঙ্ক্ষিত রত্নাকরে,

দিচ্ছি তোমায় এই নিশান।

পাইনি আমি, কিন্তু তুমি-

পাও যদি তার সন্নিধান।

জানা আবশ্যিক যে বাহ্যিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলে শরীয়তের হুকুম পালন করা যেরূপ কষ্টকর হয়, আভ্যন্তরীণ ব্যাধিতেও তদ্রূপ কষ্ট হইয়া থাকে। আল্লাহ্ তায়ালা ফরমাইয়াছেন যে, “ইয়া রাছুলুল্লাহ্ আপনি যে কাজের প্রতি তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, মোশরেকগণের প্রতি তাহা অতি কষ্টকর”। আরও বলিয়াছেন যে, “নিশ্চয় উহা (নামাজ পাঠ) নম্রতাকারীগণ ব্যতীত অন্য সকলের প্রতি অত্যন্ত গুরু”। বাহ্যিক দেহে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দুর্বলতার জন্য কষ্ট হয় এবং অন্তঃকরণে বিশ্বাস ও ঈমানের স্বল্পতা হেতুও কষ্ট হইয়া থাকে। নতুবা শরীয়তের

হুকুমসমূহ অতি সহজ ও অত্যন্ত সরল। আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন যে, “আল্লাহ্‌ পাক তোমাদের সহিত সরলতা করিতে ইচ্ছুক, কঠোরতা করার ইচ্ছুক নহেন”। আরও বলিয়াছেন যে, “আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতি হান্কা করিতে ইচ্ছুক এবং মানুষ দুর্বলচিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে” এই আয়াতদ্বয়ই ইহার প্রমাণ।

না থাকে কাহারো যদি নয়ন যুগল

দিবাকরে দোষী করা তাহার বিফল।

অতএব এই ব্যাধি দূর করার চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য এবং ইহার চিকিৎসক গণের আশ্রয় গ্রহণ করাও ফরজে আঙ্গিন, বা ব্যক্তিগত ফরজ; বাহকের প্রতি পৌছানই কর্তব্য। ওয়াচ্ছালাম ॥

২২০ মকতুব

শায়েখ হামীদ বাঙ্গালীর নিকট ছুফীগণের কোন কোন মাকামের ভুল উৎপত্তির ও তাহার কারণ ইত্যাদির বিষয়ে লিখিতেছেন।

আলহাম্‌দো লিল্লাহে রাব্বিল্ আলামীন, ওয়াচ্ছালাতো ওয়াচ্ছালামু আলা ছাইয়েদেल् মোরছালীন, ওয়া আলা আলেহি ওয়া আছহাবিহী ওয়া আলায়হিম আজমাইন। এখাকার ফকীরগণের অবস্থা ক্রমান্বয়ে আল্লাহ্‌তায়ালা শোকর গোজারী বৃদ্ধির দিকে, অর্থাৎ উন্নতির পথে। দূরবর্তী দোস্তগণের সম্বন্ধেও এইরূপ আশা রাখি। স্নেহাস্পদ ভ্রাতঃ— এই অতীব অদৃশ্য পথে সাধকগণের পদস্থলনের স্থান অনেক আছে। বিশ্বাস ও আমল সম্বন্ধে শরীয়তের সূত্র ভালভাবে রক্ষা করিয়া জীবন যাপন করিতে থাকিবেন। সাক্ষাতে হউক বা অসাক্ষাতেই হউক ইহাই আমার উপদেশ; ইহাতে কখনো যেন শৈথিল্য না ঘটে। এই পথের কতিপয় ভুল এবং ভুল হইবার কারণ নির্দিষ্ট করিয়া দিতেছি। মূল্যবান মনে করিয়া উহা পাঠ করিবেন এবং বর্ণিত বিষয়গুলির অনুরূপ কার্য অবশিষ্ট বিষয় সমূহেও করিতে থাকিবেন।

জানিবেন যে, ছুফীগণের ভ্রান্তির মাকাম বা স্থল যথা— ছালেক উর্দ্ধারোহণ কালে নিজেকে অনেক সময় ঐ সকল ব্যক্তি যাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ববাদী সম্মত

তাঁহাদের মাকামের উর্দে প্রাপ্ত হয়। ইহা সঠিক যে, উক্ত ছালেকের মাকাম উল্লিখিত ব্যক্তিগণের মাকাম হইতে নিম্নতর। বরং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি পয়গাম্বর (আঃ)গণের সম্বন্ধেও অনেক সময় ছালেকের এইরূপ ধারণা হইয়া থাকে। এই প্রকারের ধারণা হইতে আমরা আল্লাহ্ পাকের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। ছালেকগণের এইরূপ ধারণা হওয়ার কারণ এই যে, নবী হউক বা অলী হউক তাঁহাদের উৎপত্তি যে এছম বা আল্লাহুতায়ালার নাম হইতে, আরোহণ কালে প্রথমতঃ সেই ‘এছম’ পর্য্যন্ত তাঁহারা উপনীত হন, এবং সেই আরোহণ দ্বারাই তাঁহারা অলী বা নৈকট্যধারী নাম প্রাপ্ত হন। তৎপর উক্ত এছমের মধ্যে উন্নতি করিতে থাকেন এবং তাহা হইতে ক্রমান্বয়ে আল্লাহুপাকের যতদূর ইচ্ছা উন্নতি করেন। ইহা সত্ত্বেও তাঁহাদের প্রত্যেকের মনজিল বা নির্দিষ্ট স্থান ঐ এছম যাহা তাঁহাদের অস্তিত্বের উৎপত্তি স্থান; অতএব যদি কেহ তাঁহাদিগকে উন্নতির মাকাম সমূহে অন্বেষণ করে, তবে প্রায় তাঁহাদের উৎপত্তি স্থান যে এছম তথায় প্রাপ্ত হয়, কেননা উন্নতির মাকামে উহাই তাঁহাদের স্বাভাবিক স্থান, উহা হইতে উদ্ধারোহণ বা অবতরণ, আনুষঙ্গিক কারণ বশতঃই হইয়া থাকে।

যে ছালেক (সাধক) উচ্চ মনোবৃত্তিধারী সে যখন উদ্ধারোহণ করিতে থাকে তখন উক্ত এছম হইতেও উন্নতি করিয়া যায় এবং তাহারই পূর্ব বর্ণিত প্রকারের ধারণা হইয়া থাকে’। আল্লাহ্ রক্ষা করুন, এই ধারণা যেন তাহার ইতিপূর্বের বিশ্বাস বিনষ্ট না করে, ও পয়গাম্বর (আঃ)-গণের শ্রেষ্ঠত্বের এবং সর্ববাদী সম্মত উৎকৃষ্ট অলীগণের শ্রেষ্ঠত্বে সন্দেহ না জন্মায়। ইহা একটি ছালেকদিগের পদস্থলনের স্থান। তখন তাহারা বুঝিতে পারে না যে, বোজর্গগণ উক্ত এছমসমূহ হইতে বহু উর্দে উঠিয়াছেন এবং উহা হইতেও উর্দ্ধতম মাকামে উপনীত হইয়াছেন। ইহাও ছালেকগণ বুঝিতে পারে না যে, যে এছম হইতে তাঁহারা উন্নতি করিয়া উর্দে উঠিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের স্বাভাবিক স্থান এবং উক্ত ছালেকের স্বাভাবিক স্থান উহা হইতে অতি নিম্নে।

প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় উৎপত্তি স্থানের পুরোবর্তিতার কারণেই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব হইয়া থাকে। কোন কোন মাশায়েখ বলিয়া থাকেন যে “আরেফ (সাধক) উন্নতির

মাকাম সমূহে অনেক সময় বৃহত্তম মধ্যস্থ হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)কেও ব্যবধান প্রাপ্ত হয় না এবং তাঁহার মধ্যস্থতা ব্যতীতই উন্নতি করিয়া যায়” ইহাও উক্ত প্রকারের বাক্য। আমার পীর কেবলা (রাজিঃ) ফরমাইয়াছেন যে, রাবেয়া (রাঃ)ও এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাহারা আরোহণ কলে যখন বৃহত্তম মধ্যস্থ হজরত (ছঃ)-এর— উৎপত্তি স্থান হইতেও উন্নতি করে, তখন মনে করে যে উহা আর ব্যবধান নাই। বৃহত্তম ব্যবধান হইতে হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর হকীকত বা প্রকৃত তত্ত্ব অর্থ লইয়াছেন। এ বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

এইরূপ ভ্রমে পতিত হইবার দ্বিতীয় কারণ এই যে, ছালেকের উৎপত্তি স্থান যে এছম তাহার মধ্যে যখন সে ছয়ের (ভ্রমণ) করে, উক্ত এছম আবার যখন সংক্ষেপতঃ যাবতীয় এছমের সমষ্টি, যাহা মানবের সমষ্টিভূত হওয়ার কারণ; তখন এই ছয়ের করার মধ্যেই সংক্ষেপতঃ অন্যান্য মাশায়েখগণের উৎপত্তি স্থানও অতিক্রম করিয়া যায় ও উক্ত এছমের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়া ধারণা করে আমিই শ্রেষ্ঠ, সে ইহা বুঝিতে পারে না যে, সে যাহাকে মাশায়েখগণের মাকাম বলিয়া দেখিয়াছে এবং যাহা অতিক্রম করিয়াছে, তাহা তাঁহাদের মাকামের নিদর্শন মাত্র ; তাঁহাদের প্রকৃত মাকাম নহে। ছালেক নিজেকেই সমষ্টিস্বরূপ প্রাপ্ত হয় এবং অন্য সকলকে নিজের অংশ বলিয়া ধারণা করে ; অতএব সন্দেহে পতিত হইয়া নিজেকে উৎকৃষ্ট ভাবে। এতাদৃশ মাকামেই হজরত বায়েজিদ বুস্তামী (রাজিঃ) বলিয়াছেন যে, “আমার পতাকা হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর পতাকা হইতে উচ্চ”। মত্ততার প্রাবল্য হেতু তিনি জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহার পতাকা হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর পতাকা হইতে উচ্চ নহে; বরং হজরত (ছঃ)-এর পতাকার নিদর্শন হইতে উচ্চ, যাহা তিনি স্বীয় এছমের হকীকত বা প্রকৃত তত্ত্বের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছেন। আরও তিনি কল্বের প্রশস্ততার বিষয় যাহা বলিয়াছেন যে ‘আরশ’ এবং যাহা কিছু তাহাতে আছে তাহা যদি আরেফের কল্বের এক কোণে নিষ্কিপ্ত করা যায়, তবে তাহা কিছুই অনুভূত হইবে না ; ইহাও উক্ত প্রকারের বাক্য। এ স্থলে প্রকৃত বস্তু এবং ‘নিদর্শনের’ মধ্যে তাঁহার ভ্রম হইয়াছে; নতুবা আরশ— যাহাকে আল্লাহপাক ‘আজীম’ বা বৃহত্তম বলিয়াছেন, আরেফের কল্বের তথায় মূল্যই বা কি এবং অস্তিত্বই বা

কোথায় ? আরশের মধ্যে আল্লাহুতায়ালার যে আবির্ভাব আছে, তাহার এক শতাংশও কল্বের মধ্যে নাই, যদিও উহা আরেফের কল্বই হয় না কেন। পরকালে আল্লাহুতায়ালার দিদার (দর্শন) আরশের আবির্ভাব দ্বারাই সংঘটিত হইবে।

উপস্থিত আমার এই কথা কতিপয় ছুফীগণের নিকট যদিও অপ্রীতিকর বলিয়া মনে হইতেছে কিন্তু অবশেষে তাঁহারা নিশ্চয় ইহা বুঝিতে পারিবেন ; একটি উদাহরণ দ্বারা আমি ইহা প্রকাশ করিয়া দিতেছি। মানব পার্থিব ও আকাশস্থিত বস্তুসমূহের সমষ্টি ; সে যখন স্বীয় সমষ্টিভূতির প্রতি লক্ষ্য করে তখন পঞ্চভূত ও আকাশকে নিজের অংশ স্বরূপ দেখিতে পায় এবং যখন তাহার এই দৃষ্টি প্রবল হয় তখন এরূপ বলা তাহার পক্ষে দুরূহ নহে যে “আমি ভূমণ্ডল হইতে বৃহৎ এবং আছমান সমূহ হইতেও উচ্চতর”। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তখনই বুঝিবেন যে, তাহার এই উচ্চতা তাহারই অংশ সমূহ হইতে, ভূমণ্ডল বা আকাশ তাহার অংশ নহে ; বরং তাহার মধ্যে উহাদের নিদর্শন যাহা আছে সেই নিদর্শন সমূহ হইতেই সে নিজেকে বৃহত্তর মনে করিতেছে ; প্রকৃত ভূমণ্ডল ও আকাশ হইতে নহে। এইরূপ নিদর্শনকে প্রকৃত বস্তু ধারণা করিয়া ফুতুহাতে মাক্কিয়ার সম্পাদকও^১ বলিয়াছেন যে, “আল্লাহুতায়ালার সমষ্টিভূতি হইতে হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর সমষ্টিভূতি অধিকতর”; কেননা হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর সমষ্টি সৃষ্ট পদার্থ ও স্রষ্টা, উভয় তত্ত্ব সম্মত ; অতএব ইহা অধিক সমষ্টিভূত। তিনি ইহা বুঝিতে পারেন নাই যে, হজরত (ছঃ)-এর সমষ্টি আল্লাহুতায়ালার ‘উলুহিয়াত’ (উপাস্য হওয়া)-এর মর্তবার কোন এক প্রতিবিশ্বের সমষ্টি ও তথাকার নিদর্শন মাত্র ; প্রকৃত সেই পবিত্র মর্তবা নহে, বরং সেই পবিত্র মর্তবা—যাহা আজমত (মহত্ত্ব) কিবরিয়ায়ী (উচ্চতা) সম্মত ; তথায় মোহাম্মদ (ছঃ)-এর সমষ্টিভূতির কোনই মূল্য নাই। মৃত্তিকার সহিত পালনকারীগণের পালনকর্তার কি আর তুলনা হইবে !

এইরূপ মাকামে যখন ছালেক তাহার উৎপত্তি যে এছম হইতে তাহাতে ছয়ের করে, তখন অনেক সময় ধারণা করে যে, “যে বুজর্গগণ উক্ত ছালেক

টীকা :- ১। হজরত শায়েখ মহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (কুঃ)।

হইতে অবশ্য শ্রেষ্ঠ তাঁহারা উহার মাধ্যমে কোন কোন উচ্চ দরজায় (স্তরে) পৌঁছিয়াছেন এবং উহারই অছিলায় (কারণে) উন্নতি করিয়াছেন। ইহাও সাধকদিগের একটি পদস্থলনের স্থান। আল্লাহ রক্ষা করুন, এই ধারণায় তাহারা নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া ইহ-পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি কোন পরাক্রমশালী বাদশাহ তাহার রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত কোন জমিদারের জমিদারীর মধ্যে যাইয়া তাহার সাহায্যে কোন স্থানে গমন করে, তবে তাহা কি আর আশ্চর্যের কথা এবং তাহাতে উহার কি আর শ্রেষ্ঠত্ব হইতে পারে ! ফলকথা এমতাবস্থায় আংশিক শ্রেষ্ঠত্বের সম্ভাবনা আছে মাত্র, যাহা আলোচনার বহির্ভূত। নাপিত, তাঁতীরাও শ্রেষ্ঠ আলেম ও উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক হইতে কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব রাখে, কিন্তু তাহা ধর্তব্য নহে। সর্ব বিষয়ে পূর্ণ শ্রেষ্ঠ হওয়াই ধর্তব্য, যাহা আলেম ও বৈজ্ঞানিকগণের হইয়া থাকে। আমারও এরূপ সন্দেহ অনেক হইয়াছিল এবং এরূপ ধারণা জাগিয়াছিল ; বহুদিন পর্যন্ত এই অবস্থায় ছিলাম, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার হেফাজত থাকা হেতু পূর্বের বিশ্বাসের চুল মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই এবং সর্ববাদী সম্মত মতের অনুরূপ বিশ্বাসের ন্যূনাধিক্য হয় নাই। এইহেতু আল্লাহপাকের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি, বরং তাঁহার যাবতীয় নেয়মতের জন্য শোকর গোজারী করিতেছি। একতাবদ্ধ— বিষয়ের বিপরীত যাহা উপলব্ধি হইত তাহা ধর্তব্য মনে করিতাম না এবং উহাকে সৎভাবে পরিচালিত করিতাম। সংক্ষেপে এইরূপ ভাবিতাম যে “যদি আমার এই কাশ্ফ সত্য হয় তাহা হইলে এই উৎকর্ষ আংশিক ভাবেই হইবে, অবশ্য এরূপ ধারণাও সম্মুখীন হইত যে, — আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে এবং ঐ নৈকট্যের মধ্যেই আমার উন্নতি অধিক, অতএব আংশিক হইবে কেন ? কিন্তু পূর্ববর্তী বিশ্বাসের সম্মুখে এরূপ ধারণা ধূলি-কণার মত উড়িয়া যাইত এবং কোনই মূল্য পাইত না ; বরং আল্লাহ তায়ালার নিকট তওবা-এছতেগ্ফার, অনুনয়-বিনয় করিতাম, যাহাতে এরূপ কাশ্ফ প্রকাশ না পায় এবং ছুন্নত জামা'তের আলেমগণের বিশ্বাসের বিপরীত লোমাগ্র পরিমাণও যেন কাশ্ফ না হয়। এক দিবস অত্যন্ত ভীত হইলাম যে “এই কাশ্ফের জন্য যদি আমি ধৃত ও জিজ্ঞাসিত হই, তবে কি হইবে”— এই ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িলাম এবং আল্লাহ

তায়ালার দরবারে দ্বিগুণভাবে কাঁদাকাটি আরম্ভ করিলাম। কিছুকাল পর্যন্ত এই অবস্থা চলিতে থাকিল, ঘটনাক্রমে একদিবস কোন এক বুজুর্গের মাজার শরীফ অতিক্রমকালে আমার এ বিষয়ে তাঁহার সাহায্য কামনা করিলাম ; তখন আমার প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার অনুকম্পা দৃষ্টি পতিত হইল এবং প্রকৃত তত্ত্ব যথায়থভাবে প্রকাশ পাইল। তখন নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর রুহ্‌ পাকের আবির্ভাব হইল এবং আমার ব্যথিত প্রাণে শান্তনা প্রদান করিল। আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আল্লাহ্‌ তায়ালার নৈকট্যের দ্বারাই পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু আমার যে নৈকট্য লাভ হইয়াছে তাহা উলুহিয়াত বা উপাস্য বস্তুর প্রতিবিশ্ব সমূহের কোন এক প্রতিবিশ্ব, যাহা আমার উৎপত্তি স্থান বা ‘রব্’— এছূমের সহিত বৈশিষ্ট্য রাখে। অতএব ইহা হইতে পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয় না ; তৎপর উক্ত মাকামের আলমে মেছাল বা উদাহরণের জগতস্থিত আকৃতি আমার প্রতি এরূপ ভাবে প্রকাশ করিয়া দিলেন যে— আমার উহাতে আর কোনই সন্দেহ থাকিল না এবং কালিমা সমূহ বিদূরিত হইয়া গেল। এই প্রকার এল্ম, যাহাতে সন্দেহের সম্ভাবনা ছিল এবং যাহার অনেক অর্থ ও বিশ্লেষণ চলিত ও যাহা স্বীয় পুস্তকাদিতে লিখিয়া বিস্তার করিয়াছিলাম ; আমার মনে জাগিল যে, আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে যখন তাহার ভুল সংশোধিত হইল তখন উহা আমি লিখিয়া প্রচার করি। যেহেতু প্রকাশ্য গোনার ‘তওবা’ও প্রকাশ্যভাবে করিতে হয়, যাহাতে সর্বসাধারণ উক্ত এল্ম সমূহ হইতে শরীয়তের বিপরীত না বুঝে এবং উহার অনুসরণ করিয়া পথভ্রষ্ট হইয়া না যায়, অথবা পক্ষপাতিত্ব ও অতিরিক্ততা করতঃ অন্যায় ভাবে আমাকে ভ্রষ্ট ও অজ্ঞ বলিয়া দোষী না করে। যেহেতু এই অতীব অদৃশ্য পথে— অনেক সময় এই প্রকারের পুষ্প বিকশিত হইয়া থাকে। হয়ত উহা কাহাকেও পথ প্রদর্শন করে এবং কাহাকেও পথ-ভ্রষ্ট করে। আমি স্বীয় ওয়ালেদ (পিতা) মরহূমের (রাঃ)-এর নিকট শুনিয়াছিলাম যে তিনি বলিতেন, “বাহাতুর ফেরকার অধিকাংশ দলের পথ-ভ্রষ্ট হইবার কারণ এই যে— তাহারা ছুফীগণের তরীকায় দাখিল হইয়া তরীকার শেষে উপনীত হয় নাই এবং ভুল করিয়া পথ-ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে”।

ওয়াচ্ছালাম ॥

২২১ মকতুব

ছাইয়েদ হোছায়েন মানিক পুরীর নিকট নকশাবন্দীয়া তরীকার বিশেষত্ব ও পূর্ণতা সমূহের বিষয়ে লিখিতেছেন।

সকল প্রশংসা আল্লাহপাকের জন্য, যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক ; এবং সমগ্র রছুল (আঃ)-গণের সরদার যিনি, তাঁহার প্রতি ও তাঁহার পবিত্র বংশধর ও অবশিষ্ট রছুলগণের প্রতি দরুদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

হে ভ্রাতঃ মীর ছাইয়েদ হোছায়েন ! দূরবর্তীগণকে ভুলিয়া যাইবেন না। এই উচ্চ তরীকা যাহা মাশায়েখগণের যাবতীয় তরীকা হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, তাহার আদব-সম্মান প্রতিপালন করিতে ক্রটি করিবেন না।

আপনার সহিত মাত্র কয়েকদিনের জন্য সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেইহেতু অতি উচ্চ এল্ম মারেফতের মাধ্যমে এই তরীকার কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও পূর্ণতা আপনার খেদমতে পেশ করিতেছি। যদিও আমি জানি যে, এরূপ এল্ম, মারেফতের অনুভূতি কার্যতঃ শ্রোতাগণের জ্ঞান হইতে দূরবর্তী, তথাপি দুইটি কারণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহা প্রকাশ করিতেছি।

প্রথমতঃ— এই এল্ম লাভের যোগ্যতা শ্রোতাগণের আছে ; যদিও কার্যতঃ তাহা সুদূর পরাহত বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ— এস্থলে যদিও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ ব্যক্তিকেই বলা হইতেছে যিনি ইহার যোগ্যতা সম্পন্ন। “চালকের জন্যই তলোয়ার” প্রচলিত কথা। হে ভ্রাতঃ ! এই উজ্জ্বল তরীকার সরদার হজরত ছিদ্দিকে আকবর (রাজিঃ), যিনি পয়গাম্বর (আঃ)-গণের পর অবশ্যই উৎকৃষ্ট। এই কারণেই এই তরীকার বোজর্গগণ স্বীয় পুস্তকাদিতে লিখিয়া থাকেন যে, “আমাদের আত্মিক সম্বন্ধ অন্য সকল তরীকার আত্মিক সম্বন্ধ হইতে উচ্চ”। সম্বন্ধের অর্থ (আল্লাহুতায়ালার) বিশিষ্ট আবির্ভাব ও চৈতন্য। ইহাদের এই হুজুরী ও আগাহী বা আবির্ভাব ও চৈতন্য ঐ বিশিষ্ট হুজুরী, যাহা হজরত ছিদ্দীক (রাজিঃ)-এর ছিল এবং যাহা যাবতীয় আগাহী বা চৈতন্য হইতে উচ্চ। (যাহার কারণে তিনি উম্মতগণের শ্রেষ্ঠতম হইয়াছেন)। এই তরীকার মধ্যে

আবার প্রারম্ভেই শেষ-বস্তু প্রবিষ্ট। হজরত নক্শাবন্দ কোদেছা ছেররুহ ফরমাইয়াছেন যে, “আমরা শেষ বস্তুকে প্রারম্ভেই প্রবেশ করাইয়া থাকি”।

“অনুমান কর দেখি বাগিচা আমার—

বসন্তে ফুটিলে ফুল, হবে কি বাহার” !

যদি কেহ বলে যে, অন্যান্য তরীকার শেষ ইহাদের প্রারম্ভে প্রবিষ্ট হইলে ইহাদের শেষ কি হইবে ? এবং অন্য তরীকার শেষ— আল্লাহ্ প্রাপ্তি। উহা যদি ইহাদের প্রথমেই হয় তবে আল্লাহর নিকট হইতে ভ্রমণ করিয়া আবার কোথায় যাইবে ? যথাঃ— “আব্বাদান” দ্বীপের পর আর কোন বসতি নাই— প্রসিদ্ধ বাক্য। ইহার উত্তরে বলিব যে, এই উচ্চ তরীকার শেষ যদি কাহারও ভাগ্যে ঘটে তবে তাহার ‘ওয়াছলে উরইয়ান’ বা অবোধ মিলন লাভ হয়, যাহার চিহ্ন নৈরাশ্য অর্থাৎ উদ্দিষ্ট বস্তু প্রাপ্তি হইতে নিরাশ হওয়া। বুঝিয়া দেখুন ; আমাদের কথা ইশারা ইঙ্গিত মাত্র। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই ইহা বুঝিতে পারে। বরং বিশিষ্টের বিশিষ্টগণের অল্প সংখ্যক। উল্লিখিত দৌলত প্রাপ্তির চিহ্ন এই জন্যই বর্ণনা করিলাম যে, এই তরীকার এক দল ‘অবোধ মিলন’ পাইয়াছেন বলিয়া গর্বিত এবং অন্য এক দল নিরাশ হইয়া উদ্দিষ্ট বস্তু লাভ হইবে না বলিয়া দাবী করেন। যদি তাহাদিগকে বলা হয় যে বর্ণিত সৌভাগ্য দুইটি একত্রিত হইতে পারে, তবে দুই বিপরীত বস্তু একত্রিত হওয়ার মত তাহারা উহাকে অসম্ভব মনে করেন। যাহারা মিলনের দাবী করেন তাহারা নৈরাশ্যকে বঞ্চিত হওয়া ধারণা করেন এবং যাহারা নৈরাশ্যের দাবী করেন তাহারা প্রাপ্তিকে পূর্ণ বিরহ ভাবিয়া থাকেন। এসবই সেই উচ্চ মর্তব্য উপনীত না হওয়ার চিহ্ন মাত্র। ফলকথা উক্ত মাকামের প্রতিচ্ছায়া তাহাদের অন্তঃকরণে পতিত হইয়া থাকে। ইহাকে কেহ মিলন বলিয়া ধারণা করেন, কেহবা ইহাতে নিরাশ হন। তাহাদের যোগ্যতার তারতম্যেই এইরূপ হইয়া থাকে। কাহারো যোগ্যতানুযায়ী মিলন এবং কাহারো যোগ্যতানুযায়ী নৈরাশ্য লাভ হয়। আমার বিবেকে মিলনের যোগ্যতা হইতে নৈরাশ্যের যোগ্যতাই উৎকৃষ্ট, অবশ্য মিলন এবং নৈরাশ্য তথায় পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। এই প্রশ্নের উত্তর দ্বারা দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরও প্রকট হইয়া গেল। যেহেতু সাধারণ মিলন একবস্তু এবং অবোধ মিলন অন্য বস্তু। উভয়ের মধ্যে বহু

পার্থক্য আছে। অবোধ মিলনের অর্থ যাবতীয় পর্দা উঠিয়া যাওয়া এবং প্রতিবন্ধক ও ব্যবধানসমূহ সমূলে অপসারিত হওয়া। বিভিন্ন প্রকারের আবির্ভাব এবং নানা রকমের তাজাল্লী যখন বৃহৎ ও কঠিন ব্যবধান— তখন উক্ত তাজাল্লী ও আবির্ভাবসমূহ নিঃশেষ না করিয়া উপায় নাই। উক্ত তাজাল্লীসমূহ সৃষ্ট বস্তুর দর্পণ মধ্যেই হউক বা অবশ্যম্ভাবী বস্তুর আবির্ভাব স্থলেই হউক, ব্যবধান হিসাবে উভয়েই সমতুল্য। অবশ্য সম্মান ও মর্ত্তবানুযায়ী তারতম্য আছে কিন্তু উহা সাধকের দৃষ্টির বহির্ভূত।

যদি কেহ বলে— উল্লিখিত বর্ণনার দ্বারা বুঝা যায় যে, ‘তাজাল্লী’ সমূহের শেষ আছে, অথচ তরীকার মাশায়েখগণ প্রকাশ্য ভাবে বলিয়াছেন যে, তাজাল্লী সমূহের অন্ত নাই। তদুত্তরে বলিব যে, আল্লাহুতায়ালার এছম— ছেফত (নাম-গুণাবলী) সমূহের মধ্যে বিস্তৃত ভাবে যদি ছয়ের করা হয়, তবে উহা শেষ হইবে না এবং তখন আল্লাহর নৈকট্য বা ‘ওয়াছলে উরইয়ান’ (অবোধ মিলন)ও লাভ হইবে না। আল্লাহুতায়ালার জাতপাক পর্যন্ত উপনীত হওয়া ছেফতসমূহ সংক্ষেপ ভাবে অতিক্রম করার প্রতিই নির্ভর করে, সুতরাং তাজাল্লী সমূহের শেষ আছে। যদি কেহ বলে আল্লাহুতায়ালার জাতের তাজাল্লী বা আবির্ভাবও অন্তহীন, যথা হজরত যামী আলায়হে রহমত ‘লামআত’ নামক পুস্তকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, তাহা হইলে তাজাল্লীসমূহের অন্ত আছে বলা কিভাবে সত্য হয়? তদুত্তরে বলিব যে, উক্ত তাজাল্লীয়ে জাতীসমূহও শান-এতেবার (আল্লাহুতায়ালার মহিমা যাহা যাবতীয় গুণাবলীর মূল)-কে লক্ষ্য না করিয়া নহে। যেহেতু উক্ত লক্ষ্য ব্যতীত তাজাল্লী হওয়া সম্ভবপর নহে এবং আমরা যে বিষয় আলোচনা করিতে চলিয়াছি তাহা তাজাল্লীর বাহিরের বিষয়। তাজাল্লীয়ে ছেফাতিই’ হউক অথবা তাজাল্লীয়ে জাতীই’ হউক; কেননা তথায় ‘তাজাল্লী’ শব্দ প্রয়োগ করা সঙ্গত নয়, যেকোন তাজাল্লীই হউক না কেন! তাজাল্লীর অর্থ কোনবস্তু দ্বিতীয় স্তরে প্রকাশ পাওয়া বা তৃতীয় স্তরে অথবা চতুর্থ স্তরে কিম্বা যতদূর নিম্ন স্তরে হওয়া আল্লাহুতায়ালার ইচ্ছা। এস্থলে যখন যাবতীয় স্তর ও দূরত্ব অতিক্রান্ত হইয়াছে, তখন তাজাল্লীর অবকাশ কোথায়?

টীকা :- ১। তাজাল্লীয়ে ছেফতী :- আল্লাহুতায়ালার গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়া।

২। তাজাল্লীয়ে জাতী :- আল্লাহুতায়ালার জাতের আবির্ভাব বা প্রতিবিম্ব।

যদি কেহ বলে যে, উক্ত তাজাল্লী সমূহকে কি হিসাবে তাজাল্লীয়ে জাতী বলা হয় ? (কেননা তাহাতে শান-এতেবারাত মিশ্রিত আছে)। তদুত্তরে বলিব যে, আল্লাহুতায়ালার ‘জাত’ হইতে অতিরিক্ত বলিয়া অর্থ লইলে তাহাকে তাজাল্লীয়ে ছেফতী এবং অতিরিক্ত বলিয়া অর্থ না লইলে তাহাকে তাজাল্লীয়ে জাতী বলা হয়। এই হেতু ‘ওয়াহদাত’ যাহা প্রথম অবতরণ এবং আল্লাহু তায়ালার জাত হইতে অতিরিক্ত নহে, তাহাকে তাজাল্লীয়ে জাত বলা হইয়া থাকে। আমাদের উদ্দেশ্য আল্লাহুতায়ালার বিশুদ্ধ জাত, যাহাতে কোন অন্যরূপ অর্থ লইবার অবকাশ নাই, উক্ত অর্থসমূহ অতিরিক্ত হউক বা না-হউক, কেননা উক্ত অর্থ বা গুণসমূহ সংক্ষেপতঃ অতিক্রান্ত হইয়া আল্লাহুতায়ালার জাতপাকের সম্মিলন লাভ হইয়াছে।

জানা আবশ্যক যে, আল্লাহুতায়ালার যেরূপ প্রকার বিহীন, তদ্রূপ তাঁহার মিলনও প্রকার বিহীন। যে মিলন আমাদের জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি হয়, তাহা এই আলোচনার বহির্ভূত এবং আল্লাহুতায়ালার পবিত্র দরবারের উপযোগী নহে। প্রকার বিহীন বস্তুর সহিত প্রকার সম্ভূত বস্তুর সম্বন্ধ হইতে পারে না। বাদশাহের বাহন ব্যতীত তাঁহার দান বহিতে পারে না।

প্রকার বিহীন আর জ্ঞানের অতীত,
আছে মানুষের মিল, খোদার সহিত।

এই তরীকার কোনও বোজর্গ ইহার অন্তের কথা বর্ণনা করেন নাই ; কেবল মাত্র প্রারম্ভের কথা বলিয়াছেন যে, শেষের বস্তু তথায় প্রবিষ্ট। যখন প্রারম্ভে শেষ বস্তুর নিদর্শন থাকে, তখন শেষ বস্তুও তাহার অনুরূপ হওয়া আবশ্যক। উহা ঐ বস্তু যাহা কেবল এই ফকীরই উহা প্রকাশ করিয়াছে মাত্র।

আসেন বৃদ্ধার দ্বারে যদ্যপি রাজন,
হে খাজা, কর'না তাতে গোঁফ উৎপাটন।^১

ইহার জন্য আমি আল্লাহুপাকের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

হে ভ্রাতঃ এই শেষ মর্ত্বায় উপনীত ব্যক্তি অতি অল্প সংখ্যক; যদি আমি তাঁহাদের সংখ্যা বর্ণনা করি তবে হয়ত নিকটবর্তীগণ দূরে সরিতে চেষ্টা করিবেন

টীকা :- ১। অর্থাৎ রাগের বশীভূত হইয়া গোঁফ উৎপাটন করিও না।

ও দূরবর্তীগণ যে অস্বীকার করিবে, তাহা কোনই অসম্ভব নহে। এই সমস্ত (যাহা আমি বলিতেছি) হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর তোফায়লে পূর্ণতার শেষ মর্তবার শেষে উপনীত হওয়ার কারণেই বলিতেছি।

হজরত ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া ছাল্লাম ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি পূর্ণ দরুদ ও ছালাম পৌঁছে।

এই তরীকার আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে ‘ছফর দর ওয়াতান’ (স্বীয় গৃহে ভ্রমণ) হয়, যাহাকে ছয়রে আনফুছি’ বলা হইয়া থাকে। ছয়রে আনফুছি অন্যান্য তরীকায়েও আছে বটে ; কিন্তু উহা অন্য তরীকায় ছয়রে আফাকী বা বাহ্যিক ভ্রমণ করার পর শেষ মাকামে লাভ হয়। পক্ষান্তরে উক্ত ছয়রে আনফুছী হইতেই এই তরীকার ছয়র আরম্ভ হইয়া থাকে এবং ছয়রে আফাকী বা বাহ্যিক ভ্রমণ ঐ প্রসঙ্গেই সমাপ্ত হইয়া যায়; অতএব এই ছয়রে আনফুছীর সূচনাই শেষের বস্তু প্রারম্ভে প্রবেশ করন বটে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, এ তরীকায় ‘খালওয়াত দর আজ্জুমান’ (জনতার মধ্যে নির্জন বাস) হয়। যাহা ছফর দর ওয়াতানের শাখা স্বরূপ। যখন ছফর দর ওয়াতান লাভ হয় তখন জনতার কোলাহলের মধ্যেও সে স্বীয় নির্জনতার আত্মিক গৃহে ভ্রমণ করিতে থাকে এবং বাহ্যিক বিশৃঙ্খলা তাহার নফছ বা প্রবৃত্তির কোটরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না। এইরূপ নির্জন বাস যদিও অন্যান্য তরীকার শেষ মর্তবায় উপনীত ব্যক্তিগণ পাইয়া থাকেন, তথাপি এই তরীকার প্রারম্ভে যখন ইহা লাভ হয়, তখন ইহা এই তরীকার একটি বিশেষত্ব স্বরূপ।

জানা আবশ্যিক যে, ‘খালওয়াত দর আজ্জুমান’ ঐ সময় বলা হইয়া থাকে যখন (আত্মিক) নির্জন গৃহের যাবতীয় দ্বার রুদ্ধ ও গবাক্ষগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, অর্থাৎ জনতার কোলাহলের মধ্যেও যেন সে কাহারও প্রতি লক্ষ্য না করে এবং কাহারও সহিত অন্তর দ্বারা বাক্যালাপ না করে ও কাহারও সম্বোধিত না হয়। ইহার অর্থ ইহা নহে যে, চক্ষু বন্ধ করে ও স্বীয় ইন্দ্রিয় সমূহকে স্বেচ্ছায় বেকার করিয়া রাখে ; যেহেতু উহা এই তরীকা বিরোধী কার্য। হে ভ্রাতঃ এইরূপ

টীকা :- ১। ছয়রে আনফুছি স্বীয় নফছের মধ্যে ভ্রমণ। ইহাতে আল্লাহ্‌তায়ালার নাম গুণাবলী সমূহের প্রতিবিম্ব নফছ প্রাপ্ত হয় ও তাহাতে ভ্রমণ করে।

কৌশল ও আড়ম্বর প্রারম্ভে এবং মধ্যাবস্থার জন্যই দরকার ; শেষ মর্ত্বায় উহার কোনই আবশ্যক করে না, তখন বিশৃঙ্খলার মধ্যেও সে নিশ্চিত এবং গাফলাতের (অমনোযোগের) মধ্যেও চৈতন্যময় থাকে। একথার দ্বারা কেহ ধারণা না করে যে, শেষ মর্ত্বায় উপনীত ব্যক্তির জন্য শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলা সাধারণতঃ সমতুল্য, ইহা কখনই নহে; বরং ইহার অর্থ এই যে, শৃঙ্খলার মধ্যেই হউক বা বিশৃঙ্খলার মধ্যেই হউক কখনও তাহার অন্তর বিচলিত হয় না, তাহার অন্তরকরণের জন্য উভয় সমতুল্য। তদুপরি যদি উভয় একত্রিত হয় এবং বাহ্যিক অশান্তিও বিদূরিত হয় তবে আরও উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। আল্লাহ্‌পাক স্বীয় নবী (ছঃ)কে আদেশ করিয়া ফরমাইতেছেন যে, “হে রছুল (ছঃ) আপনি স্বীয় পালনকর্তার নাম স্মরণ করতঃ (ইহ জগত হইতে) উত্তমরূপে কর্তিত হইয়া তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন করুন” (ছুরায়ে মোজাম্মেল)।

জানা আবশ্যক যে, অনেক সময় বাহ্যিক অস্থিরতা ব্যতীত উপায় থাকে না ; যাহাতে খলকুল্লাহের হক (দাবী) প্রতিপালিত হয়। অতএব বাহ্যিক অস্থিরতা অনেক সময় প্রশংসিত হইয়া থাকে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ অস্থিরতা কোন অবস্থাতেই সঙ্গত নহে। যেহেতু অন্তর্জগত আল্লাহ্‌তায়ালার জন্যই বিশিষ্ট। সুতরাং বান্দার তিন-চতুর্থাংশই আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য ন্যস্ত—অন্তঃকরণের সমুদয় এবং বাহ্যিক দেহের অর্ধেক। কেবলমাত্র বাহ্যিক দেহের অবশিষ্ট অর্ধেক খলকুল্লাহের হক (প্রাপ্য) প্রতিপালনের জন্য থাকিয়া যায়; কিন্তু যখন উহাও আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ-অনুযায়ী করিতে হয়, তখন যেন উহার অর্ধেক আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি ন্যস্ত হইয়া থাকে। (আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন) “তাঁহার দিকে যাবতীয় কার্য প্রত্যাবর্তন করে, অতএব তোমরা তাঁহারই এবাদত কর এবং তাঁহার উপরই নির্ভর কর। তোমরা যাহা করিতেছ তাহা হইতে তোমাদের প্রতিপালক গাফেল নহেন” (কোরআন)।

এই তরীকায় আবার ছলুক বা ভ্রমণের পূর্বে ‘জজ্বা’ বা আকর্ষণ হইয়া থাকে এবং আলমে আমর বা সূক্ষ্ম জগত হইতেই ছয়ের (ভ্রমণ) আরম্ভ হয় ; আলমে খাল্ক বা স্থূল জগত হইতে নহে, কিন্তু অধিকাংশ তরীকায় ইহার বিপরীত। এই তরীকায় ছলুক বা ভ্রমণের মঞ্জিলসমূহ—জজ্বার স্তর সমূহ

অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গেই অতিক্রান্ত হইয়া যায় এবং আলমে খালকের ছয়র আলমে আমরের আনুষঙ্গিক হইয়া থাকে। এই হিসাবে যদি এই তরীকার প্রারম্ভে শেষ মর্তবার বস্তু প্রবিষ্ট বলা যায়, তাহাও বলা যাইতে পারে। অতএব জানা গেল যে, এই তরীকায় প্রারম্ভের ছয়র অর্থাৎ ছয়রে আফাকী শেষের ছয়র অর্থাৎ ছয়রে আনফুছীর মধ্যে প্রবিষ্ট ; ইহা নহে যে, শেষ মাকাম হইতে প্রারম্ভের ছয়রের জন্য আবার অবতরণ করে এবং শেষের ছয়র পূর্ণ করার পর প্রারম্ভের ছয়র আরম্ভ করে। অনেকে যাহা ধারণা করে, যে—এই তরীকার শেষ মাকাম অন্যান্য তরীকার প্রারম্ভ তাহাও উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা বাতিল হইয়া গেল। যদি কেহ বলে যে, এই তরীকার কতিপয় মাশায়েখ লিখিয়াছেন, “আত্মিক সম্বন্ধ পূর্ণ করার পর আল্লাহুতায়ালার এছম-ছেফত বা নাম-গুলাবলী সমূহের মধ্যে তাহাদের ছয়র হইয়া থাকে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, ইহাদের শেষ মর্তবা অন্যান্য তরীকার প্রারম্ভ। কেননা তাজাল্লীয়ে জাতীর মধ্যে ছয়র করার তুলনায় এছম ছেফতের মধ্যে ছয়র প্রথমেই হইয়া থাকে। তদুত্তরে বলিব যে, এই তরীকার বোজর্গগণ ‘তাজাল্লীয়ে জাতীর’ ছয়র করার পর এছম ছেফতের মধ্যে ছয়র করেন না; বরং তাজাল্লীয়ে জাতীর ছয়রের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের আছমা ও ছেফতের ছয়র হইয়া যায়। ফলকথা কতিপয় বাহ্যিক কারণ বশতঃ এছম ছেফতের ছয়র প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তাজাল্লীয়ে জাতীর ছয়র গুপ্ত হইয়া যায়; তাহাতেই ধারণা হয় যে, বোধ হয় উহা পূর্বেই শেষ হইয়া গিয়াছে ও এছম ছেফতের ছয়র আরম্ভ হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহা নহে। অবশ্য বেলায়েত বা নৈকট্যের স্তরসমূহ পূর্ণ করার পর খল্কুল্লাহকে আল্লাহুতায়ালার দিকে আহ্বান করার জন্য ‘ছালেক’ আবার বাস্তব জগতে প্রত্যাবর্তন করে। যদি কেহ এই প্রত্যাবর্তনকে তাহাদের শেষ মনে করিয়া নিজেদের প্রারম্ভ ধারণা করে, তাহার কোনই আশ্চর্যের কথা নহে ; কিন্তু ইহা কিভাবে বলিতে পারে; যেহেতু তাহাদের নিজের তরীকার মাশায়েখগণও শেষ মর্তবায় এইরূপ প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকেন। পরন্তু শেষ ও প্রারম্ভের অর্থ বেলায়েতের (নৈকট্যের) প্রারম্ভ ও শেষ। উল্লিখিত প্রত্যাবর্তনের ছয়র—বেলায়েতের সহিত কোনই সম্বন্ধ রাখে না, ইহা খল্কুল্লাহের আহ্বান কার্য্য এবং প্রচার বিভাগের অংশ বিশেষ।

এই তরীকার অপর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, যাবতীয় তরীকা হইতে ইহা অধিক নিকটবর্তী এবং অবশ্য (উদ্দিষ্ট স্থানে) উপনীতকারী। হজরত খাজা নক্শাবন্দ কুদ্দেছা ছেররুহ্ ফরমাইয়াছেন যে, আমাদের তরীকা যাবতীয় তরীকা হইতে নিকটবর্তী। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, আমি হক্ সোব্হানাহুতায়ালার নিকট হইতে এমন এক তরীকা চাহিয়া লইয়াছি যাহা অবশ্য সম্মিলনকারী। তাঁহার এই দোয়া আল্লাহুতায়ালার দরবারে মকবুল হইয়াছে। যথাঃ- রশহাত নামক কিতাবে হজরত খাজা আহরার কোদ্দেছা ছেররুহ্ হইতে বর্ণিত আছে। নিকটবর্তী এবং অবশ্য সম্মিলনকারী হইবে না কেন ? ইহার প্রারম্ভেই যে— শেষবস্তু প্রবিষ্ট আছে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি, যে এই তরীকায় দাখিল হইয়া স্থায়ী থাকে না এবং বঞ্চিত হইয়া চলিয়া যায়।

যদ্যপি না থাকে কারো নয়ন যুগল,
দিবাকরে তাতে দোষী করণ বিফল।

কিন্তু কোন তালেব যদি কোনও অপূর্ণ পীরের হাতে পড়ে, তাহাতে তরীকারই বা কি দোষ এবং তালেবেরই বা কি অপরাধ ? কেননা এই তরীকার পথ প্রদর্শক যিনি, তিনি পৌছাইয়া দেন। শুধু তরীকা পৌছাইয়া দেয় না।

এই তরীকার অপর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার প্রারম্ভে মাধুর্য্য ও প্রাপ্তি অনুভূত হয় এবং সর্বশেষে বিশ্বাদযুক্ত হওয়া এবং হারাইয়া ফেলা অবস্থা ঘটে; যাহার জন্য নৈরাশ্য নিশ্চিত। অন্যান্য তরীকায় ইহার বিপরীত। তাহাদের প্রথমে বিশ্বাদযুক্ত হওয়া ও হারাইয়া ফেলা অবস্থা হয় এবং শেষে মাধুর্য্যও সম্মিলন লাভ হয়। এইরূপ এই তরীকার প্রথমে নৈকট্য ও দর্শন লাভ হয় এবং সর্বশেষে দূরবর্তী ও বঞ্চিত হওয়ার অবস্থা দাঁড়ায়। ইহাও অন্যান্য মাশায়েখগণের তরীকার বিপরীত। এই সমস্ত পার্থক্য দ্বারা এই তরীকার মর্ত্বা ধারণা করা উচিত ও ইহার উচ্চতা অনুভব করা কর্তব্য। যেহেতু নৈকট্য, দর্শন, মাধুর্য্য এবং প্রাপ্তি দূরবর্তিতা ও বিরহ জ্ঞাপক। পক্ষান্তরে দূরত্ব, বঞ্চিত হওয়া ও মাধুর্য্যশূন্যতা এবং হারাইয়া ফেলা— চরম নৈকট্যের নির্দেশক। ইহা যে বুঝিল, সেই বুঝিল। ইহার ব্যাখ্যা এইমাত্র প্রকাশ করা যাইতে পারে যে, কোন ব্যক্তির

নফছ বা নিজ হইতে নিকটবর্তী কোন বস্তুই নাই, অথচ নফছের (নিজের) সহিত তাহার নৈকট্য ও দর্শন এবং মাধুর্য্য ও অনুভূতির সম্বন্ধ রহিত। যে অপর বা তাহা হইতে পৃথক তাহার সহিত উক্ত সম্বন্ধগুলি হইয়া থাকে। জ্ঞানীর জন্য ইশারাই যথেষ্ট।

এই তরীকার বোজর্গগণ আত্মিক হালত ও অনুপ্রেরণাসমূহকে শরীয়তের হুকুমের অনুগত করিয়া লইয়া আধ্যাত্মিক আশ্বাদ ও মারেফতাদিকে এল্‌মে দ্বীনের (ধর্মজ্ঞানের) খাদেম (ভৃত্য) স্বরূপ করেন। ইহারা মহামূল্য মানিক মুক্তাতুল্য শরীয়তকে নির্বোধ শিশুদের ন্যায় আখরোট মোনাক্কা যথাঃ— আত্মিক অবস্থা ও প্রেরণা ইত্যাদির সহিত বিনিময় করেন না এবং ছুফীগণের অমূলক বাক্যসমূহের প্রবঞ্চনায় পতিত হন না। শরীয়ত গর্হিত উপায় এবং ছুন্নতের বিপরীত কার্য্য দ্বারা যে আত্মিক অবস্থা লাভ হয়, ইহারা তাহা গ্রহণ করেন না; বরঞ্চ কামনাও করেন না। এইহেতু ইহারা নাট্যাতি জায়েজ রাখেন না এবং জেক্রে জহরের (উচ্চস্বরে জেকের করার) দিকে অগ্রসর হন না। ইহাদের আত্মিক অবস্থা স্থায়ী এবং ‘বিশিষ্ট সময়’ সর্বদাই। যে তাজাল্লীয়ে জাতী বা আল্লাহ তায়ালা জাতের আবির্ভাব অন্য সকলের তড়িৎবৎ হইয়া থাকে, তাহা ইহাদের স্থায়ী ভাবে হয়। যে আবির্ভাবের পর আবার অন্তর্ধান ঘটে, তাহা ইহাদের নিকট ধর্তব্য নহে। বরঞ্চ ইহাদের কার্য্যকলাপ হজুর ও তাজাল্লী বা আবির্ভাব হইতে উচ্চতর; পূর্বেও তদিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

হজরত খাজা আহরার কোদেছা ছেররুহ ফরমাইয়াছেন যে, এই তরীকার বোজর্গগণ কোনও ধোকাবাজ নর্তকের সহিত সম্বন্ধ রাখেন না। ইহাদের কার্য্যকলাপ অতি উচ্চ।

এই তরীকায় শিক্ষা আদান-প্রদান দ্বারা পীরি-মুরিদী করা হইয়া থাকে, ‘কোলাহ্’ (টুপি), ‘শেজরা’ প্রদান দ্বারা নহে; যাহা অধিকাংশ তরীকার মধ্যে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। এমন কি অন্যান্য তরীকার পরবর্তী পীরগণ ইহার প্রতিই পীরি-মুরিদী সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। এইহেতু তাহারা (আবশ্যক হইলেও) একাধিক পীর গ্রহণ জায়েজ রাখেন না এবং তরীকা শিক্ষা প্রদানকারী ব্যক্তিকে

‘মুর্শিদ’ নামে অভিহিত করেন ; তাঁহাকে পীর মনে করেন না ও তাঁহার আদব তাজিমের প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। পূর্ণ অজ্ঞতাবশতঃ এবং প্রকৃত তত্ত্বে উপনীত না হওয়ার কারণেই তাহারা এইরূপ করিয়া থাকে। তাহারা জানে না যে, তাহাদেরই মাশায়েখগণ শিক্ষাদাতা পীর এবং ছোহবত বা সংসর্গের পীরকেও পীর বলিয়াছেন এবং একাধিক পীর গ্রহণ জায়েজ রাখিয়াছেন এবং প্রথম পীরের জীবমান কালেই যদি কোন তালেব অন্যত্র নিজের সুপথ দর্শন করে, তবে প্রথম পীরকে অমান্য না করিয়া দ্বিতীয় পীর গ্রহণ জায়েজ রাখিয়াছেন। হজরত খাজা নক্শাবন্দ কোদেছা ছেরকুহ ইহার প্রমাণার্থে বোখারার আলেমগণের নিকট হইতে ফতওয়া লইয়াছিলেন। অবশ্য যদি কোন পীরের নিকট হইতে “খেরকায়ে এরাদাত” (মুর্শীদি করণার্থে পীরের বস্ত্র) গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে অন্য পীরের নিকট হইতে যেন উহা গ্রহণ না করে; কিন্তু যদি তবারকের ‘খেরকা’ বা বস্ত্র গ্রহণ করে, তবে তাহা গ্রহণ করিতে পারে। ইহার অর্থ ইহা নহে যে, দ্বিতীয় পীর গ্রহণ একেবারেই চলিবে না বরঞ্চ এক পীরের নিকট হইতে মুরীদির বস্ত্র গ্রহণ এবং অন্য পীরের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ ও তৃতীয় পীরের সংসর্গে অবস্থান জায়েজ আছে; অবশ্য এই সৌভাগ্যত্রয় যদি এক ব্যক্তির দ্বারাই সংঘটিত হয়, তবে তাহা অতি উচ্চ নেয়মত। বিভিন্ন পীর হইতে শিক্ষা গ্রহণ ও সংসর্গ লাভ জায়েজ আছে।

জানা আবশ্যিক যে, পীর ঐ ব্যক্তি যিনি মুরীদকে আল্লাহুতায়ালার দিকে পথ প্রদর্শন করেন, ইহা তরীকত শিক্ষা প্রদানের মধ্যেই অধিক ও প্রকাশ্যভাবে পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষাদাতা পীর শরীয়তের ওস্তাদ বা শিক্ষক এবং তরীকতেরও পথ-প্রদর্শক কিন্তু খেরকা (বস্ত্র) দাতা পীর তদ্রূপ নহে ; অতএব শিক্ষাদাতা পীরের সম্মান বিশেষভাবে রক্ষা করা উচিত এবং তিনিই ‘পীর’ নাম প্রাপ্ত হইবার অধিক উপযোগী।

এই তরীকার আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে রেয়াজত বা কঠোর ব্রত পালন এবং নফ্ছে আম্মারার প্রতি কঠোরতা করা— শরীয়ত প্রতিপালন এবং ছুল্লতের দৃঢ় অনুসরণ দ্বারাই হইয়া থাকে। কেননা রছুল প্রেরণ এবং কেতাব (ঐশীবাণী) অবতরণের উদ্দেশ্য নফ্ছে আম্মারার আকাঙ্ক্ষাসমূহ বিদূরিত করা,

যেহেতু সে (নফ্‌ছ) স্বীয় মালিকের সহিত শত্রুতা করার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছে, অতএব নফ্‌ছের যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা শরীয়ত প্রতিপালন দ্বারাই অপসারিত হইয়া থাকে। যে পরিমাণ শরীয়তের প্রতি দৃঢ়তা লাভ করিবে সেই পরিমাণ নফ্‌ছের আকাঙ্ক্ষা হইতে দূরে সরিতে থাকিবে। সুতরাং শরীয়তের আদেশ-নিষেধাদি প্রতিপালন হইতে নফ্‌ছের প্রতি কঠিন কোন বস্তুই নাই এবং পয়গাম্বর (ছঃ)-এর অনুসরণ ব্যতীত কোন বস্তুই তাহাকে ধ্বংস করিতে সক্ষম হয় না। ছুল্লতের অনুসরণ ব্যতীত যে কোনই কঠোরব্রত গৃহীত হউক না কেন তাহা ধর্তব্য নহে। ভারতের যোগী-সন্নাসী ও গ্রীসের দার্শনিকগণও এই বিষয়ে তাহাদের সমতুল্য। উক্ত (ছুল্লতের বিপরীত) কঠোর ব্রত দ্বারা তাহাদের দ্রষ্টতা ব্যতীত কিছুই বর্ধিত হয় না।

এই তরীকার অপর বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে তালেবের পরিচালনা অগ্রগামী পীরের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বলে হইয়া থাকে ; তাঁহার আত্মিক সাহায্য ব্যতীত মুরীদের কোন কার্যই হাছিল হয় না। শেষ-বস্তু প্রারম্ভে প্রবিষ্ট হওয়া তাঁহার শুভ দৃষ্টিরই ফল এবং প্রকার-বিহীন অবস্থা লাভ তাঁহারই পূর্ণ কর্তৃত্বের ফল, অচৈতন্য ভাবের উদয় যাহাকে ‘গুপ্ত পথ’ বলিয়া ধরা হয়, তাহা লাভ করা প্রারম্ভকারী মুরীদের ইচ্ছাধীন নহে এবং যে লক্ষ্য দশদিক শূন্য, তাহার অস্তিত্ব সাধকের ক্ষমতাধীন নহে।

আশ্চর্য্য নায়ক বটে নক্‌শাবন্দীগণ,

সদলে গোপন পথে করে বিচরণ।

এই তরীকার বোজর্গগণ তালেবকে মুহূর্তের মধ্যে যেরূপ আত্মিক সম্বন্ধ ও হুজুর-আগাহী (বিরাজ ও চৈতন্য) প্রদান করিয়া থাকেন; তদ্রূপ উক্ত সম্বন্ধ ‘ছলক’ বা ছিনিয়া লওয়ারও পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং সাঁমান্য অমনোযোগী হইলেই সম্বন্ধধারী ব্যক্তিকে ভিখারী করিয়া দেন। হাঁ, যাঁহারা প্রদান করিতে সক্ষম, তাঁহারা হরণ করিতেও সক্ষম। আল্লাহ্‌পাক আমাদিগকে তাঁহার ও তাঁহার অলীগণের ক্রোধ হইতে রক্ষা করুন।

এই তরীকার মধ্যে অধিকাংশ ফায়দা (উপকার) আদান-প্রদান মৌনতার মধ্যেই হইয়া থাকে। ইঁহারা বলিয়া থাকেন— “যে ব্যক্তি আমাদের ‘মৌনতা’

হইতে উপকৃত হইতে পারিল না, সে আমাদের বাক্যের দ্বারা কি উপকার প্রাপ্ত হইবে” ! এই মৌনতা তাঁহারা আড়ম্বর হিসাবে গ্রহণ করেন নাই; বরং ইহাদের তরীকার ইহা একটি অনিবার্য ও অবশ্য করণীয় কার্য। যেহেতু প্রথম হইতেই আল্লাহুতায়ালার এক জাতের প্রতি ইহাদের লক্ষ্য। এছম (নাম) ছেফত (গুণাবলী) হইতে আল্লাহুতায়ালার ‘জাত’ ব্যতীত ইহারা কিছুই কামনা করেন না এবং মৌনতা ও নিরবতাই উক্ত রূপ লক্ষ্যের অনুকূল ও ঐ মহান দরবারের উপযোগী। “যে আল্লাহের পরিচয় লাভ করিয়াছে তাহার রসনা রুদ্ধ হইয়াছে” এই বাক্যের প্রমাণ স্বরূপ।

আল্লাহুপাকের প্রশংসা এবং তাঁহার হাবীবপাকের প্রতি দরুদ প্রেরণ করিয়া আমরা এই আলোচনা সমাপ্ত করিতেছি। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহু পাকের জন্য, যিনি নিখিল বিশ্বের পালনকর্তা এবং দরুদ ও ছালাম ছাইয়েদুল মুরছালীন (ছঃ) ও তাঁহার পবিত্র বংশধরগণের প্রতি।

ওয়াচ্ছালাম ॥

২২২ মকতুব

খাজা মোহাম্মদ আশরাফ কাবুলীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, নিজের অবস্থা মন্দ দেখা এবং নেকিসমূহ দোষণীয় মনে করা ও ইহার সহিত কামালাতে বেলায়েত বা নৈকট্যের পূর্ণতাসমূহ একত্রিত হওয়া, উক্ত কামালাতেরই ফল স্বরূপ।

হে আল্লাহু হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অছিলায় আমাদিগকে তোমার মর্জি মত চলিবার তৌফিক (সুযোগ) প্রদান কর এবং তোমার বন্দিগির প্রতি আমাদিগকে কায়েম রাখ।

কোন বুজর্গ বলিয়াছেন যে, সত্য মুরীদ ঐ ব্যক্তি যাহার বাম দিকের আমল লেখক ফেরেশতা বিংশতি বৎসর কাল ধরিয়া যেন লিখিবার মত কিছুই (অপরাধ) না পায় যে তাহার আমল নামায় লিপিবদ্ধ করে। পূর্ণ অপরাধী এই ফকীর নিজের বিষয় অনুভব করিতেছে যে, তাহার দক্ষিণ দিকের লেখক ফেরেশতা বিংশতি বৎসরকাল মধ্যে মনে হয় না যে, কোন নেক আমল পাইয়াছে,

যাহা তাহার আমল নামায় লিখে। আল্লাহ জানিতেছেন যে, ইহা আমি অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতেছি না। ইহাও অনুভব করিতেছি যে, ফিরিঙ্গি কাফেরও এই ফকীর হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। যদি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি উত্তর দিতে অক্ষম হইব না। আরও সাগ্রহে আমি নিজেকে পাপ বেষ্টিত বলিয়া জানিতেছি ও গোনাহের শামিল ভাবিতেছি, যে পুণ্যসমূহ সাধিত হইতেছে তাহা বাম দিকের লেখককেই লিখার উপযুক্ত দেখিতেছি। আরও বুঝিতেছি যে, আমার বাম দিকের (পাপ) লেখক ফেরেস্তা সর্বদা কার্য্যে লিপ্ত আছে এবং দক্ষিণ দিকের (পুণ্য) লেখক বেকার বসিয়া আছে ও তাহার পুস্তক শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে; কিন্তু বাম দিকের পুস্তক পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত ব্যতীত কোনই আশা নাই এবং তাঁহার ক্ষমা ব্যতীত কোনই অবলম্বন নাই। “হে আল্লাহ্‌ তোমার ক্ষমা আমার গোনাহসমূহ হইতে প্রশস্ততর এবং তোমার রহমত আমার আমল হইতে অধিক আশার বস্তু”, এই বাক্যই আমার অবস্থার উপযোগী।

আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে ফয়েজ ও রহমতবারি সমূহ আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে পূর্ণতা প্রাপ্তি এবং অন্যকে পূর্ণ করণ মর্ত্বা সমূহের প্রতি অনবরত, অবিচ্ছিন্ন ধারায় বর্ষিত হইতেছে, তাহাও এই মন্দ দেখা অবস্থার উন্নতির সহায়তা করিতেছে এবং উহাকে আরও পুষ্ট করিতেছে। ‘অহঙ্কারের’ স্থলে ‘মন্দ-দৃষ্টি’ বৃদ্ধি করিতেছে এবং তাকাব্বরী বা গৌরব করার স্থলে অবনতির পথ খুলিয়া দিতেছে। একই মুহূর্তে আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্যের পূর্ণতাসমূহ প্রাপ্ত হইতেছি এবং নিজেকেও নিকৃষ্ট জানিতেছি। যতই উদ্ধারোহণ করিতেছি নিজেকে ততই নিম্নস্তরে দেখিতেছি; বরং উদ্ধারোহণই এই নিম্নতর দর্শনের কারণ বটে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ইহা বিশ্বাস করুন বা না করুন। যদি ইহার তত্ত্ব অবগত হন, তবে হয়তো বিশ্বাস করিতে পারেন।

প্রশ্নঃ— এই দুই বিপরীত বস্তু একত্রিত হওয়ার রহস্য কি? এবং এই বিপরীত দ্বয়ের একটির অবস্থিতি অন্যটির অবস্থিতির কারণ হয় কেন?

উত্তরঃ— দুই বিপরীত বস্তুর সম্মিলন অসম্ভব হওয়ার শর্ত স্থানের অভিন্নতা; কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়ের স্থান বিভিন্ন। উদ্ধারোহণকারী, পূর্ণ ব্যক্তির আলমে আমরের লতিফাসমূহ এবং অবতরণকারী উহার আলমে খালকের

লতিফা। আলমে আমরের লতিফাবৃন্দ যতই উন্নতি করিবে আলমে খল্কের সহিত তাহারা ততই সম্বন্ধহীন হইয়া পড়িবে। এই সম্পর্কহীনতাই তাহার অবনতির কারণ হইয়া থাকে। আলমে খল্ক বা স্থূল জগৎ যতই নিম্নে অবতরণ করে সাধককে ততই লজ্জত বিহীন করে এবং স্বীয় দোষ ত্রুটি অধিকতর অবলোকন করাইয়া দেয়। এই হেতু শেষ মর্তবায় উপনীত হইয়া প্রত্যাবর্তনকারী ব্যক্তি প্রারম্ভে প্রাপ্ত লজ্জতের আশা করিয়া থাকে। যাহা শেষ অবস্থায় তাহাদের হাত ছাড়া হইয়া তাহাকে বেমজা করিয়া দিয়াছে। এই কারণেই আরেফ বা আল্লাহের পরিচয় প্রাপ্ত ব্যক্তি ফিরিস্তি কাফেরকেও নিজ হইতে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করে ; কেননা কাফেরের মধ্যে আলমে আমর, আলমে খল্ক সম্মিলিত থাকা হেতু এক প্রকারের উজ্জ্বলতা আছে ; কিন্তু উক্ত আরেফের মধ্যে উহার সম্মিলিত নাই ও আলমে খল্ক অর্থাৎ আরেফের ‘আমি’ বাক্যের লক্ষ্যস্থান উহার আলমে আমর হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। আলমে আমর ব্যতীত উহা, একা তমসাপূর্ণ মলিন। তাহার আলমে আমরের লতিফাসমূহ যদিও পুনরায় ফিরিয়া আসে তথাপি তাহারা আলমে খল্কের সহিত মিশ্রিত হয় না ও পূর্ববৎ হইয়া যায় না।

আপনি ভ্রাতা খাজা মোহাম্মদ তাহেরের হস্তে যে পত্র পাঠাইয়াছেন, সে তাহা পৌছাইয়াছে। রাবেতা বা পীরের আকৃতি স্মরণ যাহা পূর্ণ সম্পর্ক ব্যতীত লাভ হয় না, পীরের অনুপস্থিতি কালে তাহা আল্লাহুতায়ালার অতি উচ্চ নেয়মত বলিয়া মনে করিবেন এবং যতদিন (সাক্ষাতের) প্রতিবন্ধক বিদূরিত না হয় ততদিন অন্তঃকরণের নৈকট্যের প্রতি নির্ভর করিবেন। উক্ত নৈকট্য থাকা সত্ত্বেও দৈহিক নৈকট্যের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিবেন না। যেহেতু নেয়মতের পূর্ণতা উহার প্রতিই নির্ভরশীল। যদিও ওয়ায়েছ কারনীর আন্তরিক নৈকট্য ছিল, কিন্তু দৈহিক নৈকট্য না থাকা হেতু যে সম্প্রদায় (ছাহাবাগণ) উহা রাখিতেন, তাঁহাদের সর্ব নিম্নস্তরেরও সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। এইজন্য তাঁহার পর্বত পরিমাণ স্বর্ণ প্রদান, উঁহাদের এক সের যব প্রদানের সমতুল্য নহে। অতএব সংসর্গের উৎকর্ষের সহিত কোন বস্তুরই তুলনা করিবেন না; যে কোন বস্তুই (আমলই) হউক না কেন। ওয়াচ্ছালাম ॥

২২৩ মকতুব

খাজা জামালুদ্দীন হোছাইন কোলাবীর নিকট পীরের সমীপে নিজের হালত প্রকাশ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করিয়া লিখিতেছেন।

ভ্রাতঃ খাজা জামালুদ্দিন হোছাইন। বহুদিন হইতে নিজের (আত্মিক) অবস্থার কোনই অবগতি দিতেছেন না। আপনি কি শুনে নাই যে— কোবরাবীয়া তরীকার বোজর্গগণ যে মুরীদ, তিন দিবস নিজের অবস্থা পীরের নিকট ব্যক্ত না করে তাহাকে ‘কফে-পা’ (পায়ের তালু) আখ্যা দিয়ে থাকেন, যাহা হউক পুনরায় এরূপ করিবেন না এবং যাহা প্রকাশ পায়, তাহা লিখিতে থাকিবেন।

মাননীয় ভ্রাতার শুভাগমন যথেষ্ট জানিয়া তাঁহার খেদমত ও সম্ভটির আশ্রয় চেষ্টা করিবেন এবং তাঁহার সংসর্গ মূল্যবান জানিবেন।

উদ্দিষ্ট বস্তুর তোরে দিলাম নিশান,
পাইবে তাহাতে তুমি নূতন পরান।

ওয়াচ্ছালাম ॥

২২৪ মকতুব

মীর মোহাম্মদ নো’মান বদখশীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে পীরের সম্মান রক্ষা এবং তরীকাত শিক্ষা প্রদানের মধ্যে সাবধানতা অবলম্বন ইত্যাদির বিষয়ে বর্ণনা হইবে।

সরল চিত্ত ভ্রাতঃ ছাইয়েদ মীর মোহাম্মদ নো’মান ছাহেব ! আপনার পবিত্র লিপিকা প্রাপ্ত হইলাম, যে সকল বিষয় লিখিয়াছেন এবং যে সকল সন্দেহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বিশদভাবে বুঝিতে পারিলাম। অনেকে আপনাকে এই জমানার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলে, কিন্তু যাহার হাত হইতে নিস্তার নাই এবং যিনি না হইলে উপায় নাই তাহার সহিত এরূপ ভাবে আলোচনা করা কিরূপে সংগত হয় ? তাহাকে যে পরিত্যাগ করাও যাইবে না এবং তাহার নিকট হইতে সরিয়া

থাকারও যে উপায় নাই ! ইহা সত্ত্বেও আপনি ভাবিবেন না যে, এইরূপ আলোচনা দ্বারা আমার মন মলিন হইয়াছে; যাহা মনঃকষ্টে পরিণত হইতে পারে। অসম্ভব হইবার আর অবকাশ কোথায় ? আপনার সৌন্দর্য্য সমূহ আমার চোখে ভাসমান আছে বলিয়া আপনার ক্রটি-বিচ্যুতি ধর্তব্য নহে। এ বিষয় আপনি কোনরূপ বিচলিত হইবেন না। এবং কোন ক্রমেই আমার মনে কষ্ট পাওয়ার ধারণা করিবেন না। আমি কোন প্রকারেই অসম্ভব নহি। কষ্ট পাইব কেন ! উহার কারণ যে—পূর্বেই অপসারিত হইয়া গিয়াছে, যে সকল কার্য্যে ভুল-ভ্রান্তি হয়, যাহা মানবের স্বভাব জাত ; তাহা ধর্তব্য নহে। আমার মনে কষ্ট পাওয়ার ধারণা আপনি মন হইতে নিবারিত করিয়া তরীকাত শিক্ষা প্রদান এবং তালেবগণকে উপকৃতকরণ কার্য্যে ব্যস্ত থাকিবেন। এই কার্য্যের তাকিদেব জন্যই আমি আপনাকে ‘এস্তেখারা’ সমূহ করিতে আদেশ করিয়াছি। ইহা পরিত্যাগ করণার্থে নহে। যখন ‘ইবলিছ’—লয়ীন এবং অসৎ সঙ্গি—‘নফছ’ মানবের ধ্বংসার্থে গুপ্ত স্থান লুক্কায়িত আছে ; তখন সাবধান না হইয়া উপায় নাই; আল্লাহ্ না করুন উহারা যেন প্রতারিত করিয়া স্থানচ্যুত না করে এবং স্বীয় কৌশলে স্বর্ণ মণ্ডিত করতঃ পাপ কার্য্য সমূহকে পুণ্য কার্য্যের অনুরূপ করিয়া না দর্শায়। বোজর্গগণ বলিয়া থাকেন যে, শয়তান যখন বাধ্য, অনুগত ও হিতৈষীরূপে আগমন করে তখন তাহাকে সরানো কঠিন হইয়া থাকে। অতএব সদাসর্বদা আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট কাঁদাকাটি করা উচিত এবং বিনীত ভাবে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা আবশ্যক, যাহাতে এরূপ ভাবে তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেন ও প্রবঞ্চনা মূলক উন্নতি না দর্শান। ইহাই স্থিরচিত্ততার পথ, যাহা চিরস্থায়ী সৌভাগ্যের পথে লইয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ- অভাব ও অমনস্কামী হওয়া এই ফকীর সম্প্রদায়ের সৌন্দর্য্য এবং ইহ-পরকালের ছরদার (ছঃ)-এর অনুসরণ মাত্র। আল্লাহ্‌তায়ালার পূর্ণ অনুগ্রহ বশতঃ স্বীয় দাসদিগের রেজেকের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং আমাদিগকে ও আপনাদিগকে (বান্দাদিগকে) এই চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিয়াছেন ; জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইবে, ততই ‘রেজুক’ বৃদ্ধি পাইবে। অতএব আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টির প্রতি পূর্ণরূপে মনোযোগী হইয়া স্বীয় পোষ্য ও পরিজনের চিন্তা

আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহের প্রতি ন্যস্ত করিবেন। অবশিষ্ট, সাক্ষাতে বক্তব্য। সেদিক হইতে কতিপয় বন্ধু আসিয়া প্রকাশ করিল যে, “এখনও মীর ছাহেবের মনে আপনার অসম্ভবতার ধারণা আছে”। এইহেতু বিশেষ তাকীদ করিয়া লিখিলাম যে, এরূপ ধারণা মন হইতে উঠাইয়া দিবেন।

নছিহত ও উপদেশ সহ মোল্লা ইয়ার মোহাম্মদ কাদীমের নিকট যে পত্র লিখা হইয়াছিল, বাহ্যতঃ উহা তাহার মনঃপুত হয় নাই। অতএব তিনি তাহার প্রত্যুত্তরও দেন নাই। বরং দোয়া প্রেরণ করাও কর্তব্য মনে করেন নাই। বেশ—উহা তাহার মনঃপুত নাইবা হইল, কিন্তু যাহারা আমার সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাহাদের ভুল-ভ্রান্তির প্রতি যদি আমি নির্দেশ প্রদান না করি এবং প্রকৃত বিষয়, অপ্রকৃত বিষয় হইতে পৃথক করিয়া না দেখাই, তবে কিভাবে আমাদের দায়িত্ব পালন হইবে ! পরকালে আল্লাহ্‌তায়ালার সম্মুখে কিভাবে মুখ দেখাইব ! তাহাকে বলিব যে—

কহিবার কথা যাহা কহিনু তোমায়,
ধর বা বিরক্ত হও, যাহা ইচ্ছা হয়।

তাহার জানা উচিত যে, পীরত্বের মাকাম এবং সর্বসাধারণকে আল্লাহ্‌ তা'য়ালার দিকে আহ্বান করা অতি উচ্চ মাকাম। “স্বীয় উম্মতের মধ্যে ‘নবী’ যেরূপ, শায়েখ বা পীর স্বীয় দল মধ্যে তদ্রূপ”— হাদীছটি শুনিয়া থাকিবেন। মাথা মুণ্ড রহিত ব্যক্তিদিগের এই উচ্চ মর্ত্তবার সহিত সম্পর্কই- বা কি ?

ভিখারী হয় কি কভু, সৈনিক প্রধান ?
মশা কি কখনো হয়— শাহ ছোলেমান ?
বাতাসে উড়িয়া মশা ভাবে মনে মনে,
ছোলেমান সম আমি চলেছি পবনে।

আত্মীক অবস্থা ও মাকাম সমূহের বিস্তৃত জ্ঞান, মোশাহাদা (আত্মীক দর্শন) ও তাজাল্লী (আত্মীক আবির্ভাব) সমূহের প্রকৃত তত্ত্বের পরিচয়, কাশ্ফ (আত্মীক বিকাশ) ও এল্‌হামাদী (ঐশী বিজ্ঞপ্তি) হাছেল হওয়া এবং স্বপ্নাদির ফলাফল জানা এই মাকামের একান্ত আবশ্যকীয় বিষয়। ইহা ব্যতীত খরতুল কাতাদ বা মেহনত বরবাদ। ফলকথা এই যে, তরীকার বোজর্গগণ কোন কোন মুরীদকে

কোন সদুদ্দেশ্যে উক্ত মাকামে উপনীত হইবার পূর্বেই তরীকাত শিক্ষা প্রদানের এক প্রকার অনুমতি দিয়া থাকেন; যাহাতে তিনি তালেব দিগকে তরীকত শিক্ষা প্রদান করেন এবং তাহাদের আত্মিক অবস্থা ও ঘটনা সমূহের প্রতি সতর্ক থাকেন। এই প্রকার এজাজতের মধ্যে পীরের কর্তব্য এই যে, উক্তরূপ এজাজত প্রাপ্ত মুরীদকে এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য বিশেষ তাকীদ করেন এবং বিশেষভাবে তাহার ভুল-ভ্রান্তি সমূহের প্রতি ইঙ্গিত করিতে থাকেন; উহাদের ত্রুটির প্রতি বার বার হুঁশিয়ার করিতে থাকেন এবং তাহাদের অপূর্ণতা বিশেষ ভাবে প্রকাশ করেন। এমতাবস্থায় যদি পীর সত্য প্রকাশ করিতে অবহেলা করেন তবে তিনি খেয়ানত' কারী হইবেন। পক্ষান্তরে মুরীদ যদি উহা পছন্দ না করে তবে সে ভাগ্যহারা হইবে। সে কি জানে না যে, আল্লাহুতায়ালার সন্তুষ্টি স্বীয় পীরের সন্তুষ্টির উপর এবং তাঁহার অসন্তুষ্টি পীরের অসন্তুষ্টির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। কি বিপদ! সে কি বুঝে না যে, আমাদের সহিত সম্বন্ধ কর্তন করা কোথায় লইয়া যায়? যদি আমাদের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে, তবে কাহার সহিত সম্মিলিত হইবে? 'আল্লাহু না করুন', যদি এরূপ চিন্তা তাহার মনে জাগিয়া থাকে, তবে অবিলম্বে তাহাকে তওবা, এস্তেগফার ও আল্লাহুতায়ালার দরবারে কাঁদাকাঁটি করিতে বলিবেন; যাহাতে আল্লাহু-পাক এরূপ মহা পরীক্ষায় ও ভয়াবহ বিপদে নিষ্কিণ্ণ না করেন।

আল্লাহুতায়ালার শোকর গোজারী ও অনুগ্রহ যে, ভ্রাতৃবৃন্দ এরূপ বেপরওয়া ও বিচলিত হওয়া সত্ত্বেও আমার মনে কোনরূপ কষ্টের ধূলিকনা প্রবিষ্ট হয় নাই। এই হেতু মনে হয় যে, 'ইহাদের শেষ' ফল ভালই হইবে। অবশিষ্ট বিষয় সমূহ সরল চিত্ত ভ্রাতঃ মাওলানা মোহাম্মদ ছাদেক বিশদ ভাবে বর্ণনা করিবেন। কোন বিষয় সন্দেহ হইলে তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন।

যে ব্যক্তি হেদায়ত বা সরল পথে গমনকারী এবং হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর দৃঢ়-অনুসরণকারী তাঁহার প্রতি ছালাম বা শান্তি বর্ষিত হউক। ইতি—

২২৫ মকতুব

মোল্লা তাহের লাহোরীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, অন্যান্য তরীকায় সর্বশেষে যে অবস্থা হইয়া থাকে, এই নকশাবন্দী তরীকায় তাহা প্রারম্ভেই লাভ হয়। অবশ্য উহা শেষের বস্তু প্রথমে প্রবেশ করান হিসাবে হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ অবস্থা হইলেই যে, সে পূর্ণতা লাভ করিল তাহা নহে।

নাহ্মাদুহু ওয়া নোছাল্লি আলা নবীয়েহী— ওয়া নোছাল্লেমো আলায়হে ওয়া আলা আলেহিল কেরাম। আল্লাহুতায়ালার প্রশংসা করিতেছি এবং তাঁহার প্রেরিত নবী ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি দরুদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

পর পর আপনার কয়েকখানা পত্র পাইলাম। তালেবগণের মজলিসের উষ্ণতা এবং তাহাদের লজ্জা প্রাপ্তি ও খাতির-জমার কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। ফলকথা, এই তরীকায় যখন শেষের বস্তু প্রারম্ভে প্রবেশ করান হয়, তখন প্রারম্ভ কারীদের প্রথমেই শেষ মাকামের অনুরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এমন কি উক্ত উভয় দলের অবস্থার পার্থক্য তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি সম্পন্ন আরেফ ব্যতীত অন্য কেহই করিতে পারে না। অতএব এমতাবস্থায় উক্ত হালৎ লাভের প্রতি নির্ভর করতঃ উহাকে (উক্ত হালাৎ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে) তরীকার শিক্ষা প্রদানের এজাজত (অনুমতি) দেওয়া যাইবে না, যেহেতু ইহাতে তাহার মুরীদগণের ক্ষতির তুলনায় তাহার নিজেরই ক্ষতি অধিক হইবে। হয়তো তাহার নিজের পূর্ণতার ধারণা তাহাকে উন্নতি হইতে বিরত রাখিতে পারে এবং মান সম্মান ও কর্তৃত্ব লাভ যাহা মুরশীদির মাকামের আনুষঙ্গিক তাহা তাহাকে বিপদগ্রস্ত করিতে পারে, কেননা তাহার নফ্ছে আমাদের অদ্যাবধি কোফর বা এনকারের উপর আছে, এখনও তাহার ‘তজকিয়া’ বা পবিত্রতা লাভ হয় নাই, ‘গতস্য শোচনা নাস্তি’। ইতিপূর্বে যাহাদিগকে আপনি এইরূপ এজাজত দিয়াছেন তাহাদিগকে সরলভাবে বুঝাইয়া দিবেন যে, এই প্রকারের এজাজত পূর্ণতার জন্য নহে, সম্মুখে আরও বহু করণীয় কার্য আছে এবং এই অবস্থা যাহা তাহাদের প্রথমেই দেখা দিয়াছে, তাহা শেষ বস্তু প্রারম্ভে প্রবেশ করান অনুযায়ী হইয়াছে। তাহাদের অবস্থার উপযোগী যেরূপ উপদেশ দিতে হয়, তাহাও দিতে থাকিবেন

ও তাহাদের ক্রটি সমূহের প্রতি ইঙ্গিত করিতে থাকিবেন। যখন এজাজত (অনুমতি) দিয়াই ফেলিয়াছেন, তখন তাহা আর নিষেধ করিবেন না। হয়তো শুধু আপনারই বরকতে তাহারা প্রকৃত মুরশীদির মাকামে উপনীত হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ- যখন এই বৃহৎ কার্য আরম্ভ করিয়াছেন, আল্লাহুতায়াল্লা ইহাকে মোবারক (প্রাচুর্য্য ময়) করুন, তখন বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে থাকিবেন এবং নিজেই উদ্দীপ্ত থাকিবেন, তবেই তালেবগণের উৎসাহের কারণ হইবে।

ওয়াচ্ছালাম ॥

২২৬ মকতুব

স্বীয় সহোদর ভ্রাতা মিঞা শায়েখ মোহাম্মদ মওদুদের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, ইহকালের জীবন অতি সামান্য এবং পরকালের আজাব বা শাস্তি ইহার প্রতিই বর্ত্তিত হইবে।

প্রিয় ভ্রাতার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। হে ভ্রাতঃ ! আল্লাহুপাক আমাদিগকে এবং আপনাকে স্বীয় মর্জি অনুযায়ী চলিবার সুযোগ সুবিধা প্রদান করুন। জীবন কাল অতি সামান্য এবং ইহারই উপর পরকালের চিরস্থায়ী শাস্তি বর্ত্তিবে। বিশেষ অন্যায় হইবে, যদি কেহ এই অবসরকে অনর্থক কার্যে ব্যয় করিয়া স্থায়ী দুঃখ কষ্টের ভাগী হয়। হে ভ্রাতঃ ! মানুষ নিজ নিজ পার্থিব কার্য পরিত্যাগ করিয়া পঙ্গু পালের ন্যায় চতুর্দিক হইতে (তরীকাত শিক্ষার জন্য) আসিতেছে, অথচ আপনি স্বীয় গৃহজাত রত্নের মূল্য জানিতেছেন না এবং আশ্রয়ের সহিত দুন্ইয়ার উদ্দেশ্যে ধাবিত হইতেছেন ও উহাকেই একমাত্র কামনা করিতেছেন। “লজ্জা ঈমানের শাখা”— হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর হাদীছ। হে ভাই ! আল্লাহু ওয়ালাদের সমাবেশ এবং আল্লাহের ওয়াস্তে খাতির জমা হওয়া ইদানীং ছেরহেন্দে যেরূপ হইতেছে, আপনি বিশ্বের চতুর্দিকে ঘুরিয়া দেখুন ; জানি না যে— তাহার একশতাংশ কোথায়ও নাকি হয়। কিন্তু আপনি এরূপ দৌলত অহেতুক হাতছাড়া করিতেছেন। শিশুগণ— যথা আখরোট, মোনাক্কা পাইয়া যথেষ্ট ভাবিতেছেন। আপনার লজ্জা হউক, সহস্রাধিক বার লজ্জা হউক।

হে ভ্রাতঃ পরে অবসর নাও পাইতে পারেন এবং যদিও বা সুযোগ পাওয়া যায়, তখন হয়তো এরূপ খাতির-জমা নাও থাকিতে পারে, তখন কি করা যাইবে ও কিসে তাহার ক্ষতিপূরণ হইবে। আপনি ভুল করিতেছেন ও ভুল বুঝিয়াছেন। ঘৃতপক্ক সুমিষ্ট খাদ্যে লিপ্ত হইবেন না এবং মসূন-উৎকৃষ্ট পোষাক-পরিচ্ছেদে প্রবঞ্চিত হইবে না, তাহাতে ইহ-পরকালে আক্ষেপ করা এবং লজ্জিত হওয়া ব্যতীত কোনই ফল লাভ হইবে না ? পরিবারবর্গকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজে বিপদগ্রস্ত হওয়া এবং চিরস্থায়ী আজাব গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে জ্ঞান দান করুক এবং সচেতন করুক।

হে ভ্রাতঃ যে দুন্ইয়া বেওফা বলিয়া বিখ্যাত এবং দুন্ইয়াদারগণ অতীব সংকীর্ণচিত্ত ও ইতর শ্রেণীর বলিয়া মশহুর, স্বীয় মূল্যবান জীবনকে এইরূপ বেওফা ও ইতর বস্তুর পশ্চাতে ব্যয় করা একান্ত অন্যায়। বাহকের প্রতি সংবাদ পৌছানো ব্যতীত কিছুই নাই। ওয়াচ্ছালাম ॥

২২৭ মকতুব

মোল্লা তাহের লাহোরীর নিকট পীর হওয়ার মাকামের উপযোগী কিছু নছিহত করিয়া লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালা জন্ম ও তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম (শান্তি) বর্ষিত হউক। আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। বন্ধুগণের লজ্জা ও আশ্বাদ প্রাপ্তির বিষয় লিখিয়াছেন, তাহা জানিয়া অত্যধিক সন্তুষ্ট হইলাম ; হে ভ্রাতঃ ! আল্লাহ্-পাক আপনাকে যে এই পদ প্রদান করিয়াছেন তাহার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা শোকর গোজারী পূর্ণভাবে করিতে থাকিবেন। সাবধান থাকিবেন, যেন আপনার দ্বারা এমন কোন কার্য্য সংঘটিত না হয় যাহাতে সর্বসাধারণ আপনাকে ঘৃণার চোক্ষে দর্শন করে। ইহা অত্যন্ত অনিষ্টকর। লোকের নিন্দা ‘মালা মাতিয়া’ সম্প্রদায়ের উপযুক্ত বটে, যাহারা

টীকাঃ— ১। এক সম্প্রদায় বিশেষ, যাহারা লোকের নিন্দা কামনা করে, (লোকের নিন্দন, পুষ্পচন্দন অলংকার পরেছি গলায় ইত্যাদি কথা বলে)।

পীর হওয়া বা খল্কুল্লাহকে আল্লাহুতায়ালার দিকে আহ্বান করার সহিত কোনই সম্পর্ক রাখে না। মালামাত বা নিন্দার মাকাম পীরত্বের মাকামের বিপরীত। সাবধান ! এই দুই মাকামকে মিশ্রিত করিবেন না, এবং পীর হইয়া মালামাতের আশা রাখিবেন না, যেহেতু ইহা অত্যন্ত ‘জুলুম’ বা বিশেষ অন্যায়। মুরীদগণের সম্মুখে নিজেকে সুসজ্জিত রাখিবেন এবং উহাদের সহিত অতিরিক্ত মেলামেশা করিবেন না। তাহাতে গুরুত্ব কমিয়া যায়, যাহা উপকার আদান প্রদানের প্রতিবন্ধক। শরার’ সীমা ভালভাবে রক্ষা করিয়া চলিবেন, পারত পক্ষে সহজ সাধ্য আমল অনুমোদন করিবেন না, ইহা এই উচ্চ তরীকার এবং সুন্নতের অনুসরণের দাবী করার সম্পূর্ণ বিপরীত। জনৈক বুজর্গ বলিয়াছেন, “আরেফগণের লোক দেখানো কার্য্য সমূহ মুরীদদিগের বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য সম্বলিত কার্য্যাবলী হইতেও শ্রেষ্ঠ”। যেহেতু আরেফ গণের রেয়াকারী বা লোক দেখানো কার্য্য তালেবগণের অন্তঃকরণ আল্লাহুতায়ালার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য হইয়া থাকে, অতএব তাহা মুরীদদিগের ‘এখলাছ’ বা বিশুদ্ধ নিয়াত হইতেও অবশ্য উৎকৃষ্ট হইবে। এইরূপ আরেফগণের কার্য্যসমূহ তালেবদিগের যাবতীয় কার্য্যে অনুসরণের বস্তু। আরেফগণ যদি আমল না করেন তাহা হইলে তালেবগণ বঞ্চিত থাকিয়া যাইবে। সুতরাং আরেফগণ উহা এই জন্যই করিয়া থাকেন যে তালেবগণ যাহাতে তাঁহাদের অনুকরণ করে। কাজেই এইরূপ রেয়াকারীই যেন এখলাছ, বরং তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট ; কারণ— উহা শুধু নিজেরই উন্নতির জন্য। এস্থলে কেই যেন এরূপ ধারণা না করে যে, আরেফগণের আমল কেবল মাত্র অন্যের অনুসরণের জন্য, বস্তুতঃ তাহারা আমলের মুখাপেক্ষী নহে”। এরূপ ধারণা হইতে আল্লাহুতায়ালার আশ্রয় চাহিতেছি ; ইহা প্রকৃত বেদ্বিনী ও ভ্রষ্টতা মাত্র। বরঞ্চ আরেফগণও অন্যান্য তালেবগণের মত আমল করার বিষয় সমান মুখাপেক্ষী। আমল করা হইতে কাহারও নিস্তার নাই। ফলকথা তালেবগণ অনেক সময় আরেফদিগের আমলের অনুসরণ করিয়া উপকৃত হয়, এই হিসাবে উহাকে রিয়াকারী বলা হইয়া থাকে যাহা হউক কথা-বার্তায়, কার্য্যকলাপে সাবধান থাকিবেন, যেহেতু এই জমানার অধিকাংশ লোকই কলহ প্রিয়। আপনার দ্বারা

এমন কার্য সংঘটিত না হয় যাহা এই পীরী-মুরীদী কার্যের বিপরীত হইয়া দাঁড়ায় এবং যাহাতে মুঢ় ব্যক্তিগণ বুজর্গগণকে দোষারোপ করার সুযোগ পায়। আল্লাহ্ তায়ালার নিকটে সর্বদা দৃঢ় সংকল্প হইয়া থাকার প্রার্থনা করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য মাশায়েখগণের ‘নেছবত’ বা আত্মিক সম্বন্ধ লাভের বিষয় লিখিয়াছিলেন, উহার কারণ আপনাকে মৌখিক বহুবার বলা হইয়াছে তাহা ভিন্ন অন্য কিছুই ধারণা করিবেন না। কেননা তাহাতে কোনই লাভ হইবে না। আর অধিক কি লিখিব। ওয়াচ্ছালাম ॥

২২৮ মকতুব

মীর মোহাম্মদ নো’মান সাহেবের নিকট পূর্ণতা এবং তরীকাত শিক্ষা প্রদানের মাকামের কতিপয় নছিহতের বিষয় লিখিতেছেন।

ভ্রাতঃ ছাইয়েদ সাহেবের পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। হে ভ্রাতঃ বার বার আপনাকে বলা হইয়াছে যে, এই তরীকা দুইটি মূল বস্তুর প্রতিই নির্ভর করে। শরীয়তের উপর দৃঢ়তার সহিত দণ্ডায়মান থাকা, যেন উহার কোন মোস্তাহাব কার্য পরিত্যাগ করাও সংগত মনে না হয়। দ্বিতীয়তঃ স্বীয় পীরের প্রতি খালেছ ও স্বার্থ শূন্য, অটল মহব্বত রাখা তাঁহার প্রতি মুরীদের কোনরূপ দোষারোপ করিবার অবকাশ না থাকে, বরং তাঁহার যাবতীয় গতিবিধি মুরীদের চোক্ষে যেন সুন্দর ও মনোরম বলিয়া মনে হয়। আল্লাহ্ না করুন, এই দুই বিষয়ের আনুসঙ্গিক কোন কার্যে যেন কখনও ব্যতিক্রম না ঘটে। আল্লাহ্‌পাকের অনুগ্রহে যদি এই দুই মূল বস্তু অক্ষত থাকে তবে ইহ-পরকালের সৌভাগ্য তাহার হস্তগত হইল।

অন্যান্য উপদেশও আপনার কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহাও রক্ষা করার বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট কাঁদাকাটি করতঃ স্বীয় ক্রটি সমূহের ক্ষতি পূরণ করিতে প্রয়াস পাইবেন। রমজান শরীফের শেষ দশ দিবসের ‘এতেকাফ’ যাহা অতীত জীবনে কখনো কাজা হইয়াছে তাহার নিয়াতে এই জিলহজ্জ মাসের দশ

দিবস এ'তেকাফে বসিবেন, এইরূপ নিয়ত করিলে উহা ছুন্নতে পরিণত হইবে। উক্ত দশ দিবস এ'তেকাফের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট কাঁদাকাটি, এবং ক্রটি মার্জনার্থে অনুনয় বিনয় করিতে থাকিবেন। আল্লাহ্‌ চাহে এ'ফকীরও উক্ত দশ দিবস আপনার (আত্মিক) সহায়তা করিবে।

‘এজাজত-নামা’ বা অনুমতিপত্র লিখিয়া দিবার এরূপ তাকিদ করার অর্থ কি ? আপনাকে তরীকাত প্রচারের অনুমতি তো দেওয়াই হইয়াছে। যদি উহা যথেষ্ট না হয়, তবে এজাজত নামা দ্বারা কি লাভ হইবে। মনে যাহা জাগিবে তাহার জন্যই যে আশ্রয় চেষ্টা করিতে হইবে তাহা নহে। এমনও অনেক কথা মনে জাগে যে, তাহা পরিত্যাগ করাই শ্রেয় হইয়া থাকে। ‘নফছ’ বা প্রবৃত্তি কলহপ্রিয়, সে যে কার্য্য লইয়া পড়ে তাহা শেষ করিতেই চেষ্টা করে, সে উহার ভাল মন্দের প্রতি লক্ষ্য করে না। আপনার মন রক্ষার্থে কয়েক কথা লিখিয়া পাঠাইলাম, আল্লাহ্‌তায়ালার উহাকে কার্য্যকরী করুন। নিজের চিন্তায় লিপ্ত থাকা উচিত, যেন ঈমানকে সুস্থভাবে লইয়া যাইতে পারা যায়। এজাজতনামা এবং মুরীদ কোনও কার্য্যে আসিবে না। নিজের কার্য্যে লিপ্ত থাকিবেন, তৎসঙ্গে যদি কেহ খাঁটি উদ্দেশ্য লইয়া আসে, তাহাকে তরীকাত শিক্ষা প্রদান করিবেন। ইহা নহে যে, তরীকাত প্রচার মূল উদ্দেশ্য করতঃ নিজের কার্য্য উহার আনুসঙ্গিক মনে করেন, ইহা সরাসরি ক্ষতি এবং পূর্ণ অপচয় মাত্র।

২২৯ মকতুব

মীর্জা হোছামুদ্দিন আহমদের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, আমাদের এই তরীকা হজরত বাকিবিল্লাহ্‌ (রাজিঃ)-এর সেই তরীকা এবং আমাদের নেছবতও তাঁহার সেই নেছবত ; কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ের পূর্ণতা একাধিক চিন্তাধারা ও পরস্পর গবেষণার সংমিশ্রণে হইয়া থাকে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নিকরীচিত বান্দাগনের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। আপনার পবিত্র পত্র সমূহ যাহা এই খাঁটি আকাজক্ষী বন্ধুর নামে লিখিয়াছেন তাহা পর পর উপনীত হওয়ায় প্রচুর আনন্দ ও অত্যধিক

ভালবাসার কারণ হইল। আল্লাহ-পাক আপনাকে আমাদের পক্ষ হইতে উৎকৃষ্ট পারিতোষিক প্রদান করুন। আপনি যে সকল সন্দেহ যুক্ত ও আপত্তিজনক বাক্য লিখিয়াছেন তাহার সমাধান সংক্ষেপতঃ এই যে, আমাদের এই তরীকা অবিকল হজরত খাজা বাকিবিল্লাহ (রাজিঃ)-এর সেই তরীকা এবং আমাদের নেছবত বা আত্মীক সম্বন্ধ তাঁহারই সেই পবিত্র নেছবত। তাঁহার উচ্চ তরীকা ও নেছবত হইতে উৎকৃষ্ট তরীকা বা নেছবত কোথায়-যে, কেহ তাহা গ্রহণ করে! ফলকথা, একাধিক চিন্তা ও উত্তরোত্তর গবেষণার সংযোগ ও সংমিশ্রণেই প্রত্যেক বিষয়ের পূর্ণতা হইয়া থাকে; যে রূপ ‘নহো’ (আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্র) ‘ছিবওয়াহেই’ নামক নহবীর (পণ্ডিতের) যুগে যাহা ছিল, উত্তরোত্তর গবেষণার দ্বারা তাহা এখন দুইশত গুন বদ্ধিত ও প্রস্ফুটিত হইয়াছে অথচ ‘নহো’-শাস্ত্র সেই ছিবওয়াহেরই শাস্ত্র। পরবর্ত্তিগণ তাহাতে যথা কেশ বিন্যাস ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করণ ভিন্ন আর অধিক কিছুই করেন নাই। আপনি হয়তো শায়েখ আলাউদ্দৌলার কথা শুনিয়া থাকিবেন। তিনি বলিয়াছেন, “মধ্যস্থ’ সমূহ যতই বৃদ্ধি পাইবে, পথ ততই নিকটবর্ত্তী ও সমুজ্জ্বল হইবে”।

উক্ত সম্বন্ধের উপর এরূপ অতিরিক্ততা যাহা কেশ বিন্যাস ও সুসজ্জিত করণ স্বরূপ, করা হইয়াছে এবং যাহা সমালোচিত হইতেছে তাহা একদল লোককে অসৎ ধারণায় ফেলিয়াছে। প্রকৃত ঘটনা এই যে, ইহা বিনা আড়ম্বরে ও বিনা চেষ্টায় করা হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ হইতে যেন ইহা স্বভাবতঃই আসিয়াছে। আপনি এ ফকীরের পত্র ও রেছালা সমূহ দেখিবেন যে, তাহাতে এই তরীকাকে অবিকল ছাহাবায়ে কেরামের তরীকা এবং এই ‘নেছবত’ বা সম্বন্ধ যাবতীয় সম্বন্ধের উর্দে বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। এই তরীকার এবং ইহার বোজর্গগণের এরূপ প্রশংসা করা হইয়াছে যে, তাহার এক শতাংশও ইহার কোন খলীফাই করার সুযোগ লাভ করেন নাই। পরন্তু এ ফকীর প্রত্যহ উঠিতে, বসিতে

টীকাঃ- ১। “মধ্যস্থতা যতবাড়ে পথ ততই স্বগম্য ও সুদৃঢ় হয়”— ইহা এই জন্য যে, প্রত্যেকটী মধ্যস্থ এক একটি— ইঞ্জিন স্বরূপ। ইঞ্জিনের সংখ্যানুসারে গাড়ী যেমন দ্রুতগামী ও সতেজ হয়, ছলুকের পথও তেমনি সুগম ও উজ্জ্বল হয়। কারণ পীরানে কেরামের প্রত্যেক ব্যক্তি এক এক বিশিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী। ফলে প্রত্যেকের সংসর্গে প্রতিভা বৃদ্ধি পায়, পথ দীপ্তিমান বোধ হয়। সুতরাং মাধ্যমের দীর্ঘতা দুর্বলতার লক্ষণ নহে বরং সবলতা ও সৌকর্যের হেতু স্বরূপ।

সর্ব বিষয় এই তরীকার সম্মান এবং তরীকার আনুষঙ্গিক যাবতীয় জরুরী বিষয়ের আদব পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া চলে। ইহার চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম ও কোনরূপ নূতনত্ব সঙ্গত মনে করেনা। আশ্চর্যের বিষয় যে, এ ফকীরের এই উৎকর্ষ সমূহ আপনাদের দৃষ্টি গোচর হইতেছে না। ধরিয়া লউন যে, অসুস্থ অবস্থায় কোন বন্ধুর সহিত যদি কথাবার্তায় কোনরূপ কার্কশ্য হইয়া থাকে, তাহাই আপনার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। আরও আশ্চর্য এই যে, আপনার ন্যায় ব্যক্তিও ইহা বিশ্বাস করিয়াছে এবং শুনা মাত্রই বিচলিত হইয়াছে। যদি সন্নিবাস থাকে তবে কি উহা শুধু তাহাদেরই জন্য? আমরা কি আদৌ সন্নিবাসের উপযোগী নহি। ফলকথা, যদি আলোচনা ও শুনার উপরই আপনি নির্ভর করেন তবে চোগলখোর দিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব হইবে এবং খাঁটী বন্ধুত্বের আশাও থাকিবে না। অন্যের সমালোচনা অবশ্যই পরিত্যাগ করিবেন এবং অতিতের অনুশোচনা করিবেন না। তবেই খাঁটী বন্ধুত্ব লাভ হইবে এবং পুরাতন মর্নঃকষ্টও বিদূরীত হইবে।

আপনি লিখিয়াছিলেন যে, পীরজাদাগণের শিক্ষা দীক্ষার সময় আসিয়াছে বরং চলিয়া যাইতেছে। হজরত খাজা বাকিবিল্লাহ (রাজিঃ)-এর অছিয়তের কথাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। হে মান্যবর ভ্রাতঃ পীরজাদাগণের খেদমত করার সুযোগ লাভ, খাদেম গণের জন্য পরম সৌভাগ্য। কিন্তু কতিপয় প্রতিবন্ধক হেতু বাহ্যিক খেদমত হইতে বর্তমানে বিরত আছি এবং হুজুর কেবলা হজরত খাজা বাকিবিল্লাহ (রাজিঃ)-এর মহান অছিয়তের সময় আসার অপেক্ষা করিতেছি। এখন যদি আপনি মনে করেন যে, কোনো প্রতিবন্ধক নাই এবং সমালোচনার পথ রুদ্ধ হইয়াছে তবে ইঙ্গিত পাইলেই আমি কয়েক দিনের জন্য খেদমতে উপস্থিত হইয়া কার্যে নিযুক্ত হইব। কিন্তু যদি ভালভাবে ভাবিয়া দেখেন তবে বুঝিবেন যে, উহাতে তাঁহার অছিয়তই পালন হইবে মাত্র। নতুবা আপনার যাহেরী ও বাতেনী প্রতিপালনই তাঁহাদের জন্য যথেষ্ট, অন্য কাহারও আবশ্যক করেনা।

দ্বিতীয়তঃ- ভ্রাতঃ মাওলানা আব্দুল লতিফ বলিলেন যে, মিঞা মোহাম্মদ কলিজ জেষ্ঠ মাখদুমজাদার বাহ্যিক শিক্ষা দীক্ষার ভার নিজেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং আপনিও উহা সমর্থন করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম। যদি

সে স্বীয় অজ্ঞতা বশতঃ এ বিষয়ে ভুল ধারণা করে, তবে আপনি কিরূপে তাহা সমর্থন করিবেন ? ইহাও ভয় করিতেছি যে মোহাম্মদ কলিজকে অসম্ভব করা অন্য দিকেও গড়াইতে পারে । ওয়াচ্ছালাম ॥

২৩০ মকতুব

শায়েখ ইউছুফ বরকীর নিকট লিখিতেছেন । ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, মনোবৃত্তি উচ্চ রাখা উচিৎ ইত্যাদি ।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম ।

মিঞা বাবু আপনার আদেশানুযায়ী আপনার আত্মিক অবস্থা কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিল এবং উহার তত্ত্ব অবগত হইতে চাহিয়াছেন বলিয়া জানাইল ; সেই হেতু কয়েক কথা লিখিতে প্রয়াস পাইলাম ।

হে মান্যবর ! এ পথের পথিকগণের প্রারম্ভে এইরূপ অবস্থা অনেক দেখা দিয়া থাকে, কিন্তু তাহা ধৰ্তব্য নহে, বরং ইহারা উহাকে ‘নফী’ বা নিবারণ করিয়া থাকেন । মিলন কোথায় । এবং (পথের) অন্তই বা কই ?

ছোয়াদের কাছে যাব কি উপায় করি,

গিরি, গহ্বর, খাদ আছে সারা পথ ধরি ।

আল্লাহ্‌পাক প্রকার বিহীন । বাহ্যিক ও আত্মিক দর্শন এবং জ্ঞান ও আত্মিক বিকাশাদি দ্বারা যাহা কিছু উপলব্ধি হয়, তাহা তিনি নহেন । সেই ‘পবিত্র জাত’ পরেরও পরে । সাবধান, শিশুদের ন্যায় এ পথের আখরোট, মোনাক্কা লইয়া প্রতারিত হইবেন না এবং ‘অন্তঃস্থলে উপনীত হইয়াছি’ বলিয়া গর্বিত হইবেন না । নাকেছ (অপূর্ণ) পীরগণের নিকট কখনও স্বীয় অবস্থা প্রকাশ করিবেন না । তাহারা নিজের উন্নতির উপর অনুমান করিয়া সামান্যকে অনেক বলিয়া ধারণা করে এবং প্রারম্ভকেই শেষ মর্ত্বা বলিয়া গণ্য করে । অতএব যোগ্যতা সম্পন্ন তালেবগণও ইহাতে স্বীয় পূর্ণতার ধারণায় আল্লাহ্‌তায়ালায় অশ্রদ্ধাশ্রদ্ধা শৈথিল্য করে । কামেল পীর অশ্রদ্ধা করিয়া তাঁহার দ্বারা স্বীয় আধ্যাত্মিক ব্যাধির চিকিৎসা

করা উচিত। যতদিন কামেল পীর প্রাপ্ত না হইবেন ততদিন উক্তরূপ অবস্থা সমূহ ‘লা’ কলেমার অন্তর্ভুক্ত করতঃ নিবারণ করিতে থাকিবেন এবং যথার্থ মা’বুদ (উপাস্য) যিনি প্রকার বিহীন তাঁহাকেই ছাবেত (প্রমাণ) করিবেন ! হজরত খাজা নক্শাবন্দ কোদেছা ছেরৌল্ বলিয়াছেন, “যাহা কিছু পরিলক্ষিত ও শ্রুত বা উপলব্ধি হয় উহা সমস্তই (আল্লাহ্‌তায়ালার) অপর, উহাদিগকে ‘লা’ কলেমার তত্ত্ব দ্বারা নিবারণ করিতে হয়”। অতঃপর যাহা কিছু পরিদৃষ্ট হয়, তাহাদিগকেও নিবারণ করিতে থাকিবেন। যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালার তাহারও পরে। ছাবেত বা প্রমাণ করার দিকে পরিত্যক্ত শব্দ ‘আল্লাহ্’ উচ্চারণ করা ব্যতীত কিছুই যেন হস্তগত না হয়। তরীকার বোজর্গগণের ইহাই প্রচলিত পথ।

যাহারা হেদায়েতের পথে চলে এবং হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণকারী তাঁহাদের প্রতি ছালাম।

২৩১ মকতুব

মীর মোহাম্মদ নো’মান ছাহেবের নিকট তাঁহার প্রশ্নাবলীর উত্তরে লিখিতেছেন।

‘ভুছুল’ এবং ‘উছুল’ বা প্রাপ্তি ও উপনীতির মধ্যে পার্থক্য কি ? যে সকল এছম পয়গাম্বর (আঃ) গণের মা’বদায়ে তাআইয়ুন বা উৎপত্তিস্থান, সেই সকল এছম অলী-আল্লাহ্‌ গণের মা’বদায়ে তাআইয়ুন কি না ? যদি হয় তবে উহাদের মধ্যে পার্থক্য কি ? জেক্রে জহর (সশব্দে জেকের করা) নক্শাবন্দীয়া বোজর্গগণ বেদ্আত বলিয়া নিষেধ করিয়া থাকেন ; অথচ উহা প্রেরণাদায়ক ও আশ্বাদপ্রদ ইত্যাদি।

আমরা তাঁহারই প্রশংসা করি এবং তাঁহারই প্রেরিত নবী (ছঃ) ও তাঁহার বংশধর গণের প্রতি দরুদ ও ছালাম নিবেদন করি।

পরপর আপনার দুইখানা পত্র পৌঁছিল। প্রথম পত্রটি যদিও দাহ ও অস্থিরতা জ্ঞাপক ছিল, কিন্তু পরবর্তী পত্র নম্রতা ভাবাপন্ন ও আশ্রয় ব্যঞ্জক। হে স্নেহাস্পদ ! মীর ছাআদুদ্দীন যখন চলিয়া গিয়াছেন তখন হইতেই আপনি পত্রের

উত্তর চাহিতেছেন। আমি তখন এমনি মস্তিষ্কশূন্য ও সংহত ছিলাম যে, নিজ হস্তে লিখিতেই পারিতেছিলাম না এবং নূতন মাওলানা ইয়ার মোহাম্মদকে লিখিতে বলিয়াছিলাম। মস্তিষ্ক বিকৃতি অবস্থায় যদি কোনরূপ সামঞ্জস্য বিহীন বাক্য লিখিয়া থাকি, তবে তাহা ধরিবেন না। অবশ্য এরূপ সামান্য ব্যাপারে বিচলিত হওয়া এবং কার্যে বিশৃঙ্খলা ঘটান উচিত নহে। আল্লাহ্ না করুন ! যে, ইহাতে আমার মনে কোন কষ্ট স্থান পাইয়াছে কিম্বা মনঃক্ষুন্ন হইয়া বা সমালোচনা হিসাবে কোন কথা লিখিয়াছি। উপদেশ হিসাবে যদি কিছু লিখিয়া থাকি তবে তাহাতে সন্দেহ থাকে উচিত। আপনার দ্বিতীয় পত্র আমাকে আপ্যায়িত করিল। প্রত্যেক কার্যে উদ্যম থাকা বাঞ্ছনীয়। শৈথিল্য শত্রুদের ভাগ্যে হউক !

আপনি লিখিয়াছিলেন যে ‘হুছুল’ (লাভ হওয়া) এবং ‘উছুল’ (উপনিত)-এর পার্থক্য আমি বুঝিতে পারিতেছি না। হে ভ্রাতঃ দূরে থাকিয়া ‘হুছুল’ (প্রাপ্তি) হইতে পারে, কিন্তু ‘উছুল’ (উপনীতি) হওয়া দুষ্কর। আনকা (আকাশ কুসুম) কে যদি কোন আকৃতি অনুযায়ী ধারণা করা যায় তবে বলা যাইতে পারে যে, আনকা অনুভূতির মধ্যে হাছিল হইয়াছে, কিন্তু সে আনকার নিকটে উপনীত হয় নাই। কেননা কোন বস্তু দ্বিতীয় স্তরে প্রকাশ পাওয়াকে ‘প্রতিবিম্ব’ বলা হয়, তাহা উক্ত বস্তু লাভ হওয়ার প্রতিবন্ধক নহে কিন্তু নিকটে উপনীত হওয়া প্রতিবিম্বন সহ্য করে না, অর্থাৎ কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব লাভ হওয়াকে উক্ত বস্তু লাভ হওয়া বলা যাইতে পারে, কিন্তু উহার প্রতিবিম্বের নৈকট্যকে উক্ত বস্তুর নৈকট্য বলা যাইবে না অতএব উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হইয়া গেল।

আপনি আরও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, পয়গাম্বর (আঃ) গণের উৎপত্তিস্থান যে এছম সমূহ অলী-আল্লাহ্গণের উৎপত্তি স্থান সেই এছমসমূহই কিনা ? যদি হয় তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি ?

হে স্নেহাম্পদ ! আল্লাহ্ তায়ালার এছম সমূহের ‘কুল্লী’ বা সমষ্টি পয়গাম্বর (আঃ) গণের উৎপত্তিস্থান এবং উক্ত এছমের ব্যষ্টি বা পৃথক পৃথক অংশ অলী-আল্লাহ্গণের উৎপত্তিস্থান। অবশ্য উক্ত অংশগুলি ঐ সমষ্টিরই অন্তর্ভুক্ত। এছম সমূহের ব্যষ্টি বা অংশ হওয়ার অর্থ এই যে— উক্ত এছম কোন শর্তে আবদ্ধ হয়। যথা সাধারণ ইচ্ছা শক্তি এবং কোন বিশিষ্ট বস্তুর সহিত উক্ত ইচ্ছা শক্তিকে

আবদ্ধ করা। যখন অলী-আল্লাহ্‌গণ পয়গম্বর (আঃ) গণের অনুসরণ করিয়া উন্নতি করেন, তখন (এছম) উক্ত বন্ধন মুক্ত হইয়া উহা সাধারণ এছমের সহিত সম্মিলিত হয়। কতিপয় মকতুবে আমি ইহার বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছি, তথায় দেখিয়া লইবেন।

আপনি আরও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আমি ‘জেকরে জহর’ (উচ্চস্বরে জেকের করা) নিষেধ করিয়া থাকি, যেহেতু উহা ‘বেদ্আত’ বা নূতন কার্য্য কিন্তু উহা আনন্দদায়ক ও উৎসাহজনক। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর জমানায় বহু কিছু ছিল না, যথা ফজী, শাল ও শালওয়ার ইত্যাদি তাহাতো নিষেধ করেন না ?

হে মান্যবর ! হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর কার্য্যকলাপ দুই প্রকার, এক প্রকার-আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদত-বন্দেগী অনুযায়ী এবং দ্বিতীয় প্রকার সামাজিক আচার ব্যবহার ও অভ্যাস অনুযায়ী। এবাদত অনুযায়ী যে কার্য্যকলাপ তাহার বিপরীত হইলে তাহাকে ‘দোষনীয়’ নূতন কার্য্য বলা হয় এবং ইহাকেই আমি কঠোরভাবে নিষেধ করিয়া থাকি। কেন না উহা ধর্মের মধ্যে নূতনত্ব করা, যাহা পরিত্যক্ত। পক্ষান্তরে সমাজ ও অভ্যাসানুযায়ী যে কার্য্য তাহার বিপরীত হইলে তাহাকে দোষনীয় নূতন কার্য্য বলিয়া গন্য করি না। যেহেতু ধর্মের সহিত উহার কোনই সম্বন্ধ নাই।

উহার অবস্থিতি ও অন্তর্হিতি সমাজের প্রতিই নির্ভরশীল। ধর্মের প্রতি নহে কেননা, বিভিন্ন দেশের রীতিনীতি বিভিন্ন প্রকারের এবং এক দেশেই কালের পরিবর্তনে আচার ব্যবহারেও পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। অপিচ ব্যবহারিক বিষয়েও ছুন্নতের প্রতি লক্ষ্য রাখা ফলপ্রদ ও মঙ্গলজনক।

আল্লাহ্-পাক আমাদিগকে ও আপনাদিগকে ছাইয়েদোল মোরছালীন (ছঃ)-এর অনুসরণের প্রতি সুদৃঢ় রাখুন। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ও সমগ্র পয়গাম্বর (আঃ) এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের অনুগামীগণের প্রতি শ্রেষ্ঠ দরুদ ও পূর্ণ ছালাম বর্ষিত হউক। ওয়াছালাম ॥

২৩২ মকতুব

দুন্‌ইয়ার প্রকৃত তত্ত্ব ও উহার নিকৃষ্ট সাজ-সজ্জা এবং উহার ভালবাসা পরিত্যাগের উপায় ইত্যাদির বর্ণনায় খানখানানের নিকট লিখিতেছেন।

হজরত ছাইয়েদোল মোরছালীন (ছঃ)-এর অছিলায় আল্লাহ্পাক তাঁহার অপছন্দনীয়, নিকৃষ্ট দুন্ইয়ার প্রকৃত তত্ত্ব এবং উহার চাকচিক্য ও সাজ-সজ্জার অনিষ্ট আমাদের বিবেক চক্ষে প্রকাশ করতঃ পরকালের রূপ, সৌন্দর্য্য ও বেহেশ্ত ও উহার নহর ইত্যাদির শ্যামলতা, তদুপরি তথায় আল্লাহুতায়ালার সাক্ষাতের মাধুর্য্য যেন প্রকাশ করিয়া দেন, যাহতে এই নিকৃষ্ট ক্ষনস্থায়ী দুন্ইয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা জাগে এবং চিরস্থায়ী ও প্রভুর পছন্দনীয় জগৎ আখেরাতের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য লাভ হয়। যে পর্য্যন্ত এই নিকৃষ্ট বস্তুর অপকারিতা প্রকাশ না পায় সে পর্য্যন্ত ইহার আকর্ষণ হইতে মুক্ত হওয়া অসম্ভব এবং যে পর্য্যন্ত এই আকর্ষণ মুক্ত না হইবে সে পর্য্যন্ত পরকালে উদ্ধার প্রাপ্তি দুষ্কর। “দুন্ইয়ার ভালবাসা যাবতীয় গোনাহের শীর্ষস্থানীয়” সঠিক বাক্য। বিপরীত বস্তু দ্বারা যখন প্রতিকার করার নিয়ম, তখন এস্থলেও এই দুন্ইয়ার ভালবাসার প্রতিকার আখেরাতের কাজে আকাজক্ষা করা এবং সমুজ্জ্বল শরীয়তের নির্দেশানুযায়ী নেক আমল করার প্রতি নির্ভর করে। আল্লাহ্পাক পার্থিব জীবনকে পাঁচটি বরং চারটি বস্তুর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। যথা তিনি ফরমাইয়াছেন, “ইহা ব্যতীত নহে যে, পার্থিব জীবন ক্রীড়া, কৌতুক ও সাজ-সজ্জা এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ধন-জন লইয়া গৌরব ও প্রতিযোগিতা এবং প্রাচুর্য্য কামনা করা”। সুতরাং যখন নেক আমলের মধ্যে লিপ্ত হইবে তখন উহার প্রধানতম অঙ্গ ক্রীড়া কৌতুকে ব্যাঘাত জন্মিবে, এবং রেশমী বস্ত্র ও স্বর্ণ রৌপ্য পরিধান ও ব্যবহার যাহা সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠতম বস্তু তাহা হইতে বিরত থাকা হেতু সাজ সজ্জার হ্রাস হইবে। যখন দৃঢ় বিশ্বাসী হইবে যে, আল্লাহুতায়ালার নিকট শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান, সততা এবং পরহেজগারী দ্বারাই হইয়া থাকে, বংশ ও কুলের তারতম্যে নহে, তখন গৌরব ও প্রতিযোগিতা হইতে নিশ্চয় বিরত থাকিবে। তৎপর যখন ধন-জনকে আল্লাহুতায়ালার জেকের বা স্মরণের প্রতিবন্ধক এবং আল্লাহুতায়ালার হইতে বিমুখ হওয়ার কারণ জানিবে, নিশ্চয় তখন উহার প্রাচুর্য্য কামনা পরিত্যাগ করিবে ও উহার আধিক্যকে নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য করিবে। ফলকথা “রছুল যাহা তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন তাহা গ্রহণ কর এবং যাহা তিনি নিষেধ করিয়াছেন তাহা হইতে বিরত থাক” (কোরআন) তাহা হইলে কোন বস্তুই তোমাদের অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না।

আকাঙ্ক্ষিত রত্নাকরে দিলাম তোরে এই নিশান,
পাইনি আমি ; কিন্তু যদি পাও তুমি তাঁর সন্নিধান ।

অবশিষ্ট কথা— মিঞা শায়েখ আব্দুল মোমেন বোজর্গের সন্তান । তিনি বাহ্যিক এলুম সমাপ্ত করিয়া ছুফীগণের তরীকার ছলুক করিতেছেন । তাহাতে উহার আশ্চর্য্য অবস্থা পরিলক্ষিত হইতেছে । পরিবারবর্গের পার্থিব আবশ্যক তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে । এ ফকীর এই অস্থিরতা নিবারণার্থে আপনার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে । দাতার দুয়ারে করাধাত করিলে অবশ্য খুলিয়া যায় ।

ওয়াচ্ছালাম ॥

২৩৩ মকতুব

জনাব শায়েখ ফরীদের নিকট কতিপয় উপদেশ সম্বন্ধে লিখিতেছেন ।

আল্লাহুতায়াল্লা আমাদিগকে ও আপনাদিগকে আপনার গরীয়ান মাতামহের প্রশস্ত পথে সুদৃঢ় রাখুন । তাঁহার প্রতি এবং তাঁহার বংশধর ও সহচরগণের প্রতি শ্রেষ্ঠ দরুদ ও পূর্ণ ছালাম (শান্তি) বর্ষিত হউক । হজরত খাজা জিউ (কোঃ ছেঃ)-এর ওরছ শরীফের সময় দিল্লীতে গিয়াছিলাম, তখন আপনার খেদমতে উপস্থিত হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম । ইতিমধ্যে আপনার প্রস্থান সংবাদ ব্যক্ত হইয়া যাওয়ায় অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইলাম । অতঃপর সামঞ্জস্য-বিহীন কয়েকটি বাক্য দ্বারা আপনাকে কষ্ট দিতেছি ।

সাক্ষাতে হউক বা অসাক্ষাতেই হউক আপনার পক্ষে যাহা অনুপযোগী ও অনুচিত, পূর্ণ মনোযোগের সহিত তাহা হইতে আপনার মুক্তি (রক্ষা) কামনা করিতেছি । আপনার শুভাকাঙ্ক্ষার আধিক্য হেতু কখনো মনে হয় যে, আমিও আপনার মত বীরত্ব করিয়া— যাহা আপনার দরবারে উপযোগী নহে তাহা তাকিদের সহিত নিষেধ করি এবং অনুপযুক্ত ব্যক্তিগণকে তথায় থাকিতে না দেই । কিন্তু জানি যে মনের সকল আশা পূর্ণ হয় না । অগত্যা পক্ষে পশ্চাৎ হইতে সদা সর্বদা দোওয়ায়ে খায়ের করিতেছি । আশাকরি আল্লাহুতায়ালার পবিত্র দরবারে মকবুল হইবে ।

হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার কোদেছাছেরকুহ স্বীয় বুজর্গী ও মহত্ত্বের বিষয় ফরমাইয়াছিলেন যে, — “কোন ব্যক্তি ঈদৃশ মহান হয় যে তাহার বিপর্যয় হইলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিপর্যয় ঘটে, এরূপ বলা যদিও ‘কোফর’ তথাপি কি করা যায় আমাদিগকে যে আমরা ভিন্নই মহান করিয়াছেন”। ইদানীং এরূপ বোজর্গী ও মহত্ত্ব প্রায় আপনার যোগ্যতায় দৃষ্ট হইতেছে। যেহেতু আপনার শান্তিতেই সর্বসাধারণের শান্তি এবং আপনার অশান্তিতেই সর্বসাধারণের অশান্তি ; এই হেতু জনসাধারণের নিকট আপনার জন্য দোয়ায়ে খায়ের (শুভাশীষ) বর্ষার জন্য দোয়া করার তুল্য সর্ব সাধারণের পক্ষে উপকারী। আক্ষেপের বিষয় এই যে, এরূপ মহত্ত্ব ও বোজর্গী থাকা সত্ত্বেও যদি আপনার মধ্যে পোস্তের দানা তুল্য কলঙ্ক থাকে তবে উহা বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষীগণের প্রাণে অসহনীয়। অনুগ্রহপূর্বক বন্ধুগণের এই ভার লাঘব করিয়া লইবেন। বহুদিন হইতে আপনার এই হিতাকাঙ্ক্ষী এ বিষয়ে কিছুই লিখে নাই, বারংবার লিখা কি জানি আপনাকে অপ্রীতিকর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু দেখিলাম যে মনঃকষ্টের প্রতি দৃষ্টি করিয়া

মৌনাবলম্বন বন্ধুত্বের কার্য্য নহে।

কোমলাঙ্গী বধু মোর বায়ু আক্রমণে

সবিশেষ কষ্ট পায় আপনার মনে।

কমল দলের ন্যায় কোমল হৃদয়,

মলয় পবনে যথা করে—পুষ্পচয়।

আশীষ কামনা, হাফেজ উচিত তোমার।

কবুল হইল কি-না খুঁজিও না আর।

কিছুদিন হইতে হারামায়েন শরীফায়েনের (মক্কা ও মদীনা শরীফের) জেয়ারতের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। আল্লাহ্পাক উহাদিগকে কাল চক্রের অনিষ্ট হইতে সুরক্ষিত রাখুক। আমার এই ছফরের উদ্দেশ্যও তাহাই ছিল। যখন ইহা আপনার মতামতের প্রতি নির্ভর করে, তখন আপনার প্রস্থান-সংবাদ উহাকে বিলম্বে ফেলিয়া দিল। আল্লাহ্পাক যাহা করেন তাহাই শ্রেয়। ওয়াচ্ছালাম ॥

২৩৪ মকতুব

তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত শায়েখ মোহাম্মদ ছাদেক (রাজিঃ)-এর নিকট লিখিতেছেন। ‘ওয়াজেবুল অজুদ’ বা অবশ্যম্ভাবী জাতপাকের হকীকত বা তত্ত্ব যে ‘অজুদেমহজ’ বা নিছক অস্তিত্ব, যাহা যাবতীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতার উৎপত্তিস্থান এবং সৃষ্ট বস্তুসমূহের তত্ত্ব নাস্তি— যাহা যাবতীয় বিনষ্টির মূল ; ইত্যাদি বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

বিছমিল্লাহির রাহমানিররাহিম। প্রকার বিহীন আল্লাহুতায়ালার প্রশংসা এবং পয়গাম্বর (ছঃ)-এর প্রতি দরুদের পর, প্রিয় বৎসের জানা আবশ্যিক যে, আল্লাহ পাকের প্রকৃত তত্ত্ব ‘অজুদেছেরফ’ বা নিছক অস্তিত্ব, যে অস্তিত্বের সহিত অন্য কিছুই মিশ্রিত হয় নাই।

আল্লাহুতায়ালার উক্ত অস্তিত্ব যাবতীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতার মূল ও উৎপত্তিস্থান এবং সমুদয় সৌন্দর্যের আদি ও আকর। উহা প্রকৃত, ব্যাপ্তি এবং এরূপ অবিভাজ্য যে, উহা বস্তুতঃ বা জ্ঞানতঃ কাহারও সহিত সংযুক্ত হয় নাই, স্বীয় তত্ত্বানুযায়ী উহা ধারণা নিবারণিত।

‘অজুদ বা অস্তিত্ব’ শব্দ বিনা মাধ্যমে আল্লাহুতায়ালার জাতপাকের বিধেয় হইয়া থাকে, মধ্যস্থতার সহিত নহে। যথা ‘আল্লাহুতায়ালার অস্তিত্বধারী’ বলা যাইবে না। অবশ্য উদ্দেশ্যের বিধেয় হওয়ার প্রকৃত পক্ষে তথায় কোনই অবকাশ নাই, যেহেতু যাবতীয় সম্বন্ধ তথা হইতে নিষ্কিণ্ড ও নিবারণিত। যে অস্তিত্ব সাধারণ ও সমুদয় বস্তুর মধ্যে ব্যাপ্ত, তাহা আল্লাহপাকের সেই বিশিষ্ট অস্তিত্বের প্রতিবিম্ব মাত্র। অস্তিত্বের এই প্রতিবিম্ব আল্লাহুতায়ালার জাতপাকের ও যাবতীয় বস্তুর প্রতি ‘তশকিক্’ অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অগ্রগণ্য ও শ্রেষ্ঠ হিসাবে মধ্যস্থতার সহিত প্রযুক্ত হইয়া থাকে, বিনা মাধ্যমে নহে। অর্থাৎ ‘হামলে এশতেকাক’ অনুযায়ী, ‘হামলে মোওয়াতাত’ অনুযায়ী নহে।

উক্ত প্রতিবিম্বের অর্থ অবতরণীয় স্তরসমূহে হজরতে অজুদ বা সেই মহান অস্তিত্বের প্রকাশ। এই প্রতিবিম্ব সমূহের মধ্য হইতে শ্রেষ্ঠ ও পুরোবর্তী এবং

টীকাঃ- ১। মধ্যস্থতার সহিত উদ্দেশ্যের বিধেয় হওয়াকে হামলে এশতেকাক বলা। যথা ওমর অস্ত্রধারী, এস্থলে ওমর উদ্দেশ্য এবং অস্ত্র বিধেয় এবং ধারী শব্দ মধ্যস্থ। বিনা মধ্যস্থতায় উদ্দেশ্য অবিকল বিধেয় হইলে তাহাকে হামলে মোতাওয়াতী বলা হয়, যথা ওমরই অস্ত্র।

সম্মানার্থে ঐ প্রতিবিম্ব যাহা মধ্যস্থতার সহিত আল্লাহুতায়ালার জাতপাকের বিধেয় হইয়া থাকে। অতএব মূল বস্তুর মর্তবায় আল্লাহুতায়ালার ‘অজুদুন’ অর্থাৎ ‘আল্লাহুতায়ালার অস্তিত্ব বলা যাইতে পারে এবং আল্লাহুতায়ালার মওজুদুন অর্থাৎ আল্লাহুতায়ালার অস্তিত্ববান বলা যাইবে না।

পক্ষান্তরে উল্লিখিত প্রতিবিম্বের স্তরে আল্লাহুতায়ালার ‘মওজুদুন’ অর্থাৎ ‘আল্লাহুতায়ালার অস্তিত্ব আছে বলা সত্য হয় এবং ‘আল্লাহুতায়ালার অজুদুন’ অর্থাৎ আল্লাহুতায়ালার অস্তিত্ব, সত্য হয় না। বৈজ্ঞানিকগণ এবং ছুফীগণের একদল ‘অজুদুন বা অস্তিত্বকেই অবিকল আল্লাহুতায়ালার বলিয়া থাকেন। তাহারা এই পার্থক্যের তত্ত্ব অবগত হইতে এবং প্রতিবিম্বকে মূল বস্তু হইতে প্রভেদ করিতে সক্ষম হন নাই। অতএব তাহারা মধ্যস্থতার সহিত বা বিনা মধ্যস্থতায় একই মর্তবায় উহাকে আল্লাহুতায়ালার জাতপাকের বিধেয় হওয়া প্রমাণ করিয়া থাকেন এবং মধ্যস্থতাকে প্রতিপন্ন করণার্থে কতিপয় আড়ম্বর ও অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। আল্লাহুতায়ালার এল্হাম বা আত্মিক বিজ্ঞপ্তির সাহায্যে আমি যাহা বলিলাম তাহাই প্রকৃত ও সত্য। এই মূল ও প্রতিবিম্ব ও অন্যান্য হকীকী ছেফত (প্রকৃত গুণ) সমূহের মূল ও প্রতিবিম্ব হওয়ার মত বটে। যেহেতু আছলের (বাস্তবের) মর্তবা— যাহা সংক্ষিপ্ত স্তর এবং অদৃশ্যের অদৃশ্য, তথায় এই গুণাবলী আল্লাহুতায়ালার প্রতি বিনা মধ্যস্থতায় প্রযুক্ত হয়, মধ্যস্থতার সহিত নহে। সুতরাং আল্লাহুতায়ালার এল্মুন অর্থাৎ— “আল্লাহুতায়ালার এল্মুন” বলা যাইতে পারে এবং আল্লাহুতায়ালার আলেমুন (আল্লাহুতায়ালার বিদ্বান) বলা যাইবে না। মধ্যস্থতার সহিত বিধেয় হইলে এক প্রকার বৈপরীত্য না হইয়া উপায় নাই এবং উহা এস্থলে সমূলে নিবারিত; যেহেতু প্রতিবিম্বের মাকাম ব্যতীত অন্যস্থলে বৈপরীত্য হয় না এবং এস্থলে প্রতিবিম্ব নাই। কেননা ইহা প্রথম তায়াইয়্যুন বা অবতরণীয় স্থানের বহু উর্দ্ধে এবং উক্ত তায়াইয়্যুনের মধ্যে সংক্ষিপ্ত হিসাবে যাবতীয় নেছবত (সম্বন্ধ) পরিলক্ষিত হয়, আর এস্থলে কোনক্রমে কোন বস্তুই পরিদর্শিত হয় না। অবশ্য প্রতিবিম্বের মর্তবা যাহা উক্ত সংক্ষিপ্তির বিস্তৃতি, তথায় মধ্যস্থতার সহিত বিধেয় হওয়া সত্য হয়, বিনা মধ্যস্থতায় নহে। কিন্তু উক্ত সংক্ষিপ্তির মর্তবায় ছেফতসমূহকে অবিকল আল্লাহু বলা আল্লাহুতায়ালার ঐ অজুদ বা অস্তিত্বের শাখাস্বরূপ যাহা যাবতীয় উৎকর্ষ ও পূর্ণতা

এবং রূপ লাভের মূল বা উৎপত্তিস্থান। এ ফকীর (মোজাদ্দের রাজিঃ) স্বীয় পুস্তকাদিতে যে যে স্থলে অজুদ বা অস্তিত্বকে অবিকল ‘আল্লাহ্’ বলা অস্বীকার করিয়াছে, তাহার অর্থ প্রতিবিশ্বিত অজুদ বা অস্তিত্বকে জানিতে হইবে, যাহার প্রতি হামলে এশতেকাক বা মধ্যস্থতাসমূহ বিধেয় হওয়া সত্য হয়।

এই প্রতিবিশ্বজাত অস্তিত্বই বহির্জগতস্থিত যাবতীয় সূচনার মূল বা উৎপত্তিস্থান। অতএব যে সকল মূল বস্তু উক্ত প্রতিবিশ্বজাত অজুদ বা অস্তিত্ব দ্বারা বিশেষিত হয় উহারা যেকোন মর্ত্বায় (স্তরে) হউক না কেন, তাহা বহির্জগতস্থিত বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইহা বুঝিয়া রাখা উচিত— অনেক স্থলে ইহা উপকারে আসিবে। সুতরাং আল্লাহুতায়ালার প্রকৃত ছেফতসমূহ ও বহির্জগতস্থিত বাস্তব বস্তু, পক্ষান্তরে সৃষ্ট পদার্থসমূহও বহির্জগতস্থিত বাস্তব বস্তু, ইহা স্মরণীয়।

হে বৎস, গুঢ় রহস্যের কথা শুনো ! আল্লাহুতায়ালার সেই মহান মর্ত্বায় তাঁহার নিজস্ব পূর্ণতাসমূহই অবিকল তিনি যথা— সেই মহান জাতপাকই তথায় অবিকল এল্ম গুণ। এইরূপ ‘কুদরত’ (শক্তি) ‘এরাদত’ (ইচ্ছা) ও অন্যান্য যাবতীয় গুণ সমূহকেও জানিবে। আবার উক্ত মর্ত্বায় সেই মহান জাতপাক সম্পূর্ণই এল্ম এবং সম্পূর্ণই কুদরত। ইহা নহে যে জাতপাকের কিয়দংশ এল্ম ও অপর অংশ কুদরত। কেননা খণ্ড খণ্ড হওয়া ও আংশিকত্ব তথায় অসম্ভব। উক্ত পূর্ণতাসমূহ যেন সেই মহান জাত হইতেই বহিষ্কৃত এবং উহা এল্ম-এর স্তরে বিস্তৃতি ও পার্থক্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু সেই মহান জাতপাক একইরূপ বিশুদ্ধতা ও সংক্ষিপ্তী এবং একত্বের উপরই অবিকৃতভাবে বর্তমান আছে। তৎপর তথায়, অর্থাৎ আল্লাহুতায়ালার জাত পাকের মর্ত্বায় এমন কোনও বস্তু অবশিষ্ট রহিল না যে, এই এল্মের স্তরের বিস্তৃতির অন্তর্ভুক্ত হইল না ; এবং অন্য সকল হইতে পার্থক্য লাভ করিল না। বরং সেই স্তরের যাবতীয় পূর্ণতা যাহা অবিকল আল্লাহুতায়ালার জাত ছিল, এল্মের মর্ত্বায় আসিল। এই বিস্তৃত পূর্ণতাসমূহ দ্বিতীয় স্তরে প্রতিবিশ্বিত অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়া ‘ছেফত’ বা গুণাবলী নাম প্রাপ্ত হইল। আল্লাহুতায়ালার জাতপাক, যাহা উহাদের মূল, তাহার সহিত উহারা দণ্ডায়মান রহিল।

‘ফুছুছুল হেকাম’ পুস্তকের লেখক ‘আইয়ানে ছাবেতা’ (নির্দিষ্ট অস্তিত্বধারী বস্তু সমূহ) বলিয়া যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও উক্ত পূর্ণতাসমূহ, যাহা এল্ম স্বরূপ

গৃহে এল্‌ম কর্তৃক অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। এ ফকীরের নিকট সৃষ্ট পদার্থসমূহের প্রকৃত তত্ত্ব ‘আদম’ বা নাস্তিসমূহ, যাহা যাবতীয় দোষ, ক্ষয়, ক্ষতির আকর, তৎসহ উল্লিখিত পূর্ণতাসমূহ, যাহা উক্ত আদম বা নাস্তির মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। এ বিষয়টি বিস্তৃত বর্ণনা কামনা করে। জ্ঞানের কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করা উচিত।

হে বৎস, আল্লাহ্‌পাক তোমাকে সরল পথ প্রদর্শন করুন ! আবগত হও যে, আদম বা নাস্তি, অজুদ বা অস্তিত্বের বিপরীত। অতএব উহা যাবতীয় দোষ-ত্রুটি ও ক্ষয়-ক্ষতির উৎপত্তিস্থান; বরং সে নিজেই দোষযুক্ত ও বিনষ্ট, যে রূপ অজুদ বা অস্তিত্ব সংক্ষিপ্তীর মর্তবায় অবিকল যাবতীয় মঙ্গল ও পূর্ণতা। অজুদ বা অস্তিত্ব যে রূপ আছলের-আছল (মূলের-মূল) মাকামে আল্লাহ্‌তায়ালার জাতের প্রতি মধ্যস্থতার সহিত বিধেয় হয় না, তদ্রূপ উক্ত অজুদের বিপরীত যে আদম বা নাস্তি বর্তমান আছে, তাহাও স্বীয় মাহিয়াত বা মূল বস্তুর প্রতি মধ্যস্থতার সহিত বিধেয় হয় না। অতএব তথায় (হুয়া মাদুমুন) উক্ত মূল বস্তু মাদুম বা অস্তিত্ব বিহীন বলা যাইবে না। (হুয়া আদমুন মাহ্‌জুন) উহা শুধুই নাস্তি বলা যাইবে এবং এল্‌মস্থিত বিস্তৃতির মর্তবায় যাহা উক্ত নাস্তির মূল বস্তুর সহিত সম্পর্কিত তথায় উক্ত মূল বস্তুর শাখা-প্রশাখা সমূহ আদম বা নাস্তি দ্বারা বিশেষিত হইয়া থাকে ও তথায় মধ্যস্থতার সহিত বিধেয় হওয়া সত্য হয় এবং নাস্তি বলিতে যাহা বুঝায় তাহা উক্ত সংক্ষিপ্ত নাস্তির মূলবস্তু হইতে যেন বহিস্কৃত ও গৃহীত ও উহার প্রতিবিম্ব স্বরূপ। ইহা উক্ত বিস্তৃত আংশিক বস্তু সমূহের প্রতি মধ্যস্থতার সহিত বিধেয় হয়, যাহা অচিরেই বর্ণিত হইবে।

যখন উক্ত নাস্তি সংক্ষিপ্তীর মর্তবায় অবিকল প্রত্যেকটি দোষ-ত্রুটি ও বিনষ্টি ছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার এল্‌মে প্রত্যেকটি দোষ অন্য দোষ হইতে বিভিন্ন হইয়াছে ও প্রত্যেকটি বিনষ্টি অপর বিনষ্টি হইতে পার্থক্য লাভ করিয়াছে এবং পক্ষান্তরে অস্তিত্বের দিকেও সংক্ষিপ্তীর মর্তবায় সেই মহান অস্তিত্ব অবিকল যাবতীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতা ছিল, তাহাও এল্‌মের বিস্তৃত মর্তবায় প্রত্যেক পূর্ণতা অন্যান্য পূর্ণতা হইতে ভিন্ন হইয়াছে ও প্রত্যেক শ্রেষ্ঠত্ব অপরগুলির শ্রেষ্ঠত্ব হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে, তখন এই অস্তিত্বজাত পূর্ণতাসমূহের প্রত্যেক পূর্ণতা উল্লিখিত আদম বা নাস্তিজাত দোষসমূহের প্রত্যেক দোষ, যাহা উক্ত পূর্ণতাসমূহের বিপরীত

ছিল তাহার মধ্যে এল্ম গৃহে উহাদের প্রতিচ্ছায়া পতিত হইয়া উহাদের এল্মস্থিত আকৃতিগুলি পরস্পরের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া তৎপর উক্ত নাস্তিসমূহ যাহাকে দোষত্রুটি বলা হইতেছে তাহা এবং উল্লিখিত এল্মের স্তরের প্রতিবিম্বিত পূর্ণতা সমূহ যাহা এল্ম কর্তৃক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহা একত্রিত ভাবে সৃষ্ট পদার্থ সমূহের মাহিয়াত বা মূল বস্তু হইয়াছে। ফলকথা, উক্ত নাস্তিসমূহ যেন উল্লিখিত ‘মাহিয়াত’ বা মূলবস্তুর ‘আছল’ এবং উক্ত পূর্ণতাসমূহ উহার মধ্যে প্রবিষ্ট আকৃতি স্বরূপ। অতএব, ‘আইয়ানে ছাবেতা’ (নির্দিষ্ট অস্তিত্বসমূহ) এ ফকীরের নিকট উক্ত নাস্তি ও পূর্ণতাসমূহ যাহা পরস্পর সংমিশ্রিত হইয়াছে। এই নাস্তি সম্ভূত মূল বস্তু সমূহ তাহার আনুষঙ্গিক বস্তুর সহিত এবং অস্তিত্বের পূর্ণতাসমূহের প্রতিবিম্ব যাহা উক্ত আদমের মধ্যে আল্লাহুতায়ালার এল্মের প্রতিচ্ছায়া পড়িয়া সৃষ্ট পদার্থসমূহের মূল বস্তু নামে অভিহিত হইয়াছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহুতায়ালার যখনই ইচ্ছা করেন উহাকে উক্ত প্রতিবিম্বিত অস্তিত্ব দ্বারা রঞ্জিত করিয়া বহির্জগতে অস্তিত্ববান করেন এবং বহির্জগতস্থিত কার্যকলাপের উৎপত্তিস্থল করেন।

জানা আবশ্যক যে, এল্মস্থিত আকৃতিসমূহ যাহাকে সৃষ্ট পদার্থসমূহের আইয়ানে ছাবেতা বা নির্দিষ্ট অস্তিত্ব ও ‘মাহিয়াত’ বা উহাদের মূল বস্তু বলা হয়, তাহাদিগকে রঞ্জিত করার অর্থ ইহা নহে যে, উক্ত আকৃতিসমূহ এল্মরূপ গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া বহির্জগতে অস্তিত্ব লাভ করে, যেহেতু উহা অসম্ভব এবং তাহাতে আল্লাহুতায়ালার উক্ত এল্ম অজ্ঞতায় পরিণত হওয়ার পর্যায়ে উপনীত হয়। ইহা হইতে আল্লাহুপাক বহু উচ্ছে বরং ইহার অর্থ এই যে, সৃষ্ট পদার্থসমূহ বহির্জগতে উক্ত এল্মস্থিত আকৃতির অবিকল অস্তিত্ব লাভ করে। অর্থাৎ উক্ত এল্মস্থিত অস্তিত্ব ব্যতীত বহির্জগতে উহারই অনুরূপ— অন্য অস্তিত্ব লাভ করে। যেরূপ কাঠ মিস্ত্রী স্বীয় অন্তরে একটি চেয়ারের আকৃতি ধারণা করিয়া বহির্জগতে উহা প্রস্তুত করে। এস্থলে উহার অন্তরস্থিত আকৃতি যাহা উক্ত চেয়ারের— ‘মাহিয়াত’ বা মূল বস্তু স্বরূপ, তাহা উহার এল্মরূপ গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হয় নাই; বরং উক্ত এল্মস্থিত চেয়ারের আকৃতির অবিকল বাস্তব বস্তু বহির্জগতে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে; এখন বুঝিয়া লও।

অবগত হও যে, প্রত্যেক ‘আদম’ বা নাস্তি আল্লাহুতায়ালার অস্তিত্বের এক একটি প্রতিবিম্ব— যাহা উক্ত আদমের বিপরীত ছিল এবং যাহার প্রতিবিম্ব উক্ত আদম সমূহের প্রতি পতিত হইয়াছিল তাহার দ্বারা রঞ্জিত হইয়া বহির্জগতে (বাস্তব জগতে) সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়াছে কিন্তু ‘আদমে ছেরফ’ বা নিছক নাস্তি ইহার বিপরীত উহা উল্লিখিত প্রতিবিম্বের কোনও প্রতিবিম্ব দ্বারা অভিভূত ও রঞ্জিত হয় নাই ! উহা কিরূপে রঞ্জিত হইবে ? উহা যে উক্ত প্রতিবিম্ব সমূহের সম্মুখীন ও বিপরীত নহে ।

উক্ত ‘আদমে ছেরফ’-এর বিপরীত যদি কিছু থাকে, তবে তাহা আল্লাহু তায়ালার সেই মহান ‘অজুদে ছেরফ’ বা নিছক অস্তিত্ব । যখন পূর্ণ মারেফত বা পরিচয় প্রাপ্ত আরেফ আল্লাহুতায়ালার সেই মহান ‘অস্তিত্ব’ পর্য্যন্ত উন্নতি করিয়া নিছক আদমের মাকামে অবতরণ করে তখন উহার অছিলায় (মাধ্যমে) উক্ত আদম বা নাস্তিও সেই মহান ‘অজুদে ছেরফ’ বা নিছক অস্তিত্বের রংগে রঞ্জিত হইয়া সুসজ্জিত হয় ও সৌন্দর্য্য লাভ করে ।

এমতাবস্থায় উক্ত আরেফের যাবতীয় মর্তবার (স্তরের) আদম যাহা প্রকৃত পক্ষে উহার সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত নিজস্ব মর্তবাসমূহ তাহা সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষ সৃষ্টি করে এবং পূর্ণতা ও কাস্তি লাভ করে । এইরূপ উৎকর্ষ যাহা উহার যাবতীয় নিজস্ব মর্তবা সমূহে পরিচালিত হয়, তাহা উক্তরূপ আরেফের জন্যই বিশিষ্ট । অন্য কাহারো যদি উক্তরূপ উৎকর্ষ লাভ হয়, তবে তাহা হয়তো উহার নিজস্ব ‘আদম’ বা নাস্তি সমূহের কতিপয় বিস্তৃত মর্তবার প্রতি সীমাবদ্ধ, অথবা উহার যাবতীয় বিস্তৃত মর্তবা সমূহের মধ্যে ক্রমের ন্যূনাধিক্যানুযায়ী পরিচালিত হইয়া থাকে । এই দ্বিতীয় প্রকারও দুঃপ্রাপ্য বটে কিন্তু আদম বা নাস্তির সংক্ষিপ্তি যাহা যাবতীয় বিনষ্টি ও ক্ষতির মূল, উল্লিখিত পূর্ণ আরেফ ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য উহা উৎকর্ষের গন্ধ প্রাপ্ত হয়না এবং কোনপ্রকার সৌন্দর্য্যের রং লাভ করিতে পারে না । অতএব উক্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত আরেফ যিনি যাবতীয় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন তাঁহার শয়তানও (অর্থাৎ তাঁহার নাস্তির সংক্ষিপ্তিও) অতীব সুন্দর ইছলাম লাভ করে এবং উহার নফ্ছে আন্মারা (কু-প্রবৃত্তি)— মোৎমাইন্না (প্রশান্ত) হইয়া স্বীয় মালিকের প্রতি সম্ভ্রষ্ট হইয়া যায় । এ স্থলেই হজরত ছাইয়েদুল মোরছালীন (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে,

“আমার শয়তান মুছলমান হইয়া গিয়াছে”। সুতরাং কোন যোদ্ধাই সমর প্রাঙ্গণে ইহার পুরোগামী হইতে সক্ষম হয় না এবং শয়তানের তুল্য ব্যক্তিকেও ইহার মত কেহই সৎকার্যের নির্দেশ প্রদান করিতে পারে না।

ছোব্‌হানাল্লাহ্ (আল্লাহ্ পবিত্র) এ ফকীরের মধ্য হইতে যে সকল মা’রেফত বা গুপ্ত রহস্য অনিচ্ছাকৃত ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, যদি অধিকাংশগণ সমবেত হইয়া ইহার চিত্র লইবার চেষ্টা করে, জানি না যে— তাহা কার্যে পরিণত হইবে কিনা? অবশ্য হজরত মেহদী (আলায়হে রেজওয়ান) এই মা’রেফত সমূহের পূর্ণ অংশপ্রাপ্ত হইবেন।

বৃদ্ধার দুয়ারে আসে যদ্যপি রাজন,
হে খাজা কর’না তাতে গোঁফ উৎপাটন।

“অতএব আল্লাহ্ অতীব মহান এবং অতি সুন্দর সৃষ্টিকর্তা ও আল্লাহ্‌পাকের জন্যই যাবতীয় প্রশংসা যিনি সমূহ জগতের পালনকর্তা”। সুতরাং সমুদয় মুমকেন বা সম্ভাব্য বস্তু অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থসমূহের মূল, উক্ত নাস্তিসমূহ যাহাতে আল্লাহ্ তায়ালায় কামালাতে অজুদী বা অস্তিত্বজাত পূর্ণতাসমূহ প্রতিবিম্বিত হইয়া উহাকে সুসজ্জিত করিয়াছে। কাজেই মোমকেন বা সম্ভাব্য বস্তুসমূহ স্বভাবতঃই যাবতীয় দোষ ও বিনষ্টির আকর এবং প্রত্যেকটি ক্রটি ও ক্ষয়-ক্ষতির আধার। উহাতে যে-কোনই উৎকর্ষ ও পূর্ণতা লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে, তাহা ধারকৃত ও মহান ‘অজুদ’ বা অস্তিত্ব যাহা নিছক শ্রেষ্ঠত্ব তাহা হইতে বর্ষিত। আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন যে, “তুমি যে কোন সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছ তাহা আল্লাহ্‌তায়ালার হইতে পাইয়াছ এবং যে কোন অপকার পাইতেছ তাহা তোমার নিজ হইতেই”। উল্লিখিত বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ।

আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে যখন সাধকের উল্লিখিত ধারকৃত ‘দর্শন’ (অর্থাৎ পূর্ণতাসমূহ আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব হইতে ধারকৃত) প্রবল হয় এবং স্থায়ী পূর্ণতা সমূহ সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ হইতে প্রাপ্ত বলিয়া দেখিতে পায়, তখন নিজেকে শুধু দোষময় ও নিছক ক্ষয়-ক্ষতি বলিয়া মনে করে এবং নিজের মধ্যে কোনই পূর্ণতা অবলোকন করেনা, যদিও উহা প্রতিবিশ্ব হিসাবেই হউক না কেন। যে রূপ কোন এক ব্যক্তি উলঙ্গ ছিল, সে ধারকৃত বস্ত্র পরিধান করিল। এই ধারকরণ

তাহার প্রতি এতাদৃশ প্রবল হইল যে, উক্ত বস্ত্রসমূহকে সে যেন স্বীয় ধারণায় তাহার মালিককে ফিরাইয়া দিল এবং উক্ত বস্ত্রসমূহ তাহার দেহে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সে স্বীয় অনুভূতি দ্বারা বিজেকে উলঙ্গ প্রাপ্ত হইতেছে। এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ‘উবুদিয়াৎ’ বা দাসত্বের মাকাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যাহা যাবতীয় কামালাতে বেলায়েত বা নৈকট্যের পূর্ণতাসমূহের উর্ধ্বে।

জানা আবশ্যক যে, এই ভাল মন্দ এবং ক্ষতি বৃদ্ধি ও পূর্ণতা অপূর্ণতা যাহা প্রকৃত পক্ষে অস্তিত্ব ও নাস্তির সম্মিলন, তাহা দুই বিপরীত বস্তুর সম্মিলন অনুযায়ী নহে, যাহাকে তুমি অসম্ভব মনে কর। যেহেতু ‘অজুদে ছেরফ বা নিছক অস্তিত্বের বিপরীত আদমে ছেরফ বা খাঁটী নাস্তি এবং উক্ত প্রতিবিশ্ব জাত মর্ত্বাসমূহ অস্তিত্বের দিকে যেরূপ আছলের শৃঙ্গ হইতে নিম্নস্তরে অবতরণ করিয়াছে, তদ্রূপ নাস্তির দিকেও খাঁটী নাস্তির তলদেশ হইতে উন্নতি করিয়া উর্ধ্বারোহণ করিয়াছে। ইহাদের সংমিশ্রণ বিভিন্ন পঞ্চভূতের সংমিশ্রণতুল্য; যথা— উহাদের প্রত্যেকটির বৈষম্য, তীক্ষ্ণতা বিনাশ করতঃ উহাদিগকে একত্রিত করা হইয়াছে। সুতরাং “পবিত্র ঐ জাতপাক যিনি আঁধার ও আলোক একত্রিত করিয়াছেন”।

যদি প্রশ্ন করা যায় যে, আপনি ইতিপূর্বে নিছক নাস্তিকেও নিছক অস্তিত্বের রংগে রঞ্জিত হওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন, অথচ উহা ইহার বিপরীত। সুতরাং দুই বিপরীত বস্তু একত্রিত হওয়ার পর্যায়ে উপনীত হয়। তদুত্তরে বলিব যে, একস্থানে দুই বিপরীত বস্তু একত্রিত হওয়া অসম্ভব কিন্তু এক বিপরীত বস্তু দ্বারা অন্য এক বিপরীত বস্তু দণ্ডায়মান থাকা এবং উহাদের একটি অপরটির সহিত বিশেষিত হওয়া অসম্ভব নহে। যেরূপ দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন যে, অজুদ বা অস্তিত্ব অস্তিত্ববিহীন, কিন্তু অস্তিত্বকে নাস্তি দ্বারা বিশেষিত করা অসম্ভব নহে। অতএব যদি নাস্তি অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয় এবং উহা অস্তিত্বের রঙ্গে রঞ্জিত হয় তবে তাহা অসম্ভব হইবে কেন?

যদি কেহ বলে যে নাস্তি মাকুলাতে ছানুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত, যাহার স্থান স্মৃতিপট; বহির্জগতে উহার অস্তিত্ব লাভ হয় না— তবে বহির্জগতস্থিত অস্তিত্বের সহিত কিরূপে উহা গুণান্বিত হয়? তদুত্তরে বলিব যে আদম বা নাস্তি বলিতে যাহা বুঝায় তাহাকেই মাকুলাতে ছানুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়া থাকে, কিন্তু নাস্তির কোন শাখা যদি অস্তিত্বের সহিত বিশেষিত হয় তাহাতে আর ক্ষতি কি! দার্শনিকগণ অস্তিত্বের

বিষয় এশকাল অনুযায়ী বলিয়া থাকেন যে অজুদ বা অস্তিত্ব অবিকল আল্লাহ্ তায়ালা জাত না হওয়াই সমীচীন, যেহেতু উহা মাকুলাতে ছানিয়ার অন্তর্ভুক্ত যাহার স্থান স্মৃতিপট মাত্র। বহির্জগতে উহার কোনই অস্তিত্ব নাই এবং আল্লাহপাকের পবিত্র অবশ্যম্ভাবী জাত বহির্জগতে অস্তিত্বধারী, অতএব ‘অস্তিত্ব’ অবিকল আল্লাহ্ নহে। ইহার উত্তরেও দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন যে, অস্তিত্ব বলিতে যাহা বুঝায় তাহাই মাকুলাতে ছানিয়ার অন্তর্ভুক্ত, উহার শাখা-প্রশাখা সমূহ নহে। অতএব উহার অংশ সমূহের কোন অংশ বহির্জগতে অস্তিত্বধারী হওয়া নিষেধ নহে। বরং উহারা বহির্জগতে অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে।

প্রশ্নঃ- উল্লিখিত বর্ণনা হইতে জানা গেল যে, ‘ছেফাতে হাকীকিয়া’ বা আল্লাহ্ তায়ালা বাস্তব গুণাবলীর অস্তিত্ব প্রতিবিশ্বের মর্তব্যে অবস্থিত, আছিল বা প্রকৃত স্থানে উহাদের কোনই অস্তিত্ব বর্তমান নাই। এরূপ বাক্য সত্যাত্মক আলোচনার মতের বিপরীত, যেহেতু তাঁহারা আল্লাহ্ তায়ালা গুণাবলী সমূহকে আল্লাহ্ তায়ালা জাত-পাক হইতে পৃথক মনে করেন না। বরং উহাদিগকে আল্লাহ্ তায়ালা জাত হইতে পৃথক হওয়া অসম্ভব বলিয়া জানেন।

উত্তরঃ- ইহার উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তায়ালা জাত-পাক হইতে ছেফাতসমূহ পৃথক হওয়া যে সম্ভবপর, উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা তাহার প্রমাণ হয় না। কেননা উক্ত প্রতিবিশ্ব উহার মূল বস্তুর সংশ্লিষ্ট। অতএব উহাদের মধ্যে কোনই বিচ্ছিন্নতা ঘটে না। ফলকথা এই যে, যে আরেফ বা সাধকের লক্ষ্য আল্লাহ্ তায়ালা এক জাতের প্রতি, এবং এছম ছেফত বা নাম গুণাবলী সমূহের প্রতি যাহার দৃষ্টি নাই, সে নিশ্চয়ই তথায় আল্লাহ্ তায়ালা জাত-পাককেই প্রাপ্ত হইবে এবং কোন ছেফাত বা গুণ তাহার দৃষ্টিগোচর হইবে না। ইহা নহে যে, তখন ছেফাতসমূহের অস্তিত্ব থাকিবে না। সুতরাং আরেফের দৃষ্টিতে ছেফাতসমূহ জাত হইতে পৃথক হয় বটে, কিন্তু বাস্তবে তাহা নহে যে—আহলে ছুন্নতের আলোচনার মতের বিপরীত হইবে। এখন বুঝিয়া লও। উল্লিখিত বর্ণনার দ্বারা যে ব্যক্তি নিজের পরিচয় প্রাপ্ত হইল সে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের পরিচয় লাভ করিল—বাক্যের অর্থও প্রকাশ হইয়া গেল। যেহেতু যে ব্যক্তি দোষ ও ক্ষতিকেই নিজের প্রকৃত তত্ত্ব বলিয়া উপলব্ধি করিল এবং যে সকল উৎকর্ষ ও পূর্ণতা তাহার মধ্যে নিহিত আছে, তাহা সেই

মহান অবশ্যম্ভাবী জাত হইতে ধারকৃত বলিয়া জানিল, নিশ্চয় সে আল্লাহুতায়ালাকে যাবতীয় উৎকর্ষ, পূর্ণতা ও রূপ-লাবণ্যময় বলিয়া পরিচয় প্রাপ্ত হইবে। উক্ত বর্ণনা দ্বারা “আল্লাহুপাকই আছমান জমিনের নূর” আয়াতটির (তাবিল) ভাবার্থও প্রকাশ হইয়া গেল। কেননা যখন ব্যক্ত হইল যে, সৃষ্ট পদার্থসমূহ সমূলে নাস্তি যাহার আপদ মস্তক তমসাময় এবং উৎকর্ষ, পূর্ণতা ও সৌন্দর্য ইত্যাদি যাহা কিছু ইহাতে আছে তাহা সেই মহান অস্তিত্ব হইতেই সমাগত, যিনি আল্লাহুতায়ালার পবিত্র জাত এবং তিনিই প্রকৃত উৎকর্ষ ও পূর্ণতা এবং রূপ সৌন্দর্য। কাজেই আছমান ও জমীনসমূহের নূর ঐ মহান অস্তিত্ব, যাহা অবশ্যম্ভাবী জাতের হাকীকত বা প্রকৃত তত্ত্ব, এই নূর যখন জেলাল বা প্রতিবিশ্ব সমূহের মাধ্যমে আছমান ও জমীন সমূহে সমাগত তখন যেন কেহ বিনা মাধ্যমে ধারণা না করে। সেই হেতু আল্লাহুপাক একটি উদাহরণ দ্বারা উহাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। যথা— তিনি বলিয়াছেন, “তাহার নূরের উদাহরণ যেরূপ একটি ‘তাক’ উহাতে একটি প্রদীপ আছে, প্রদীপটি ফানুশে অবস্থিত ইত্যাদি। এই উদাহরণ দ্বারা মধ্যস্থতা প্রমাণ করিয়াছেন। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা আল্লাহু চাহে অন্যত্র করা যাইবে, যেহেতু ইহাতে অনেক বক্তব্য আছে। এই পত্রে উহার বিস্তারিত বর্ণনার স্থান নাই। ইহাকে তাবীলী বা ভাবার্থ এই হেতু বলিলাম যে, তফছিরী বা ব্যাখ্যাগত অর্থ পূর্ববর্তী ব্যাখ্যা কারকগণ হইতে নকল বা শ্রবণ কর্তৃক পরম্পরাগত হওয়া শর্ত। “যে ব্যক্তি স্বীয় মতানুযায়ী কোরআন শরীফের তফছির বা ব্যাখ্যা করিল সে কাফের হইয়া গেল” বাক্যটি গুনিয়া থাকিবে। তাবীল বা ভাবার্থের জন্য সামান্য সম্বন্ধই যথেষ্ট করে। অবশ্য উহা কোরআন হাদীছের বিপরীত না হওয়া শর্ত।

এখন প্রমাণিত হইল যে, সম্ভাব্য বস্তু ও সৃষ্ট বস্তুসমূহের মূল বা আছিল নাস্তি সমূহ এবং উহার দোষণীয় গুণ সমূহ উক্ত নাস্তিজাত যাহা সর্বশক্তিমান ইচ্ছাময় আল্লাহু তায়ালার সৃষ্টি কর্তৃক অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে পূর্ণত্ব গুণসমূহ যাহা উহাদের মধ্যে অবস্থিত, তাহা আল্লাহুতায়ালার মহান অস্তিত্বের পূর্ণতাসমূহের প্রতিবিশ্ব হইতে ধারকৃত। যাহা প্রতিচ্ছায়া রূপে তথায় বিরাজ করিয়াছে, তাহাও সর্বশক্তিমান ইচ্ছাময়ের সৃষ্টি দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। যাবতীয় বস্তুর ভাল মন্দ বা উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট হওয়ার বিচার নিম্নলিখিত বর্ণনার প্রতি নির্ভরশীল। উহা এই

যে, যে কার্যের লক্ষ্য আখেরাত বা পরজগতের প্রতি এবং যাহা পরজগতের অবলম্বন তাহাই উৎকৃষ্ট, বাহ্যতঃ যদিও উহা সুন্দর দৃষ্ট না হয়। পক্ষান্তরে যাহার লক্ষ্য পার্থিব জগতের প্রতি এবং যাহা ইহ-জগতের অবলম্বন তাহাই নিকৃষ্ট, বাহ্যতঃ যদিও উহা সুন্দর, সুমিষ্ট ও চাকচিক্যময় দৃষ্ট হয়, যথা—পার্থিব সুসজ্জিত দ্রব্যসমূহ। এইহেতু হজরত মোস্তফা (ছঃ)-এর শরীয়তের মধ্যে শৃঙ্খলবিহীন পুরুষ এবং বেগানা বা পরস্ত্রী ও চাকচিক্যময় বস্ত্রসমূহের সৌন্দর্যের প্রতি আকাজক্ষার সহিত দৃষ্টি নিক্ষেপ নিষেধ আসিয়াছে। যেহেতু উক্ত সৌন্দর্য ও চাকচিক্য নাস্তি হইতে উদ্ভূত, যাহা যাবতীয় দোষ ও বিনষ্টির মূল। যদি উহার উৎপত্তিস্থান অস্তিত্বের পূর্ণতাসমূহ হইত তাহা হইলে তিনি নিষেধ করিতেন না। কিন্তু এই হিসাবে নিষেধ যে—মূল বস্ত্র থাকা সত্ত্বেও প্রতিবিশ্বের প্রতি লক্ষ্য করা দোষনীয়; অবশ্য এরূপ নিষেধ, এস্তেহ্‌ছানী বা অন্তর্জাত পূণ্য অর্জনার্থে, অজুবী বা একান্ত আবশ্যকীয় নহে। পূর্ববর্তী নিষেধ ইহার বিপরীত। সুতরাং পার্থিব আবির্ভাবস্থলে যে সৌন্দর্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আল্লাহ্‌তায়ালার সৌন্দর্যের প্রতিবিম্ব হইতে উদ্ভূত নহে, বরং নাস্তির আনুষঙ্গিক বস্ত্র হইতে, যাহা সৌন্দর্যের সংস্পর্শে বাহ্যিক সৌন্দর্য লাভ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উহা নিকৃষ্ট ও অপূর্ণ। যেরূপ কোন বিষাক্ত দ্রব্য শর্করাবেষ্টিত এবং বিষ্ঠা স্বর্ণমণ্ডিত করা হয়। বিবাহিত সুন্দরী নারী এবং সুন্দরী দাসী হইতে যে সুখ-সম্ভোগ বৈধ করিয়াছেন, তাহা সন্তান লাভ ও বংশ বৃদ্ধির জন্যই করিয়াছেন। যাহাতে পার্থিব শৃঙ্খলা বজায় থাকে। কোন কোন ছুফী বাহ্যিক সৌন্দর্য ও বাদ্যসঙ্গীতে এই ধারণায় লিপ্ত হয় যে এই সৌন্দর্য আল্লাহ্‌তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাতপাকের পূর্ণতাসমূহ হইতে এই আবির্ভাবস্থলে আবির্ভূত হইয়াছে। অতএব তাহারা এই আকৃষ্টতাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করে এবং ইহাকে আল্লাহ্‌তায়ালার পর্যন্ত উপনীত হইবার অবলম্বন ধারণা করে, কিন্তু এ ফকীরের নিকট ইহার বিপরীত প্রমাণিত হইয়াছে, যথা ইতিপূর্বে ইহার কিছু আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উক্ত ছুফীগণের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদের বর্ণিত উদ্দেশ্য প্রমাণার্থে “তোমরা শৃঙ্খলবিহীন ব্যক্তি হইতে রক্ষা পাও, যেহেতু উহাদের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার রং-এর অনুরূপ রং আছে”। হাদীছটীকে প্রমাণ আনিয়া থাকে। “আল্লাহ্‌র রং-এর মত” বাক্যটি তাহাদিগকে সন্দেহে ফেলিয়াছে।

তাহারা ইহা বুঝিতে পারে নাই যে, এই কথাই তাহাদের মতলবের বিপরীত এবং এই দরবেশের (হজরত মোজাদ্দের আল্‌ফেছানী রাজীঃ) কথার অনুকূল। এস্থলে সাবধান সূচক শব্দ প্রয়োগ করতঃ তাহাদিগকে উহাদের প্রতি লক্ষ্য করা হইতে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে এবং প্রাপ্তিস্থল নির্দিষ্ট করা হইয়াছে যে, “উহাদের সৌন্দর্য্য আল্লাহুতায়ালার সৌন্দর্য্যের অনুরূপ বটে, কিন্তু আল্লাহুতায়ালার সৌন্দর্য্য নহে”। যেন কেহ ভুলে পতিত না হয়। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, “ইহ-পরকাল দুই সপত্নী তুল্য ব্যতীত নহে, উহাদের একটি যদি সন্তুষ্ট হয় তবে অপরটি রুষ্ট হয়”। এই হাদীছ হইতে প্রকাশ্যই বুঝা যাইতেছে যে, পার্থিব রূপ লাভণ্য এবং পরকালের রূপ লাভণ্যের মধ্যেও এ বৈপরীত্য আছে। তদুপরি ইহা সঠিক যে, ইহজগতের সৌন্দর্য্য আল্লাহুতায়ালার অপছন্দনীয় এবং পরজগতের সৌন্দর্য্য আল্লাহুতায়ালার পছন্দনীয় এবং ইহ জগতের সৌন্দর্য্যের দোষ মুক্ত হওয়া অনিবার্য্য ও পরজগতের সৌন্দর্য্যে গুণময় হওয়া অপরিহার্য্য। কাজেই প্রথম সৌন্দর্য্যের উৎপত্তিস্থল ‘আদম’ বা নাস্তি এবং দ্বিতীয় সৌন্দর্য্যের উৎপত্তিস্থল ‘অজুদ’ বা অস্তিত্ব। অবশ্য কতিপয় বস্তু এরূপ আছে যে, উহা এক প্রকারে ইহজগতের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং অন্য প্রকারে পরজগতের সহিত সম্মিলিত। ঐ সকল বস্তু প্রথম প্রকার অনুযায়ী নিকৃষ্ট এবং দ্বিতীয় প্রকার অনুযায়ী উৎকৃষ্ট। এই দুই প্রকারের পার্থক্য এবং ভালমন্দের বিচার শরীয়তের এল্‌মের প্রতি ন্যস্ত। তাই আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন, “তোমাদিগকে যাহা রছুল (ছঃ) প্রদান করেন, তাহা তোমরা গ্রহণ কর এবং যাহা তিনি নিষেধ করেন, তাহা হইতে বিরত থাক”। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, “আল্লাহুপাক যখন হইতে দুনিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন হইতে উহার প্রতি (সুনজরে) দৃষ্টিপাত করেন নাই এবং উহা আল্লাহুতায়ালার কোপনীয়”। এই সমুদয় উহার দোষ, বিনষ্টির কারণেই হইয়াছে— যাহা নাস্তির স্বভাবজাত যে নাস্তি যাবতীয় দোষ ও বিনষ্টির আধার। পার্থিব রূপ-লাভণ্য, মিষ্টতা ও শ্যামলতা পথে নিক্ষিপ্ত আবর্জনা স্বরূপ এবং উহা উদ্দিষ্ট বস্তু নহে। পরকালের সৌন্দর্য্যই লক্ষ্য করার বস্তু ও আল্লাহুতায়ালার পছন্দনীয়। আল্লাহুপাক উহাদের অবস্থার প্রতি দোষারোপ করিয়া ফরমাইতেছেন, “তোমরা দুনিয়ার সম্পদ আকাজক্ষা করিতেছ কিন্তু আল্লাহুপাক আখেরাতকেই

কামনা করেন”। হে আল্লাহ্ আমাদের নজরে দুনিয়াকে ক্ষুদ্রতম কর এবং আখেরাতকে আমাদের অন্তরে বৃহত্তর কর; ঐ মহৎ ব্যক্তির অছিলায় যিনি অভাব লইয়া গৌরব করিয়াছেন এবং ঐশ্বর্য্য হইতে বিরত রহিয়াছেন। তাঁহার প্রতি এবং তাঁহার বংশধরগণের প্রতি পূর্ণ দরুদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

শায়েখ আজল্ল, শায়েখ মুহিউদ্দীন এবনে আরাবী পার্থিব বস্তুসমূহের দোষ-ক্ষতি এবং বিনষ্টির তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত না করার জন্যই মোমকেন বা সৃষ্ট বস্তু সমূহের হকীকাত বা মূল আল্লাহুতায়ালার এল্‌মস্থিত ছুরত (আকৃতি) সমূহকে ধারণা করিয়াছেন। যেহেতু উক্ত ছুরত (আকৃতি) সমূহ আল্লাহুতায়ালার জাতপাক যিনি ব্যতীত কাহাকেও ধারণার বহিস্থানে অবস্থিত বলিয়া জানেন না। তাঁহার দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহির্জগতে প্রকাশ পাইয়াছে মনে করেন। অতএব উক্ত এল্‌মস্থিত ছুরত সমূহকে অবশ্যম্ভাবী আল্লাহুতায়ালার ‘শান’ ও ‘ছেফত’ (গুণাবলীর মূল ও গুণাবলী) সমূহ ব্যতীত অন্য কিছুই মনে করেন না। সুতরাং ‘ওয়াহদাতে অজুদ’ বা একবাদের নির্দেশ প্রদান করিয়া থাকেন এবং সৃষ্ট বস্তু সমূহের অজুদ বা অস্তিত্বকে অবিকল অবশ্যম্ভাবী আল্লাহের অজুদ, বলিয়া থাকেন। দোষ ও ক্ষতি ইত্যাদিকে সম্বন্ধজাত বলিয়াছেন। সাধারণ ও প্রকৃত দোষ ও ক্ষয়-ক্ষতি অস্বীকার করিয়া থাকেন। এই কারণেই তাঁহারা কোন বস্তুকে নিজস্ব হিসাবে মন্দ মনে করেন না, এমন কি কোফর ও ভ্রষ্টতাকেও মন্দ ধারণা করেন না; অবশ্য ঈমান এবং হেদায়েতের তুলনায় উহাদিগকে মন্দ জানেন, নিজস্ব হিসাবে নহে। নিজস্ব হিসাবে উহাদিগকে উৎকৃষ্ট ও উত্তম জানেন এবং উহার উপযোগী অর্থাৎ কাফের ও গোমরাহ্ ব্যক্তির জন্য উহা উপযুক্ত, বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাহারা “এমন কোন বিচরণকারী জীব নাই যাহার মস্তকের ঝুঁটি তিনি (আল্লাহুতায়ালার) ধারণা করিয়া নাই, নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা সুদৃঢ় পথে আছেন”— আয়াতটিকে ইহার প্রমাণ স্বরূপ আনিয়া থাকেন।

হাঁ যাহারা ওহদাতুল অজুদ বা একবাদ প্রমাণ করিয়া থাকেন, তাহারা এরূপ কথা না বলিবেন কেন ? কিন্তু এ ফকীরের প্রতি আল্লাহুতায়ালার যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই যে— সৃষ্ট বস্তুসমূহের প্রকৃত তত্ত্ব ‘আদম’ বা নাস্তি, তৎসঙ্গে অস্তিত্বের পূর্ণতাসমূহ, যাহা উহার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া সম্মিলিত হইয়াছে

যে রূপ ইতিপূর্বে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইল। আল্লাহ্‌তায়ালাই সত্যকে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করেন এবং তিনিই সরল পথ প্রদর্শনকারী।

হে বৎস ! এই এল্‌মে-মারেফত সমূহ যাহা কোনও অলী-আল্লাহ্‌ প্রকাশ্যভাবে কিম্বা আকার ইঙ্গিতে, অর্থাৎ কোন প্রকারেই এ বিষয় আলোচনা করেন নাই, ইহা শ্রেষ্ঠ মারেফত (আল্লাহ্‌র পরিচয়) ও পূর্ণ এল্‌ম বা জ্ঞান— যাহা সহস্র বৎসর পর প্রকাশ করিয়াছেন ; এবং অবশ্যম্ভাবী আল্লাহ্‌তায়ালার হকীকত ও সৃষ্ট বস্তুসমূহের হকীকত বা প্রকৃত তত্ত্ব, যথাযথরূপে-যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা কোরআন হাদীছের বিপরীত নহে এবং সত্যাত্মক আলেমগণের কথারও বিপরীত নহে। হয়তো হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর দোওয়া— যাহা স্বীয় উম্মতগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন যে, হে আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বস্তুর তত্ত্ব যথাযথরূপে আমাদিগকে দেখাইয়া দাও। ইহার উদ্দেশ্য এই হকীকত বা তত্ত্বসমূহ হইতে পারে, যাহা বর্ণিত এল্‌ম সমূহের প্রসঙ্গে প্রকাশ পাইল এবং ইহা দাসত্বের মাকামের উপযোগী, যাহা দাসত্বের অবস্থার অনুরূপ অপূর্ণ-তুচ্ছ ও ভগ্ন প্রায় হওয়ার নির্দেশক। অক্ষম দাস নিজেকেই সর্বশক্তিমান মালিক বলিয়া ধারণা করার মধ্যে কি মাধুর্য্য আছে ! ইহা যে পূর্ণ বেআদবীর নির্দেশক।

হে বৎস ! বর্তমান সময়, এইরূপ সময় যে— পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে এইরূপ তমসাচ্ছন্ন কালে ‘উলুল আজম’ পয়গাম্বর (দৃঢ় সঙ্কল্পযুক্ত পয়গাম্বর) অবতীর্ণ হইতেন এবং নূতন শরীয়ত প্রচার করিতেন কিন্তু ইঁহারা যখন সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত ও ইঁহাদের পয়গাম্বর (ছঃ) সর্বশেষ পয়গাম্বর, তখন এই উম্মতের আলেমগণ বনী এছরাইলের পয়গাম্বর তুল্য মর্তুবা প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব আলেমগণের দ্বারাই পয়গাম্বর প্রেরণ হইতে যথেষ্ট করিয়াছেন। এই হেতু প্রত্যেক শতাব্দীর প্রারম্ভে কোন এক আলেমকে ‘মোজাদ্দের’ বা সংস্কারক হিসাবে নির্দিষ্ট করেন, যিনি শরীয়ত পুনর্জীবিত করিয়া থাকেন; বিশেষতঃ সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইবার পর, যে সময় পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে ‘উলুল আজম’ পয়গাম্বর প্রেরিত হইতেন এবং সাধারণ পয়গাম্বর দ্বারা যথেষ্ট মনে করিতেন না। এইরূপ সময় পূর্ণ মারেফতধারী কোন এক আলেম ব্যক্তির আবশ্যক, যিনি পূর্ববর্তী উলুল আজম পয়গাম্বরের অনুরূপ হইতে পারেন।

রুহুল কুদ্‌ছ আবার হইলে সহায়
অনেকে করিবে যাহা করেছে ইছায়।

হে বৎস ! ‘অজুদে ছের্ফ’ বা খাঁটী অস্তিত্ব ‘আদমে ছের্ফ’ বা খাঁটী নাস্তির বিপরীত এবং পূর্বে বলা হইয়াছে যে অজুদে-ছের্ফ’ অবশ্যম্ভাবী জাত পাকের হকীকত বা প্রকৃত তত্ত্ব ও যাবতীয় উৎকর্ষ ও পূর্ণতার মূল। এই ‘মূল’ স্বরূপ হওয়া যদিও সংক্ষিপ্ত ভাবে তথাপি অবশ্যম্ভাবী জাত পাকে উহার সংকুলান হয় না, যেহেতু ইহাতে প্রতিবিশ্ব সংমিশ্রিত আছে। উহার বিপরীত যে নিছক নাস্তি আছে তাহা ঐ নাস্তি যাহাতে কোনরূপ সম্বন্ধ অবকাশ পায় নাই এবং উহা যাবতীয় ক্ষয়-ক্ষতি ও বিনষ্টির মূল ; অবশ্য এই ‘মূল’ স্বরূপ হওয়ারও যেন তথায় স্থান নাই, যেহেতু ইহাতেও সম্বন্ধের সংমিশ্রণ আছে। অপিচ ইহা সর্ববাদিসম্মত যে, কোন বস্তুর অবিকল ও পূর্ণ আবির্ভাব তাহার প্রকৃত বিপরীত বস্তুর মধ্যেই হইয়া থাকে, প্রতিকূল বস্তু দ্বারা প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কাজেই নিছক নাস্তির দর্পণেই নিছক অস্তিত্বের আবির্ভাব পূর্ণরূপে হয়।

ইহা সঠিক যে— ‘উরুজ’ বা উন্নতির অনুপাতে নুজুল বা অবতরণ হইয়া থাকে। অতএব আল্লাহুতায়ালার অনুগ্রহে সেই নিছক অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যাহার ‘উরুজ’ হয়, নুজুলের সময় নিশ্চয়ই সে উহার বিপরীত নিছক নাস্তির মধ্যে আসিয়া উপনীত হইবে। কিন্তু উরুজের সময় আরেফ তথায় বিলীন হইয়া যাইবে, যাহার জন্য ‘অজ্ঞতা’ অনিবার্য পক্ষান্তরে নুজুলের সময় চৈতন্য লাভ হইয়া থাকে; যাহা এল্‌মে মারেফতের মাকাম। এই চৈতন্য প্রাপ্তির মাকামে ‘তাজাল্লীয়ে জাতী’ বা জাতের আবির্ভাব যাহা প্রতিবিশ্ব ও জাতী শূন্য, এতেবারাত (আল্লাহুতায়ালার গুণাবলীর মূলবস্তু)-এর সংমিশ্রণ হইতে পবিত্র, আরেফ তাহা প্রদত্ত হইয়া থাকে এবং তখন তাহাকে অবগত করানো হয় যে, ইতিপূর্বে সে, যে-কোন তাজাল্লী প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা আল্লাহুতায়ালার এহ্ম ছেফাত ও শূন্য এতেবারাতের প্রতিবিশ্ব সমূহের কোন এক প্রতিবিশ্বের অন্তরালে ছিল। অবশ্য আরেফ উক্ত তাজাল্লীকেই আছমা, ছেফাত ও শূন্যাতের সংমিশ্রণ রহিত মনে করিত এবং নিছক মহান অস্তিত্বের তাজাল্লী বা আবির্ভাব বলিয়া ধারণা করিত।

ছোবহানাল্লাহ ! যে ‘আদম’ বা নাস্তি যাবতীয় অসৎ গুণের আধার ছিল, মহান অস্তিত্বের পূর্ণ আবির্ভাব হেতু সে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিল এবং এরূপ বস্তু প্রাপ্ত হইল যে, অন্য কেহই তাহা লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। প্রকৃতিজাত মন্দ বস্তু বাহ্যিক সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া সুন্দর হইল। মানবের নফ্ছে আমরা যাহা স্বভাবতঃই মন্দের দিকে ধাবমান হয়, তাহা উক্ত আদমের সহিত সর্বাধিক সম্বন্ধ রাখে ; এইহেতু বিশিষ্ট তাজাল্লী (আবির্ভাব) সে অধিক লাভ করিল এবং অন্য সকল হইতে অধিক উন্নতি করিল। পাপিষ্ঠ ব্যক্তিগণই ক্ষমার পাত্র বটে।

জানা আবশ্যক যে, পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত আরেফ ‘উরুজ’ বা উন্নতির মাকাম সমূহ এবং ‘নুজুল’ বা অবতরণের স্তরসমূহ বিস্তৃতভাবে অতিক্রম করার পর, যখন নিছক নাস্তিতে অবতরণ করে এবং মহান অস্তিত্বের দর্পণবৎ হয়, নিশ্চয় তখন আল্লাহ্‌তায়ালার এছম-ছেফৎ সম্বন্ধীয় যাবতীয় পূর্ণতা উহার মধ্যে প্রকাশ পায় ও বিস্তৃত ভাবে উহাদিগকে এবং সংক্ষিপ্ত মাকামের আনুষঙ্গিক লতিফাসমূহকে প্রকাশ করিয়া থাকে। উক্ত আরেফ ব্যতীত অন্য কেহই এই সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয় না। দর্পণতুল্য হওয়া যেন একটি গৌরবান্বিত পরিচ্ছদ, যাহা উহাকে পরিধান করান হইয়াছে। অবশ্য আল্লাহ্‌তায়ালার মহান এল্‌মের মধ্যেও উক্ত রূপ বিস্তৃতি আছে, কিন্তু উহার দর্পণ তুল্য হওয়া উক্ত এল্‌মের মধ্যে এবং এই আরেফের দর্পণ তুল্য হওয়া বহির্জগতে বর্তমান, যেন যাবতীয় পূর্ণতাকে সে বহির্জগতে প্রকাশ করিয়াছে।

প্রশ্নঃ- ‘আদম’ বা নাস্তির দর্পণ তুল্য হওয়ার অর্থ কি ? এবং ‘আদম’ বা নাস্তি যখন অস্তিত্ব বিহীন, তখন তাহাকে কি প্রকারে অস্তিত্বের দর্পণ বলা যায়।

উত্তরঃ- ‘আদম’ বহির্জগতে অবস্থান হিসাবে অস্তিত্ব বিহীন বটে, কিন্তু এল্‌ম বা জ্ঞানে উহা পার্থক্য লাভ করিয়াছে। বরঞ্চ যাহারা ধারণাকৃত অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট ‘আদম’ তথায় (জ্ঞানে) অস্তিত্ববান। উহাকে অস্তিত্বের দর্পণ এই সূত্রে বলা যায় যে, ‘আদমের’ মর্ত্বায় (স্তরে) যে মন্দ গুণসমূহ অবস্থিত, নিশ্চয় উহা ‘অজুদ’ হইতে অপসারিত, যেহেতু উহা অজুদের বিপরীত। অতএব আদমের স্তর হইতে যে কোন ‘পূর্ণতা’ অপসৃত হইবে তাহা অস্তিত্বের মধ্যেই অবস্থিত হইবে। কাজেই ‘আদম’ অজুদের পূর্ণতাসমূহ আবির্ভাবের কারণ

হইল। ইহা ব্যতীত দর্পণবৎ হওয়ার দ্বিতীয় কোনও অর্থ নাই, বুঝিয়া লও ; ইহা নিশ্চয় তোমার উপকারে আসিবে। আল্লাহুতায়ালার সত্যের অবগতি প্রদান করেন।

হে বৎস ! আশা করি, যে মারেফত-সমূহ লিপিবদ্ধ হইল তাহা আল্লাহু তায়ালার ‘এল্‌হাম’ (ঐশিক বিজ্ঞপ্তি) কর্তৃকই হইল। ইহাতে শয়তানের প্রবঞ্চনার কোনই অবকাশ নাই। ইহার প্রমাণ এই পাইতেছি যে, যখন আমি ইহা লিখিতে আরম্ভ করিলাম এবং আল্লাহুতায়ালার দরবারে আশ্রয় প্রার্থী হইলাম, তখন দেখিলাম যে, পবিত্র ফেরেশ্তাবৃন্দ আমার আবাস-ভবনের চতুস্পার্শ্ব হইতে শয়তানকে বিতাড়িত করিতেছে, যেন গৃহের পাশে ঘুরিতেই দিতেছে না। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহু তায়ালাই অবগত। নেয়মতসমূহ প্রকাশ করা অতি উচ্চ প্রশংসা বলিয়া এই বৃহত্তর নেয়মত প্রকাশ করিতে সাহস করিলাম। আশা করি, ইহা আত্মগরিমার ধারণা হইতে পবিত্র হইবে। আত্মগরিমার অবকাশ কিরূপে থাকিতে পারে ? আল্লাহু তায়ালার অনুগ্রহে যে স্বীয় দোষত্রুটিসমূহ সদাসর্বদাই অন্তরচক্ষে ভাসমান আছে, এবং যাবতীয় পূর্ণতা আল্লাহুতায়ালার প্রতি ন্যস্ত দেখিতেছি।

প্রারম্ভে ও পরিশেষে যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহুপাকের জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক এবং দরুদ ও ছালাম তাঁহার রছুল (ছঃ) ও তদীয় বংশধর, সহচরগণের প্রতি সর্বদা বর্ষিত হউক। তৎপর যাঁহারা সরল পথে গমন করে ও মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে, তাঁহাদের প্রতি ছালাম ; হজরত (ছঃ) এবং তাঁহার বংশধরগণের প্রতি পূর্ণ দরুদ ও ছালাম ও শান্তি বর্ষিত হউক। (আমিন)।

২৩৫ মকতুব

মোল্লা আবদুল গফুর ছমরকন্দী ও হাজী বেগ ফরাজী এবং খাজা মোহাম্মদ আশরাফ কাবুলীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, এই দলের মহব্বত ইহ-পরকালের সৌভাগ্যের মূলধন এবং শরীয়ত প্রতিপালন ও শান্তি লাভ এই মহব্বতেরই ফলস্বরূপ।

(আল্লাহুতায়ালার) প্রশংসা ও (হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর প্রতি) দরুদ এবং (মোছলমান ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি) দোয়ার পর, প্রকৃত বন্ধু ও যথার্থ প্রেমিকগণ

অবগত হউন যে, মহব্বতের অতিরিক্ততা জ্ঞাপক পত্রসমূহ উপনীত হওয়ায় উৎফুল্ল ও আনন্দিত হইলাম। এই মহব্বতের প্রতিই আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদিগকে কায়েম রাখুন। এই মহব্বত ইহ-পরকালের মূলধন জানিয়া আল্লাহ্ তায়ালা নিকট ইহার স্থায়িত্ব কামনা করা উচিত। শরীয়তের যাবতীয় হুকুম প্রতিপালন করার ক্ষমতা এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি ও স্থিরতা লাভ এই মহব্বতেরই ফলস্বরূপ। অসংখ্য তমঃরাশি যদি অন্তর্জগতে নিক্ষিপ্ত হয় এবং এই ভালবাসা কায়েম থাকে, তবে কোনই চিন্তার কারণ নাই, বরং আশাধারী হইয়া থাকা উচিত। পক্ষান্তরে যদি পর্বততুল্য, অনন্ত নূর ও আভ্যন্তরীণ হালাতসমূহ অন্তঃকরণে নিক্ষিপ্ত হয় এবং চুল পরিমাণ এই মহব্বত হ্রাস পায়, তাহাতে ক্ষতির কারণ ব্যতীত কিছুই মনে করা উচিত নহে। বরং উহাকে প্রতারণামূলক উন্নতি ধারণা করা উচিত। অতএব এই মহব্বতের সূত্রকে সুদৃঢ় রাখিয়া স্থায়ী কার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন। অতি মূল্যবান জীবনকে অনর্থক কার্য্যে ব্যয় করিবেন না।

মূল উপদেশ মোর শুন হে বালক—

এ—গৃহ রঙ্গিন ; আর তুমি নাবালক।

আপনাদের প্রতি এবং যাহারা সরল পথে গমন করে ও হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে তাহাদের প্রতি ছালাম। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি শ্রেষ্ঠ দরুদ ও পূর্ণ ছালাম নাজিল হউক।

২৩৬ মকতুব

তদীয় ছাহেব জাদা শায়েখ মোহাম্মদ ছাদেকের নিকট লিখিতেছেন।

ইহাতে কতিপয় গুণ্ড বিষয়ের বর্ণনা হইবে।

আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা এবং হজরত রছুলপাকের প্রতি দরুদের পর, সরলচিত্ত-বৎস ! অবগত হউন যে, আধ্যাত্মিক অবস্থার বর্ণনায় যে পত্র দিয়াছেন, তদ্বারা বুঝিতে পারিলাম যে বিশিষ্ট ‘বেলায়েতে মোহাম্মদী’ (ছঃ)-এর সহিত আপনার সম্পর্ক ঘটিয়াছে। এই হেতু আল্লাহ্ তায়ালা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি—যেহেতু বহুদিন হইতে আপনার জন্য এই সৌভাগ্য লাভের আশাধারী হয়েছিলাম। ইদানীং আপনাকে এই সৌভাগ্যের স্থলে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইবার আশাধারী হইয়া

যখন তৎপ্রতি মনোযোগী হইলাম, তখন এই অনুসন্ধানের মধ্যে অকস্মাৎ আপনাকে ‘বেলায়েতে মুছাবী (আঃ)’-এর অন্তর্ভুক্ত পাইলাম; তদন্তর আপনাকে তথা হইতে আকর্ষণ করতঃ ‘বেলায়েতে খাচ্ছা’ (বিশিষ্ট নৈকট্য)-এর বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত করিলাম। ইহার জন্য আমি আল্লাহুতায়ালার প্রশংসা ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছি। আপনাকে যখন বলপূর্ব্বক এই বেলায়েতে উপনীত করান হইয়াছে, তখন বিংশতি দিবসেরও অধিক হইতে আমি স্বীয় ক্রোড়ে রাখিয়া প্রতিপালন করিতেছি। এই ‘নেছবত’ বা আত্মিক সম্বন্ধের দুর্বলতা হেতু বোধ হয় আপনি ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। উপস্থিত যখন ইহা শক্তিশালী হইয়াছে, তখন আশা করি আপনিও বুঝিতে পারিয়াছেন। আল্লাহুতায়ালার কৃপা-অবদান সমূহ যাহা এই গোনাহগার বান্দার প্রতি অনবরত অবিচ্ছিন্ন ধারায় বর্ষিত হইতেছে তদ্বিষয় কি আর লিখিব !

নববর্ষ-বারিবাহ অনুকম্পা করি—

দিয়াছে এ ক্ষিতিক্ষেত্রে^১ বাহারের^২ বারি।

ছুছনের^৩ মত যদি শত-মুখ ধরি—

তদ কৃপা প্রতিদান দিতে নাহি পারি।

দ্বিতীয়তঃ প্রিয় বৎস মোহাম্মদ ছাঈদ পত্রে স্বীয় আত্মিক অবস্থা যাহা প্রকাশ করিয়াছে, তাহা অতি সত্য। উহা বন্ধুগণের অল্প সংখ্যক ব্যক্তির প্রতিই এরূপ বৈশিষ্ট্যের সহিত প্রকাশ পাইয়াছে। আশা করি তাহাকেও আল্লাহুপাক ‘বেলায়েতে খাচ্ছা’^৪ প্রদান করিবেন। বৎস মোহাম্মদ মাছুম আল্লাহুতায়ালার অনুগ্রহে স্বয়ং উক্ত দৌলতের যোগ্যতাধারী। আল্লাহুপাক স্বীয় হাবীব (ছঃ)-এর তোফায়েলে যেন তাহা কার্য্যে পরিণত করেন।

২৩৭ মকতুব

মোল্লা মোহাম্মদ তালেব বেয়ানকীর নিকট লিখিতেছেন। ছুন্নতের পয়রবী করার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং নক্শাবন্দিয়া তরীকার প্রশংসার বিষয়ে ইহাতে বর্ণনা হইবে।

আল্লাহুপাক আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে হজরত মোস্তফা (ছঃ)-এর প্রশস্ত এবং হক শরীয়তের প্রতি সুদৃঢ় রাখুন। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ও তাঁহার

টীকাঃ- ১। মৃত্তিক। ২। বর্ষার মেঘ। ৩। শত মুখধারী এক প্রকারের পূম্প। অর্থাৎ সূর্য মুখী। ৪। হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর বেলায়াত বা নৈকট্যকে বেলায়েতে খাচ্ছা বলা হয়।

সম্মানী আল্ ও আছহাব্গণের প্রতি দরুদ ও ছালাম এবং সম্মান বর্ষিত হউক।

হে ভ্রাতঃ ! নক্শাবন্দিয়া তরীকার বোজর্গগণ দৃঢ়ভাবে সুন্নতের অনুসরণ করেন এবং ‘আজিমত’ (দৃঢ় সঙ্কল্প ও কৃচ্ছসাধ্য কার্য্য) অনুযায়ী আমল গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই অনুসরণ ও ‘আজিমত’ গ্রহণের সহিত যদি তাঁহারা আধ্যাত্মিক ‘হাল’ (অবস্থা) ও প্রেরণা প্রদত্ত হন, তবে উহাকে অতি উচ্চ নেয়মত বলিয়া জানেন। কিন্তু যদি উক্ত প্রেরণাদি প্রদত্ত হন এবং উল্লিখিত রূপ ছুন্নত পালন ও আজিমত গ্রহণের মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটে, তবে উক্ত হালত-প্রেরণাসমূহকে তাহারা পছন্দ করেন না; বরং উক্ত রূপ প্রেরণা কামনাও করেন না, এবং উহাকে স্বীয় ক্ষতির কারণ ব্যতীত কিছুই জানেন না। যেহেতু ভারতের ব্রাহ্মণ ও যোগী-সন্ন্যাসী গণ এবং গ্রীক দার্শনিকগণও এইরূপ বাহ্যিক আবির্ভাব এবং উদাহরণিক বিকাশ ও ‘একবাদ’ সম্মত এল্ম অনেক প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের অনিষ্ট ও অপদস্থ হওয়া এবং আল্লাহ্পাক হইতে দূরত্ব ও বঞ্চিত হওয়া ব্যতীত কিছুই ফল লাভ হয় না।

আপনি যখন আল্লাহুতায়ালার অনুগ্রহে নিজকে এই তরীকার বোজর্গগণের ছেলছেলাভুক্ত করিয়াছেন, তখন অবশ্যই ইহাদের দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করিবেন, যেন চুল পরিমাণ ব্যতিক্রমেরও অবকাশ না থাকে, তবেই ইহাদের ‘কামালাত’ বা পূর্ণতা লাভ করিয়া উপকৃত হইতে পারিবেন। প্রথমতঃ ছুন্নত জামাতের আলেমগণের মতানুযায়ী স্বীয় আকিদা বিশ্বাস সংশোধন করিয়া লইবেন। দ্বিতীয়তঃ ফরজ, ওয়াজেব, ছুন্নত, মোস্তাহাব, হালাল, হারাম ও মকরুহ এবং সন্দিগ্ধ বস্তুসমূহের বিষয়ে ‘ফেকাহ’ অনুযায়ী জানিয়া লইবেন, তদন্তর তদনুযায়ী আমল করিবেন। তৃতীয়তঃ ছুফীগণের ‘এল্ম’ শিক্ষার পর্য্যায় আসিবে। যে পর্য্যন্ত পূর্বোক্ত দুই বাহু দুরন্ত (স্থিত) না করিবেন, সে পর্য্যন্ত আল্লাহুতায়ালার পবিত্র জগতের দিকে উড্ডীয়মান হওয়া অসম্ভব। যদি উক্ত পক্ষদ্বয় লাভ না হইয়া আত্মিক অবস্থা ইত্যাদি প্রকাশ পায়, তবে তাহা ক্ষতির কারণ জানিবেন। অতএব তাহা হইতে আল্লাহু তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। ইহাই প্রকৃত কার্য্য, অন্য সকল অনর্থক। সংবাদ পৌছানো ব্যতীত বাহকের অন্য কোন দায়িত্ব নাই।

স্নেহাস্পদ ভ্রাতা মিঞা শায়েখ দাউদ তথায় গিয়াছেন, তাঁহার সংসর্গ যথেষ্ট জানিবেন। তিনি যাহা উপদেশ প্রদান করেন এবং যদিকে ইঙ্গিত করেন আনুগত্যের

সহিত তাহা পালন করিবেন। যেহেতু তিনি এই বোজর্গগণের মুরীদদিগের সংশ্রবে বহু দিন অবস্থান করিয়াছেন ও ইহাদের আচার ব্যবহার যথাযথভাবে অবগত আছেন। তথাকার বন্ধুগণ যাহারা মীর নো'মান ছাহেবের মাধ্যমে এই তরীকাভুক্ত হইয়াছেন, তাহাদিগকেও ইহার সংসর্গ মূল্যবান জানা উচিত। সকলেই একত্রিত 'হালকা' বা বৃত্তাকারে উপবেশন পূর্বক পরস্পর পরস্পরের মধ্যে 'ফানী' বা নিমজ্জিত হইবেন। তবেই 'জমিয়াৎ' বা আত্মিক শান্তি লাভ হইবে ও উন্নতি হইতে থাকিবে। আমার লিখিত মকতুবাৎ বা চিঠি-পত্রগুলি পর্যালোচনা করা অপরিহার্য্য মনে করিবেন। যেহেতু ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ।

“উদ্দিষ্ট বস্তুর তোরে দিলাম নিশান”।

(আশা করি পাবে তুমি তাঁর সন্নিধান)

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে গমন করে এবং মোস্তফা (দঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে, তাঁহার প্রতি ছালাম বা শান্তি বর্ষিত হউক। মোস্তফা (দঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি পূর্ণ দরুদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

২৩৮ মকতুব

মীর মোহাম্মদ নো'মান ছাহেবের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, ভ্রাতৃবৃন্দের সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে অনেক প্রকারের আশা আছে; ইত্যাদি।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহপাকের জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক এবং রছুলগণের হ্রদার ও তাঁহার পবিত্র বংশধর ও নির্মল ছাহাবাগণের প্রতি দরুদ নাজেল হউক।

খাজা রহমীর ভৃত্যের দ্বারা যে পত্র পাঠাইয়াছেন তাহা প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। তাহাতে আপনার মুরীদ বা শিষ্যগণের আধ্যাত্মিক অবস্থার বিস্তৃত বর্ণনা ছিল বলিয়া আরও অধিক সন্তুষ্ট হইলাম। যেহেতু বন্ধুগণের আধিক্যের চেষ্টা করার মধ্যে—“তোমরা স্বধর্মীয় ভ্রাতৃবৃন্দের আধিক্যের চেষ্টা কর”—হাদীছ অনুযায়ী বহু বিষয়ের আশা আছে এবং “আপনার ভ্রাতার দ্বারা অচিরেই আপনার বাহু (দ্বয়) শক্তিশালী করিয়া দিতেছি”—আয়াতটিও উক্ত বিষয়ের সহায়তাকারী। অবশ্য স্থায়ী অবস্থা ও কার্যকলাপ, এবং গতি-বিধির প্রতি সর্বদাই যেন লক্ষ্য থাকে,

মুরীদদিগের উন্নতি যেন পীরগণের নিজেদের বিলম্বের কারণ না হয়, এবং পথ প্রার্থীগণের উৎসাহ, ও উদ্যম যেন পথ প্রদর্শকগণের কার্যে শিথিলতা আনয়ন না করে, এ বিষয়ে সদা সর্বদা ভীত ও সশঙ্কিত থাকা উচিত। উহাদের হালত ও মাকাম সমূহকে ব্যাঘ্র ও সিংহ সদৃশ্য জানা আবশ্যিক। উহা লইয়া গৌরব ও অহংকার করার আর অবকাশ কোথায়? আল্লাহ না করুন, যেন ঐ পথে অহঙ্কারের দুয়ার খুলিয়া না যায়! বরঞ্চ “লজ্জা ইমানের একটি শাখা” হাদীছ অনুযায়ী মুরীদগণের উন্নতি, পীরগণের লজ্জার কারণ হওয়া উচিত, তালেবদিগের উদ্যম, প্রতিযোগিতা ও সাবধানতার কারণ হওয়া আবশ্যিক। স্বীয় আমল ও নিয়ত উদ্দেশ্য সমূহ দোষনীয় ও ক্রটিময় জানা অপরিহার্য ও একান্ত কর্তব্য। কায়মনোবাক্যে ‘হালমেম্মাজীদ’— ‘আরও আছে কি?’ বলিতে থাকা উচিত। আপনার সদ্যবহার দৃষ্টে এইরূপ বিষয়ের আশা রাখি, কিন্তু দীনের দুশমন ‘নফ্ছে আম্মারা’ এবং শয়তান লইনের প্রতি দৃষ্টি করতঃ বিশেষ ভাবে সমাধান হওয়ার তাকিদ করিতে বাধ্য হইলাম। এই হেতু মুরীগণের প্রতি লক্ষ্য করার মধ্যে যেন শৈথিল্য না ঘটে। উভয় দৌলত (সৌভাগ্য) একত্রিত করাই আমার উদ্দেশ্য। একটি লইয়া ক্ষান্ত থাকা ক্ষতির কারণ। খাজা রহমী ও ছাইদ আহমদ আপনার খেদমতে উপস্থিত থাকা উচিত এবং উহাদের প্রতি আপনার পূর্ণ লক্ষ্য থাকা দরকার; মীর আবদুল লতিফ যদি তওবা করার তৌফিক (সুযোগ) পাইয়া থাকে, তবে তাহাকেও সাহায্য করিবেন, যেন সে উহার প্রতি দৃঢ় থাকিতে পারে।

আপনি লিখিয়াছেন যে, কতিপয় তালেব ‘কাদেরিয়া’ তরীকা শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা করে। নক্শাবন্দিয়া ব্যতীত কাহাকেও অন্য কোন তরীকা শিক্ষা দিবেন না। যেন দুই তরীকা মিশ্রিত হইয়া বিশৃঙ্খলা না ঘটে। অবশ্য যদি তাহারা কোলাহ ও শেজ্ৱা যাচনা করে, তবে এস্তেখারা অনুকূল হইলে মুরীদ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাদিগকে বিশেষভাবে উপদেশ দিবেন।

আপনার ও আপনার সঙ্গী ও বন্ধুগণ এবং যাহারা সৎপথে চলে ও হজরত মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে তাহাদের প্রতি ছালাম।

হজরত মোস্তফা (ছঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি পূর্ণ দরুদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

২৩৯ মকতুব

মোল্লা আহমদ বরকীর নিকট তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহুতায়ালার জন্য, যিনি নিখিল বিশ্বের পালন কর্তা এবং দরুদ ও ছালাম—রছুল (আঃ) গণের হুদাদার ও তাঁহার বংশধর ও ছাহাবা গণের প্রতি, তৎসহ যাবতীয় রছুল (আঃ) গণের প্রতি বর্ষিত হউক।

আপনার মাহিমাম্বিত পত্র যাহা অনুগ্রহ পূর্বক প্রেরণ করিয়া ছিলেন তাহার মর্ম অবগত হইয়া সন্তুষ্ট হইলাম। আপনি লিখিয়াছেন যে, আত্মিক অবস্থার বর্ণনা, অবস্থানুযায়ী করা হইয়াছে; ইত্যাদি। হে মান্যবর! আত্মিক অবস্থা লাভের উদ্দেশ্য, অবস্থা পরিবর্তনকারীর (আল্লাহুতায়ালার) সহিত আকৃষ্ট হওয়া। অতএব যখন এই আকৃষ্টতা লাভ হইয়াছে তখন ‘হালত’ নাই বা হইল।

আপনি লিখিয়াছেন যে, “আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, আপনার জন্য অনেক (আত্মিক) বীজ বপন করিয়াছি ইত্যাদি”। হে মান্যবর! প্রকৃত ঘটনা তাহাই, কিন্তু উহার ফল ফলিতে দীর্ঘ দিন আবশ্যক। জীবিত অবস্থায়ও হইতে পারে, মৃত্যুর পরও হইতে পারে। সুসংবাদ গ্রহণ করুন। তাড়াতাড়ি করিবেন না। মাওলানা মোহাম্মদ ছালেহের কথা যাহা লিখিয়াছেন, উক্ত মাওলানা উপস্থিত নাই বলিয়া তাহার কথার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা গেল না। অতএব সে বিষয় কিছুই পেশ করিলাম না। অবশ্য তাহার কথার উদ্দেশ্য ভালই হইবে। মনে কিছুই লইবেন না।

আপনি নিজের অবস্থা অন্বেষণ করিয়াছিলেন। আল্লাহুতায়ালার অনুগ্রহ যে, আপনাকে মকবুল (আল্লাহুতায়ালার দরবারে গৃহিত ব্যক্তি) গণের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। যাহাকে কবুল করা যায় তাহার জন্য কোনই কারণ আবশ্যক করে না। আপনি লিখিয়াছিলেন যে, “পীরের আওলাদ দুই ব্যক্তি জেকের শিক্ষা লইবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন। হে মান্যবর! প্রত্যেক বিষয়ের জন্য এস্তেখারা করা ছুন্নত এবং মঙ্গল। কিন্তু এস্তেখারার পর স্বপ্নে কিম্বা জাগ্রতাবস্থায় এরূপ কোন ঘটনা ঘটিবার আবশ্যক করেনা যাহা উক্ত কার্যের আদেশ নিষেধের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে। বরং এস্তেখারার পর স্বীয় অন্তঃকরণের দিকে লক্ষ্য করিতে হয়, যদি পূর্ব হইতে উক্ত কার্যের প্রতি মনের আগ্রহ বর্দ্ধিত হয় তবে আদেশের ইঙ্গিত জানিবেন

এবং যদি একই ভাবে থাকে তাহাতেও নিষেধ নহে। এমতাবস্থায় এস্তেখারার পুনরাবৃত্তি করা আবশ্যিক, যেন তদ্বিষয়ে মনের আগ্রহ অধিক হয়। সপ্তবার পর্য্যন্ত ‘এস্তেখারার’ পুনরাবৃত্তি করা যাইতে পারে। ‘এস্তেখারা’ করার পর যদি পূর্ণ হইতে আগ্রহ কমিয়া যায় তবে তাহা নিষেধ জ্ঞাপক। এমতাবস্থায় এস্তেখারা পুনরাবৃত্তি করা যাইতে পারে, বরঞ্চ সর্বাবস্থায় পুনরাবৃত্তি শ্রেয়ঃ। উক্ত কার্য্য করা না করার মধ্যে ইহাই সাবধানতা।

রেছালায়ে ‘মাব্দা ওয়া মায়াদে’ জহুদে মোক্তাছেবে রুহ বা রুহের অর্জিত দেহের বিষয়ে যাহা লেখা হইয়াছে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। হে মান্যবর ! ‘রুহ’ বা আত্মা দেহের কার্য্যের অনুরূপ যে কার্য্য করিয়া থাকে তাহা উক্ত অর্জিত দেহের সাহায্যেই সে করে। বোজর্গগণের পবিত্র ‘রুহ’ হইতে যে সাহায্য ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহা দৈহিক কার্য্যের অনুরূপ যথা— নানা প্রকারে ও বিভিন্ন উপায়ে শত্রু বিনাশ ও বন্ধুগণের সাহায্য করা, তাহা উক্ত প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

আপনি অত্যাচারীগণের দৌরাত্ম হইতে রক্ষা পাওয়ার বিষয়ে লিখিয়াছিলেন। আল্লাহ্ চাহে আপনাকে এবং আপনার পরিবারবর্গকে বরং আপনার গ্রামবাসীগণকেও আল্লাহুতায়ালার উক্ত জালেমদিগের অনিষ্ট হইতে সুরক্ষিত রাখিয়াছেন, মুক্তপ্রাণে আল্লাহুতায়ালার প্রতি মনোনিবেশ করিবেন। আশা করি তিনি এই হেফাজত ক্ষণস্থায়ী করিবেন না। “নিশ্চয় আপনার পালনকর্ত্তা প্রশস্ত ক্ষমাশীল” (কোরআন)। কিন্তু গ্রামবাসীদিগকে উপদেশ প্রদান করিবেন যাহাতে তাহারা মোছলমানগণের হিতাকাঙ্ক্ষা ও স্বীয় আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তন না করে। আল্লাহু-পাক ফরমাইয়াছেন যে, “নিশ্চয় আল্লাহুপাক যে কোন সম্প্রদায়কে যাহা (যে নেয়ামত) প্রদান করিয়াছেন তাহা পরিবর্ত্তন করেন না, যে পর্য্যন্ত উহারা নিজের মনের অবস্থা পরিবর্ত্তন না করে”। ওয়াচ্ছালাম ॥

২৪০ মকতুব

শায়েখ ইউছুফ বকরীর নিকট (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু) কলেমা শরীফের উপকারিতার বিষয়ে লিখিয়াছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহপাকের জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। আপনার আত্মিক অবস্থা সমুদ্র পত্র পাইলাম এবং তদর্শনে আনন্দিত হইলাম। প্রেমের মধ্যে এরূপ অনেক আশ্চর্য ঘটনাই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, অবস্থা পরিবর্তনকারীর (আল্লাহুতায়ালার) নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা উচিত। যেহেতু তথায় পূর্ণ অজ্ঞতা ও মূঢ়তা লব্ধ মাত্র। তৎপর যদি ‘মারেফত’ বা পরিচয় প্রদান করেন, তবে তাহা একান্ত সৌভাগ্য। ফলকথা, যাহা কিছু দৃষ্টি গোচর হয় এবং জ্ঞানে আসে তাহা ‘নফী’ বা নিবারণ যোগ্য, যদিও উহা একাধিক বস্তু (সৃষ্ট)-এর মধ্যে এক বস্তুর (আল্লাহুতায়ালার) দর্শন হউক না কেন! কেননা একাধিক বস্তুর মধ্যে প্রকৃত এক বস্তুর সঙ্কুলান হয় না। যাহা পরিদর্শিত হয় তাহা উক্ত এক বস্তুর বাহ্যিক উদাহরণ; তিনি নহেন। সুতরাং উপস্থিত, কলেমায়ে তৈয়েবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ—জেকের করাই আপনার অবস্থার উপযোগী। উক্ত কলেমার এত অধিক পুনরাবৃত্তি করা উচিত যে, দর্শন বা জ্ঞানে কিছুই যেন অবশিষ্ট না রাখে এবং অস্থিরতা ও অজ্ঞতা আনয়ন করে ও ‘ফানার’ (লয় প্রাপ্তির) পর্য্যায় উপনীত করে। সাধক যে পর্য্যন্ত অস্থিরতা ও অজ্ঞতায় উপনীত হইবে না, সে পর্য্যন্ত ‘ফানার’ কোনই অংশ পাইবে না। আপনি যাহাকে ‘ফানা’ ভাবিয়াছেন, তাহা ‘ফানা’ নহে, উহাকে ‘আদম’ বা নাস্তি বলা হইয়া থাকে। ‘অজ্ঞতায়’ উপনীত হওয়ার পর যখন ‘ফানা’ লাভ হইবে তখন এই আধ্যাত্মিক পথে প্রথম পদক্ষেপ করিবেন। কাহার সহিত মিলন এবং কেবা সম্মিলিত হয়।

ছোয়াদের কাছে যাব কি উপায় করি,

গিরি, গহ্বর, খাদ আছে সারা পথ ধরি।

আপনার উপস্থিত আত্মিক অবস্থা সত্য, কিন্তু ইহা অতিক্রম করা অনিবার্য।

যে ব্যক্তি সরল পথে গমন করে এবং মোস্তফা (দঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে তাহার প্রতি ছালাম। মোস্তফা (দঃ) এবং তাঁহার বংশধরগণের প্রতি পূর্ণ দরুদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

দ্বিতীয় উপদেশ এই যে, শরীয়তের প্রতি কায়েম থাকা উচিত এবং স্বীয় আত্মিক অবস্থাসমূহ শরীয়তের আইন-কানুনের অনুকূল করিয়া লওয়া আবশ্যিক। আল্লাহ না করুন, কথা-বার্তায় ও কার্য-কলাপে যদি শরীয়তের বিপরীত প্রকাশ

পায় তাহাতে নিজের ক্ষতির কারণ জানা আবশ্যিক। ইহাই অটল ও স্থির চিত্ত অবস্থাধারী ব্যক্তিগণের পথ। ওয়াচ্ছালাম ॥

২৪১ মকতুব

মোল্লা মোহাম্মদ ছালেহের নিকট কতিপয় দোস্তের উন্নতির বিষয়ে লিখিতেছেন।

আল্লাহুতায়ালার প্রশংসা এবং হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর প্রতি দরুদের পর সরল চিত্ত ভ্রাতা অবগত হউন যে, এতদঅঞ্চলের অবস্থা আল্লাহুতায়ালার প্রশংসার উপযোগী। এ স্থানের বন্ধুগণ সন্তুষ্ট চিত্ত ও প্রফুল্ল আছেন, বিশেষতঃ মাওলানা মোহাম্মদ ছিদ্দীক, ইদানীং তিনি বেলায়েতে খাচ্ছা (বিশিষ্ট নৈকট্য) লাভ করিয়াছেন এবং আংশিক ‘এছুম’ হইতে সার্বিক এছুমের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। তথাপি তাঁহার লক্ষ্য অতি উর্দ্ধে; আশা করি তথাকার পূর্ণ অংশ লাভ করিয়া তিনি প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করিবেন; “আল্লাহুপাক যাহাকে ইচ্ছা করেন স্বীয় রহমত প্রদানার্থে খাছ করিয়া লন” (কোরআন)। নিজের অবস্থা এবং যাহারা তরীকায় দাখিল হইয়াছেন তাহাদের অবস্থা মাঝে মাঝে লিখিতে থাকিবেন। কিছুদিন তথায় অবস্থান করিবেন। ওয়াচ্ছালাম ॥

২৪২ মকতুব

মোল্লা বদীউদ্দিনের নিকট তাঁহার কতিপয় প্রশ্নের উত্তরে লিখিতেছেন।

আল্লাহুতায়ালার প্রশংসা এবং হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর প্রতি দরুদ ও মোছলমানগণের প্রতি দোয়ার পর, স্নেহাস্পদ-ভ্রাতা! জানিবেন যে, দরবেশ কামাল আপনার পত্র পৌঁছাইল, তাহাতে বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আপনি স্বীয় ‘দীদে কছুর’ বা নিজের কার্যসমূহকে ‘মন্দ’ অবলোকন করা এবং নিয়ত ও আমল সমূহকে দোষণীয় জানার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বিশদভাবে বুঝিতে পারিলাম। এইরূপ দর্শনের আধিক্য দোষারোপের পূর্ণতা আল্লাহুতায়ালার নিকট প্রার্থনীয়। যেহেতু আত্মিক পথে উক্ত সৌভাগ্যদ্বয় নির্ভরশীল বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, ‘এছমে জাত’ (আল্লাহ)-এর জেকের কোন মাকাম পর্যন্ত করিতে হইবে এবং ইহা অনবরত করিতে থাকিলে কি পরিমাণ ব্যবধান বিদূরিত হয় ? ‘নফী এছবাতের’ শেষ কোথায় এবং এই পবিত্র কলেমা দ্বারা কি পরিমাণ প্রশস্ততা লাভ হয় ও কি পরিমাণ পরদা উঠিয়া যায় ?

জানিবেন যে, জেকেরের অর্থ ‘গফলত’ বা অন্যমনস্কতা বিদূরিত করন। প্রারম্ভে হউক বা শেষেই হউক বাহ্যিক দেহের যখন অন্যমনস্কতা না হইয়া উপায় নাই, তখন বাহ্যিক দেহ সর্বদাই জেকেরের মুখাপেক্ষী। ফলকথা, কখনও এছমে জাত (আল্লাহ) জেকের অধিক ফলপ্রদ হয় এবং কখনও ‘নফী-এছবাত’ জেকের উপযোগী হয়। এখন অন্তঃকরণের বিষয় রহিল। তথায়ও পূর্ণরূপে ‘গফলত’ অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত জেকের না করিয়া উপায় নাই। এইমাত্র অবকাশ আছে যে, প্রারম্ভে উক্ত জেকেরদ্বয় নির্দিষ্ট, এবং মধ্যবস্থায় ও শেষে নির্দিষ্ট নহে। যদি কোরআন তেলাওয়াত, নামাজ পাঠ দ্বারা ‘গফলত’ অপসারিত হয়, তাহাও হইতে পারে। অবশ্য মধ্যবস্থায় কোরআন তেলাওয়াত এবং শেষাবস্থায় নফল নামাজসমূহ পাঠ করা অধিক উপযোগী।

জানা আবশ্যক যে, এছেম, ছেফত সমূহের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ তায়ালা জাত পাকের যে ‘আবির্ভাব’ হয়, যদিও উহা স্থায়ী হউক না কেন, তথাপি যাহারা শুধু আল্লাহ্ তায়ালা এক জাতের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, তাঁহাদের নিকট উহা ‘গফলত’ বা অন্যমনস্কতার অন্তর্ভুক্ত। এরূপ গফলতকেও অপসারিত করা উচিত। উহারও পরে, তারও পরে গমন কর্তব্য।

বন্ধুর (আল্লাহ্র) বিরহ নহে সামান্য কখন

অতি সুক্ষ্ম বালুকণা সহেনা নয়ন।

যে সকল স্বপ্নের বিষয়ে লিখিয়াছেন, ইতিপূর্বেও প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছিলাম যে, উহারা সুসংবাদ-প্রদানকারী মাত্র। এখনও অবস্থায় প্রকাশ পাইবার সময় আসে নাই। অপেক্ষায় থাকিবেন এবং কার্য্য করিয়া যাইবেন।

ছোয়াদের কাছে যাব কি উপায় করি—

গিরি, গহবর, খাদ আছে সারা পথ ধরি।

২৪৩ মকতুব

মোল্লা আইয়ুব মোহ্তাছেবের নিকট নক্শাবন্দী তরীকার প্রতি উদ্ধৃদ্ধ করিয়া লিখিতেছেন।

হামদ, ছালাত এবং দোয়ার পর, স্নেহাস্পদ ভ্রাতঃ— অবগত হউন যে, আপনি বিভিন্ন পত্রে উপদেশ চাহিয়াছিলেন। এ ফকীর স্বীয় দোষ-ত্রুটিসমূহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উহার উত্তর দিতে অগ্রসর হয় নাই, কিন্তু যখন বারংবার চাহিতেছেন, তখন সামঞ্জস্যবিহীন কতিপয় বাক্য লিখিতে বাধ্য হইলাম। মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবেন। জীবনে যাহা মানবের কর্তব্য ও অনিবার্য এবং মানব যাহার দায়িত্ব প্রাপ্ত, তাহা আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ প্রতিপালন করা এবং নিষেধাদি হইতে বিরত থাকা। “তোমাদিগকে রাছুল যাহা প্রদান করেন তাহা গ্রহণ কর এবং তিনি যাহা নিষেধ করেন তাহা হইতে বিরত থাক”— ইহার প্রমাণ স্বরূপ। আমরা যখন ‘এখলাছ’ বা উদ্দেশ্য বিশুদ্ধির জন্য আদিষ্ট— “সাবধান হও। আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য বিশুদ্ধ ‘দীন’ আবশ্যক” (কোরআন) এবং উহা যখন নফ্‌ছের ‘ফানা’ বা লয়প্রাপ্তি ও আল্লাহ্‌ তায়ালার জাতী মহব্বত ব্যতীত সংঘটিত হয়না তখন ছুফীগণের তরীকা যদ্বারা ‘ফানা’ এবং মহব্বতে জাতী লাভ হয়, তাহার ছলুক (ভ্রমণ ও অতিক্রম) করাও একান্ত আবশ্যক। তবেই প্রকৃত ‘এখলাছ’ লাভ হইবে। ছুফীগণের তরীকাসমূহে পূর্ণতা প্রদানের মর্ত্বাসমূহের মধ্যে বহু ন্যূনাধিক্য আছে। অতএব যে তরীকা ছন্নতের অনুসরণ এবং শরীয়তের আদেশাদির অধিক অনুকূল, তাহাই গ্রহণ করা শ্রেষ্ঠতর ও উপযোগী। একমাত্র নক্শাবন্দিয়া বোজর্গগণের তরীকাই এই প্রকারের তরীকা। যেহেতু এই বোজর্গগণ ছন্নত দৃঢ় অনুসরণ করা এবং বেদ্‌আত হইতে বিরত থাকা অনিবার্য বলিয়া জানেন এবং যথা সম্ভব সহজ সাধ্য আমল সমর্থন করেন না, যদিও বাহ্যতঃ উহা অন্তর্জগতের জন্য ফলপ্রদ দৃষ্ট হয়, পক্ষান্তরে কৃচ্ছ্রসাধ্য আমল পরিত্যাগ করে না, যদিও উহা দৃশ্যতঃ অন্তঃকরণের জন্য অনিষ্টকর মনে হয়। ইহারা আত্মিক অবস্থা ও প্রেরণাসমূহকে শরীয়তের আদেশে অনুকূল করিয়া লইয়াছেন। আত্মিক অনুভূতি এবং মা’রেফত (আল্লাহ্‌তায়ালার পরিচয়) কে (দীনি) এল্‌মসমূহের দীনি ভৃত্য বলিয়া জানেন। শরীয়ত মহামূল্যবান

মাণিক মুক্তাকে, লক্ষ-বাম্প যথা শিশুদের মত আখরোট, মোনাক্কার পরিবর্তে গ্রহণ করেন না। অন্যান্য ছুফীগণের বাতুল বাক্যে ইঁহারা গর্বিত ও প্রবঞ্চিত হন না। ‘নচ্ছ’ বা আল্লামার বাণী (কোরআন) পরিত্যাগ করতঃ ‘ফচ্ছ’ বা মুহিউদ্দীন আরাবী (রাঃ)-এর পুস্তক আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং ফুতুহাতে মাদানিয়া বা পবিত্র হাদীছ বর্জন করতঃ ‘ফুতুহাতে মক্কিয়া’ পুস্তকের দিকে লক্ষ্য করেন না। ইঁহাদের ‘হাল’ বা আত্মিক অবস্থা চিরস্থায়ী এবং ইঁহাদের ‘ওয়াকত’ বা বিশিষ্ট সময় সর্বদাই, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের চিত্র ইঁহাদের অন্তঃকরণ হইতে এরূপভাবে বিলীন হইয়া গিয়াছে যে, সহস্র বর্ষ ধরিয়া চেষ্টা করিলেও উহা পুনরায় ফিরিয়া আসিবে না। অন্য সকল তরীকায় যে ‘তাজাল্লিয়ে জাতী’ বা আল্লাহুতায়ালার জাতের আবির্ভাব তড়িতবৎ হয়, তাহা ইঁহাদের স্থায়ীভাবে হইয়া থাকে। যে ‘হুজুরী’ আবির্ভাবের পর আবার ‘গায়বাত’ বা অন্তর্ধান হয়, তাহা এই বোজর্গগণের নিকট মূল্যহীন। “তঁাহারা এমন পুরুষ যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহুতায়ালার জেকের-স্মরণ হইতে তঁাহাদিগকে বিরত রাখেনা” (কোরআন)— ইঁহাদের অবস্থার বর্ণনা স্বরূপ। তদুপরি ইঁহাদের তরীকা যাবতীয় তরীকা হইতে নিকটবর্তী এবং সঠিক সম্মিলনকারী। অন্যান্য তরীকার শেষ ইঁহাদের প্রারম্ভে প্রবিষ্ট। ইঁহাদের আত্মিক সম্বন্ধ যাহা হজরত ছিদ্দীক (রাঃ) আনন্দের সহিত সম্বন্ধিত, তাহা অন্য সকল তরীকার বোজর্গগণের আত্মিক সম্বন্ধ হইতে উচ্চ। সকলেই ইঁহাদের আশ্বাদ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় না। হয়তো এই তরীকাপন্থীই অনেক অপূর্ণ ব্যক্তি ইঁহাদের অনেক কামালাত বা পূর্ণতা সমূহকে অস্বীকার করিতে পারে।

ইঁহাদেরে দোষী যদি করে মূঢ়জন
খোদাপুতঃ, কহিব না এরূপ বচন।

জনৈক আরবী কবি বলিতেছে—

এইরূপ ধনবান মম পিতৃগণ,
আনো দেখি মহফিলে, জনৈক এমন।

হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ্ আহরার কোদেছাছেররুহ ফরমাইয়াছেন যে, এই ছেলছেলার বোজর্গগণ চক্রান্তকারী ও নর্তকদিগের সহিত সম্বন্ধ রাখেন না।

জগতবাসীর তরে বর্ণনা ইহার—
 অপাত্রে প্রদান যথা, হ'বে অবিচার।
 প্রেম কাহিনীর মত গোপন বিষয়
 ইহাই গোপনে রাখা সমীচীন হয়।
 আমি কিন্তু করিলাম ইহার বয়ান,
 যাহাতে সকলে পায় আল্লার সন্ধান।
 অবশেষে কেহ যেন না করে আফছোছ,
 করেনা কেহ যেন ললাটের দোষ।

যদি এই নির্বাচিত বোজর্গগণের পূর্ণতাসমূহের বৈশিষ্ট্যাদির বিষয় বহুল পুস্তক
 রচনা করা যায়, তাহা অগাধ সমুদ্রের তুলনায় এক বিন্দুর ন্যায় হইবে।

“উদ্দিষ্ট বস্তুর তোরে দিলাম নিশান”

যে ব্যক্তি হেদায়তের পথে গমন করে এবং মোস্তফা (দঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ
 করে, তাহার প্রতি ছালাম। হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি
 শ্রেষ্ঠ দরুদ ও ছালাম বর্ষিত হউক। ওয়াছালাম ॥

২৪৪ মকতুব

মোল্লা ছালেহ কোলাবীর নিকট তাঁহার পত্রের উত্তরে লিখিতেছেন। সরলচিত্ত
 ভ্রাতঃ খাজা মোহাম্মদ ছালেহ ! আপনার পত্র পাইলাম। আপনি স্বীয় আত্মিক অবস্থা
 ‘মন্দ’ হওয়ার বিষয় লিখিতেছেন। আশা করি, ইহা হইতে যেন আরও অধিক মন্দ
 হয়। এই ‘মন্দ’ হওয়ার শেষ পর্য্যায়, ইতিমধ্যে আমি স্বীয় পুত্রের নিকট যে পত্র
 দিয়াছি তাহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে ; তথা হইতে জানিয়া লইবেন।

আপনি তথায় অবস্থান করিলে তথাকার বন্ধুগণ যদি শান্তি লাভ করে, তবে
 সুবিধা মনে করিলে আরও কিছু দিন অপেক্ষা করিতে পারেন। এ ফকীরও অল্প কাল
 মধ্যে দিল্লী ভ্রমণের ইচ্ছা করিয়াছেন, যেহেতু এস্তেখারা এবং তাওয়াজ্জাহ ইহার
 কারণ হইয়া পড়িয়াছে। এই স্থানের ভার আমার সরলচিত্ত পুত্রের প্রতি অর্পণ করা
 হইয়াছে এবং ইহা তাহারই অধিকারভুক্ত। এ ফকীর মোছাফিরের মত যেন তাহারই

অধিকৃত স্থানে উপবিষ্ট। যে বন্ধুগণ তরীকায় দাখিল হইতেছেন বিশেষতঃ মীর হৈয়দ মোর্ত্তজা, মওলানা শুকুরুল্লাহ, মীর হৈয়দ নেজামকে বিশেষ ভাবে আমার প্রচুর দোওয়া বলিবেন। বৎস খাজা মোহাম্মদ ছাদেক ও তাহার অন্যান্য ভ্রাতাগণ আপনাকে এবং তরীকার বন্ধুগণকে দোওয়া জানাইতেছেন। ওয়াছালাম ॥

২৪৫ মকতুব

মোল্লা ছালেহের নিকট তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে লিখিতেছেন। হামদ, ছালাত এবং দোওয়ার পর জানিবেন যে, বাহকের দ্বারা যে পত্র পাঠাইয়াছেন তাহা পৌঁছিয়াছে। আপনি লিখিয়াছিলেন যে, ‘নফী-এছবাত’ এক নিঃশ্বাসে একুশ বার পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, কিন্তু তাহা সকল সময় স্থায়ী হয়না এবং মধ্যে মধ্যে আত্মবিস্মৃতি পরিলক্ষিত হয়।

হে স্নেহাম্পদ ! জেকেরের সময় হয়তো কোন এমন শর্ত নিশ্চয় পরিত্যাগ হইতেছে, যাহার জন্য উক্ত সংখ্যায়েও কোন ফল লাভ হইতেছেনা ; আল্লাহ চাহে সাক্ষাতে তাহা জানিয়া লইব।

দ্বিতীয়তঃ—জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হজরত ছিদ্দীকে আকবর (রাঃ) ছলুকের কার্য সমাপ্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, “জিহ্বার জেকের ‘লকলকা’ অর্থাৎ অর্থহীন শব্দ এবং কল্‌বের জেকের ‘ওয়াছওয়াছা’ বা দুশ্চিন্তা সম্ভূত, রুহের জেকের ‘শেরক’, ছেরের জেকের ‘কুফর’। জানিবেন যে, যে কোন জেকের হউক না কেন তাহা জেকেরকারী ও জেকেরকৃত বস্তুর ইঙ্গিত প্রদান করে। প্রকৃত উদ্দেশ্য জেকের এবং জেকেরকারী ব্যক্তি জেকেরকৃত বস্তুর মধ্যে ‘ফানা’ বা লয়প্রাপ্ত হওয়া। অতএব তিনি শুধু জেকেরকে ‘অনর্থক শব্দ’ দুশ্চিন্তা, শের্ক এবং কুফর বলিয়াছেন।

দোস্তের বিচ্ছেদ হয় যাহার কারণে,

ধর্মাধর্ম যাই হোক ভাবিও না মনে।

পথভ্রষ্ট হও তুমি দেখিয়া যাহায়,

ভাল-মন্দ যাই হোক ত্যাজিবে তাহায়।

অবশ্য ‘ফানা’-‘বাকা’ লাভ হইবার পূর্বে জেকেরের উক্ত রূপ আখ্যা দেওয়া

যাইতে পারে। যেহেতু ‘বাকা’ লাভ হইবার পর জেকেরকারীর অস্তিত্ব বর্তমান থাকা ও তাহার দ্বারা ‘জেকের’ হওয়া দোষনীয় নহে। এ বিষয় যদি কোন সন্দেহ থাকে, তবে সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন, যেহেতু লিখনীর পরিসর সংকীর্ণ। এই বাক্য হজরত ছিদীকে আকবরের দিকে ইঙ্গিত করা, বিশেষতঃ তাঁহার (আত্মিক) কার্য সমাপ্তির পর—পছন্দনীয় নহে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে—শায়েখ আবু ছায়ীদ আবুল খায়ের প্রকৃত উদ্দিষ্ট বস্তুর (আল্লাহুতায়ালা) জন্য আবু আলী ছিনার নিকট হইতে প্রমাণ চাহিয়াছিল। তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, মাজাজী বা ভাবগত ইছলাম হইতে হাকীকি বা প্রকৃত কোফরে দাখিল হও। তৎপর শায়েখ আবু ছায়ীদ আইনুল কোজাত হামদানীর নিকট লিখিয়াছিলেন যে, “যদি এক লক্ষ বৎসর আমি এবাদত করিতাম তবে আবু আলী ছিনার বাক্যের দ্বারা যাহা লাভ হইয়াছে, তাহা লাভ হইত না”। তদুত্তরে আইনুল কোজাত লিখিয়াছিলেন যে—“যদি আপনি বুঝিতেন, তাহা হইলে এই বেচারার মত নিন্দিত হইতেন”।

জানা আবশ্যক যে, কোফরে-হাকীকি বা প্রকৃত কোফর পূর্ণরূপে দ্বিত্বভাব বিদুরিত করা এবং একাধিক বস্তুসমূহকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা, যাহাকে ‘ফানা’র মাকাম বলা হয়। এই কোফরে হাকীকির মাকামের উর্ধ্বে ‘ইছলামে হাকীকি’ বা প্রকৃত ইছলামের মাকাম, যাহা ‘বাকা’র (স্থায়িত্বের) স্থান। ইছলামে হাকীকির তুলনায় কোফরে হাকীকি পূর্ণ ক্ষতি ও অবনতির মাকাম। ইবনে-ছিনা দৃষ্টি ক্ষীণতা হেতু ইছলামে হাকীকির প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন নাই। প্রকৃত পক্ষে কোফরে হাকীকিরও তাহার কোনও অংশ ছিল না। অন্যের অনুসরণ করিয়া এবং স্বীয় এল্‌মের সাহায্যে, সে উহা বলিয়াছে। বরং ইছলামে-মাজাজীরও সে পূর্ণ অংশ লাভ করিতে পারে নাই। সে, দার্শনিকদিগের অনর্থক কার্যে লিপ্ত ছিল মাত্র। ইমাম গাজ্জালী তাহাকে কাফের বলিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে তাহার ফিলোছফী-কানুনসমূহ ইছলামের কানুনের বিপরীত।

দ্বিতীয়তঃ—শায়েখ আবু ছাইদ, আইনুল কোজাতের বহু পূর্ববর্তী; তাঁহার নিকট কিভাবে লিখিতে পারে। ইহা সত্ত্বেও যদি আপনার কোন সন্দেহ থাকে তাহা সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন। ওয়াচ্ছালাম ॥

২৪৬ মকতুব

মীর মোহাম্মদ নো'মান ছাহেবের নিকট কতিপয় আশাকৃত মাকাম লাভ এবং কখনো যে, এবাদতের সুযোগ সুবিধা থাকে না তদ্বিষয়ে লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহুতায়ালার জন্য, যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক এবং রছুল (আঃ)গণের হ্রদার যিনি, তাঁহার প্রতি ও তাঁহার পবিত্র বংশধর ও সহচরগণ ও অবশিষ্ট রছুল (আঃ)গণের প্রতি দরুদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

পর পর আপনার কতিপয় পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আপনাদের সেদিকে যাইবার কোন ব্যক্তি ছিল না বলিয়া প্রত্যেক পত্রের পৃথক ভাবে উত্তর দিতে পারি নাই ; ক্ষমা করিবেন। মীর দাদের দ্বারা যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা প্রাপ্তির পর এক দিবস ফজরের নামাজান্তে বন্ধুগণের হালকায় উপবিষ্ট ছিলাম। তখন ইচ্ছাকৃতই হউক বা অনিচ্ছাকৃতই হউক আপনার প্রতি লক্ষ্য হইল এবং আপনার 'নফ্‌ছের' (প্রবৃত্তির) অবশিষ্ট চিহ্ন যাহা আমার নজরে পড়িল তাহা বিদুরিত করার প্রতি প্রবৃত্ত হইলাম ও আপনার মধ্যে যে সকল তমসা ও মলিনতা অনুভূত হইতেছিল, তাহা অপসারিত করিবার চেষ্টা করিলাম ; অবশেষে আপনার পূর্ণতার 'নবচন্দ্র' 'পূর্ণেন্দু' হইয়া গেল এবং হেদায়েতের সূর্যের মধ্যে যাহা নিহিত ছিল তাহা সম্পূর্ণ উক্ত পূর্ণচন্দ্রে প্রতিবিম্বিত হইল। এই পর্য্যন্ত যে পূর্ণতার দিকে আর অধিক আশা আর অপেক্ষার কোন বস্তু রহিল না। কিন্তু যদি পাত্রের সংকুলান হয়, তাহা হইলে তাহার পরিসর অনুযায়ী অল্প অল্প করিয়া আরও গ্রহণ করিতে পারে। দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত এই ভাবটির উদাহরণিক আকৃতির প্রতি আমার লক্ষ্য ছিল ; ফলে ইহার (সংঘটনের) সত্যতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস লাভ হইল। এইহেতু আল্লাহুপাকের প্রশংসা করিতেছি। আপনি যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, উহা তাহারই তাবীল (ফল) স্বরূপ এবং আপনি এই দৌলত লাভের জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন; আল্লাহুতায়ালার শোকর গোজারী যে, আপনার 'ঋণ' সম্পূর্ণ পরিশোধ ও প্রতিশ্রুতি পালিত হইল। আশা করি আপনার এই কামালিয়াত বা পূর্ণতানুযায়ী অন্য সকলকে পূর্ণ করিতে সক্ষম হইবেন এবং তথাকার মরু প্রান্তর আপনার পবিত্র অঙ্গুদের নূরে নূরানী হইবে।

আপনি এবাদতের তৌফিক (সুযোগ) প্রাপ্ত না হওয়ার বিষয় লিখিয়াছেন। বাহ্যতঃ অত্যধিক ‘কব্জ’ বা ‘অধিক সংকোচন’ ইহার কারণ ; যখন আপনার অধিক কব্জের হালত (সংকোচনের অবস্থা) দীর্ঘকাল ধরিয়া হয় তখন উহার ফলও তদ্রূপ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। ইহা সত্ত্বেও বলপূর্ব্বক নিজেকে শরীয়তের আমল ও এবাদত প্রতিপালনের প্রতি সুদৃঢ় রাখিবেন এবং অনিচ্ছা সত্ত্বে হইলেও ইহার প্রতি স্থির থাকিবেন।

দ্বিতীয়তঃ—এ বৎসর অতি উচ্চ এল্‌ম মা’রেফাত সমূহ প্রকাশ পাইয়াছে ; তন্মধ্যে মাওলানা মোহাম্মদ আমীন দুইটি মোশাবিদা সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। একটি আমাদের হজরত খাজা কোদেছা ছেররুহুর কতিপয় ‘রোবায়ী’ বা কবিতা গুচ্ছের বিশ্লেষণের বিষয়, যাহা ফিরোজাবাদী বন্ধুগণের পাঠ্য কালে লিখা হইয়াছিল ; উক্ত রেছালার মধ্যে উল্লিখিত কবিতাগুলির উপলক্ষে ‘এল্‌মে তৌহিদ’ বা একবাদ-এর উল্লেখ আছে এবং উক্ত মতাবলম্বী ছুফী ও আলেমগণের মধ্যে উহাকে সামঞ্জস্য প্রদান করিয়া দেখান হইয়াছে যে, উভয় দলের মতবৈধতা কেবল বাক্যান্তর মাত্র।

উক্ত মোশাবিদাদ্বয়ের দ্বিতীয়টি ঐ পত্র, যাহা আমার সরলচিত্ত বৎসের নিকট বিস্তারিত ভাবে লিখা হইয়াছে। আশা করি উহা পাঠ কালে উক্ত এল্‌মের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যদি উহার কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকে, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন।

২৪৭ মকতুব

মিজ্জা হোছামুদ্দীন আহমদের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, আল্লাহুতায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণ তাঁহারই সেই ‘অস্তিত্ব’ অন্য কিছু নহে।

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়ার দ্বারা আমি আমার পালনকর্তার পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম। না, বরং আমার পালনকর্তার দ্বারাই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়ার পরিচয় লাভ করিলাম। যেহেতু আল্লাহুপাকই (ছোবহানাছ) স্বয়ং তিনি, তিনি ব্যতীত অন্য যাবতীয় বস্তুর জন্য প্রমাণ, ইহার বিপরীত নহে। কারণ প্রমাণিত বস্তু হইতে ‘প্রমাণ’ অধিকতর প্রকাশ হওয়া আবশ্যিক। আল্লাহুতায়ালার হইতে অধিক প্রকাশ্য বস্তু আর কি আছে ! যেহেতু

যাবতীয় বস্তু আল্লাহুতায়ালার হইতে এবং উহারা তাঁহার দ্বারাই প্রকাশ পাইয়াছে। কাজেই তিনি তাঁহার নিজের প্রতি এবং অন্য সকল বস্তুর প্রতি প্রমাণ। সুতরাং আমি আমার প্রতিপালকের দ্বারাই তাঁহার পরিচয় লাভ করিলাম এবং তাঁহার দ্বারাই অন্য যাবতীয় বস্তুর পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম। অতএব এস্থলে ‘কর্তা’ দ্বারা ক্রিয়ার প্রমাণ করা স্বরূপ প্রমাণ। অনেকেই এ স্থলে ভাবিয়াছে যে ইহা ক্রিয়া দ্বারা কর্তার প্রমাণ। লক্ষ্য ও লক্ষ্যস্থলের প্রভেদ হেতু এস্থলে প্রভেদ ও মতানৈক্য ঘটিয়াছে। বরঞ্চ যথায় আল্লাহুতায়ালার জাতপাক বর্তমান তথায় কোনও দলীল বা প্রমাণের অবকাশ নাই; যেহেতু তাঁহার পবিত্র ‘অস্তিত্ব’ গুপ্ত নহে ও তাঁহার আবির্ভাবের প্রতি কোনও সন্দেহ নাই। কারণ যাবতীয় স্বতঃসিদ্ধ বস্তুর মধ্যে তিনিই সর্বাধিক স্বতঃসিদ্ধ। আধ্যাত্মিক ব্যাধিগ্রস্ত ও অন্তর চক্ষুর আবরণযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত ইহা অন্য কাহারও প্রতি গুপ্ত নহে। তদুপরি যাবতীয় বস্তু বাহ্যিক ইন্দ্রিয় কর্তৃক স্বতঃসিদ্ধ ভাবে অনুভূত হইতেছে এবং সঠিকভাবে জানা যাইতেছে যে, আল্লাহুতায়ালার হইতেই যাবতীয় বস্তু অস্তিত্ব প্রাপ্ত। যদি কেহ এই জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হয় তবে উহা তাহার অন্তরের ব্যাধির কারণেই হইয়া থাকে এবং ইহা আমাদের উদ্দেশ্যের অনিষ্টকর নহে। আপনাদের প্রতি এবং যাঁহারা হেদায়েতের পথে গমন করে এবং হজরত মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে তাহাদের প্রতি ছালাম। হজরত মোস্তফা (ছঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি পূর্ণ দরুদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

২৪৮ মকতুব

ইহাও মীজ্জা হোছামুদ্দীনের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, পয়গাম্বর (আঃ)গণের পূর্ণ অনুসরণকারীগণ তাঁহাদের যাবতীয় কামালাতের অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহুতায়ালার জন্য যিনি ইচ্ছাম ধর্মের প্রতি আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি পথ প্রদর্শন না করিলে আমরা কখনও পথ প্রাপ্ত হইতাম না। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের রছুলগণ ‘হক’ বা সত্য লইয়া আগমন করিয়াছেন। আল্লাহুতায়ালার যাবতীয় দরুদ ও ছালাম তাঁহাদের এবং তাঁহাদের

অনুসরণকারী ও সাহায্যকারী ও তাঁহাদের রহস্য জ্ঞাত ব্যক্তিগণের প্রতি বর্ষিত হউক।

পয়গাম্বর (আঃ)গণের পূর্ণ অনুসরণকারীগণ তাঁহাদের অনুসরণ ও ভালবাসার আধিক্য হেতু বরং কেবল মাত্র আল্লাহুতায়ালার অনুগ্রহ ও প্রতিদান হেতু স্বীয় অগ্রগামী পয়গাম্বর (আঃ)-এর যাবতীয় কামালাত বা পূর্ণতা আকর্ষণ করিয়া লইয়া থাকে এবং পূর্ণ রূপে তাঁহাদের সঙ্গে রঞ্জিত হইয়া যায় ; এ পর্য্যন্ত যে অগ্রগামী পয়গাম্বর (আঃ)গণ ও অনুগামী উম্মতগণের মধ্যে যেন কোন পার্থক্য থাকে না। শুধু ‘আছল’ বা মূল এবং ‘ত্বাবে’ বা অনুগামী হওয়া ও পূর্ববর্তী ও পরবর্তী হওয়া পার্থক্য থাকে মাত্র। ইহা সত্ত্বেও কোনও ‘ত্বাবে’ বা অনুগামী কোন নবীর (আঃ) মর্তব্য উপনীত হইতে পারে না। উক্ত ‘ত্বাবে’ শ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর ‘ত্বাবে’ এবং উক্ত নবী সর্বনিম্নস্তরের নবীই হউন না কেন ! এই হেতু হজরত ছিদ্দীক (রাঃ) যিনি পয়গাম্বর (আঃ)গণের পর সর্ব শ্রেষ্ঠ মানব, তাঁহার মস্তক সর্ব নিম্নস্তরের পয়গাম্বর (আঃ)-এর চরণ তলে। ইহার কারণ এই যে, যাবতীয় পয়গাম্বর আলায়হে ওয়াচ্ছালামের উপস্থিতি স্থান এবং ‘রব্’ বা পালনকর্তা ‘আছল’ বা মূল বস্তু হইতে এবং উর্ধ্বস্তর বা নিম্নস্তর, যে কোন স্তরের হউক না কেন তাঁহাদের উপস্থিতিস্থান ও পালন কর্তা তারতম্যানুযায়ী উক্ত আছলের প্রতিবিম্বসমূহ হইতে। অতএব মূল বস্তু এবং প্রতিবিম্বের মধ্যে কিরূপে সমতা হইতে পারে।

আল্লাহুপাক ফরমাইয়াছেন—“এবং নিশ্চয় আমাদের (শ্রেষ্ঠত্বের) বাক্য আমাদের ‘রছুল’-বান্দাগণের জন্য পুরোগামী হইয়াছে, নিশ্চয় তাঁহারাই সাহায্য প্রাপ্ত, এবং নিশ্চয় আমাদের দলই পরাক্রান্ত”। নক্শাবন্দিয়া বোজর্গগণ যাহা বলিয়া থাকেন যে, তাজাল্লিয়ে জাতী বা আল্লাহুতায়ালার পবিত্র জাতের আবির্ভাব যাবতীয় পয়গাম্বর (আঃ)গণের মধ্যে হজরত খাতামুররোছোল (ছঃ)-এর জন্যই বিশিষ্ট এবং তাঁহার পূর্ণ অনুসরণকারীগণ উক্ত তাজাল্লীর অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার অর্থ এই নহে যে, উক্ত ‘তাজাল্লিয়ে জাত’ অন্য পয়গাম্বর (আঃ)গণের ভাগ্যে লাভ হয় না এবং খাতামুররোছোল (ছঃ)-এর অনুসরণকারীগণ অনুগামী হিসাবে তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহা কখনই নহে, এরূপ ধারণা করা হইতে আমি আল্লাহুতায়ালার পবিত্রতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। যেহেতু ইহাতে পয়গাম্বর (আঃ)গণ হইতে

আউলিয়াগণকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়, বরং উক্ত ‘তাজাল্লী’ তাঁহার জন্য বিশিষ্ট হওয়ার অর্থ এই যে, “অন্য যে কোন ব্যক্তির ইহা লাভ হউক না কেন, তাহা তাঁহারই তোফায়েলে (মাধ্যমে) ও তাঁহার পরবর্তী হিসাবে হইয়া থাকে। অন্য পয়গাম্বর (আঃ)গণ উক্ত তাজাল্লী তাঁহারই তোফায়েলে প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার উম্মতের কামেল অলী-আল্লাহ্গণ তাঁহার অনুগামী হিসাবে উহা লাভ করিয়া থাকেন।

অন্য পয়গাম্বর (আঃ)গণ এই উচ্চ নে’মতের দস্তরখানে যেন তাঁহারই তোফায়েলে, তাঁহার সহিত একত্রে উপবেশনকারী এবং অলী-আল্লাহ্গণ যেন উচ্ছিষ্ট ভক্ষণকারী খাদেম স্বরূপ। তোফায়েলে (মাধ্যম) একত্র উপবেশনকারী এবং উচ্ছিষ্ট ভক্ষণকারী খাদেমের মধ্যে সবিশেষ পার্থক্য আছে। ইহা—একটি পদস্থলনের স্থান। এই বিষয়ের যথাযথ আলোচনা ও সন্দেহ বিদূরিত করার জন্য এ ফকীর অনেক চিঠি পত্রে এবং স্বীয় পুস্তকাদিতে বহু প্রকারের কারণ দর্শাইয়াছে। প্রকৃত কথা আল্লাহুতায়ালার মেহেরবাণী ও অনুগ্রহে এই মোশাবিদায় যাহা লিপিবদ্ধ হইল তাহাই। আপনার জানা থাকিতে পারে যে, যদিও যাবতীয় পয়গাম্বর (আঃ) হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর তোফায়লে উক্ত তাজাল্লীর পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, এই খাছ বেলায়েত তাঁহাদের উম্মতগণের মধ্যে প্রবেশ করে নাই এবং তাহারা (উম্মতগণ) উক্ত তাজাল্লীর অংশও প্রাপ্ত হয় নাই। কেননা, তাহাদের মূল পয়গাম্বর (আঃ)গণ যখন অন্যের তোফায়েলে ও অন্যের দ্বারা প্রতিবিম্বিত হইয়া এই সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহাদের শাখা-প্রশাখা অর্থাৎ উম্মতগণ প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব আর কি পাইবে ! ইহা আবার প্রকাশ্য ‘কাশ্ফ’ কর্তৃক সত্যতা লাভ করিয়াছে, জ্ঞান ও প্রমাণ কর্তৃক নহে। ইতিপূর্বে যাহা বলিয়াছি যে, পূর্ণ অনুসরণকারীগণ স্বীয় অগ্রগামীগণের যাবতীয় কামালাত বা পূর্ণতা নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়া থাকে, ইহার অর্থ উক্ত অগ্রগামীগণের নিজস্ব কামালাত সমূহ। ইহা সাধারণ অর্থে নহে, যাহাতে কোন বৈপরীত্যের সৃষ্টি না হয়। বরঞ্চ তাঁহারা অনুগামী হিসাবে স্বীয় পয়গাম্বর (আঃ)গণের বিশিষ্ট বেলায়েতের অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাবতীয় উম্মতের মধ্যে বিশেষতঃ এই উম্মতই অনুগামী হিসাবে উক্ত তাজাল্লী প্রাপ্তি বিষয়ে বিশিষ্ট ও এই উচ্চ সৌভাগ্য লাভকারী, এই হেতু ইহারা

‘খয়েরুল-উমাম’ বা শ্রেষ্ঠ উম্মত হইয়াছেন। এই উম্মতের আলেমগণ বনী ইছরাঈলের নবীতুল্য হইয়াছে। “ইহা আল্লাহুতায়ালার প্রচুর অনুকম্পা, তিনি যাহাকে ইচ্ছা ইহা প্রদান করেন, আল্লাহ্-পাক বৃহৎ অনুকম্পাশীল”(কোরআন)।

এই ‘বেলায়েতে খাছার’ শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিশেষত্ব কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করার মনস্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু সংকীর্ণতা বশতঃ সময়ের সহায়তা পাইলাম না এবং কাগজও সংকুলান হইল না। আল্লাহুতায়ালার অনুগ্রহে এল্‌মে-মারেফত সমূহ বর্ষা-বারির মত বর্ষিত হইতেছে এবং আশ্চর্য্য ও কচিৎ সংঘটিত রহস্যাবলী (আল্লাহুপাক) অবগত করাইতেছেন। স্নেহভাজন পুত্রগণ যোগ্যতার তারতম্যানুযায়ী এই রহস্য সমূহ অবগত আছেন, অপর ভ্রাতৃবর্গ কখনো উপস্থিত থাকেন এবং কখনো থাকেন না। এই হেতু বলা হইয়া থাকে যে, ‘অলী’ যদিও অলী হয়— তথাপি ছাহাবির মর্ত্বাবায় উপনীত হইতে সক্ষম হয় না। আপনার সাক্ষাতের অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা হইতেছে। আপনি যে পত্র এ নগণ্যের নামে পাঠাইয়াছেন তাহা পাইয়া ছরফরাজ হইয়াছি। স্বীয় ‘আমল’সমূহকে দোষণীয় দর্শন, আল্লাহুতায়ালার নেয়মত সমূহের মধ্যে একটি উচ্চ নেয়মত। কিন্তু প্রত্যেক কার্যের মধ্যমাবস্থা প্রশংসনীয়। অতিরিক্ততা মধ্যমাবস্থার বহির্ভূত, অর্থাৎ নিন্দনীয়। আপনাদের প্রতি এবং যাহারা হেদায়েতের পথে গমন করে তাহাদের প্রতি ছালাম। হজরত মোস্তফা (ছঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি দরুদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

২৪৯ মকতুব

মীর্জা দারাজের নিকট হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অনুসরণের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহুপাকের জন্য এবং তাঁহার নিব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

পরকালের উদ্ধার এবং চিরস্থায়ী মুক্তি হজরত ছাইয়েদোল আউয়ালীন ওয়াল আখেরীন (ছঃ)-এর অনুসরণ করার প্রতি নির্ভরশীল। এইহেতু তাঁহার অনুসরণ দ্বারা মহুবুবিয়াতের মাকাম অর্থাৎ আল্লাহুতায়ালার প্রিয় হওয়ার মাকামে উপনীত হইয়া

থাকে এবং তাঁহার অনুগমন কর্তৃক ‘তাজাল্লীয়ে জাতী’ অর্থাৎ আল্লাহুতায়ালা জাতের আবির্ভাবের মাকাম লাভ হয়। ‘আব্দিয়াৎ’ বা দাসত্বের মাকাম যাহা পূর্ণতার যাবতীয় মাকামসমূহের উর্ধ্বে এবং যাহা ‘মাহ্বুবিয়াতের’ মাকাম লাভ হওয়ার পর হাছিল হয়, তাহাও এই অনুসরণ দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। তাঁহার পূর্ণ অনুসরণকারীগণকে বনী ইছরাঈলের ‘নবী’ তুল্য বলিয়াছেন এবং উলুল আজম পয়গাম্বর (আঃ)গণও তাঁহার অনুসরণ করার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। যদি তাঁহার জামানায় হজরত মুছা (আঃ) জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহার অনুসরণ ব্যতীত হজরত মুছা (আঃ)-এর কোন উপায় থাকিত না এবং হজরত ইছা রুহুল্লাহের অবতরণের ঘটনা ও তাঁহার হজরত হাবীবুল্লাহের (হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর) পয়রবী করার কথাও সর্বজনবিদিত প্রকাশ্য কথা। তাঁহার উম্মত তাঁহার অনুসরণ করার ফলেই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত এবং অধিক জান্নাতবাসী হইয়াছে। আগামী কল্য (হাশর দিবসে) তাঁহার অনুসরণের কারণেই ইহারা সর্বপ্রথমে বেহেশতে প্রবেশ করিয়া সুখ ভোগ করিতে থাকিবেন। ইত্যাকার আরও বহু শ্রেষ্ঠত্ব আছে। অতএব তোমরা তাঁহার অনুসরণ কর এবং তাঁহার ছন্নত ও শরীয়ত দৃঢ়তার সহিত প্রতিপালন কর। তাঁহার প্রতি এবং তাঁহার ভ্রাতা অন্যান্য পয়গাম্বরগণের (আঃ) প্রতি শ্রেষ্ঠ দরুদ ও পূর্ণ ছালাম বর্ষিত হউক।

শায়েখ এছমাঈলের জন্য সুপারিশ করিতেছি যে—তিনি মা’রেফতের আগাহ হাজী আবদুল হকের বন্ধুবর্গের অন্তর্ভুক্ত। ওয়াচ্ছালাম ॥

২৫০ মকতুব

মোল্লা আহমদ বারকীর নিকট তাঁহার কতিপয় প্রশ্নের সমাধানে লিখিতেছেন।

বিছমিল্লাহের রাহমানের রাহীম। হামদ, ছালাত এবং দোওয়ার পর জানিবেন যে, এস্থানের ফকীরগণের অবস্থা আল্লাহুতায়ালা প্রশংসার উপযোগী (অর্থাৎ ভাল)। আল্লাহুতায়ালা নিকট আপনাদের মঙ্গল কামনা করি। আপনার পবিত্র পত্র প্রাপ্ত হইলাম। আপনি লিখিয়াছেন যে, “ইতিপূর্বে যেরূপ মনের উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা ছিল, উপস্থিত তাহা নিজের মধ্যে পাইতেছি না ; এবং ইহাকে নিজের অবনতি বলিয়া ধারণা করিতেছি”।

ভ্রাতাঃ ! অবগত হউন, ইতিপূর্বে আপনার যে অবস্থা ছিল, তাহা লক্ষ্য রাম্পধারী এবং গান-বাদ্যকারীদিগের অবস্থার অনুরূপ ছিল, উহাতে দেহের পূর্ণ আধিপত্য ছিল। ইদানীং যে অবস্থা আসিয়াছে তাহাতে দেহের কোনও অংশ নাই। ‘কল্ব’ ও ‘রুহ’ বা অন্তঃকরণ ও আত্মার সহিত উহার সম্বন্ধ অধিক। এ বিষয়টি বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা আবশ্যিক। ফলকথা, দ্বিতীয় অবস্থা প্রথম হইতে উচ্চতর এবং আকাঙ্ক্ষা ও মনের প্রফুল্লতা অনুভব না হওয়াই, অনুভব হওয়া হইতে বহু গুণ উর্ধ্ব ; যেহেতু সম্বন্ধ যতই অজ্ঞতা ও অস্থিরতার দিকে ধাবিত হয়, এবং দেহ হইতে যতই দূরে নিষ্কিপ্ত হয়, ততই শ্রেষ্ঠতর ও উদ্দিষ্ট বস্তু প্রাপ্তির নিকটবর্তী হইয়া থাকে। কেননা তথায় (আল্লাহপাকের নিকট) অক্ষমতা ও ‘অজ্ঞতা’ ব্যতীত অন্য কিছুই অবকাশ নাই। তথায় ‘অজ্ঞতা’কেই পরিচয় প্রাপ্তি বলা হয় এবং ‘অক্ষমতা’কেই ‘অনুভূতি’ নাম প্রদান করা হয়।

আপনি লিখিয়াছেন যে, উক্ত ‘নেছবত’ বা সম্বন্ধের ইতিপূর্বে যে রূপ ‘তাছীর (ক্রিয়া) ছিল এখন তদ্রূপ নাই’। হাঁ—দৈহিক ‘তাছীর’ (ক্রিয়া) নাই বটে, কিন্তু ‘রুহানী’ বা আত্মিক ‘তাছীর’ বর্ধিত হইয়াছে, অবশ্য সকলেই উহা অনুভব করিতে সক্ষম হয় না। কি করা যায় আপনি এ ফকীরের সংশ্রবে অতি অল্পকাল অবস্থান করিয়াছিলেন এবং বিশেষ বিশেষ এলুম মারেফত সমূহ, আপনার উপস্থিতিতে অতি অল্পই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আল্লাহুতায়ালার পুনরায় যদি আপনার সাক্ষাত প্রদান করেন এবং কিছুদিন আমরা একত্রে বাস করি (তখন বুঝিতে পারিবেন)। আপনি আরও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, “বাহন এবং পাথেয় থাকিলে এ জমানায় ‘হজ্জ’ করা ‘ফরজ’ কি-না ? হে ভ্রাতাঃ ফেক্‌হার পুস্তকাদিতে এ বিষয় নানা রূপ বর্ণনা আছে, কিন্তু ফকীহ আবুল্লায়ছের ফতওয়াই গ্রহণীয়। তিনি বলিয়াছেন যে, পথের নিরাপত্তার ধারণা যদি অধিক হয় এবং বিপদের আশঙ্কা কম থাকে তবে ফরজ, নতুবা নহে”। অবশ্য ‘হজ্জ’ প্রতিপালন করার জন্য উক্ত শর্ত ওয়াজেব বা জরুরী ; কেবল মাত্র ফরজ হইবার জন্য শর্ত নহে ; ইহাই সত্য। এমতাবস্থায় অস্তিমে-মৃত্যুর সময় ‘হজ্জ’ করার জন্য ‘অছিয়ত’ করিয়া যাওয়া ওয়াজেব, বা অবশ্য কর্তব্য। সময়ের সংকীর্ণতা হেতু অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী পত্রের জন্য রাখা হইল।

ওয়াচ্ছালাম ॥

২৫১ মকতুব

মওলানা মোহাম্মদ আশরাফের নিকট খোলাফায়ে রাশেদীনগণের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় এবং ছাহাবায়ে কেরামের ‘তাজিম’ সম্বন্ধে লিখিতেছেন।

হামদ, ছালাত এবং দোয়ার পর সরলচিত্ত ভ্রাতঃ খাজা মোহাম্মদ আশরাফ অবগত হউন যে, কতিপয় দুঃপ্রাপ্য—এল্ম, এবং বিস্ময়কর রহস্য ও আল্লাহ্ তায়ালায় অনুগ্রহের দান এবং শ্রেষ্ঠ মারেফত, যাহার অধিকাংশই হজরত ছিদ্দীকে আকবর, হজরত ওমর ফারুক ও হজরত ওছমান জিনুরাইন এবং হজরত হায়দারে কাররার (হজরত আলী) রাজি আল্লাহো আনহুমের সহিত সম্বন্ধ রাখে; তাহা আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করিতেছি। মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবেন।

হজরত ছিদ্দীক এবং হজরত ফারুক (রাজিঃ) আনহুমা কামালাতে মোহাম্মদী (হজরত নবী করীম (ছঃ)-এর পূর্ণতা, এবং বেলায়েতে মোস্তফাবী (হজরত মোস্তফা (ছঃ)-এর নৈকট্য) লাভ করা সত্ত্বেও পূর্ববর্তী পয়গাম্বর (আঃ)গণের মধ্যে বেলায়েত বা নৈকট্যের দিকে হজরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর সহিত ও ‘দাওয়াত’ বা আহবানকার্য যাহা নবুয়তের মাকামের সহিত সম্বন্ধ রাখে—তদিকে হজরত মুছা (আঃ)-এর সহিত সম্বন্ধ রাখেন।

হজরত ওছমান জিনুরাইন (রাজিঃ) উভয় দিকে হজরত নূহ (আঃ)-এর সহিত সম্বন্ধ রাখেন। এবং ‘হজরত আলী (রাজিঃ)’ আনহু উভয় দিকে হজরত ঈছা (আঃ)-এর সহিত সম্বন্ধ রাখেন”। হজরত ঈছা (আঃ) রুহুল্লাহ” এবং আল্লাহ্ তায়ালায় ‘কলেমা’ (বাক্য) বলিয়া তাঁহার মধ্যে ‘নবুয়াত’ হইতে ‘বেলায়েত’ অধিক প্রবল ছিল, সুতরাং হজরত আলী (রাঃ) আনহুর মধ্যেও উক্ত সম্বন্ধের কারণে ‘বেলায়েতে’র দিক প্রবল।

খলিফা চতুষ্ঠয়ের উৎপত্তিস্থান—‘ছেফাতুল এল্ম’ বা আল্লাহ্ তায়ালায় ‘এল্মগুণ’। অবশ্য ইহাদের মধ্যে সংক্ষিপ্তি ও বিস্তৃতি হিসাবে তারতম্য আছে এবং উক্ত এল্মগুণই সংক্ষিপ্তি হিসাবে হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর ‘রব্’ বা পালনকর্তা ও বিস্তৃতি হিসাবে হজরত ইব্রাহীম খলীল (আঃ)-এর ‘রব্’ এবং উভয় দিকের সমতা ও

মধ্যমাবস্থা অনুযায়ী হজরত ‘নূহ’ (আঃ)-এর ‘রব্’। এইরূপ হজরত মুছা (আঃ)-এর ‘রব্’ ‘ছেফাতুলকালাম’ বা আল্লাহুতায়ালার বাক্য গুণ এবং হজরত ঈছা (আঃ)-এর ‘রব্’ ‘ছেফাতুল কুদ্রাত’ বা আল্লাহুতায়ালার ক্ষমতা গুণ ও হজরত আদম (আঃ)-এর ‘রব্’ ‘ছেফাতে তক্বীন’ বা সৃষ্টি গুণ। এখন আসল বিষয়ের দিকে অগ্রসর হই।

হজরত ছিদ্দীক ও হজরত ফারুক (রাজিঃ) আনহুমা মর্ত্ববার তারতম্যানুযায়ী হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর নবুয়তের ভার (দায়িত্ব) উত্তোলনকারী এবং হজরত আমীর আলী (রাঃ) হজরত ঈছা (আঃ)-এর সহিত সম্বন্ধ রাখা হেতু ও বেলায়েতের দিক তাঁহার মধ্যে প্রবল থাকার কারণে তিনি হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর বেলায়েতের ভার উত্তোলনকারী, হজরত ওছমান জিনুরাইন উভয় দিকের সমতার কারণে উভয় দিকের ভার উত্তোলনকারী হইয়াছেন। হয়তো এই কারণেও তাঁহাকে জিনুরাইন অর্থাৎ দ্বিবিধ আলোকধারী বলা হইয়া থাকে। হজরত ছিদ্দীক এবং ফারুক (রাজিঃ) আনহুমা, যখন নবুয়তের ‘ভার’ বহন করিয়াছেন, তখন তাঁহারা হজরত মুছা (আঃ)-এর সহিত অধিক সম্বন্ধ রাখেন। যেহেতু দাওয়াতের মাকাম যাহা নবুয়তের মরতবা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা আমাদের পয়গাম্বর(ছঃ) ব্যতীত যাবতীয় পয়গাম্বরগণ (আঃ) হইতে হজরত মুছা (আঃ)-এর মধ্যে অধিক এবং পূর্ণরূপে আছে। কোরআন মজীদে পর তাঁহার কেতাবই সর্ব শ্রেষ্ঠ কেতাব। এইহেতু পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে তাঁহার উম্মতই অধিক বেহেশতবাসী হইবে। অবশ্য হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর শরীয়ত ও তাঁহার ধর্ম যাবতীয় শরীয়ত হইতে উৎকৃষ্ট এবং পূর্ণ, সুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর প্রতি তাঁহার শরীয়তের অনুসরণ করার আদেশ হইয়াছে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহুপাক ফরমাইতেছেন, “তৎপর আপনার প্রতি অহি নাজেল করিয়াছি যে, আপনি ইব্রাহীম (আঃ)-এর সরল ধর্মের অনুসরণ করুন”।

হজরত মেহ্দী-মওউদ-এর ‘রব্’ বা পালনকর্তা উল্লিখিত ছেফাতুল এল্ম এবং তিনিও হজরত আলী (রাঃ)-এর মত হজরত ঈছা (আঃ)-এর সহিত সম্বন্ধধারী, যেন হজরত ঈছা (আঃ)-এর এক কদম (পদ) হজরত আলী (রাজিঃ) আনহুর মস্তকের উপর এবং দ্বিতীয় ‘পদ’ হজরত মেহ্দীর মস্তকের উপর।

জানা আবশ্যক যে, হজরত মুছা (আঃ)-এর বেলায়েত অর্থাৎ লতীফায়ে ‘ছের’ হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর বেলায়েতের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং হজরত ঈছা (আঃ)-এর

বেলায়েত অর্থাৎ লতীফায়ে ‘খফী’ উহার বাম পার্শ্বে অবস্থিত। হজরত আলী (রাঃ) বেলায়েতে মোহাম্মদীর ভার বহনকারী ছিলেন বলিয়া—অলী-আল্লাহ্ গণের অধিকাংশের ছেলছেলা তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে। নির্জনবাসী অলী যাহারা কামালাতে-বেলায়েত বিশিষ্ট, তাহাদের অধিকাংশের প্রতি হজরত আবুবকর ছিদ্বীক এবং ওমর ফারুক (রাঃ) আনহুমা কামালাত হইতে হজরত আলী (রাজিঃ)-এর কামালাত অধিক ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। যদি শায়খায়েনের’ শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে আহলে ছুনুতের মতৈক্য না হইত, তাহা হইলে নির্জনবাসী অলীগণের অধিকাংশের ‘কাশফ’ বা আত্মিক বিকাশ হজরত আলী (রাজিঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের নির্দেশ প্রদান করিত। যেহেতু শায়খায়েনের কামালাত বা পূর্ণতাসমূহ পয়গাম্বর (আঃ)গণের পূর্ণতাসমূহের অনুরূপ, বেলায়েতধারী অলীগণের হস্ত তাঁহাদের কামালাতের অঞ্চল হইতে খর্ব এবং তাঁহাদের মর্তবার উচ্চতা হেতু কাশফধারীগণের ‘কাশফ’ বা বিকাশ পথেই থাকিয়া যায়। উক্ত কামালাতের সম্মুখে কামালাতে বেলায়েত পথে ফেলিয়া দিবার বস্তু স্বরূপ—কামালাতে নবুয়তে আরোহণ করার জন্য সোপান তুল্য। ভূমিকায় গর্ভের কত আর সংবাদ পাওয়া যাইবে, প্রারম্ভে আসল বিষয়ের কত আর উল্লেখ থাকিবে। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর জমানা হইতে দূরবর্তী হওয়ার কারণে ইদানীং আমার একথা অধিকাংশ ব্যক্তির প্রতি কঠিন বলিয়া মনে হইবে এবং তাহারা ইহা গ্রহণ করিবে না ; কিন্তু কি করা যায়—

মুকুরের পিছে আমি তোতা পাখী যথা,

যা কহিতে কহে গুরু, কহি সেই কথা।

অবশ্য আল্লাহুতায়ালার শোকর গোজারী যে, আমি এ বিষয়ে আহলে ছুনুত জামাতের অনুকূল এবং তাঁহাদের একতাবদ্ধ মতের সহিত সম্মিলিত আছি। দলিল দ্বারা প্রমাণিত বিষয়গুলি আল্লাহুতায়ালার আমার প্রতি ‘কাশফ’ বা আত্মিক বিকাশ দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন এবং সংক্ষিপ্ত বিষয়সমূহ আমার প্রতি বিস্তৃত করিয়াছেন। আল্লাহুপাক যে পর্য্যন্ত আমাকে হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অনুসরণ দ্বারা কামালাতে নবুয়তের মাকামে উপনীত করেন নাই এবং উক্ত কামালাত বা পূর্ণতাসমূহের পূর্ণ হেচ্ছা প্রদান করেন নাই, সে পর্য্যন্ত শায়খায়েন

টীকাঃ- ১। হজরত আবুবকর ছিদ্বীক ও হজরত ওমর (রাজিঃ)হুমা।

{হজরত আবুবকর ছিদ্দীক ও হজরত ও ওমর ফারুক (রাজিঃ)}-এর উৎকর্ষের প্রতি কাশফ দ্বারা অবগতি প্রদান করেন নাই এবং অনুসরণ করা ব্যতীত অন্য কোন পথ প্রদর্শন করেন নাই।

“যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহপাকের জন্য যিনি আমাদেরকে উক্ত বিষয়ের দিকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি পথ না দেখাইলে আমরা কোন পথ পাইতাম না ; নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের রছুলগণ ‘সত্য’ লইয়া আসিয়াছেন”।

একদিন কোন এক ব্যক্তি বলিলেন যে, আলেমগণ লিখিয়াছেন “বেহেশ্তের দ্বারে হজরত আলী (রাজিঃ)-এর পবিত্র নাম লিখিত আছে”। তখন আমার মনে জাগিল যে, তথায় হজরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাজিঃ) এবং হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর বৈশিষ্ট্য কিরূপ ? পূর্ণরূপে মনোযোগী হওয়ার পর আমার প্রতি প্রকাশ পাইল যে— এই উম্মতের বেহেশ্তে প্রবেশ করন উক্ত বোজর্গদ্বয়ের অনুমোদনের প্রতি নির্ভরশীল। অর্থাৎ হজরত ছিদ্দীক (রাজিঃ) বেহেশ্তের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন, এবং জনসাধারণকে বেহেশ্তে প্রবেশ করার অনুমতি প্রদান করিতেছেন এবং হজরত ফারুক (রাজিঃ) যেন হাত ধরিয়া বেহেশ্তের ভিতরে লইয়া যাইতেছেন। আরও দেখিলাম যে, সমস্ত বেহেশ্ত হজরত ছিদ্দীক (রাজিঃ)-এর নূরে পরিপূর্ণ। এ ফকীরের চক্ষে হজরত শায়েখায়েন (রাজিঃ) আনন্সমার দরজা (মহত্ব) যাবতীয় সাহাবাগণ হইতে বিচ্ছিন্ন— যেন কেহই ইহাদের সমকক্ষ নহেন এবং হজরত ছিদ্দীক (রাজিঃ) যেন হজরত পয়গাম্বর (ছঃ)-এর সহিত এক গৃহবাসী, যদি পার্থক্য থাকে তবে তাহা মর্তব্য উচ্চতা-নিম্নতার পার্থক্য মাত্র। হজরত ফারুক (রাজিঃ) ও হজরত ছিদ্দীক (রাজিঃ)-এর তোফায়েলে উক্ত দৌলত লাভ করিয়াছেন। অবশিষ্ট ছাহাবাগণ পয়গাম্বর (ছঃ)-এর সহিত এক সরাই কিম্বা এক শহর-ভুক্ত। তাঁহার সহিত উম্মতের অলী-আল্লাহগণের আর কি তুলনা হইতে পারে !

দূর হতে ঘন্টা নাদ পাইলে তাঁহার

তাহাই যথেষ্ট মোর ; ভাগ্য-সমাচার।

অতএব উম্মতের অলীগণ শায়েখায়েনের ‘কামালাত’ কি উপলব্ধি করিতে পারিবেন—? এই বোজর্গদ্বয়ের, বুজর্গী ও উচ্চতা এত অধিক যে, ইঁহারা পয়গাম্বর (আঃ)গণের মধ্যে গণ্য এবং তাঁহাদের ফজিলত বা উৎকর্ষ দ্বারা বেষ্টিত। নবীয়ে

করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, “আমার পর যদি কোন নবী হইত তবে নিশ্চয় ‘ওমর’ হইত”। এমাম গাজ্জালী লিখিয়াছেন যে, হজরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর শোকসভাকালে হজরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর ছাহাবাগণের সম্মুখে বলিয়াছিলেন যে, এল্ম-এর দশাংশের নয় অংশেরই মৃত্যু হইল (অর্থাৎ এক অংশ রহিল মাত্র)। তিনি যখন এ কথায় অনেকের মধ্যে ইতস্ততঃ দেখিলেন, তখন বলিলেন যে “আমার বাক্যের অর্থ আল্লাহ্ তায়ালা জাতপাক সম্বন্ধীয় এল্ম, হায়েজ নেফাছের এল্ম নহে”। হজরত ছিদ্দীকে আকবর (রাজিঃ)-এর বিষয় আর কি বলিব ! হজরত ওমর (রাজিঃ)-এর যাবতীয় পুণ্য যে— তাঁহার এক পুণ্যের সমতুল্য, যাহা সত্য সংবাদ-দাতা হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) সংবাদ দিয়াছেন। আমি আরও অনুভব করিয়াছি যে, হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) হইতে হজরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাজিঃ) যে পরিমাণ নিম্নে, হজরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) হইতে হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) তাহা হইতে আরও অধিক নিম্নে। এখন বুঝিয়া দেখুন যে অন্য সাহাবাগণ হজরত ছিদ্দীক (রাজিঃ) হইতে কতটুকু নিম্নতর হইবেন। হজরত ছিদ্দীকে আকবর (রাঃ) হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর মৃত্যুর পরেও হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) হইতে পৃথক হন নাই এবং ইঁহাদের মধ্যেই তাঁহার পুনরুত্থান হইবে; যথা তিনি ফরমাইয়াছেন। অতএব নৈকট্য হিসাবেই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব। এই সম্বলহীন অধম তাঁহাদের কামালাতের বিষয় কি আর বলিবে এবং তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব কি আর ব্যক্ত করিবে, পরমানু সূর্য্যের কথা বলার কি আর ক্ষমতা রাখে, এক বিন্দু পানি, প্রশান্ত মহাসাগরের কথা কি আর মুখে আনিবে ! যে অলী-আল্লাহ্ গণ বেলায়েত (নৈকট্য) এবং দাওয়াৎ (আহ্বান) উভয় দিক হইতে পূর্ণ হইয়া খলকুল্লাহ্ মোয্তাহেদ-আহ্বান কার্য্যের জন্য প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এবং তাবীয়ীন ও তাবীয়ীনগণের আলেমগণ যাহারা সত্য কাশ্ফ ও সঠিক বিবেক এবং সত্য সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা শায়েখায়েনের কামালাত কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। কাজেই শায়েখায়েনের শ্রেষ্ঠত্বের নির্দেশ দিয়াছেন এবং ইহার উপর ‘এজ্মা’ (একতাবদ্ধ) করিয়াছেন। ইহার বিপরীত যে ‘কাশ্ফ’ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সঠিক নহে বলিয়া তাহা ধর্তব্য মনে করেন নাই। ইহা হইবেনা কেন, প্রথম জমানাই যে ইঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব সত্যতায় পরিণত হইয়াছে ! এমাম বোখারী হজরত এবনে ওমর হইতে

রেওয়ায়েত করিতেছেন যে, “আমরা হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর জমানায় হজরত আবুবকরের সহিত কাহারও তুলনা করিতাম না। তৎপর, ওমর তৎপর ওহমানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতাম, তৎপর ছাহাবাগণকে নিষ্কৃতি দিতাম ; কাহাকেও কাহারও প্রতি শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতাম না”। আবু দাউদ শরীফের রেওয়ায়েতে আছে তিনি বলিয়াছেন যে, “আমরা হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর জীবমান কালে বলিতাম যে, হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর উম্মতগণের মধ্যে তাঁহার পর সর্ব শ্রেষ্ঠ হজরত আবুবকর তৎপর হজরত ওমর (রাজিঃ) আনহুম”। যাহারা বলিয়া থাকেন, “বেলায়েত নবুয়ত হইতে শ্রেষ্ঠ” তাহারা ‘ছোকর’ বা মত্ততা সম্পন্ন এবং তাঁহারা যে, অলী-আল্লাহ্গণ আহবান কার্যের জন্য প্রত্যাবর্তন করেন নাই তাঁহাদের দলভুক্ত অর্থাৎ তাহারা নবুয়তের মাকামের পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হন নাই। আপনি হয়ত দেখিয়া থাকিবেন যে, এ ফকীর কতিপয় রেছালায় প্রমাণ করিয়াছে যে, নবুয়ত বেলায়েত হইতে শ্রেষ্ঠ, যদিও উহা নবীরই বেলায়েত হউক না কেন এবং ইহাই সত্য। ইহার বিপরীত যাহারা বলিয়া থাকে, তাহারা নবুয়তের মাকামের কামালাত বা পূর্ণতাসমূহ হইতে অজ্ঞ বলিয়া এইরূপ বলিয়া থাকে, যথা—ইতিপূর্বেও বর্ণিত হইল।

আপনার জানা আছে যে, এই উচ্চ নক্শাবন্দিয়া ‘ছেলছেলা’ অলী-আল্লাহ্গণের যাবতীয় ছেলছেলার মধ্যে হজরত ছিদ্বীক (রাজিঃ)-এর সহিত সম্বন্ধিত, অতএব ‘ছহো’ বা সংজ্ঞা ও চৈতন্য ইহাদের মধ্যে প্রবল এবং ইহাদের আহবান কার্য পূর্ণতর। হজরত ছিদ্বীক (রাজিঃ)-এর ‘কামালাত’ ইহাদের প্রতি অধিক প্রকাশ পাইয়া থাকে, সুতরাং ইহাদের ‘নেছবত’ বা সম্বন্ধ যাবতীয় ছেলছেলার ‘নেছবত’ হইতে উচ্চতর। অতএব অন্য ছেলছেলাধারীগণ ইহাদের কামালাত কি আর উপলব্ধি করিতে পারিবে, এবং আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত ইহাদের যে যোগাযোগ তাহা কি আর বুঝিতে পারিবে ! কিন্তু আমি ইহা বলি না যে, নক্শাবন্দী মাশায়েখ বা দরবেশগণ সকলেই এ বিষয়ে সমতুল্য ; কেননা সহস্রের মধ্যে এক ব্যক্তিও যদি উল্লিখিতরূপ গুণ বিশিষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও যথেষ্ট। আমি ধারণা করি যে, হজরত ‘মেহদী -মওউদ’ যিনি পূর্ণ বেলায়েতধারী হইবেন, তিনিও এই নক্শাবানি দয়া নেছবতধারী হইবেন এবং এই ছেলছেলার পূর্ণতা সাধন করিবেন। যেহেতু যাবতীয় বেলায়েতের ‘নেছবত’ এই উচ্চতম নেছবত হইতে নিম্নতর। ইহার কারণ

এই যে, অন্য সকল বেলায়েত কামালাতে নবুয়তের মর্ত্বায় অতি সামান্য অংশ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এই ‘বেলায়েত’ হজরত ছিদ্দীক (রাজিঃ)-এর সহিত সম্বন্ধ থাকা হেতু উক্ত কামালাতের পূর্ণ অংশ লাভ করিয়াছে, যথা ইতিপূর্বেও বর্ণিত হইল।

উভয় পথের পানে দেখ নিরীক্ষিয়া।

কত যে পার্থক্য আছে, দেখ মন দিয়া।

হে ভ্রাতঃ হজরত আলী (রাজিঃ) বেলায়েতে মোহাম্মদী (ছঃ)-এর ভার বহনকারী বলিয়া— কোতব, আবদাল, আওতাদ, অর্থাৎ যাঁহারা সংসার ত্যাগী-অলী এবং যাঁহাদের মধ্যে কামালাতে বেলায়েত প্রবল তাঁহাদের মাকামের তত্ত্বাবধান তাঁহার (আলী রাঃ) সহায়তার প্রতিনিয়ন্ত। ‘কোতবুল্ আক্তাব’ যাঁহাকে কোতবে মাদারও বলা হয় অর্থাৎ সর্ব শ্রেষ্ঠ কোতবের শির তাঁহার পদতলে, কোতবে মাদার তাঁহারই সাহায্যে স্বীয় সংকটাপন্ন কার্য্যসমূহ সমাধা করেন এবং স্বীয় দায়িত্ব হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন। হজরত মাই ফাতেমা জাহরা (রাজিঃ আনহা) ও এমাম (রাঃ)দ্বয় এই মাকামে হজরত আলী (রাজিঃ)-এর সহিত অংশ রাখেন।

জানিবেন যে, পয়গাম্বর (ছঃ)-এর ছাহাবাগণ সকলেই বোজর্গ ও সম্মানার্থ এবং সকলকেই সম্মানের সহিত স্মরণ করা উচিত। খতীব বাগদাদী হজরত আনাছ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিতেছেন যে— হজরত রছুল (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, “নিশ্চয় আল্লাহুতায়াল্লা আমাকে মনোনীত করিয়া লইয়াছেন এবং আমার জন্য ছাহাবা (সহচর) মনোনীত করিয়া লইয়াছেন এবং তাহাদের মধ্য হইতে ‘শুগুর’ ও সাহায্যকারীগণকে পছন্দ করিয়া লইয়াছেন। অতএব যাঁহারা ইঁহাদের বিষয়ে আমাকে রক্ষা করিবে আল্লাহুতায়াল্লা তাহাদিগকে রক্ষা করিবে এবং ইঁহাদের বিষয়ে যাঁহারা আমাকে কষ্ট দিবে, আল্লাহুতায়াল্লা তাহাদিগকে কষ্ট দিবে”। তাবরানী হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, “যে ব্যক্তি আমার ছাহাবাগণের প্রতি অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করিবে, তাহার প্রতি আল্লাহুতায়াল্লা এবং ফেরেশ্তাবৃন্দ ও যাবতীয় মানবের লা’নত বা অভিশাপ বর্তিবে”। এবনে আদী হজরত মাই আয়শা (রাজিঃ আনহা) হইতে রেওয়ায়েত করিতেছেন যে, হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, “নিশ্চয় আমার উম্মতের সর্ব নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যে আমার ছাহাবাগণের সহিত নির্ভিক ভাবে

অসদ্ব্যবহার করে”। অতএব ইহাদের মধ্যে যে সকল কলহ ও যুদ্ধ ঘটিয়াছে, তাহা সৎভাবের দিকে লইয়া যাইতে হইবে এবং স্বীয় নফ্‌ছের আকাঙ্ক্ষা ও পক্ষপাতিত্ব হইতে দূরে রাখিতে হইবে, যেহেতু উক্ত বাদ-বিসম্বাদ বুঝিবার তারতম্য ও অর্থের ন্যূনাধিক্যের কারণে ছিল, স্বীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থে নহে। যথা—আহলে ছন্নত জামাতের মত। অবশ্য ইহা জানিতে হইবে যে, হজরত আলী (রাজিঃ)-এর বিপক্ষ দল ভুল ধারণার উপর ছিল এবং হজরত আলী (রাজিঃ) সত্যের উপর ছিলেন ; কিন্তু ইহা যখন বুঝিবার ভুল, তখন ইহা দোষণীয় বা ধৃত নহে। ‘মওয়াকেফ’ পুস্তকের ব্যাখ্যাকারক ‘আমেদী’ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ‘জমল’ এবং ‘ছিফ্‌ফীনের’ যুদ্ধ বুঝিবার তারতম্যের জন্য হইয়াছিল”। শায়েখ আবু শুকুর ছাল্মী ‘তামহীদ’ নামক পুস্তকে প্রকাশ্য ভাবে লিখিয়াছেন যে, আহলে ছন্নত জামাতের মত এই যে—হজরত মোয়াবিয়া (রাজিঃ) এবং একদল ছাহাবা যাঁহারা তাঁহার সহিত ছিলেন তাঁহারা ভুলের প্রতি ছিলেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদের ‘এজ্‌তেহাদ’ বা ‘বুঝের’ ভুল ছিল। শায়েখ এবনে হাজার ‘ছাওয়ায়েকে মোহরাকা’ নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, হজরত মোওয়াবিয়া এবং হজরত আলী (রাজিঃ)-এর যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা ‘এজ্‌তেহাদের তারতম্যের জন্য হইয়াছিল; এবং তিনি বলিয়াছেন যে, “ইহা আহলে ছন্নত জামাতের অভিমত”। মওয়াকেফ পুস্তকের ব্যাখ্যাকারক যাহা বলিয়াছেন যে, আমাদের অনেক সঙ্গী এই মতে আছেন যে, উক্ত বিসম্বাদ বুঝিবার তারতম্যের জন্য ছিল না”। উক্ত ব্যাখ্যাকারীর উদ্দেশ্য যে, কোন্ সঙ্গীগণ, তাহা তিনিই জানেন ; কারণ আহলে ছন্নত ইহার বিপরীত নির্দেশ প্রদান করিয়া থাকেন। যথা—পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে এবং আহলে ছন্নত সম্প্রদায়ের পুস্তকসমূহ পরিপূর্ণ আছে যে, উহা এজ্‌তেহাদ বা বুঝের ভুল ছিল, যে রূপ ইমাম গাজ্জালী এবং কাজী আবু বকর ও অন্যান্য আলেমগণ বিশদভাবে লিখিয়া গিয়াছেন ; সুতরাং হজরত আলী (রাজিঃ)-এর বিরোধীদলকে ‘ফাছেক’ বা পথ ভ্রষ্ট বলা যায়েজ নহে। হজরত কাজী আয়াজ (রাজিঃ) শেফা নামক কিতাবে লিখিয়াছেন যে, “হজরত এমাম মালেক (রাজিঃ) বলিয়াছেন—কোন ব্যক্তি যদি হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর কোন এক ছাহাবীকে গালি দেয়, যথা—আবু বকর ছিদ্দীক, হজরত ওমর ফারুক, হজরত ওছমান, হজরত মোওয়াবিয়া বা হজরত আমর এবনুল আছ (রাজিঃ আনহুম) কে

যদি বলে ইহারা ভ্রষ্টতা বা কোফরের উপর ছিলেন, তবে তাহাকে কতল (বধ) করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত যদি অন্যরূপ কটুবাক্য বলিয়া থাকে, যাহা অনেকে বলে তবে তাহাকে কঠোর ভাবে অপদস্থ করা হইবে। অতএব হজরত আলী (রাজিঃ)-এর সহিত যুদ্ধকারীগণ কাফের নহেন, যে রূপ সীমা অতিক্রমকারী ‘শীয়া’ গণ ধারণা করিয়া থাকে, এবং ফাছেকও নহেন, যে রূপ অনেকে—ধারণা করে”। ‘মওয়াকেফ’ পুস্তকের ব্যাখ্যাকারকের এরূপ বাক্য তাহার সঙ্গিগণের অনেকের প্রতি যে ইঙ্গিত করিয়াছে ইহা কিরূপে সম্ভব হয়, কেননা হজরত মাই আয়শা ছিদীকা (রাঃ) এবং হজরত আবু তাল্হা, হজরত যোবায়ের ও বহু ছাহাবী উহাদের মধ্যে ছিলেন। জমলের যুদ্ধ কালে যখন হজরত মোওয়াবিয়া যুদ্ধের জন্য বাহির হন, তাহার পূর্বেই ত্রয়োদশ সহস্র নিহত ব্যক্তিদের সহিত হজরত তাল্হা এবং যোবায়ের (রাজিঃ) শহীদ হইয়াছেন। কাজেই যাহাদের অন্তঃকরণ কলুষিত ও রোগগ্রস্ত তাহারা ব্যতীত অন্য কোন মুছলমান ইহাদিগকে পথভ্রষ্ট ও ফাছেক বলিতে দুঃসাহসী হইবে না। অনেক ‘ফোকাহা’ (ধর্মবিদ) হজরত মোওয়াবিয়াকে অত্যাচারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—তাহারা লিখিয়াছেন যে, “মোওয়াবিয়া অত্যাচারী এমাম ছিলেন; ইহার অর্থ যে, হজরত আলী (রাজিঃ)-এর খেলাফতের জমানায় তাহার খেলাফত সত্য ছিল না ; কিন্তু এরূপ অত্যাচার নহে যাহাতে ফাছেক বা গোমরাহ বলা যাইতে পারে। যেন আহ্লে ছুন্নত জামাতের মতের অনুকূল হয়। অবশ্য স্থিরচিত্ত মতাবলম্বীগণ এরূপ সন্দেহজনক বাক্য ব্যবহার হইতে বিরত থাকেন এবং ‘ভুল হইয়াছে’ বলা ব্যতীত অধিক বলা সঙ্গত জানেন না। হজরত মোওয়াবিয়াকে অত্যাচারী কিরূপে বলা যাইবে, যেহেতু ইহা সত্য যে নিশ্চয় তিনি হক্কোল্লাহ (আল্লাহ্ তায়ালায় হক) এবং হক্কোল মোছলেমীন (মোছলমানগণের প্রাপ্য)-এর বিষয় এনছাফকারী এমাম ছিলেন; যথা ছাওয়ায়েকে মোহরাকা নামক পুস্তকে আছে। হজরত মওলানা আব্দুর রহমান যামী (রাঃ) তাহার বিষয় খাতায়ে মোনকার (অসংগত ভুল) বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তিনি ইহাও অতিরিক্ততা করিয়াছেন ; ‘খাতা’ বা ‘ভুল’ শব্দ হইতে অধিক যাহা বলা হইবে, তাহাই ‘ভুল’ হইবে। তৎপর তিনি যাহা বলিয়াছেন যে, হজরত মোওয়াবিয়া যদি লা’নতের উপযোগী হয়—ইত্যাদি ইহাও সামঞ্জস্য বিহীন কথা বলিয়াছেন। এস্থলে ‘রদ’ করার স্থান

কোথায় ? ও সন্দেহ করারই বা অবকাশ কৈ ! এরূপ বাক্য যদি তিনি এজিদের বিষয়ে বলিতেন, তবে বলার স্থান ছিল; কিন্তু হজরত মোওয়াবিয়ার বিষয়ে বলা অত্যন্ত অপছন্দনীয়। ছহী হাদীছে, সত্য রেওয়ায়েতে আসিয়াছে যে— হজরত পয়গাম্বর (ছঃ) হজরত মোওয়াবিয়ার জন্য দোয়া করিয়াছেন, “ইয়া আল্লাহ্ উহাকে কেতাব এবং হিসাবে শিক্ষা দাও এবং আজাব হইতে রক্ষা কর” স্থানান্তরে আরও দোয়া করিয়াছেন যে— “ইয়া আল্লাহ্ উহাকে পথ প্রদর্শনকারী কর”। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর ‘দোওয়া’ আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট নিশ্চয়ই মকবুল হইয়াছে। বাহ্যতঃ এরূপ বাক্য হজরত ‘মওলানা যামী’ হইতে ভুলবশতঃ বাহির হইয়াছে, আবার মওলানা উক্ত কেতাবে পদ্য সমূহের মধ্যে প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই, যথা বলিয়াছেন—‘উক্ত দ্বিতীয় ছাহাবী’, ইহাও তাহার মনের অসন্তুষ্টি জ্ঞাপক বাক্য। হে আল্লাহ্ আমরা যদি বিস্মৃত হই, ভুল করি, তাহা তুমি ধরিওনা। এমাম শা’বী হইতে হজরত মোওয়াবিয়ার যে কুৎসা বর্ণনা করিয়াছেন— এমন কি ফাছেকি হইতেও উর্ধ্বে লইয়া গিয়াছেন, ইহার কোন প্রমাণ নাই। হজরত এমাম আ’জমও তাঁহার শিষ্যগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং উক্ত বাক্য যদি সত্য হইত, তবে হজরত এমাম আজমই উহা বর্ণনা করার অধিক হকদার (উপযোগী) ছিলেন। এমাম মালেক (রাজিঃ) তাবেয়ী দলভুক্ত ও এমাম শা’বীর সমসাময়িক এবং মদীনার আলেমগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হজরত মোওয়াবিয়া এবং আমর এবনেল্ আছকে যে গালি দিত, তিনি তাহাকে বধ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন; যথা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। সত্যই যদি তিনি দুর্নামের উপযোগী ছিলেন, তবে তাঁহার দুর্নামকারীকে কেন বধ করার আদেশ দেওয়া হইত ! অতএব জানা যাইতেছে যে, তাঁহার দুর্নাম করা কবীরা গোনাহ জানিয়া—দুর্নামকারীর নিহত করার আদেশ দেওয়া হইত ; আরও বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার দুর্নাম করা হজরত আবুবকর হজরত ওমর এবং হজরত ওছমান (রাজিঃ) আনছুমগণকে গালি দেওয়া তুল্য; ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব হজরত মোওয়াবিয়া দুর্নাম এবং নিন্দার পাত্র নহেন।

হে ভ্রাতঃ ! শুধু হজরত মোওয়াবিয়া এই ব্যাপারে জড়িত নহেন, বরঞ্চ ন্যূনাধিক ছাহাবাগণের প্রায় অর্দ্ধেক তাঁহার সহিত শরিক ছিলেন। অতএব আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীগণ যদি কাফের কিংবা ফাছেক হন, তাহা হইলে

আমাদের দীন' বা 'শরীয়তের' অর্ধেকের উপর হইতে বিশ্বাস উঠিয়া যায়, অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয় মোওয়াবিয়ার দলভুক্ত ছাহাবাগণের মাধ্যমে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার প্রতি বিশ্বাস থাকেনা এবং ইহা জিন্দিক অর্থাৎ শরীয়ত বাতিল করা যাহার উদ্দেশ্য সেইরূপ ব্যক্তি ব্যতীত কেহই সঙ্গত মনে করিবে না। হে ভ্রাতঃ ! হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর শহীদ হওয়া ও তাঁহার জন্য কেছাছ (প্রতিশোধ) তলব করাই এই ঘটনার সূচনা হইয়াছে। হজরত তাল্হা এবং যোবায়ের প্রতিশোধের বিলম্ব হেতু প্রথমেই মদীনা হইতে বাহির হইয়াছেন এবং হজরত মাই আয়শা ছিদীকাও এবিষয়ে তাঁহাদের সহায়তা করিয়াছিলেন। জমলের যুদ্ধে ত্রয়োদশ সহস্র ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল এবং হজরত তাল্হা ও জোবায়ের যাহারা 'আশরায়ে মোবাস্থারা'র অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁহারাও শহীদ হইয়াছিলেন। ইহা কেবল মাত্র হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর শাহাদতের প্রতিশোধ লওয়ার বিলম্ব হেতু হইয়াছিল। তৎপর হজরত মোওয়াবিয়া (রাজিঃ) শাম দেশ হইতে আগমন করিয়া ইহাদের সহিত মিলিত হইয়া 'ছিফ্‌ফী'নের যুদ্ধ করেন। হজরত এমাম গাজ্জালী প্রকাশ্য ভাবে লিখিয়াছেন যে, উক্ত বিসম্বাদ খেলাফতের জন্য হয় নাই; বরং হজরত আলী (রাজিঃ)-এর খেলাফতের প্রারম্ভে প্রতিশোধ দাবী করার জন্য হইয়াছিল। শায়েখ এব্‌নে হাযারও ইহাকে আহ্লে ছুনুত জামাতের আকিদা বা বিশ্বাস বলিয়া, লিখিয়াছেন এবং শ্রেষ্ঠ হানাফী আলেম, শায়েখ আবু শুকুর ছাল্মী বলিয়াছেন যে, —“হজরত আলী (রাজিঃ)-এর সহিত হজরত মোওয়াবিয়ার বিবাদ খেলাফত লইয়াই ছিল ; কারণ, হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) হজরত মোওয়াবিয়াকে ফরমাইয়াছেন যে, “তুমি যখন লোকের কর্তা হইবে তখন তাহাদের সহিত নম্র ব্যবহার করিও”; ইহাতেই হজরত মোওয়াবিয়ার মনে খেলাফতের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। কিন্তু তিনি ইহা বুঝিতে ভুল করিয়াছিলেন এবং হজরত আলী সত্যের উপর ছিলেন, কেননা হজরত আলী (রাজিঃ)-এর খেলাফতের পর হজরত মোওয়াবিয়া (রাজিঃ)-এর খেলাফতের সময় ছিল”। ইহাদের উভয় বাক্যের সামঞ্জস্য এই যে, যুদ্ধের সুত্র প্রতিশোধ লওয়ার বিলম্ব হেতু হইয়াছিল এবং তৎপর হজরত মোওয়াবিয়ার মনে খেলাফতের উদ্বেক হইয়াছিল। যাহা হউক প্রত্যেকের এয্তেহাদ (চেষ্টা করিয়া বুঝা) স্ব-স্ব স্থান মতই হইয়াছে। যদি ভুল করিয়া থাকেন তাহাতেও একপ্রস্ত ছওয়াব-প্রাপ্ত হইবেন এবং যদি সত্য হয়, তাহাতে দুইপ্রস্ত ছওয়াব পাইবেন। বরং দশ-দরযা (প্রস্ত) ছওয়াব পাইবেন। হে ভ্রাতঃ এস্থলে ছাহাবাগণের বিবাদ লইয়া আলোচনা না করিয়া

মৌনাবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ এবং উহা হইতে বিরত থাকাই উচিৎ। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, “আমার ছাহাবাগণের মধ্যে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আন্দোলন বা সমালোচনা হইতে তোমরা রক্ষা পাও”। আরও বলিয়াছেন যে, “আমার ছাহাবাগণকে লইয়া যখন সমালোচনা করা হয়, তখন তোমরা সংযত হও”। ইহাও তিনি বলিয়াছেন, “আমার ছাহাবাগণের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর; তাহাদিগকে তোমরা স্বীয় তীরের লক্ষ্যস্থান করিওনা”। হজরত এমাম শাফী হজরত ওমর এবনে আব্দুল আজিজ হইতে বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, “ঐ সকল খুন হইতে আল্লাহুতায়াল্লা আমাদের হস্ত পবিত্র রাখিয়াছে ; অতএব আমাদের উচিৎ যে আমরা স্বীয় রসনাও উহা হইতে পবিত্র রাখি”। এই বর্ণনাদি হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, তাঁহাদের ‘ভুল হওয়া’ বাক্যটিও আমাদের মুখে উচ্চারণ করা এবং সুনাম ব্যতীত অন্যভাবে স্মরণ করা উচিৎ নহে; ইহা স্মরণীয়। অবশ্য কমবখ্ত এজিদ ফাছেকদের অন্তর্ভুক্ত ; তাহাকে লানত করিতে ইতস্ততঃ এই জন্য করা হয় যে, আহলে ছুনুত জামাতের নির্দিষ্ট কানুন এই যে—কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির খাতেমা বা মৃত্যু কুফরের সহিত হইয়াছে সঠিকভাবে না জানা পর্য্যন্ত সে ব্যক্তি ‘কাফের’ হইলেও তাহাকে লানত করা যায়েজ নহে ; যেরূপ জাহান্নামী আবু লাহাব এবং তাহার স্ত্রী। ইহা নহে যে, এজিদ-পলীদ লানত বা অভিশাপের উপযোগী নহে।

আল্লাহুপাক ফরমাইয়াছেন, “নিশ্চয় ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা আল্লাহু এবং তাঁহার রছুলকে কষ্ট দেয় আল্লাহুতায়াল্লা তাহাদিগকে দুন্ইয়া ও আখেরাতে লানত করিয়া থাকেন”।

জানিবেন যে, উপস্থিত সময় অধিকাংশ লোক ইমামতির মছ্যালা লইয়া আলোচনা করিয়া থাকে এবং খেলাফতের আন্দোলন ও ছাহাবা কেরামের (রাজিঃ আনহুমের) বিরোধিতার মধ্যে লিপ্ত থাকে। অজ্ঞ ঐতিহাসিক ও মরদুদ আহলে বেদ্আতদিগের অনুসরণ করিয়া তাহারা অধিকাংশ ছাহাবাকে ভাল ভাবে স্মরণ করে না এবং অনুপযোগী বাক্য তাহাদের দিকে ইঙ্গিত করে ; এই হেতু আবশ্যিক বোধে আমি যাহা জানি তাহার যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিয়া বন্ধুগণের নিকট পাঠাইলাম। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, যখন ফেতনা ফাছাদের বা বিপর্য্যয়ের আবির্ভাব হইবে কিংবা ‘বেদ-আত’ বলিয়াছেন অর্থাৎ বেদ-আতের আবির্ভাব হইবে এবং আমার ছাহাবাগণকে গালি দেওয়া হইবে, তখন আলেমগণের উচিৎ যে স্বীয় এল্ম প্রকাশ করে; যদি তাহা না করে, তবে তাহার প্রতি আল্লাহুপাকের এবং

ফেরেশ্তাবৃন্দের ও যাবতীয় মানবের লানত (অভিশাপ) পতিত হইবে ; এবং আল্লাহ্‌তায়ালার তাহার কোন এবাদত, ফরজ হউক বা নফল হউক ও তাহার ফিদইয়া বা দণ্ডি কবুল করিবেন না ।

আল্লাহ্‌তায়ালার শোকর গোজারী ও অনুগ্রহ যে, এই জমানার বাদশাহকে হানারফী মতাবলম্বী ও ছন্নত জামাতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে । নতুবা মোছলমানগণের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িত; এই বৃহত্তম নেয়মতের শোকর গোজারী করা উচিত । অতএব আপনার কর্তব্য যে, স্বীয় আকিদা বা বিশ্বাস সম্বন্ধে আহ্লে ছন্নত জামাতের মতের উপর নির্ভর করেন এবং যাহার তাহার বাক্যের প্রতি কর্ণপাত না করেন । কেচ্ছা-কাহিনীর প্রতি নির্ভর করা নিজেকে ধ্বংস করা মাত্র । উদ্ধার-প্রাপ্ত দলের অনুসরণ করা একান্ত আবশ্যিক, তবেই উদ্ধার পাইবার আশা করা যায় ; ইহা ব্যতীত মেহনত বরবাদ ।

আপনাদের প্রতি যাহারা হেদায়েতের পথে গমন করে এবং মোস্তফা (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে তাহাদের প্রতি ছালাম । হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) এবং তাঁহার বংশধরগণের প্রতি দরুদ ও ছালাম বর্ষিত হউক ।

২৫২ মকতুব

জনাব শায়েখ বদীউদ্দিনের নিকট তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে লিখিতেছেন ।

সরল চিত্ত ভ্রাতঃ! আপনার পত্র উপনীত হইয়া সর্বিশেষ আনন্দ প্রদান করিল । আপনি কতিপয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন । বোধ হয় আপনার জানা আছে যে, হজরত নূহ (আঃ) এবং হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ‘মাবদায়ে তায়াইয়ূন’ বা উৎপত্তিস্থান ‘ছেফাতুল এল্ম’—আল্লাহ্‌তায়ালার ‘এল্ম’গুণ ; যে রূপ হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এরও মাবদায়ে তায়াইয়ূন উক্ত ছেফাত । অবশ্য দিক ও ধরণ হিসাবে তারতম্য আছে । যেহেতু উক্ত ছেফাতের এক পার্শ্ব ‘আলেম’ বা আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে এবং দ্বিতীয় পার্শ্ব ‘মালুম’ বা জানিত বস্তু (সৃষ্টি) সমূহের দিকে । প্রথম পার্শ্ব ‘ওয়াহ্দাত’ বা একত্বের উপযোগী, দ্বিতীয় পার্শ্ব ‘কাছরাত’ বা একাধিকত্বের অনুকূল । উক্ত ছেফাতের আবার সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃতি আছে । উহাদের প্রত্যেকটি বিভিন্ন ভঙ্গিতে এক, এক বোজর্গের উৎপত্তিস্থান ।

দ্বিতীয়তঃ ‘নবুয়াত’ এবং ‘বেলায়েতে’র ভার বহনের বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা খাজা মোহাম্মদ আশরাফের নিকট যে পত্র প্রেরিত হইয়াছে তাহাতে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা হইয়াছে, পুনরায় লিখিলাম না, তথা হইতে দেখিয়া লইবেন। ‘কোতব’, ‘গওছ’ এবং খলীফার মধ্যে পার্থক্যের প্রশ্নের— বিষয়ে লিখার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু আল্লাহুতায়ালার আদেশ পাইলাম না; অতএব উপস্থিত স্থগিত থাকিল। ওয়াচ্ছালাম ॥

২৫৩ মকতুব

শায়েখ ইদ্রিছ ছামানীর নিকট তাঁহার কতিপয় প্রশ্নের উত্তরে লিখিতেছেন।

হামদ, ছালাত এবং দোওয়ার পর জানিবেন যে, এস্থলের ফকীরগণের অবস্থা আল্লাহুতায়ালার প্রশংসার উপযোগী। আপনাদের ছালামতি ও সুস্থতা এবং আল্লাহুতায়ালার পছন্দনীয় পথ মোস্তফা (ছঃ)-এর তরীকার প্রতি দৃঢ়তা আল্লাহুতায়ালার নিকট প্রার্থনীয়। মওলানা আবদুল মো’মেনের দ্বারা স্বীয় আত্মিক অবস্থা ও প্রেরণা সমূহের বিষয় যাহা বলিয়াছিলেন এবং উহার উত্তর চাহিয়াছিলেন, উক্ত মওলানা তাহা বিস্তারিত ভাবে ব্যক্ত করিলেন এবং বলিলেন যে, আপনি বলিয়াছেন “আমি যদি জমিনের দিকে তাকাই তাহা হইলে উহাকে পাইনা এবং যদি আছমানের প্রতি দৃষ্টি করি তবে তাহাকেও পাইনা; এরূপ আরশ, কুরছি, বেহেশত, দোজখ-এরও কোন অস্তিত্ব পাইনা। যদি কাহারও নিকট যাই তবে তাহারও অস্তিত্ব পাইনা এবং নিজেকেও অস্তিত্ববান জানি না। আল্লাহুতায়ালার ‘অজুদ’ অনন্ত, তাহার অন্ত কেহই প্রাপ্ত হয় নাই; অন্যান্য বোজর্গগণ এই পর্য্যন্তই নির্দেশ দিয়াছেন এবং তাঁহারা নিজেও এই পর্য্যন্ত উপনীত হইয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইহা হইতে অধিক আর কিছুই গ্রহণ ও কামনা করেন নাই। যদি আপনিও ইহাকে পূর্ণতা বলিয়া জানেন এবং স্বয়ং আপনিও এই মাকামে অবস্থান করেন তাহা হইলে আমি আপনার নিকট কি কারণে যাইব, কেনই বা কষ্ট করিব ও আপনাকে কষ্ট দিব ! যদি ইহা ব্যতীত অন্য কিছু পূর্ণতা থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা জানাইবেন। আমি স্বয়ং এবং অন্যান্য বন্ধুগণ যাহারা আল্লাহু-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা রাখে আপনার খেদমতে উপস্থিত হইব। এই ইতস্ততের জন্য আমি এতদিন বিলম্ব করিতেছিলাম”।

হে সম্মানী ভ্রাতঃ ! আপনার উল্লিখিত অবস্থা এবং এরূপ অন্য যে কোন অবস্থাই হউক তাহা লতিফায়ে কল্‌বের অবস্থার বিপর্যয় ও পরিবর্তন মাত্র। আমি উপলব্ধি করিতেছি যে, এইরূপ অবস্থাধারী ব্যক্তি কল্‌বের মাকামের এক চতুর্থাংশের অধিক অতিক্রম করে নাই। তাহাকে আরও তিন চতুর্থাংশের অতিক্রম করিতে হইবে, তবেই কল্‌বের কার্য্য-কলাপ সমাপ্ত হইবে। ‘কল্‌বে’র পর ‘রুহ’ ও রুহের পর ‘ছের’, ছেরের পর ‘খফী’ ও তৎপর ‘আখ্‌ফা’ অবশিষ্ট আছে। এই অবশিষ্ট লতিফা চতুষ্টয়েরও বিভিন্ন ‘হালত’ ও প্রেরণা আছে। ইহাদের প্রত্যেকটিকে পৃথক-পৃথক ভাবে অতিক্রম করিয়া প্রত্যেকটির ‘কামালাত’ বা পূর্ণতার সহিত সুসজ্জিত হইতে হইবে। আলমে আমরের এই পাঁচ লতিফা এবং ইহাদের ‘আছল’ (মূল) পর পর অতিক্রম করিয়া ইহাদের ‘আছল’ বা মূল আল্লাহুতায়ালার ‘এছম’ ‘ছেফাত’ সমূহের ‘জেল্ল’ বা প্রতিবিশ্ব স্তরে স্তরে অতিক্রম করিতে হইবে তৎপর আল্লাহুতায়ালার এছম ছেফাতসমূহের তাজাল্লী এবং ‘শূয়ুন’ ও ‘এ’তেবার’ সমূহের আবির্ভাব হইবে। অতঃপর উক্ত তাজাল্লীসমূহ অতিক্রান্ত হইলে আল্লাহুতায়ালার জাত পাকের ‘তাজাল্লী’ বা বিকাশ ঘটবে ; তখন নফ্‌ছের এত্মিনান (শান্তি) এবং আল্লাহুতায়ালার রেজামন্দি (সম্ভৃষ্টি) লাভ হইবে। এই মাকামে যে কামালাত হাছিল হয় তাহার তুলনায় ইহার পূর্ববর্তী যাবতীয় কামালাত—পূর্ণতাসমূহ ঐরূপ—অপার সাগরের তুলনায় একটি বিন্দু যেরূপ। এই মাকামেই ‘শর্হে ছদর’ বা বক্ষের উন্মুক্ততা এবং ইছলামে হাকীকি বা প্রকৃত ইছলাম লাভ হইয়া থাকে। “ইহাই কার্য্য, অন্য সবই অনর্থক”। আলমে আমরের উক্ত পাঁচ লতিফা ও তাহার আছল (মূল) বা আছলের আছল (মূলের মূল)সমূহ অতিক্রম হইবার পূর্বে ‘আছমা’ ও ‘ছেফাতের তাজাল্লী’ প্রাপ্তির-যাহা ধারণা হয় তাহা, ‘আলমে আমরের, কতিপয় বিশিষ্ট বস্তুর আবির্ভাব মাত্র। যাহাতে প্রকার-বিহীনতার এবং লা-মাকানিয়াত বা স্থান শূন্যতার অংশ আছে। উহা প্রকৃত আছমা ও ছেফাতের ‘তাজাল্লী’ নহে। জনৈক সাধক এই মাকামেই বলিয়াছেন যে, “আমি ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত ‘রুহ’কে আল্লাহু বলিয়া পূজা করিয়াছি”। দেখুন আপনি কোথায় উপনীত হইয়াছেন এবং কিরূপে শান্ত আছেন !

ছোয়াদের কাছে যাব কি, উপায় করি—

গিরি, গহ্বর, খাদ আছে সারা পথ ধরি।

আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রকৃত বিষয়ের অবগতির আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন বলিয়া সংক্ষেপে কিছু লিখা হইল, এখন আল্লাহুতায়ালার প্রতি ন্যস্ত। আপনার প্রতি এবং যাহারা আপনার নিকটে আছেন তাহাদের প্রতি ছালাম।

২৫৪ মকতুব

মোল্লা আহমদ বরকীর নিকট তাহার কতিপয় প্রশ্নের উত্তরে লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহুতায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

আপনি লিখিয়াছেন যে, কোন কোন বোজর্গ বলিয়াছেন “‘মানব’ যাহা করে তাহা ‘ছাহেবে জামা’ বা জমানার মালিকের আদেশানুযায়ী যেন করে, তাহাতে ফল লাভ হইবে, উহা শরা-সংগত কার্য্যই হউক না কেন”।

হে সম্মানী ভ্রাতঃ, বোজর্গগণের বাক্য সত্য। আদেশ লাভ করতঃ আপনাকেও আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, কিন্তু জানিবেন যে— ফল লাভের অর্থ উপযুক্ত ফল লাভ, যাহা ধর্তব্য, সাধারণ হিসাবে ফল লাভ নহে। আরও লিখিয়াছেন যে, কোন এক পুস্তকে লিখা হইয়াছে যে, “হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ্ আহরার (কোঃ) বলিয়াছেন— “কোরান মজিদ প্রকৃত পক্ষে ‘আয়নে জামা’-এর মর্তবার (স্তরের) বস্তু। অর্থাৎ আল্লাহুতায়ালার ‘এক’ জাত হইতে উদ্ভূত। তাহা হইলে রেছালায়ে মাব্দা ওয়া মাআদে যাহা লিখা হইয়াছে যে, ‘হকীকতে কা’বা’—বা কাবা শরীফ-এর প্রকৃত তত্ত্ব হকীকতে কোরআনের উর্ধ্বে, উহার অর্থ কি ?

হে মান্যবর ভ্রাতঃ—আল্লাহুতায়ালার ‘এক’ জাতের উদ্দেশ্য শুধু এক জাত, অর্থাৎ যাহাতে ‘ছেফাত’ ও ‘শান’ সম্মিলিত নাই—তাহা নহে। যেহেতু ‘হকীকতে কোরআন ছেফাতে কালাম বা ‘বাক্য গুণ’ যাহা আল্লাহুতায়ালার অষ্ট-গুণের একটি গুণ, তাহা হইতে উদ্ভূত এবং উক্ত মর্তবা হইতে হকীকতে কা’বারও উদ্ভব হইয়াছে, যাহা পরিবর্তিত হওয়া এবং ছেফাত, শূয়ুনাত-হইতে উচ্চ। অতএব উহার (কা’বার) উচ্চতার অবকাশ আছে।

আপনি লিখিয়াছিলেন যে, কোন এক ‘তফহীরে’ লিখা আছে যে, “কেহ যদি

বলে যে-আমি কা'বাকে ছেজ্‌দাহ করি, তাহাতে সে 'কাফের' হইবে, কেননা কা'বার দিকে ছেজ্‌দাহ করা উচিৎ, স্বয়ং কা'বাকে নহে"। স্থানান্তরে লিখিত আছে যে, ইছলামের প্রারম্ভে 'লাকা ছাজাদতো' (অর্থাৎ তোমাকে ছেজ্‌দা করিলাম) বলিতে হইত, সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার 'জাত'-পাক উদ্দেশ্য বটে"। তাহা হইলে মা'ব্দা ওয়া মা'আদে যাহা লিখা আছে যে, কা'বার আকৃতি যেরূপ যাবতীয় বস্তুর আকৃতির ছেজ্‌দাহকৃত, তদ্রূপ 'হকীকতে কা'বা বা কা'বার প্রকৃত তত্ত্ব যাবতীয় বস্তুর হকীকত বা তত্ত্বের ছেজ্‌দাহ কৃত, ইহার অর্থ কি ?

হে মান্যবর, ইহা ভাষার অলংকার মাত্র, যথা বলা হইয়া থাকে "আদম (আঃ) ফেরেশতাগণের ছেজ্‌দা কৃত" এবং প্রকৃত পক্ষে ছেজ্‌দাহ সৃষ্টা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য, কোনও সৃষ্ট বস্তুর জন্য নহে, যে কেহই হউক না কেন ! আপনার প্রতি এবং আপনার সহচর ও বন্ধুগণ বিশেষতঃ মোল্লা পায়েন্দা ও শায়েখ হাছানের প্রতি ছালাম ।

২৫৫ মকতুব

মোল্লা তাহের লাহোরীর নিকট 'ছুন্নত' পুনর্জীবিত ও বেদআত ধ্বংস করার বিষয়ে লিখিতেছেন ।

আলহাম্‌দো লিল্লাহে, ওয়া ছালামুন আলা এবাদিহিল্লাজী নাস্তাফা । যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম ।

হাফেজ বাহাউদ্দিনের সহিত যে পত্র দিয়াছেন, তাহা উপনীত হইয়া বিশেষ আনন্দ প্রদান করিল । বন্ধুগণ পূর্ণ মনোযোগের সহিত যদি ছুন্নতসমূহের কোন এক 'ছুন্নত' পুনর্জীবিত করিবার চেষ্টা করেন এবং অপছন্দনীয় 'বেদআত' সমূহের কোন এক বেদআত পূর্ণক্ষমতা বলে উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন, তাহা যে কত উচ্চ নেয়মত তাহা বলাই বাহুল্য ।

'ছুন্নত' এবং 'বেদআত' পরস্পর বিপরীত; অতএব একটির অবস্থান অপরটির অন্তর্ধানের কারণ । সুতরাং একটিকে পুনর্জীবিত করিলে অপরটির মৃত্যু অনিবার্য ; ছুন্নতের প্রচলন বেদআতের ধ্বংসের কারণ, অথবা ইহার বিপরীত । সুতরাং 'বেদআত'-হাছানা (উৎকৃষ্ট) হউক বা ছাইয়েয়া (নিকৃষ্ট) তাহা নিশ্চয় 'ছুন্নত'

অপসারিত করিবে। অবশ্য কোন সম্বন্ধ হেতু তুলনামূলক সুন্দর বলিয়া গণ্য করা হয়; সাধারণভাবে ‘সুন্দর’ হওয়ার কোনই অবকাশ নাই। কারণ যাবতীয় ‘ছুন্নত’ আল্লাহুতায়ালার পছন্দনীয়; অতএব ইহার বিপরীত অর্থাৎ ‘বেদ্আত’ শয়তানের পছন্দনীয়।

ইদানীং ‘বেদ্আত’ সমূহের প্রচলন হেতু ইহা অনেকের নিকট কঠিন বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু আগামীতে বা কেয়ামতে তাহারা জানিবে যে—আমরা হেদায়াতের পথে আছি, কিংবা তাহারা ! কথিত আছে যে হজরত ‘মেহদী’ স্বীয় রাজত্বকালে যখন দীনের প্রচলন প্রদান করিবেন এবং ছুন্নত পুনর্জীবিত করিবেন তখন বেদ্আতকে উৎকৃষ্ট জানিয়া দীনের অন্তর্ভুক্ত করতঃ আমল করা যাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে এইরূপ মদিনার কোন এক আলেম আশ্চর্য্য হইয়া বলিবে যে, “এই ব্যক্তি অর্থাৎ হজরত এমাম মেহদী আমাদের দীনকে উঠাইয়া নিতেছে এবং আমাদের ধর্মকে মৃত্যুপথে লইয়া যাইতেছে”—তখন হজরত মেহদী তাহাকে বধ করিবার আদেশ প্রদান করিবেন এবং তাহার উক্ত বেদ্আতে হাছানাকে তিনি ছাইয়েয়া বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন।

“ইহা আল্লাহুতায়ালার অনুগ্রহের প্রাচুর্য্য, যাহাকে ইচ্ছা করেন তিনি তাহাকে ইহা প্রদান করেন ; আল্লাহুপাক অতি উচ্চ অনুকম্পাশীল” (কোরআন)।

আপনার প্রতি এবং আপনার নিকট যাহারা আছেন তাঁহাদের প্রতি ছালাম।

এ ফকীরের বিস্মৃতি প্রবল হইয়াছে, আপনার পত্র কাহার হস্তে যে উত্তর দিবার জন্য দিয়াছি তাহা স্মরণ নাই, ক্ষমা করিবেন ! মিঞা শায়েখ আহমদ ফরমালী আমার বন্ধু ব্যক্তি। তিনি আপনার নিকটে আছেন, তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

২৫৬ মকতুব

মিঞা শায়েখ বদীউদ্দিনের নিকট তাঁহার প্রশ্ন যে, কোতব, কোতবুল আকতাব এবং গওছ ও খলিফার অর্থ কি ? তাহার উত্তরে লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহুতায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

জনৈক দরবেশের দ্বারা যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন তাহা উপনীত হইয়া বিশেষ আনন্দ প্রদান করিল। আপনি কিজ্জাসা করিয়াছিলেন—‘কোতব’, ‘কোতবুল আকতাব’, ‘গওছ’ ও খলীফার অর্থ কি? এবং ইহারা কি কার্যের জন্য আদিষ্ট ও ইহারা স্ব স্ব কার্যের অবগতি রাখেন কিনা? আলমে গায়েব বা অদৃশ্য জগত হইতে কোতবুল-আকতাবে যে সুসংবাদ আসিয়া থাকে তাহার মূলে কিছু আছে না উহা শুধু কৃত্রিম ধারণা?

জানা আবশ্যক যে, নবী (আঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণকারীগণ যখন অনুসরণ দ্বারা নবুয়তের মাকামের কামালাতসমূহ পূর্ণ করেন—তখন তাঁহাদের কাহাকেও ‘এমামত’-এর পদ প্রদান করেন, কাহাকেও শুধু উক্ত কামালাত প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হন। এই বোজর্গদয় ‘কামালাত’ লাভ হিসাবে সমতুল্য, কেবল পদপ্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি এবং উক্ত পদের আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহের মধ্যে তারতম্য মাত্র। তদ্রূপ নবী (আঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণকারীগণ যখন নবী (ছঃ)-এর কামালাতে বেলায়েত পূর্ণ করে, তখন তাহাদের কাহাকেও ‘খেলাফত’ পদ দ্বারা ভূষিত করা হয় এবং কাহাকেও কেবলমাত্র উক্ত কামালাত প্রাপ্তি দ্বারা যথেষ্ট করিয়া রাখা হয়; যথা পূর্বে বলা হইল। এই ‘এমামত’ ও খেলাফতের পদদ্বয় আছিল বা মূল বস্তুর কামালাতের সহিত সম্বন্ধ রাখে। ‘জ্বুল’ বা প্রতিবিম্বজাত কামালাতের মধ্যে ‘এমামত’ পদের অনুরূপ ‘পদ’—‘কোতবে-এরশাদ’-এর পদ এবং ‘খেলাফত’ পদের অনুকূল—‘কোতবে মাদার’-এর পদ। এই নিম্নস্থ পদদ্বয় উপরোক্ত পদদ্বয়ের প্রতিবিম্ব স্বরূপ। হজরত শায়েখ মুহিউদ্দিন আরাবী (রাঃ)-এর নিকট ‘গওছ’ এবং ‘কোতবে মাদার’ একই পদ; তাঁহার নিকট ‘কোতব’ ব্যতীত গওছের পৃথক কোনও পদ নাই। কিন্তু এ, ফকীরের বিশ্বাস এই যে, ‘গওছ’—‘কোতবে মাদার’ নহেন, তিনি অন্য ব্যক্তি; তিনি যেন জামানার সাহায্যকারী। ‘কোতবে মাদার’ও কোন কোন বিষয়ে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং ‘আব্দালের’ মাকামের নিয়োজন প্রদান কার্যে তাঁহার অধিকার আছে। কোতবের সাহায্যকারী ও সহচরগণ থাকা হেতু তাঁহাকে ‘কোতবুল আকতাব’ বলা হয়; যেহেতু তাঁহার সাহায্যকারীগণ ও তিনি এক পর্যায়ায়ভুক্ত। এই হেতু ফুতুহাতে মক্কিয়ার প্রণেতা লিখিয়াছেন যে, মোছলমান ও কাফেরদিগের এমন কোন নগর নাই যাহার মধ্যে একজন ‘কোতব’ নাই।

জানিবেন যে, ‘মনছব’ বা পদ প্রাপ্ত ব্যক্তি অবশ্য এলমধারী হইবে এবং যিনি উক্ত মনছবের তুল্য পূর্ণতা রাখেন কিন্তু ‘মনছব’ প্রাপ্ত নহেন তাঁহার এলমধারী হওয়া অনিবার্য্য নহে। ও তাঁহার দ্বারা যে সকল খেদমত হইতেছে তাহার অবগতি তাঁহার জন্য জরুরী নহে। আলমে গায়েব বা অদৃশ্য জগত হইতে যে সুসংবাদ লাভ হয়, তাহা উক্ত মাকামের কামালাত লাভ হওয়ার সুসংবাদ, উহার ‘মনছব’-পদ প্রাপ্ত হওয়ার সুসংবাদ নহে ; যাহার জন্য এলমধারী হওয়া আবশ্যক।

আপনি আরও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হাদীছ শরীফে আসিয়াছে “আবু বকর (রাজিঃ)-এর ঈমানের সহিত যদি আমার সমস্ত উম্মতের ঈমান পরিমাপ করা যায়, তাহা হইলে আবু বকর ছিদ্দীকের ঈমানের গুরুত্বই অধিক হইবে ; এই ঈমানের অর্থ কি এবং গুরুত্বই বা কিসের ?

জানিবেন যে— ঈমানের গুরুত্ব, যে বস্তুর প্রতি ঈমান আনা হয় তাহার গুরুত্ব অনুযায়ী হইয়া থাকে। হজরত ছিদ্দীক (রাঃ)-এর ঈমান যে বস্তুর সহিত সম্বন্ধিত তাহা অন্য সকল উম্মতের ঈমানের সম্বন্ধিত বস্তু হইতে উর্ধ্ব; অতএব নিশ্চয় উহা সকলের ঈমান হইতে গুরুতর হইবে।

হে মান্যবর ! উর্ধ্বারোহণকালে এরূপ অবস্থা হয় যে— এক বিন্দু উর্ধ্ব উঠিলে যে কামালাত লাভ হয় তাহা পূর্বের সমুদয় কামালাত হইতে অধিকতর হইয়া থাকে ; যেহেতু উক্ত বিন্দুর নিম্নস্তরে যাহা কিছু আছে সে সমুদয় হইতে উক্ত বিন্দুই অধিকতর। আবার উক্ত উর্ধ্বের বিন্দু—উহার তুলনায়ও এরূপ হইয়া থাকে ; কেননা পূর্ববর্তী বিন্দু এবং তাহার নিম্নে যাহা কিছু আছে সে সমস্ত উর্ধ্ব বিন্দুর তুলনায় অতি তুচ্ছ, উত্তরোত্তর এইরূপ জানিবেন। অতএব যাহার ঈমানের সম্বন্ধ উর্ধ্বের সহিত তাহার ঈমান তদনিম্নস্থ যাবতীয় ঈমান হইতে নিশ্চয় গুরুতর হইবে। এইহেতু বলা হইয়া থাকে যে, আরেফ এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, এক নিমিষে উক্ত মাকামের পূর্ববর্তী মাকামসমূহের যাবতীয় কামালাত অর্জন করিতে সক্ষম হয় ! এ ফকীরের সঠিক অনুমান এই যে মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি পূর্ববর্তী মাকামের কামালাত হইতেও অধিক কামালাত লাভ করিয়া থাকেন। ইহা আল্লাহুতায়ালার অনুগ্রহ ; তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে ইহা প্রদান করিয়া থাকেন, তিনি অতি উচ্চ অনুকম্পাশীল।

আপনি আরও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হজরত শায়েখ এবনুল্ আরাবী এবং তাঁহার অনুসরণকারীগণ লিখিয়াছেন, “হজরত মুছা (আঃ)-এর জন্য যে শিশুগুলি বধ করা হইয়াছে তাহাদের সকলের ‘যোগ্যতা’ মুছা (আঃ)-এর মধ্যে স্থানান্তরিত হইয়া আসিয়াছে” একথার প্রকৃত তথ্য বিস্তৃতভাবে লিখিবেন।

জানিবেন যে, ইহা অতি সত্য কথা। কারণ সত্যভাবে জানা গিয়াছে যে এক ব্যক্তি যেরূপ একদল লোকের ‘কামালাত’ লাভের কারণ হয়, তদ্রূপ একদল লোকও এক ব্যক্তির ‘কামালাত’ লাভের কারণ হইয়া থাকে। যদিও পীর—মুরীদগণের কামালাত লাভের কারণ কিন্তু মুরীদগণও পীরের কামালাতের কারণ বটে। খাদ্য, পানীয় বস্তুসমূহের মধ্যে যাহা স্থায়ী দেহের অংশ হইয়াছে, তাহাতেও এ ফকীর অনুভব করিতেছে যে, প্রত্যেক খাদ্য ও পানীয় বস্তু যাহা ভক্ষিত হইতেছে তাহা এ, ফকীরের যোগ্যতার সঙ্গিভূতির কারণ হইতেছে এবং নূতন যোগ্যতা সৃষ্টি করিতেছে। অনেক সময় সুস্বাদু খাদ্যসমূহ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা করি, কিন্তু নিষেধ প্রাপ্ত হই এবং উক্ত সুস্বাদু খাদ্য পরিত্যাগ করিবার আদেশ পাইনা, যেহেতু উহা উল্লিখিত সঙ্গিভূতি ও যোগ্যতাসমূহ লাভের কারণ। বহু স্থলে এক বস্তুর যোগ্যতা অন্য বস্তুর মধ্যে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে স্থানান্তরিত হইয়া থাকে। আমি আরও অনুভব করিতেছি যে, উহাদের একটি শূন্য হইয়া অপরটি সঙ্গিভূতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হজরত শায়েখ নজমুদ্দিন কোব্রা তাঁহার কোন এক মুরীদকে, তিনি কোন পয়গাম্বর (আঃ)-এর ‘জেরে কদম’ বা পদতলে—তাহা জানিবার জন্য কোন এক বোজর্গের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত বোজর্গ বলিয়াছিলেন যে, “তোমার ‘জুহুদ’ কি করিতেছে”? শায়েখ নজমুদ্দিন এই কথার দ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি হজরত মুছা (আঃ)-এর ‘জেরে কদম’। এই বাক্য দ্বারা তিনি কিভাবে ইহা বুঝিতে পারিলেন?

জানিবেন যে ‘জুহুদ’ ইহুদীদিগকে বলা হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহারা হজরত মুছা (আঃ)-এর উম্মত।

আপনি আরও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ‘নাফহাত’ পুস্তকে লিখিত আছে “চার ব্যক্তি ব্যতীত যাবতীয় অলী-আল্লাহ্গণের বেলায়েত মৃত্যুর পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়”।

জানিবেন যে, এ স্থলে ‘বেলায়েতের’ অর্থ ক্ষমতা প্রয়োগ করা ও অধিক কারামত প্রকাশিত হওয়া। শুধু ‘বেলায়েত’এ যাহার অর্থ আল্লাহুতায়ালার নৈকট্য লাভ, তাহা নহে এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থও অতিরিক্ত কারামত প্রকাশ— বিচ্ছিন্ন হওয়া ; সমূলে বন্ধ হওয়া নহে। তদুপরি বলিব যে ইহা তাহার কাশ্ফ বা আত্মিক বিকাশজাত বাক্য, এবং কাশ্ফের মধ্যে ভুল হওয়ারও অধিক সম্ভাবনা। তিনি কি যে দেখিয়াছেন এবং কি যে বুঝিয়াছেন !

আপনি কোন এক বোজর্গের (তাঁহার নিজের) কারামত ‘তলব’ করিয়াছেন ; অপেক্ষায় থাকুন। “অবশ্য আল্লাহুতায়ালার কষ্টের পর শান্তি প্রদান করিবেন” (কোরআন)।

জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, নিশাপুরির মধ্যে ‘ইনাশানিয়াকা’, ‘ইয়া’ অক্ষর দ্বারা লিখিয়াছে। ইহা ‘হামজা’ দ্বারা হইবে অথবা ‘ইয়া’ দ্বারা, কোনটি সত্য ?

ইহা ‘হামজা’ দ্বারা হইবে। অবশ্য ‘ইয়া’ দ্বারা কোনও কেরা’ত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা মশহুর (প্রচলিত) নহে।

আপনি আরও লিখিয়াছেন যে—“অনেক স্ত্রীলোক তরীকার ‘তাওয়াজ্জাহ’ লইবার আকাঙ্ক্ষা করে। যদি তাহারা ‘মহরম’ বা ঘনিষ্ঠ হয় তাহা হইলে কোনই প্রতিবন্ধক নাই, অন্যথায় পর্দার আড়াল হইতে তাহারা যেন তরীকা গ্রহণ করে।

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হাদীছবিদ আলেমগণ প্রত্যেক চান্দ্রমাসে কতিপয় নিষিদ্ধ দিবস ধার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয়ে একটি হাদীছও বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার কি করা যাইবে ?

আমার ওয়ালেদ কেবলা (কুদেছাঃ) ফরমাইয়াছিলেন যে, শায়েখ আবদুল্লাহ্ এবং শায়েখ রহমতুল্লাহ্ উচ্চ শ্রেণীর মোহাদ্দেছ (হাদীছবিদ) ছিলেন, মক্কা-মদীনা শরীফে তাঁহাদিগকে ‘শায়েখায়েন’ আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল। তাঁহারা ঘটনাক্রমে একবার মাত্র ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে—উক্ত হাদীছটি বোখারীর ব্যাখ্যা কারক ‘কেরমানী’ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু হাদীছটি ‘জঈফ’ দুর্বল। এ বিষয়ে ছহি হাদীছ এই যে, “সকল দিবসই আল্লাহের দিবস এবং সকলই আল্লাহের দাস”। তাঁহারা আরও বলিয়াছিলেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে ‘মন্‌হুছ’ বা অশুভ দিবস সমূহ ছিল, কিন্তু রহমাতুল্লিল আলামীন বিশ্বের শান্তি (ছঃ)-এর জন্ম হওয়ায় তাহা অপসারিত হইয়া গিয়াছে। এ ফকিরও এইরূপ বলিয়া

থাকে ; কোনও দিবসকে অপর দিবস হইতে শ্রেষ্ঠ ধারণা করেন, যে পর্য্যন্ত শরীয়ত হইতে তাহা প্রমাণ না হয় । যথাঃ— জুম্মার দিবস, ও রমজান শরীফের দিবসসমূহ ।

আপনি লিখিয়াছিলেন যে, ‘বারে নবুয়াত’ বা নবুয়তের ভার উত্তোলন কার্যের সহিত যে মা’রেফত সম্বন্ধ রাখে তাহা খাজা মোহাম্মদ আশরাফের মকতুবে পাইনা, — উহা কোথায় পাইবেন ! যেহেতু উহা অল্প দিন হইল লিখা হইয়াছে, তাহার প্রতিলিপি আপনার নিকট উপনীত হয় নাই । উহা একটি দীর্ঘ মকতুব, প্রায় এক খণ্ড হইতেও অধিক । আপনার নিকট উহার প্রতিলিপি পাঠাইতে বলিয়াছি ।

ওয়াচ্ছালাম ॥

২৫৭ মকতুব

মীর মোহাম্মদ নো’মান ছাহেবের নিকট সংক্ষেপে তরীকার বর্ণনায় লিখিতেছেন ।

হামদ-ছালাত এবং দোয়ার পর—সমাচার এই যে, শায়েখ আহমদ ফরমুলীর দ্বারা যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা উপনীত হইয়া বিশেষ আনন্দ প্রদান করিল । আপনি তরীকার বর্ণনার ‘রেছালা’ চাহিয়াছেন ; উহার মুসাবিদাগুলি গচ্ছিত আছে । যদি আল্লাহুতায়াল্লা সুযোগ প্রদান করেন তাহা হইলে উহা পরিষ্কার করিয়া আপনার নিকট প্রেরিত হইবে । উপস্থিত তরীকার বর্ণনায় সংক্ষেপে কয়েক ছত্র লিখা যাইতেছে, মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবেন ।

হে ছাইয়েদ ছাহেব, আমরা যে তরীকা গ্রহণ করিয়াছি লতিফায়ে ‘কল্ব’ হইতে তাহার ভ্রমণ আরম্ভ হইয়া থাকে, যাহা আলমে আমরের বস্তু ; উহা অতিক্রম করার পর তদুদ্ভের মাকাম, রুহের, মওব্বা সমূহে ‘ছয়ের’ (ভ্রমণ) আরম্ভ হয় ; উহা অতিক্রান্ত হইলে লতিফায়ে ‘ছের’, যাহা উহার উর্ধ্বে তাহার কার্য্য আরম্ভ হয় । ‘খফি’ এবং ‘আখ্ফা’ লতিফাদ্বয়ের অবস্থাও এইরূপ । এই লতিফা পঞ্চকের মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম হওয়ার পর, এবং ইহাদের প্রত্যেক লতিফার সহিত পৃথক পৃথক ভাবে যে—এল্ম-মারেফত সমূহ সম্বন্ধিত— তাহা প্রাপ্ত হওয়া ও উহাদের প্রত্যেকটির অবস্থা ও প্রেরণা সংঘটিত হওয়ার পর, উক্ত লতিফা পঞ্চকের ‘আছল’ বা মূলসমূহে

যাহা আলমে কবীর বা বৃহত্তর জগতে অবস্থিত, তথায় ভ্রমণ হইয়া থাকে। যেহেতু ‘আলমে ছগীর’ বা ক্ষুদ্র-জগতে যাহা কিছু আছে, তাহার মূল আলমে ‘কবীর’ বা বৃহত্তরজগতে বর্তমান আছে। ক্ষুদ্র জগত হইতে মানব দেহ এবং বৃহত্তর-জগত হইতে যাবতীয় সৃষ্টি জগত অর্থ লওয়া হইয়া থাকে।

উল্লিখিত লতিফা-পঞ্চকের মূলসমূহের মধ্যে ‘ছয়ের’ করা আল্লাহুতায়ালার ‘আর্শে-মজীদ’ হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। আর্শে-মজীদ মানবের লতীফায়ে ‘কল্বের’ মূল, এবং তদুর্কে লতীফায়ে ‘রুহের’ মূল দেশ, উহার উর্ধ্বের-উর্ধ্ব ‘ছের’-এর ‘আছল’ এবং ‘ছের’ এর আছলের উর্ধ্ব লতীফায়ে ‘খফীর’ আছল ও লতীফায়ে খফীর আছলের উর্ধ্ব লতীফায়ে ‘আখফার’ আছল বা মূল। সাধক আলমে কবীর বা বৃহজ্জগতস্থিত এই লতিফা-পঞ্চক যখন বিস্তৃত ভাবে অতিক্রম করতঃ উহাদের শেষ বিন্দুতে উপনীত হইবে, তখন ‘দায়রায়ে এম্‌কান’ বা সম্ভাব্য জগতকে পূর্ণরূপে অতিক্রম করিল এবং ‘ফানা’র মঞ্জিলসমূহের প্রথম মঞ্জিলে পদক্ষেপ করিবে। তাহার পর যদি উন্নতি হয় তবে আল্লাহুতায়ালার এছম-ছেফত-সমূহের প্রতিবিশ্বের ‘বৃত্তে’ ছয়ের আরম্ভ হইবে। এই প্রতিবিশ্বসমূহ ‘অযুব’ ও ‘এম্‌কান’ বা অবশ্যম্ভাবী ও সম্ভাব্য জগতের মধ্যে ব্যবধান স্বরূপ এবং আলমে কবীরস্থিত লতিফা পঞ্চকের আছল বা মূল। এই প্রতিবিশ্বের বৃত্তের মধ্যেও ঐ নিয়মে ছয়ের হয়—যে রূপ ইহার শাখা-প্রশাখার মধ্যে হইয়া থাকে ; যথা পূর্বে বর্ণিত হইল। আল্লাহুতায়ালার অনুগ্রহে এই প্রতিবিশ্বের অসংখ্য মঞ্জিল-সমূহ যদি অতিক্রম করিয়া ইহার শেষ বিন্দুতে উপনীত হয়, তবে আল্লাহুতায়ালার অবশ্যম্ভাবী এছম-ছেফাতসমূহে ছয়ের হইয়া থাকে এবং আছমা-ছেফাতের (নাম-গুণাবলীর) তাজাল্লী বা আবির্ভাব আরম্ভ হয় ও ‘শান’ ‘এতেবার’ সমূহ প্রকাশ পাইতে থাকে। এই অবস্থায় উপনীত হইলে আলমে আমরের লতিফাপঞ্চকের কার্য সমাপ্ত হইয়া যায় ও ইহাদের ‘হক’ বা প্রাপ্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। তৎপর আল্লাহুতায়ালার অনুগ্রহে যদি উক্ত মাকাম হইতে উন্নতি হয়, তখন ‘নফ্‌ছ’ মোত্মায়েন্না বা প্রশান্ত হইবার কার্য আরম্ভ হয়, এবং ‘রেজা’ বা সন্তুষ্টির মাকাম যাহা ‘ছুলুকে’র শেষ মাকাম তাহা লাভ হয় ও ‘শরহে ছদর’ (বক্ষ উন্মুক্ত হওয়া) হইয়া প্রকৃত ইছলাম লাভ হইয়া থাকে। এই মাকামে যে সকল কামালাত বা পূর্ণতা লাভ হয় তাহার তুলনায়

ইতিপূর্বের আলমে আমার বা সুস্ব স্বর্গের কামালাতসমূহ ঐরূপ—প্রশান্ত মহাসাগরের তুলনায় এক বিন্দু পানি যেরূপ ! যে কামালাত সমূহ বর্ণিত হইল আল্লাহুতায়ালার এছমে-আজ্জাহের বা ব্যক্ত নামের সহিত সম্বন্ধ রাখে। এছমে ‘আল বাতেন’ বা গুপ্ত নাম-এর সহিত যে পূর্ণতাসমূহ সম্বন্ধ রাখে তাহা ইহা ব্যতীত অন্যরূপ, উহা গুপ্ত ও অদৃশ্য থাকাই মোনাছিব বা সমীচীন।

যখন এই এছমদ্বয়ের ‘কামালাত’ বা পূর্ণতাসমূহ অর্জিত হইবে তখন আল্লাহু তায়ালার পবিত্র-জগতে উড্ডীয়মান হওয়ার জন্য সাধকের দুই বাহু প্রস্তুত হইবে। সাধক উক্ত বাহুদ্বয়ের সাহায্যে আল্লাহুতায়ালার পবিত্র জগতে অশেষ উন্নতি করিতে সক্ষম হইবে। কতিপয় মুসাবিদার মধ্যে এ বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সরল-চিত্ত বৎস— উহা একত্রিত করিয়া পরিষ্কার করার চেষ্টায় আছেন, সুযোগ পাইলে আপনি একবার আসিবেন। কিন্তু ঐ স্থান শূন্য রাখিয়া আসিবেন না, যেন কার্যের বিশৃঙ্খলা না ঘটে। আপনি একাই আসিবেন এবং দোস্তুগণের মধ্যে যাহাকে অগ্রগণ্য মনে করিবেন তাহাকে তাহাদের ‘পেশওয়া’ করিয়া আসিবেন। আল্লাহু তায়ালাই জানেন যে ইহার পর আর সুযোগ হইবে কি না ! ওয়াচ্ছালাম ॥

২৫৮ মকতুব

শরীফ খানের নিকট আল্লাহুতায়ালার আকরাবীয়াত বা নৈকট্যের বিষয়ে লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহুতায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম।

অনুগ্রহপূর্বক আপনি এ ফকীরের নামে যে পত্র দিয়াছেন তাহা উপনীত হইয়া বিশেষ আনন্দ প্রদান করিল। আল্লাহু-পাক আপনাকে উৎকৃষ্ট পারিতোষিক প্রদান করুক।

হে মান্যবর ! আল্লাহুতায়ালার আকরাবীয়াত বা আমরা হইতে আমাদের নিকটতর হওয়া কোরআন শরীফের অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কি করা যায় ! আল্লাহুতায়ালার আমাদের জ্ঞান হইতে যে অতি উচ্চ এবং

টীকাঃ- পেশওয়া তাহাদের অগ্রগামী।

আমাদের এলম ও অনুভূতির বাহিরেরও বাহিরে ; ইহা সত্ত্বেও আমরা জানি যে—এই বাহিরে হওয়া নৈকট্যের দিকে ; দূরত্বের দিকে নহে। যেহেতু আল্লাহ্ তায়ালা যাবতীয় নিকটবর্তী বস্তু হইতে অধিক নিকটবর্তী। এ পর্য্যন্ত যে, আমরা তাঁহার যে ছেফাতসমূহের ক্রিয়া ও চিহ্ন, সে ছেফাতসমূহ হইতেও তাঁহার ‘জাতে আহাদ’ বা ‘এক জাত’কে আমাদের অধিক নিকটবর্তী প্রাপ্ত হইতেছিল, এই ‘মারেফত’ বা পরিচয় জ্ঞান ও চিন্তার বহির্ভূত। যেহেতু ‘জ্ঞান’ নিজ হইতে নিকটবর্তী বস্তুকে ধারণায় আনিতে সক্ষম হয় না বুঝিবার জন্য-ইহার উদাহরণ যতই অনুসন্ধান করিলাম, পাইলাম না।

আল্লাহ্ তায়ালা অকাউবাণী এবং সত্য কাশ্ফ বা বিকাশই এই মা’রেফতের প্রমাণ। তরীকতপন্থী মাশায়েখগণ একবাদ ও ‘নৈকট্য’ এবং ‘একত্ব’ ইত্যাদির আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু ‘আকরাবীয়াত’ বা নিকটতর হওয়ার বিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়াছেন এবং এ বিষয়ের সন্তোষজনক কোনই বর্ণনা করেন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা অতি নৈকট্যই আমাদের অতি দূরবর্তী হওয়ার কারণ। ইহা—ভাগ্যলিপি সমাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যু পর্য্যন্ত ; বুঝিয়া দেখুন। যেহেতু আমাদের কথা ইশারা ও সুসংবাদ মাত্র।

আপনার প্রতি এবং অবশিষ্ট যাহারা হেদায়েতের পথে চলে ও হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে তাহাদের প্রতি ছালাম। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি পূর্ণ দরুদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

—প্রথম খণ্ড ২য় ভাগ সমাপ্ত—